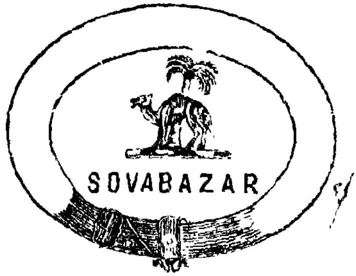
রহস্য মুকুর!

আশ্চর্য্য গুপ্তকথা !!

প্রথম পর্ব্ব।

"ব্রহ্মা যেন কুলালবন্নিয়মিতো ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে
বিষ্ণুর্যেন দশাবতারগহনে ন্যস্তো মহাসঙ্কটে।
রুদ্রো যেন কপালপাণিরটনং ভিক্ষাটনং কারিতঃ
সূর্যো ধাবতি নিত্যমেব গগনে তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে॥"

গবাজারস্থ শ্রীসদাশিব মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা
কলিকাতা,—শোভাবাজার গ্রে ষ্ট্রীট ১০২ নং ভবনস্থ
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে
মুদ্রিত

নির্ঘণ্টপত্র।

নির্ঘণ্টপত্র।

নির্ঘণ্ট পত্র।

রহস্য-মুকুর!

আশ্চর্য্য গুপ্তকথা!!

প্রথম পর্ব্ব।

প্রথম সংখ্যা।

আদ্য স্তবক।

খৃঃ ১৮৭৬।

হরিদাসের "গুপ্তকথা, অতি আশ্চর্য্য" অভিধেয় কৌতুকাবহ নবন্যাস পরিসমাপ্ত কোরে অন্য প্রকারে পাঠক মহাশয়ের চিত্তরঞ্জন করা আমাদের একান্ত অভিলাষ ছিল। দ্বিতীয় বারে আবার দেখা সাক্ষাৎ হবে, ঐ নবন্যাসের অন্ত্য স্তবকে এই ভাবের যে সঙ্কেত আছে, আমরা সেই সঙ্কেতের ফলপ্রদানে সমাগত সমাকাঙ্ক্ষী।—দৈব ও পার্থিব পাকে-চক্রে কিছু দিন বিলম্ব হয়ে পড়েছে; কি করা যায়, কর্ম্মক্ষেত্রের গতিই এই প্রকার।

যে কর্ম্মের কুহকে প্রজাপতি ব্রহ্মা নিয়ত কুলালবৎ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে নিযোজিত, যে কর্ম্মের উপদেশে অখিল-পতি বিষ্ণু দশ অবতাররূপ গহনকাননে মহামহা সঙ্কটে অবতারিত, যে কর্ম্মের ক্রীড়াতে পশুপতি মহেশ্বর নর-কপালহস্তে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিক্ষিপ্ত, যে কর্ম্মের গতিতে দিবাপতি সূর্য্য নিত্য নিত্য নিয়মিত গগনপথে বিধাবিত হোচ্চেন, সেই বিশ্বব্যাপী বিশ্বমোহন কর্ম্মকে নমস্কার! সেই কর্ম্মের দাসত্বে আমরা যেন কিছুদিনের জন্য ভব-বন্ধন ছিন্ন কোরে মুনিব্রত অবলম্বন কোরেছিলেম, আবার সেই ভবসংসারের সাহিত্যকুঞ্জে বাসন্তী পিকের ন্যায় মৌন ভঙ্গ কোল্লেম; আবার আজ "সেই শুভদিনে, শুভক্ষণে, প্রভু যিশু খৃষ্টের জন্মদিনে" সাহিত্যশাখায় দর্শন দিলেম; আবার আজ এই নূতন সাজে, নূতন বেশে, নূতন হয়ে, গা ঝাড়া দিয়ে পুনরাচমন কোরে কেঁচে বসা গেল। এবারের মনোরঞ্জন বস্তু "রহস্য-মুকুর, আশ্চর্য্য গুপ্ত কথা!!" দর্শনী পূর্ব্ববৎ প্রতি সপ্তাহে (ফি সোমবার) দুটী পয়সা।

দুর্গম আর সুগম, সংসারের এই দুটী পন্থা। স্মৃতি-শাস্ত্রমতে সেই দুই পন্থার নাম ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম। প্রথম পথে নানা বিপদ; নানা বিঘ্ন আর নানাবিধ কষ্ট।

সুতরাং দুর্ভেদ্য, দুষ্প্রবেশ্য, দুর্লক্ষ্য, দুর্গম! আশু প্রতিবন্ধক অতিক্রম কোরে, মায়াময় কাম্য বস্তুর প্রলোভন ছিন্ন কোরে সত্য তত্ত্বের অনুসরণে সেই পথে একবার গমন কোত্তে পাল্লে পরিণামে একটী শান্তিরসাস্পদ সুপ্রশস্ত প্রাসাদে প্রবেশ করা যায়। সেখানে পৃথিবীর সমস্ত ভোগ্য পবিত্র বস্তু স্তূপে স্তূপে বিদ্যমান। যে ভাগ্যবান পুরুষ জগতের তুচ্ছ কাম্য পদার্থ তুচ্ছ জ্ঞান কোরে সেই শান্তিনিকেতনে একবার প্রবেশ কোত্তে পারেন, তিনিই সেই দেবদুর্লভ সুখ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী।

দ্বিতীয় পন্থা অতি সহজ,—সরল, সমতল, মসৃণ, নিম্নগামী;—নিম্নগামী বোলেই সমতল হয়েও সোপানে সোপানে ঢালু। পথের উভয় পার্শ্বে অতি মনোহর রম্য বস্তু থরে থরে সাজানো। দেখ্‌লেই লোভে মন আকৃষ্ট হয়। সহজে সেই পথ অতিক্রম কোরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হলে চারিদিকে বিষ-বৃক্ষের বন নয়নগোচর হয়। মূর্ত্তিমান পাপরূপী ভীষণ পিশাচ সেই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড কুণ্ড! আধি, ব্যাধি, অনুতাপ, দীনতা, বিকট ক্রন্দন, হতাশ্বাস, নিরাশ-নিশ্বাস, মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা সেই কুণ্ডে অহরহ বিচরণ করে। যে হতভাগ্য কিছুদিন কাম্যসুখ উপভোগ কোত্তে কোত্তে

সেই বনের অন্ত্য সীমায় উপস্থিত হয়, তার ভাগ্যে অবশেষে অনন্ত ক্লেশ, অনন্ত দুঃখ, অনন্ত নিরয়।

এই দুটী পন্থার চরম ফল পরীক্ষা-সিদ্ধ,—কল্পনা-সিদ্ধ নয়। সেই পরীক্ষার ফল প্রদর্শনাভিলাষে আজ আমরা বিশ্ব-নাটকের সূত্রধারের কার্য্য করি। পাঠক মহাশয়! আপনার পূর্ব্ব পরিচিত প্রেমাস্পদ হরিদাস এ আখ্যায়িকার নায়ক নহেন। দুটী নূতন যুবা এই নাট্যশালার ঐ উভয় পথের অনুগামী নায়ক। একজনের প্রথম, অপরের দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন। উভয়েই অদৃষ্ট-চক্রের ফলাফল পরীক্ষার জীবন্ত সাক্ষী;—কাজেই ভিন্ন ভিন্ন উভয় পন্থার পরিব্রাজক যাত্রী।

কে তারা?

কোন্ দেশের লোক?

কোথায় নিবাস?

ভিন্ন ভিন্ন পথাবলম্বী হয়ে পরিণামে তাদের অদৃষ্টে কি ফল হয়েছিল?

ক্রমে জান্‌বেন।

রহস্য-মুকুর !

আশ্চর্য্য গুপ্তকথা !!

প্রথম কাণ্ড ।

যুগল ভ্রাতুষ্পুত্র ।

গ্রীষ্মকাল ;—বরুণানদীর স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হোচ্চে। বায়ু-হিল্লোলদলিত উর্ম্মীমালা একটীর গায়ে একটী লেগে তরঙ্গিণী-বক্ষে সুমধুর নৃত্য কোচ্চে। নেচে নেচে আবার স্রোতের সঙ্গে বিলীন হোচ্চে। নদীবক্ষে নৌকাগুলি যেন রাজহংসের ন্যায় সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্চে। নাবিকেরা মনের আনন্দে যার যে দেশের যে সুর, সেই সুরে গান গাচ্চে। শোভা অতি মনোহারিণী। আকাশে বায়ুসঞ্চালন-শব্দ, ধরণীতে রবিদেবের উত্তপ্ত অস্ফুট শব্দ, জলবক্ষে দাঁড় পতনের ঝপ্ ঝপ্ শব্দ, শ্রবণে অতি সুখপ্রদ। শিশুরা যেমন হিন্দোল-দোলায় নানা অঙ্গভঙ্গী কোরে কোমল ক্রীড়া করে, বারিচরেরা ভাস্কর-করে উত্তাপিত হয়ে ঠিক সেই প্রকারে শ্বেতাঙ্গিনী তরঙ্গিণীর ক্রোড়ে বীচিমালার গাত্র স্পর্শ কোরে থেকে থেকে মস্তক উত্তোলন কোচ্চে। জলচর পক্ষীরা স্রোতের সঙ্গে ভাসচে। ভক্তজনেরা ইষ্টদেবের পূজা কোরে যে ফুলগুলি শৈলকুমারীকে উপহার

দিয়াছেন, বাতাসে সেইগুলি ভেসে ভেসে এপাশে ওপাশে যেন নানা-রঙ্গে প্রমত্তভাবে ক্রীড়া কোচ্চে। তীরস্থ ছোট ছোট বৃক্ষগুলি এক এক বার বায়ুভরে স্রোতের উপর নত হয়ে পড়্ছে, তরঙ্গেরা যেন তাদের ধর্‌বার জন্যে দ্রুতবেগে ধাবিত হোচ্চে, পাছে ধরে, এই ভয়ে শাখাগুলি যেন আবার ঊর্দ্ধভাগে পলায়ন কোচ্চে। তরঙ্গিণীর তরঙ্গ তীরভূমি অতিক্রম করে না, সুতরাং হতাশ হয়ে জননীর ক্রোড়ে ফিরে যাচ্চে। এই সকল কৌতুক দেখে পয়স্বিনী যেন মৃদু মৃদু হাস্য কোরে ক্ষণে ক্ষণে শান্তভাব ধারণ কোচ্চেন। তটিনীতটে উপবন আর অট্টালিকা থাক্‌লে অপূর্ব্ব শোভা হয়; করুণাময়ী বরুণা সে শোভায় বঞ্চিত নয়;—অঙ্গসৌষ্ঠব সকলি বিদ্যমান। তীরস্থ গৃহ, তীরস্থ পাদপ, তীরস্থ মন্দির, স্বচ্ছ নীরে প্রতিবিম্বিত হয়ে পবনহিল্লোলে রমণীয় শোভা বিকাস কোচ্চে, বোধ হোচ্চে যেন, প্রকৃতি দেবী সানন্দে সপরিবারে জলকেলি কোচ্চেন।

বাম তীরে একটী উদ্যান। বরুণার করুণায় সেই উদ্যানটী সতেজ, সুপ্রসন্ন, সুপ্রফুল্ল, পরম সুন্দর। তরণীযাত্রীর সকৌতুক নয়নে সেই বিলাসবন যেন একখানি চিত্রকরা ছবির মত দৃশ্যমান হয়। উদ্যানের চারি-দিক প্রস্তরময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। উদ্যান অতিক্রম কোরেই বারাণসীর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মহাত্মা ভূপেন্দ্র সিংহের ভদ্রাসন। সেই সুবিস্তৃত অট্টালিকার একটী কক্ষে একটী সুসজ্জিত সুপরিস্কৃত শয্যার উপর এক যুবা পুরুষ উপবিষ্ট। আকার অবয়বে পরম সুন্দর, অতি সুপুরুষ, সুমোহন-কান্তি। গড়ন মাফিক নই, বরং একটু দীর্ঘ, দোহারা, হাত পাগুলি মাধুর্য্যময়, নিটোল, বর্ণ ফলান হরিতালের মত গৌর, বদনের ভাব কোমল সুপ্রসন্ন। অর্দ্ধচন্দ্র চিবুক, ললাট প্রশস্ত, মহৎভাবে পরি-পূর্ণ। নাসিকা টিকোলো, ওষ্ঠাধর দুখানি পাতলা পাতলা, তাতে রক্তিম

রেখা,—কেশ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ,—অল্প অল্প গোঁফ,—ভ্রূ জোড়া,—যেন তুলি দিয়ে আঁকা ;—নয়ন যুগল বেশ টানা,—ভাসা ভাসা ;—ঈষৎ নীলবর্ণ, সতেজ, সমুজ্জ্বল,—তারা দুটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ;—নেত্রপুটে স্পষ্ট সরলতা প্রকাশ পায়। যেমন রূপ, স্বভাবও সেই রূপ।—বিনয়ী, সরল, গম্ভীর, সদালাপী। যাঁর যাঁর সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় আছে,—আর যাঁর যাঁর সঙ্গে নূতন আলাপ হয়, তাঁরা সকলেই তাঁর সরল বন্ধুবাৎসল্যে পরম আপ্যায়িত। অধিক কথা কি, যিনি একদিন মাত্র তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেন, সৎস্বভাবের গুণে তাঁকেই তিনি তৎক্ষণাৎ চির-দিনের সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী,—অকপট হৃদয়-বন্ধু জ্ঞান কোরে আনন্দিত হন। নবপরিচিত আলাপী লোকেও মনে মনে ভাবে, এঁর তুল্য সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী, হিতাকাঙ্ক্ষী মিত্র সংসারে আর দ্বিতীয় নাই। বয়স্যেরা বলেন, অমায়িক ; রসিকা কামিনীরা ভাবে, অরসিক নির্ব্বোধ। সেই যুবা স্বচ্ছন্দে অন্যমনস্ক, অবলম্বন একটী উপ্‌ধান। বয়স অনুমান ১৯ বৎসর ; গোল গঠনে বোধ হয়, দুই চারি বৎসর অধিক।

অনতিদূরে আর একটী যুবা কক্ষ-ভিত্তি-সংলগ্ন একখানি দর্পণে আপন আস্য দর্শন কোচ্চেন। সুচাঁচর চিকুরগুলি একবার এপাশ এক-বার ওপাশ কোরে বিন্যস্ত কোচ্চেন। কোন্ প্রকারে ভাল দেখায়, তারি বন্দোবস্তে ব্যতিব্যস্ত। এই যুবার বয়স অনুমান ২১ বৎসর ; অবয়ব ঈষৎ খর্ব্ব, গড়ন দোহারা, মাধুর্য্য ভুঁড়ি, সর্ব্বাঙ্গ লোমে পরিপূর্ণ, হস্তপদ গোল, কোমর মোটা, বর্ণ গৌর, মুখের আয়তন গোল গোল, নিতান্ত শ্রীহীন নয়। ওষ্ঠ ঈষৎ পুরু, নাসিকা বাঁশীর মত সবল নয়। কপাল ছোট, চিবুক সুচপ, চক্ষু দুটী বড়, কৃষ্ণোজ্জ্বল তারা, ভ্রূযুগ ধনুকের মত টানা। চক্ষু দুটী মনঃসংযোগ কোরে দেখ্‌লে. বেস স্পষ্ট

বোধ হয় যেন, তার মধ্যে ধূর্ত্ততা আর চতুরতা সুকৌশলে ক্রীড়া কোচ্চে। চক্ষুই মনের দ্বার, সচরাচর লোকের নেত্র নিরীক্ষণ কোল্লে অন্তরের ভাব সুন্দররূপে বুঝা যায়;—ভয়, লজ্জা, শোক, দুঃখ, আনন্দ, নিরানন্দ, সমস্তই নয়নে প্রকাশ পায়। এই যুবার চক্ষু দুটী পরিস্ফুট-রূপে মানসিক প্রকৃতির পরিচয় দিচ্চে। ইনি লোকের নিকট সুপুরুষ, সুচতুর, সুবুদ্ধি, আর সুধীর বোলে প্রতিপন্ন। মুখখানি সর্ব্বদাই হাসি হাসি, কিন্তু সে হাসিতে মূর্ত্তিমান দম্ভ সুপ্রকাশ। বাস্তবিক ইনি বিষম দাম্ভিক,—খোসামোদের একান্ত বশীভূত,—নিজেও খোসামোদ কোত্তে বিলক্ষণ পটু। যতক্ষণ লাভের আশা থাকে, ততক্ষণ লোকের সঙ্গে মিশ্‌তে, হাস্‌তে, কথা কইতে, বন্ধুতা কোত্তে,—সময় বিবেচনায় "জল উচু নীচু" বোল্‌তেও পরাঙ্মুখ হন না। কাশীধামে যতগুলি বড় লোক আছেন, তাঁদের সকলের সঙ্গেই এঁর আলাপ।—আলাপ না থাক্‌লেও যেচে পরিচয় কোত্তে ত্রুটি নাই। বালককালের চিরপরিচিত সমবয়স্ক সঙ্গী,—বিদ্যালয়ের সহপাঠী ছাত্র, যাদের কাছে এখন কোন স্বার্থের আশা নাই, তাদের আর চিন্‌তেও পারেন না।

এই যুবার একটী মোহময় গুণ আছে।—মনের ভাব সকলে জান্‌তে পারে না। যা কিছু যখন অন্তরে উদয় হয়, অন্তর-সাগরেই সেটী খেলা কোরে বেড়ায়। আর একটী গুণ প্রেমিকতা।—রমণীসমাজে উপস্থিত-বক্তা, আমুদে, রসিকরাজ নামে প্রসিদ্ধ। অপবিত্র, অশ্লীল হাস্য রহস্যে ইনি পরম পণ্ডিত। সেই গুণে সেই শ্রেণীর কামিনীমণ্ডলে সবিশেষ সম্মান।

পাঠক মহাশয়! নায়ক দুটীর আকৃতি প্রকৃতির এক প্রকার পরিচয় পেলেন, এই অবসরে তাঁদের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

উভয়েই এক পিতার সন্তান,—উভয়েই সহোদর,—উভয়েই মহিমান্বিত ভূপেন্দ্র সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁদের মাতা পিতা কেহই নাই।—জ্যেষ্ঠের নাম পদ্মলাল, কনিষ্ঠের নাম বিজয়লাল। যিনি আরসীতে মুখ দেখ্‌ছেন, তিনি জ্যেষ্ঠ, আর যিনি তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে বোসে আছেন, তিনি কনিষ্ঠ।

পদ্মলাল সহসা দর্পণের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বিজয়লালকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, " বেড়াতে যাবে ? "

" আর একটু বেলা পড়ুক।"—ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বিজয়লালের এই সংক্ষিপ্ত উত্তর।

" তবে তুমি থাকো, আমার বিশেষ আবশ্যক, পাখীগুলি একবার দেখে আসি।"—ত্রস্তভাবে এই কথা বোলেই পদ্মলাল সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বিজয়লাল তদবস্থায় একখানি পুস্তক নিয়ে অভিনিবিষ্ট চিত্তে পাঠ কোত্তে লাগ্‌লেন।

পদ্মলালের সখ পাখী পোষা।—কোথায় ভাল পাখী পাওয়া যাবে, কিসে সেই পোষা পাখীরা শীঘ্র শীঘ্র মিষ্ট মিষ্ট বুলি বোল্‌তে শিখ্‌বে, কিসে পাখীগুলি সচ্ছন্দে নিরাপদে সুখে থাকবে, সর্ব্বদা সেই দিকেই মন, সেই দিকেই যত্ন, সেই বিষয়েই চেষ্টা।—বাগানে একটী ছোট খাটো চিড়িয়াখানা আছে, পাখীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিচারকও নিযুক্ত আছে,—সখের অঙ্গসৌষ্ঠব সকলি বিদ্যমান, কিছুরি অপ্রতুল নাই,—কিন্তু তাঁর মেজাজ তাদৃশ সৌখীন নয়। তিনি অতিশয় কোপনস্বভাব।—যেমন ক্রোধী, তেমনি নিষ্ঠুর।—ক্রোধী হলেই যে নৃশংস হতেই হয়, এমন কিছু ধরা কথা নাই;—অনেকের ক্রোধ অনেক সময়ে কোনো অপকার না করেই প্রশমিত হয়; কিন্তু পদ্মলালের স্বভাবে সে ভাবের

চিরন্তন অভাব। প্রবল অনলের সহিত প্রবল পবনের যেরূপ অবিচ্ছেদ মিলন, পদ্মলালের প্রবল ক্রোধের সহিত প্রবল নিষ্ঠুরতার তেমনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অধিক কি, পাখীর উপর তাঁর এত যে সখ, তথাপি নিত্য নৈমিত্তিক রোষের নিকটে সেই সখও শোচনীয়রূপে পরাভূত।—কোনো পাখী যদি শীঘ্র শীঘ্র পোড়্‌তে না শেখে, একটী কপোত যদি কর্ত্তার ইচ্ছামত উচ্চ পথে উড়্‌তে না পারে, তা হলে আর নিস্তার থাকে না; তৎক্ষণাৎ করাল প্রভুর নিষ্ঠুর করাঘাতে ছিন্নপক্ষ হয়ে প্রাণত্যাগ কোত্তে হয়!—সহৃদয় বিজয়লাল অনেক সময় করুণার্দ্র হয়ে জ্যেষ্ঠের এই নির্দ্দয় ব্যবহার নিবারণে যত্নবান হয়েছিলেন, অকৃতকার্য্য হয়ে ভগ্ন-চিত্তে নিরুৎসাহ হয়েছেন। বাস্তবিক সে দুর্দ্দম বেগ কিছুতেই প্রশান্ত হবার নয়। এত দুর্দ্দম যে, একবার যার উপর ক্রোধ হয়, যতদিন বৈরনির্যাতন না কোত্তে পারেন, ততদিন সেই রাগ মনে মনে বিবরস্থ ভুজঙ্গমের ন্যায় গর্জ্জন কোত্তে থাকে।

পদ্মলালের প্রস্থানের পর একজন ভৃত্য সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লে। বিজয়লালের পুস্তক-বিন্যস্ত নেত্রযুগল সেই পদশব্দে সেইদিকে আকৃষ্ট হলো। জিজ্ঞাসা কোল্লেন, " কি সুমেরু ? "

প্রবেশকারী ভৃত্যের নাম সুমেরু।—সুমেরু সবিনয় স-সম্ভ্রমে নিবেদন কোল্লে,—" আজ্ঞা, কর্ত্তামশাই আপনাকে আর বড় বাবুকে তাঁর কাছে একবার আস্‌তে বোল্লেন।"

" আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, বড় বাবু এইমাত্র বাগানের দিকে গেলেন, তাঁরে সংবাদ দাও গে। "—এই পর্য্যন্ত বোলে পাঠ্য পুস্তকখানি বন্ধ কোরে, বিজয়লাল গমনোদ্যত ভৃত্যকে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, " কর্ত্তার কাছে এখন আর কে কে আছে ?"

"আর কেউ নাই, কেবল বলদেব বাবু আছেন্।" এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে পরিচারক সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরে বিজয়লালও বহির্গত হলেন।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

পরামর্শ।

দোতলার উপর একটী বৃহৎ বৈঠকখানা;—ঘরটী অতি পরিপাটীরূপে সাজানো; চারিদিকে চারখানি হস্তিদন্ত-পরিবেষ্টিত মনোহর দর্পণ;—বেষ্টনী গজদন্তে নানাবিধ পশুপক্ষী, পুষ্পপুঞ্জ প্রভৃতির প্রতিরূপ চিত্র করা। অতি সুশোভিত, সুসজ্জিত;—দর্পণের দর্শন অতি চমৎকার। তার পাশে বড় বড় বৃন্দাবন, গোষ্ঠবিহার, রাম-লীলা, কংসবধ, সীতাহরণ প্রভৃতির মনোমোহন চিত্রপট। ঘরজোড়া ঢালা বিছানা, মধ্যস্থলে একটী উচু গদী, তার উপর কার্‌চোপের কাজকরা মখ্‌মলের চাদর আর তাকিয়া, আশে পাশে ঐ রকমের চার পাঁচটী ছোট ছোট বালিশ। ধারে ধারে সাটিন কিংখাপ আর মখমলমোড়া দেশী বিদেশী নানা-প্রকার ছোট বড় সুবিচিত্র কাষ্ঠাসন। ঘরের স্থানে স্থানে ভিত্তিসংলগ্ন প্রস্তরময় ও বিবিধ ধাতুময় পুষ্পাধার, কৃত্রিম জীবমূর্ত্তি আর নানা-প্রকার রমণীয় সৌখীন বস্তু থরে থরে সাজানো।

একজন পরিণতবয়স্ক সুপুরুষ সেই গদীর উপর উপবিষ্ট।—তিনি পার্শ্বস্থ একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কোচ্চেন, আর জড়াও কাজকরা সোণার আলবোলায় তামাক খাচ্চেন। তাঁর গড়ন ডৌলসই,

বরং কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকার, দোহারা, নিটোল শরীর। সুমোহন সুন্দর কান্তি, নাসিকা সমুন্নত, চক্ষু দুটী বড় বড়, আয়তন পর্য্যন্ত টানা, কৃষ্ণোজ্জ্বল পুতলী, কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, নিবিড়, ঠোঁট বেশ পাতলা, টুকটুকে লাল, গণ্ডদেশ খুব পুবন্তও নয় অথচ অপূর্ণও নয়, হস্ত পদ আর অন্য অন্য অবয়বের আকার সমস্তই মানান সই। এক কথায় বোলতে গেলে নিখুঁত সুন্দর ;—নিখুঁত গড়ন, নিখুঁত সুন্দর। বয়স অনুমান ৪৫। ৪৬ বৎসর।

রূপ একটী পদার্থ ;—মনোহর পদার্থ।—বাস্তবিক রূপের প্রকৃতি কিরূপ, সেটী নির্ণয় করা দুষ্কর। যাতে মনোহরণ ও নেত্ররঞ্জন হয়, সেইটীই রূপ। যে লোকের যেমন রুচি, তার চক্ষে তেমনি রূপ পরম সুন্দর দেখায়। আমরা যাকে সৌন্দর্য্য বলি, অপর দেশের লোক তাকে বিরূপ মনে কোত্তে পারেন ; অন্য দেশের সৌন্দর্য্য আমাদের নয়নে কদর্য্য বোধ হতে পারে ; কিন্তু রূপ একটী পদার্থাতীত পদার্থ। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সাধারণতঃ একরূপেই নয়ন মন হরণ কোত্তে সমর্থ। ভারতবর্ষের কবিরা অশ্বিনীকুমার, পার্ব্বতীকুমার ও শ্রীপতিকুমারের যেরূপ রূপ বর্ণন কোরেছেন, অপ্সরা তিলোত্তমা, উর্ব্বশী ও মেনকার রূপ, যেরূপ বর্ণন আছে, সকলগুলিই মনশ্চক্ষুর প্রীতিকর। আমরা যাঁর রূপ বর্ণনে প্রবৃত্ত, তিনিও আমাদের মনে নয়নে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।—রূপখানিতে মাধুরী মাখা, অথচ এমনি গম্ভীর ভাব, এমনি তেজস্বিনী মূর্ত্তি যে, সহসা দর্শন কোরেই মনোমধ্যে সন্ত্রাস ভক্তির সঞ্চার হয়। বঙ্গকুলাঙ্গনাকুলের একটী চিরসংস্কার আছে, রাজপুত্র হোলে পরম সুন্দর হতেই হবে, আর রাজকন্যা হলে পরম সুন্দরী হবেই হবে। এই সংস্কারে আমরা এঁকে রাজপুত্র বোলে পরিচয় দিতে পারি।

যে রূপবান পুরুষের অঙ্গসৌষ্ঠবের পরিচয় দেওয়া গেল, ইনিই এই বাড়ীর কর্ত্তা। এঁর নাম শ্রীমান ভূপেন্দ্রলাল সিংহ। পাঠক মহাশয় স্মরণ কোত্তে পারবেন, এই আখ্যানের প্রারম্ভে আমরা যে ভূপেন্দ্র-সিংহের নাম উল্লেখ কোরেছি, বর্ণিত সুমোহন মাধুরীময় মহাত্মাই সেই ভূপেন্দ্রসিংহ। যে অট্টালিকা, যে উদ্যান আর যে সকল সম্পত্তির বর্ণনায় আমরা আজ প্রবৃত্ত, এই ভূপেন্দ্রসিংহই সেই সমস্তের একমাত্র অধীশ্বর। পন্নালাল আর বিজয়লাল, এঁরই দুই ভ্রাতুষ্পুত্র। জাত্যংশে ইনি মহামান্য মর্য্যাদাপন্ন চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়।

ভূপেন্দ্রসিংহের আর দুটী সহোদর ছিলেন। একজন জ্যেষ্ঠ, একজন কনিষ্ঠ, ইনি মধ্যম। কনিষ্ঠ নিঃসন্তান পরলোকবাসী হয়েছেন, জ্যেষ্ঠের দুটী পুত্র। সেই দুটী পুত্রই অবলম্বিত নবন্যাসের নায়ক। ভূপেন্দ্রের পিতার বিষয়াশয় ছিল বটে, কিন্তু এত প্রচুর ছিল না যে, বর্ত্তমান সুখ ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ভূপেন্দ্র স্বয়ং ব্যবসায় বাণিজ্যে ও জমীদারী বিষয়ে বিলক্ষণ সুনিপুণ ছিলেন। আপনার যত্নে আপনার শ্রমেই নানা রকম কারকারবারে পৈতৃক সম্পত্তি বহুগুণে সম্বর্দ্ধিত কোরেছেন। তাঁর পিতা মৃত্যুকালে চরম ইচ্ছাপত্রে সঞ্চিত বিত্ত তিন পুত্রকে সম অংশে বিভাগ কোরে দিয়ে যান। ভূপেন্দ্র যখন সম্পত্তি বৃদ্ধি কোরে ধনশালী হয়ে উঠেন, দুর্ভাগ্যবশে সেই অবসরে একে একে তাঁর উভয় সহোদরের মৃত্যু হয়। তাঁরা ব্যবসায় বাণিজ্যে বারম্বার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে, মূলধন পর্য্যন্ত নষ্ট কোরেছিলেন, সুতরাং মৃত্যুকালে একটী কপর্দ্দক মাত্রও সম্বল রেখে যেতে পারেন নি। আমরা যে সময়ের কথা বোলছি, সে সময় ভূপেন্দ্রসিংহের জ্যেষ্ঠ সহোদরের জ্যেষ্ঠ পুত্র পন্নালালের বয়ঃক্রম দশ বৎসর, কনিষ্ঠ বিজয়লালের আট বৎসর। ভূপেন্দ্রের সন্তান সন্ততি

হয় নাই। প্রথম পত্নীর মৃত্যু হওয়াতে আর বিবাহও করেন নাই। জ্যেষ্ঠের জীবিতাবস্থায় তাঁর সঙ্গে যদিও ভূপেন্দ্রের বিষম কলহ উপস্থিত হয়েছিল, এমন কি, মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্তও ছিল না, তথাপি তাঁর অপোগণ্ড বালক দুটী এ দ্বার ও দ্বার কোরে বেড়ায়, সেটী ভাল দেখায় না, এই ভেবে ভূপেন্দ্র সে দুটী ভ্রাতুষ্পুত্রকে বাড়ীতে রেখে লেখা পড়া শিখান। সহোদরের সঙ্গে মনান্তর ছিল, শিশুদের সঙ্গে সে ভাবের সম্পূর্ণ অভাব। "ভ্রাতুষ্পুত্রেণ পুত্রতা"। শিশু দুটী অকপট অকৃত্রিম স্বভাব সিদ্ধ স্নেহের পাত্র। তারাই পরিণামে বিষয়াধিকারী হয়ে, পিতৃপুরুষের জলগণ্ডূষস্থল হবে, ধর্ম্মতঃ এই বিবেচনায়, নিয়ত অপত্যস্নেহে সেই দুটীকে লালন পালন করেন। বাস্তবিক তাঁরাই এখন ভূপেন্দ্রের পৈতৃক, স্বোপার্জ্জিত, সমস্ত ধন সম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারী।

ভূপেন্দ্রসিংহ গল্প কোত্তে কোত্তে একটু থেমে, আলবোলার নলটী বিছানার উপর রেখে, আবার বোল্লেন, "দেখ বলদেব। তুমি আমার প্রাচীন বিশ্বাসী আম্‌লা। বিষয়াশয়ের সমস্তই তুমি জানো, তোমাকে একটী কথা বলি, ছেলে দুটীর উপর একটু একটু নজর রেখো। যাতে তারা বিষয়কর্ম্মের দাঁড়া দস্তুর শিখে, আখেরে বিষয়াশয় রক্ষা কোরে চোল্‌তে পারে, তার চেষ্টা কোরো। যদি কোনো অন্যায় দেখ, তা হলে স্পষ্ট মুখে কিছু বোলো না, ভাব ভঙ্গীতে সাবধান কোরে দিও। তাতেও যদি কোন ফল না দর্শে, আমারে পত্র লিখে জানিও।"

ভূপেন্দ্রের কথা সমাপ্ত হতে না হতে বিজয়লাল সেই গৃহ-মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। কর্ত্তা মহাশয়, আরো দু একটী কথা বোল্‌তেন, বিজয়-লালকে দেখে চেপে গেলেন, আর কিছু বোল্লেন না। বলদেব উঠে দাঁড়িয়ে একবার বিজয়লালের মুখপানে চেয়ে কর্ত্তাকে সম্বোধন কোরে

বোল্লেন, "আজ্ঞা, আমারে আর অধিক কিছু বোল্‌তে হবে না, আপনার সদভিপ্রায় আমি বুঝেছি, আদেশ মতই কাজ কোর্‌বো। এখন বিদায় হই।"

"আচ্ছা, তা হলেই হলো।" এই কথা শুনেই বলদেব নমস্কার কোরে বিদায় হোলেন। তাঁর প্রস্থানের পর বিজয়লালের দিকে দৃষ্টিপাত কোরে ভূপেন্দ্রসিংহ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "পদ্মলাল কোথায়?"

"আজ্ঞা তিনি বাগানের দিকে গিয়েছেন, সুমেরুকে ডাক্‌তে পাঠিয়ে দিয়েছি, তিনি এলেন বোলে।" এই উত্তর দিয়ে বিজয়লাল শয্যার এক পার্শ্বে উপবেশন কোল্লেন। বলদেব চোলে গেলে ক্ষণকাল পরেই পদ্মলাল উপস্থিত।

ভূপেন্দ্রসিংহ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থেকে উভয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "দেখ, তোমাদের আজ একটী বিশেষ কথা বল্‌বার জন্য ডেকেচি, তোমাদের একটী কাজ কোত্তে হবে। আর তোমাদের কাজ কর্‌বার সময়ই এই।" এই পর্য্যন্ত বোলে কর্ত্তা নিস্তব্ধ হোলেন, একবার উভয়ের মুখপানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌লেন। পদ্মলাল ব্যগ্র ভাবে নম্রস্বরে বোল্লেন, "আজ্ঞা করুন, আমরা সর্ব্বদাই আপনার আজ্ঞাবহ।"

পদ্মলালের কথায় ভূপেন্দ্রসিংহ পরম সন্তুষ্ট হোলেন, পার্শ্বস্থ একটী বালিশের উপর একটু ঠেস দিয়ে পুনরায় বোল্লেন, "দেখ, আমার বয়েস ক্রমে ক্রমে বাড়্‌চে বই আর কোম্‌চে না, ক্রমেই আমি বৃদ্ধ হয়ে আস্‌চি, কালে তোমাদের উপরেই সমস্ত বিষয়-কর্ম্মের ভার পোঁড়্‌বে, ; তোমরা কার্য্যক্ষম হোতে না পাল্লে; জমীদারী কাগজ পত্র বুঝ সমুজ কোত্তে না শিখ্‌লে পরিণামে বিষম কষ্টে পোড়্‌বে। বিষয় রক্ষা করা বড়

কঠিন কার্য্য, সক'ল সে কার্য্যের উপযুক্ত হোতে পারে না, তোমরা যদি বুঝ্দার কর্ম্মক্ষম হোতে পার, তা হলে আমার যে বিষয় আছে, তা তোমরা আরো বৃদ্ধি কোরতে পার্বে, সময়ে সুখে সচ্ছন্দেও থাকবে, আর যদি এককালে অকর্ম্মণ্য হও, তা হলে এই সম্পত্তি কোন্ দিক্ দিয়ে উড়ে যাবে, কে কেমন কোরে লুটে পুটে নেবে, জান্তেও পার্বে না, চক্ষে দেখ্তেও পাবে না।"

"আজ্ঞা আপনি যা বোলচেন, সে সমস্তই সত্য।"

ভূপেন্দ্রসিংহ পদ্মলালের কথা মনঃসংযোগ কোরে না শুনেই পুনরায় বোল্লেন, "তাই আমার একান্ত ইচ্ছা যে, তোমরা এই বেলা থেকে কিছু কিছু জমীদারী কাজকর্ম্ম শিক্ষা কর। আরও দেখ, সুধু তা বোলেও নয়, পাটনার তালুকখানি আমার বিলক্ষণ লাভকর বিষয়, কিন্তু আম্লাদের দোষে দুই বৎসর তাতে বিস্তর ক্ষতি হোচ্চে। যাকে পাঠাই, কেউই কিছু কোরে উঠ্তে পারে না। লাভে মূলে সমস্তই আমার জলে যাচ্চে। এই দুসন ঘরথেকে কোম্পানির লাটবন্দির খাজনা সরবরাহ কোচ্চি। কোথায় উপস্বত্ব-ভোগী হব, তা না হোয়ে উল্টে ঘরথেকে কিছু কিছু দণ্ড দিতে হোচ্চে।" এই পর্য্যন্ত বোলে একটু থেমে, তিনি আবার বোল্লেন, "সেই জন্য আমি স্থির কোরেছি, পরের উপর সমুদয় নির্ভর না কোরে শীঘ্রই কিছু নূতন বন্দোবস্ত করা উচিত। বন্দোবস্তও এমন কিছু দেখিনে, হয় তালুকখানি বিক্রয় কোত্তে হয়, না হয় সেখানে একজন আপনার লোক রাখ্তে হয়। এই দুয়ের এক না কোল্লেই বা কতদিন আর এরকম বৃথা ক্ষতি সহ্য কোর্বো।"

পদ্মলাল মৃদুস্বরে বোল্লেন, "কেবল ঘরথেকে ক্রমাগত লোকসান দেওয়াটা উচিত হয় না।"

ভূপেন্দ্রসিংহ পুনরায় বোল্লেন, "বিহিত উপায় কি? তালুকখানি বেচে ফেলা, তাও আমার ভাল বিবেচনা হয় না। বিষয় বিক্রি করা অতি সহজ, কিন্তু বৃদ্ধি করা অতি কঠিন। বিষয় যখন হয়, তখন বহু কষ্টে, বহু বিলম্বে, কিন্তু যখন যায়, তখন কোন্ দিক্ দিয়ে যে যায়, তা টেরও পাওয়া যায় না। নারিকেল-ফলে জলসঞ্চারের ন্যায় কমলার আগমন, গজভুক্ত কৎবেলের ন্যায় তাঁর প্রস্থান। তাই বোল্‌চি বাপু, বিষয় আশয় রক্ষা করা বড় কঠিন ব্যাপার।"

"আজ্ঞা, যা আপনি বোল্‌চেন, সকলি যথার্থ।" ভূপেন্দ্রের এই সুদীর্ঘ উপদেশে পদ্মলালের এইমাত্র সংক্ষিপ্ত উক্তি।

"বুঝ্‌লে কি না পদ্মলাল,—সেই জন্যই বোল্‌চি, তালুকখানি বিক্রয় না কোরে যাতে বজায় থাকে, সেই চেষ্টাই করা উচিত। কেমন, তোমরা কি বলো?"

খুল্লতাতের কথা শেষ হতে না হতে, পদ্মলাল অঙ্গভঙ্গী কোরে বোল্লেন, "আজ্ঞা, আপনি যা বিবেচনা কোর্‌বেন, আমরা কি তার অন্যথা কোত্তে পারি?"

"আমি বলি কি, তোমরা দুজনে পাটনায় যাও। গিয়ে সেখানকার সমস্ত গোলমাল মিটমাট কোরে সেইখানে থেকেই সমস্ত বিষয়কর্ম্ম শিক্ষা করো। এক কার্য্যে দুই ফল হবে। জমীদারীও শাসিত হবে, তোমরাও বিষয়কর্ম্মের মারপ্যাচ শিখ্‌তে পার্‌বে। বলদেবকেও তোমাদের সঙ্গে পাঠাবো। সে ব্যক্তি পুরাণ আম্‌লা, পাকা লোক, তার কাছে জমীদারীর কূট্‌কচালে হিসাবপত্র সমস্তই শিখ্‌তে পার্‌বে। সকল দিকেই মঙ্গল হবে।" এই কটী কথা বোলে ভূপেন্দ্রসিংহ নিস্তব্ধ হলেন। পদ্মলাল মৃদুস্বরে বোল্লেন, "যদি কারকন মশাই যাচ্চেন, তবে আর আমাদের

যাওয়ার প্রয়োজন? যদিই প্রয়োজন থাকে, তবে একজন গেলেই ত চলে, দুজনের যাওয়া কেন? কেবল কাজকর্ম্ম শিক্ষা কর্ব্বার জন্য যদি বলেন, তবে তত দূরদেশে যাবার আবশ্যক কি? বাড়ীতে থেকেও ত আমরা সে সব শিক্ষা কোত্তে পারি।"

ভূপেন্দ্রসিংহ বোল্লেন, "পূর্ব্বেই ত বোলেছি, এক কার্য্যের দুই ফল; জমীদারীও শাসিত হবে, তোমরাও দেখে শুনে লায়েক হতে পার্বে। বলদেবকে পাঠাচ্চি বটে, কিন্তু সে কেবল নামমাত্র নায়েব থাক্বে; বুঝ্লে কি না,—যদিও সে বিশ্বাসী লোক, তথাপি,—বুঝ্লে কি না?—বলা যায় কি? আসল কাজে তোমরাই কর্ত্তা হবে। তবে কি না, তোমরা ত কাজকর্ম্ম কিছুই জানো না, সেই জন্যই একজন পাকা লোক সঙ্গে দিচ্চি,—বুঝ্লে কি না।"

"আজ্ঞা তা—তবে—আমাদের দুজনকেই কি যেতে হবে?" পদ্মলালের এই ক্ষুণ্ণ প্রশ্নে ভূপেন্দ্রসিংহ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "হাঁ, দুজনকেই।"

খুল্লতাতের এই শেষ কথায় পদ্মলাল বাস্তবিক মনঃক্ষুণ্ণ হলেন, মনে মনে বিরক্তিও হলো,—মুখফুটে কিছু বোল্লেন না, মনের ভাব মনেই গোপন কোরে রাখ্লেন। কি করেন, স্পষ্ট অস্বীকার কোল্লে, কি বাগ্-বিতণ্ডা কোল্লে, কি জানি, একে আর হবার সম্ভাবনা; এই ভেবে চুপ কোরে রইলেন। কিন্তু এমন সুখের কাশীধাম, এমন আনন্দ-কানন, পরিত্যাগ কোরে যেতে হবে, এমন আমোদ-প্রমোদ আর কোথাও হবে না, ক্ষণে ক্ষণে সে ভাবনাও অন্তঃকরণকে চঞ্চল কোত্তে লাগ্লো। কি করেন, অগত্যা, অনুপায়, সুতরাং নিস্তব্ধ। আর এক কথা; ন্যায় হোক্, অন্যায় হোক্, সকল বিষয়েই পদ্মলালের অনুমোদন করা আছে। যখন

যেমন কথা পড়ে, তখনি সেই রকমে সায় দিয়ে যান। সচরাচর ঐশ্বর্য্য-শালীদের মধ্যে এমন অনেক দেখা যায় যে, নিজ বাক্যের প্রতিধ্বনি হলে তাঁরা মনে মনে পরম সন্তুষ্ট হন। ভূপেন্দ্রসিংহও সেই শ্রেণীর বর্জ্জনীয় ছিলেন না। অগ্রেই বলা হয়েছে, ন্যায় হোক্, অন্যায় হোক্, সকল বিষয়েই পদ্মলালের অনুমোদন করা আছে, সেই গুণেই কনিষ্ঠ অপেক্ষা তিনি খুল্লতাতের অধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন। যা হোক্, নিজের মনোগত অনিচ্ছা হলেও দ্বিরুক্তি না কোরে কনিষ্ঠের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাইলেন। এই ইচ্ছা, বিজয়লাল কোন প্রকারে প্রতিবাদ কোরে কৌশলে পাটনায় যাওয়া রহিত করেন।

বিজয়লাল এতক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে কথাবার্ত্তা শুন্‌ছিলেন, এই অবসরে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, " কবে যেতে হবে ?"

ভূপেন্দ্রসিংহ ক্ষণকাল বিবেচনার পর বোল্লেন, " যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল।"

" তবে কি কল্যই যাত্রা করা যাবে ?"—" না, কল্য নয়, পরশ্ব তিথি-নক্ষত্র ভাল, সেই দিন প্রাতেই যাত্রা কোরো।" ভূপেন্দ্র আর বিজয়লালের এই দুটী প্রশ্নোত্তর।

পদ্মলাল আর একবার বিজয়লালের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত কোল্লেন। --অভিলাষ, বিজয়লাল আর কিছু বলেন, কিন্তু সে আশা নির্ম্মূল হলো ; বিজয়লাল দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ কোল্লেন না।

পদ্মলালের মুখ বিরস হয়ে এলো। এমন সুখের স্থান, এত জাঁক-জমক, এত ধূমধাম, সমস্ত পরিত্যাগ কোরে কোথাকার এক বন্য গ্রামে বাস কোত্তে হবে, এইটী ভেবে,—কেবল এইটী ভেবেও নয়, আর আর অনেক কারণে বদন বিষণ্ণ হলো.—অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। অনেক কষ্টে

মনোগত ভাব গোপন কোরে বোল্লেন, " এত শীঘ্রই যদি যাওয়া কর্ত্তব্য হয়, তবে, এই বেলা থেকে আমরা উদ্যোগ করিগে।" পদ্মলাল আর বিজয়লাল উভয়ে গাত্রোত্থান কোল্লেন।

গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েই পদ্মলাল কনিষ্ঠকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, " এক কথাতেই চট্ কোরে পাটনায় যেতে রাজি হোলে! এমন কাশীধাম ছেড়ে কোথায় যাচ্চি, একটীবার বিবেচনাও কোল্লে না, মনে মনে ভেবেও দেখ্‌লে না! আমিও তোমার জন্য কিছু বোল্‌তে পাল্লেম না। বন্ধুবান্ধব ছেড়ে,—জন্মভূমি ছেড়ে,—পরিণীতা সহধর্ম্মিণী পরিত্যাগ কোরে, প্রবাসে যাওয়া আমার পক্ষে বড় কষ্টকর হোচ্চে।"—পাঠক মহাশয় মনে রাখ্‌বেন, পদ্মলাল নবীন-দাম্পত্য-প্রণয়ের রসাস্বাদী, বিজয়লাল অপরিণীত। বিজয়লাল কিঞ্চিৎ বিবেচনা কোরে বোল্লেন, " রাজি হোলেম, তায় ক্ষতিই বা কি?—এখানে যেমন আছি, সে খানেও তেম্‌নি থাক্‌বো।"

" এই বুঝ্‌লে বুঝি? এমন পুণ্যতীর্থ বারাণসী ত্যাগ কোরে সেই বনের মধ্যে বলদেবের অধীন হয়ে থাক্‌তে হবে।"

" বলদেবের অধীন হয়ে থাক্‌তে হবে কেন?—আর যদিই হয়, তাতেই বা দোষ কি? যখন কাজকর্ম্ম শিখ্‌তে যাচ্চি, তখন যে রকমে হোক্, কার্য্যসিদ্ধি হোলেই হলো।" উভয় সহোদরের এই প্রশ্নোত্তর।

পদ্মলালের যা যৎকিঞ্চিৎ আশা ছিল, বিজয়লালের কথায় সেটুকুও বিলুপ্ত হলো। তিনি বিবেচনা কোরেছিলেন, কোন প্রকারে বিজয়লালের দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি কোর্‌বেন, এখন তাঁর প্রত্যুত্তরে এককালে হতাশ হলেন, মনে মনে রাগও হলো; অতি কষ্টে অন্তরের ভাব প্রচ্ছন্ন কোরে, ঈষৎ হেসে বোল্লেন, " তবেই হয়েছে! তুমি সবই বুঝেছো!

এ সে রকম কাজকর্ম্ম শেখা নয়, কোন রকম ছলকৌশলে কাশী থেকে আমাদের নির্ব্বাসিত করা—"

বিজয়লাল কিছু অন্যমনস্ক ছিলেন, সহোদরের বাক্যগুলি তাঁর কর্ণে প্রবিষ্ট হলো মাত্র, বাস্তবিক কিছুই তাৎপর্য্য-গ্রহ হলো না। দ্বিতীয়বার শোন্‌বার জন্য তত মনোযোগও কোল্লেন না, ধীরে ধীরে আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান কোল্লেন।

পদ্মলাল নিস্তব্ধ ভাবে পথের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইলেন। কাশীর আমোদ আহ্লাদ, স্ত্রীলোকদের হাস্যপরিহাস, আর আর যা কিছু প্রমোদ-বিলাস, সকলগুলিই একে একে মনে পোড়্‌তে লাগলো, মনটা অতিশয় বিচলিত হলো, ভেবে চিন্তে অনেক ক্ষণের পর আস্তে আস্তে গৃহের দিকে চোলে গেলেন।

তৃতীয় কাণ্ড।

জমীদারী-যাত্রা।

যাত্রার উদ্যোগে আর বন্ধুবান্ধবের নিকট বিদায় গ্রহণে পরদিনটী অতিবাহিত হলো। পদ্মলালের পাটনাযাত্রা অভিলষিত নয়,—যতক্ষণ কাশীতে, ততক্ষণই সুখ;—সুখের সময় স্বভাবতঃ দ্রুতগামী, সুতরাং সে দিন সূর্য্যদেব যেন তাঁকে বঞ্চনা কোরেই শীঘ্র শীঘ্র অস্ত গেলেন। দিবসের ন্যায় রজনীও অতর্কিতভাবে নিদ্রিত প্রাণিকুলকে প্রতারিত কোরে সে দিনের মত বিদায় হলো। অভিনব অরুণ সর্ব্বাগ্রে পূর্ব্বদিক্ থেকে অল্পে অল্পে আকাশ-তলে পদক্ষেপ কোল্লেন। কমলিনী বিহঙ্গমুখে তপন-

দেবের আগমন শুনে আর মধুকরের মধুময় প্রভাতী গুঞ্জনে সকৌতুকে ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন কোল্লেন। আর আর স্থলজ কুসুমেরা নবীন প্রভাতী বেশ-বিন্যাসে বিকসিত হয়ে হেসে উঠ্‌লো। কোমল দূর্ব্বাদলের উপর নিপতিত শিশিরবিন্দু নবীন অরুণ-কিরণে মুক্তাদামের মত ঝোক্‌তে লাগ্‌লো। ভূপেন্দ্রসিংহের বাটীর পরিচারকেরা দুটী যুবা কুমারের শুভ যাত্রার আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত। বলদেব আবশ্যকমত সমস্ত দ্রব্যই যথা-রীতি প্রস্তত কোরে দিলেন। বিজয়লাল প্রস্তুত হয়ে জ্যেষ্ঠের আগমন প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেন। এই অবসরে ভূপেন্দ্রসিংহ স্বয়ং তথায় উপ-নীত। এসেই বিজয়লালকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আর বিলম্ব কি?" বিজয়লাল উত্তর দিলেন, "দাদা এখনো উঠেন নাই।"

"সে কি! এখনো নিদ্রা যাচ্চে? এখনো উঠে নি?" এই কথা বোলে কর্ত্তা মহাশয় নিকটস্থ একজন পরিচারককে বোল্লেন, "তোর বাবু এখনো ঘুমুচ্চে? শীঘ্র ডেকে নিয়ে আয়।"

পরিচারক একটু ইতস্ততঃ কোরে বোল্লে, "আজ্ঞা, তিনি ভোরে উঠেই কোথা গিয়েছেন, আমি উঠে দেখ্‌লেম, তাঁর ঘরের দরজা খোলা, তিনি ঘরে নাই; কোথায় গিয়েছেন, তা আমি বিশেষ জানি না।"

ভূপেন্দ্রসিংহ তারে আর কিছু জিজ্ঞাসা না কোরে বলদেবকে এক ধারে ডেকে পরামর্শ কোত্তে লাগলেন। পাটনায় গিয়ে কি রকম বন্দোবস্ত করা হবে, সেই বিষয়েরি পরামর্শ। কথাবার্ত্তা চোল্‌চে, পন্নালাল এলেন।

বিজয়লাল তাঁরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোথায় গিয়েছিলেন?—বিলম্ব হলো কেন?"

পন্নালাল ঈষৎ হেসে উত্তর দিলেন, "আমার বিলম্ব! আমি আরো

তোমাদের অপেক্ষা কোচ্ছিলেম। ভোরে উঠে তোমাদের দেখ্‌তে না পেয়ে, বাগানে একটু বেড়াতে গিয়েছিলেম।"

বিজয়লাল এই উত্তরে উপেক্ষা কোরে জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আপনি কি রাত্রে নিদ্রা যান নাই?"

পদ্মলাল স্তম্ভিতভাবে বোল্লেন, "কেন,—এ প্রশ্ন কেন?"

"আপনার চোক্ মুখ দেখে সেইরূপ বোধ হোচ্চে।"

বিজয়লালের এই কথায় পদ্মলাল পূর্ব্বের মত একটু হেসে বোল্লেন, "হলেও হতে পারে। তোমার মতন কেবল ত আমার জমীদারী দেখা কাজ নয়, নানা কার্য্যে বিষম ঝঞ্ঝট, অনেক রকম কাজে ব্যস্ত থাক্‌তে হয়, আখের ভেবে অনেক কাজের যোগাড় কোত্তে হয়, রাত্রে নিদ্রা না হওয়া বিচিত্র নয়।"

বিজয়লাল জ্যেষ্ঠের এই উদাস উত্তরে আর কিছু জিজ্ঞাসা কোল্লেন না। কিন্তু পদ্মলালের রক্তবর্ণ চক্ষুদুটী আর পরিশুষ্ক মুখখানি তাঁর ঐ উদাস উত্তরের বিপরীতে সাক্ষ্য দিতে লাগ্‌লো।

ভূপেন্দ্রসিংহ পদ্মলালকে দেখে বোল্লেন, "এসেছ, তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, সত্বর হয়ে শুভ যাত্রা করো।"

পদ্মলাল আর বিজয়লাল উভয়েই খুল্লতাতের চরণে প্রণিপাত কোল্লেন, বলদেবও সসম্ভ্রম নমস্কার কোরে বিদায় নিলেন। জিনিসপত্র পূর্ব্বদিনই নৌকায় তুলে দেওয়া হয়েছিল, কেবল সর্ব্বদা-ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি সঙ্গে নিয়ে তাঁরা শুভ যাত্রা কোল্লেন।

এতক্ষণের পর ভূপেন্দ্রসিংহ নিশ্চিন্ত।—ভ্রাতুষ্পুত্রদের জমীদারী সেরেস্তায় কাজ শিখিবার জন্যে পাটনায় পাঠাবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কাশীতেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পাত্তো, জমীদারীর সুবন্দোবস্ত কর্‌বার

জন্যও একত্র তিন জনকে এক মহলে পাঠাবার কোন আবশ্যক ছিল না; বলদেবকে পাঠালেই সে কার্য্য সমাধা হতে পাত্তো। তাকে বিশ্বাস না হলে, এক জনকে সঙ্গে দিলেই হতো। তবে তিন জনকে প্রেরণ কর্‌বার অভিপ্রায় কি?—ভূপেন্দ্রসিংহ অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত। জগতের মধ্যে তাঁর বিশ্বাসের পাত্র কেবল একজন,—সেই একজন তিনি নিজেই। সুতরাং পাটনায় পাঠাবার নিমিত্ত বিশ্বাসভাজন লোক একজন মাত্রও পেলেন না। বলদেব বহুদিনের আশ্রিত কর্ম্মচারী ;—তার উপর কখন কারো সন্দেহ হয় নাই। তা বোল্লে কি হয় ;—সে বিশ্বাসী, এ কথা যথার্থ, কিন্তু মানুষের মন বিষাক্ত হতে কতক্ষণ। বিশেষ, এই জমীদারীর বন্দোবস্ত নূতন, আর আর জমীদারীর যে যে নিয়ম বন্ধন হয়েছে, তিনি স্বয়ং স্বচক্ষে দেখে, হাতে কলমে সেগুলি সম্পন্ন কোরেছেন। যখন তাঁর সংসারের আয় অধিক ছিল না, তখন যাতে কোরে দশ টাকা অধিক লাভ হয়, সেই চেষ্টায় নিজেই পরিশ্রম কোরে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ কোরেছিলেন। বয়সও অল্প ছিল, পরিশ্রম কোত্তেও কাতর হতেন না। এখন ঈশ্বর-প্রসাদে এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয়েছেন, এদিকে বয়সও হয়েছে, সুতরাং স্বহস্তে সমস্ত কাজ করা, সেটী আর পেরে উঠেন না; অথচ মন সন্দিগ্ধ, অপরকে বিশ্বাস কোত্তেও পারেন না। স্বকৃত ধনে ধনশালী লোকের এপ্রকার সন্দিগ্ধচিত্ত হওয়া কিছু বিশেষ আশ্চর্য্য নয়। যাঁরা অনেক দেখে শুনে স্বকলমে বিপুল অর্থ অর্জ্জন কোরে পাকা লোক হন, তাঁরা প্রায়ই সন্দিগ্ধচিত্ত হয়ে থাকেন, কোনো লোককেই তাঁরা বিশ্বাস কোত্তে চান না, ভূপেন্দ্রসিংহের মনও সেই কারণে ক্ষীণ,—আশু প্রত্যয়ী নয়। সেই কারণেই নূতন জমীদারীর বন্দোবস্ত কোত্তে বলদেবের সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্র দুটীকে পাঠালেন।

ভ্রাতুষ্পুত্রদেরি বা বিশ্বাস কি? ভূপেন্দ্র জান্‌তেন, তিন জনের স্বভাব কখনই এককালে এক পথে গতি করে না;—যদিও যায়, শীঘ্র যায় না। এই সকল ভেবে চিন্তে পরস্পরের চরিত্রের চরস্বরূপ নিযুক্ত কোরে তিন জনকে পাঠানই স্থির কোল্লেন।

বাড়ীর নিকটেই নদী।—খেয়াঘাটেই নৌকা নঙ্গর করা ছিল,—ঘাটও অধিক দূর নয়, কিন্তু প্রকৃত পথ দিয়ে যেতে হলে পূর্ব্বকথিত উদ্যান অতিক্রম কোরে অনেকটা ঘূরে যেতে হয়। আর একটী পথ আছে, সেটী কিছু কষ্টগম্য, কিন্তু সোজা।—যাত্রীরা সুতরাং সেই সোজা পথ ধোরেই চোল্লেন।—সে পথের প্রবেশ-মুখেই বন,—লতা-কণ্টক-সমাকীর্ণ বন।—সেই বনের অভ্যন্তরে একটি প্রাচীন অট্টালিকা। সেই অট্টালিকা এক সময়ে লোকালয় ছিল, এখন জনমানবের সঞ্চার নাই। প্রাচীরে প্রাচীরে লোণা ধোরেছে,—বহুদিন বিনা সংস্কারে হতশ্রী হয়ে গেছে; ছাতের উপর, আল্‌সের উপর বট গাছ, অশ্বত্থ গাছ, সিংহাসন-সম শিকড় পেতে রাজার ন্যায় প্রভুত্ব কোচ্চে। কিন্তু সুদৃঢ় বদ্ধমূল ভিত্তি,—একখানি ইটও খসেনি,—এক আঁস বালিতেও কিছুমাত্র আঁচড় লাগে নি,—কেবল বৃষ্টির জলে ঠাঁই ঠাঁই কলঙ্কধারা চিহ্নিত হয়েছে মাত্র। বড় বড় জানালা দরজা অনাবৃত খোলা রয়েছে, বাতাসের গর্জ্জনে কক্ষমধ্য যেন সিংহনিনাদিত গুহার ন্যায় বারম্বার প্রতিধ্বনিত হোচ্চে, নির্জ্জন পুরী যেন খাঁ খাঁ কোচ্চে। দেখ্‌লেই ভয় হয়। বাড়ীখানি তেতালা। চতুর্দ্দিকে জঙ্গল;—নিবিড় জঙ্গল। যাত্রীরা সেই গৃহস্থ-শূন্য গৃহখানি বাঁয়ে রেখে কানন অতিক্রম কোরে নদীতীরে পৌঁছিলেন।

তাঁরা নৌকায় আরোহণ কোল্লে মাঝিরা নৌকা খুলে দিলে।—পথে যেতে যেতে, বলদেবের অসাক্ষাতে বিজয়লালকে সম্বোধন কোরে

পদ্মলাল বোল্লেন, " ভাই! কাশীধামের কাছে আজ আমাদের এই শেষ বিদায়!"

বিজয়লাল চোম্‌কে উঠে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, " কেন?—আপনি এমন কথা বোল্‌চেন কেন?"

" নয় কেন? সে দিন তোমারে বোলেছি, এ আমাদের জমীদারীতে পাঠানো নয়, কৌশলে নির্ব্বাসন!"

পদ্মলালের এই কথা শুনে বিজয়লালের নয়নে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশ হলো। মুহূর্ত্তকাল চিন্তা কোরে বোল্লেন, " না না, তা হোতে পারে না। আমাদের ত কোনো দোষ নাই, বিনা দোষে দণ্ড দিবেন কেন? বিশেষতঃ আমাদের প্রতি তাঁর আন্তরিক স্নেহ। অকৃত অপরাধে নির্ব্বাসিত কোর্‌বেন, এমন ত আমার বিশ্বাস হয় না। আর যদি বিনা দোষে দেশত্যাগী করাই তাঁর মনোগত ইচ্ছা হতো, তা হলে, এ রকম ছলকৌশল অবলম্বন কোর্‌বেন কেন? স্পষ্ট কোরে বোলে সহজেই ত পাত্তেন। আমরা তাঁব একান্ত অধীন, আজ্ঞাবহ, যা বোল্‌তেন, তাই-ই কোত্তে হতো।"

বিজয়লাল এই সকল কথা বোল্লেন বটে, কিন্তু শেষ কথা-কটী উচ্চারণ কর্‌বাব সময় তাঁর বদনে যেন একটু বিমর্ষভাব অঙ্কিত হলো।

পদ্মলাল বিজয়লালের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন, কথার ভাবে তাঁর অন্তরে কিরূপ ভাবের উদয়, সেটী স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেন। যেন কোনো বিশেষ অনিষ্ট-শঙ্কা, মুখভঙ্গীতে এই ভাব জানিয়ে, বিমর্ষভাবেই বোল্লেন, "তুমি ত বোল্‌চো ভাই, আমরা কোনো দোষ করি নাই, কিন্তু কত লোক যে কত ভাবে চলে, কত রকম কুচক্রে ফেরে, তা কে জানে?"

বিজয়লাল মৌনভাবে ক্ষণকাল চিন্তা কোরে, বোল্লেন, "না, আপনার ভ্রম হয়ে থাক্‌বে, আমাদের অনিষ্টচেষ্টা কে কোর্‌বে,—কেন কোর্‌বে, তাতে তার লাভই বা কি ?"

"তুমিও যেমন ভাই, কিছুই বোঝ না,—মার প্যাঁচ তোমাব কিছুই আসে না। আমাদের পায় পায় শত্রু, আমাদের অনিষ্ট কোত্তে পাল্লে তাদেরই স্বার্থসিদ্ধি।" পন্নলাল এইকটী কথা বোলে একটু থেমে আবার বোল্লেন, "দুষ্ট লোক যদি পেছনে না থাক্‌বে, তবে আমাদের এমন কোরে বিদেশে পাঠাবেন কেন? এও তুমি বোঝ না? কাজকর্ম্ম শিক্ষা, সেটা কেবল ছলনা মাত্র। কেন, ঘরে বোসে কি আমরা কাজ শিখ্‌তে পাত্তেম না? জমীদারী বন্দোবস্ত, সেটীও ছলনা। এক জনকে পাঠালেই যে কাজ হতো, তার জন্য তিন জনকে কেন? এ বঞ্চনাও তুমি এখনো বুঝ্‌তে পাচ্চো না?"

জ্যেষ্ঠ সহোদরের এই প্রকার হেতুবাদ শ্রবণ কোরে বিজয়লালের মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহের উদয় হলো। যদিও পূজ্যপাদ খুল্লতাতের অমায়িকতার প্রতি বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস ছিল না, তথাচ পুনঃ পুনঃ বিপরীত হেতুবাদে সেই বিশ্বাস একটু আন্দোলিত হলো,—হলো বটে, কিন্তু সে আন্দোলন অধিকক্ষণ স্থায়ী হতে পাল্লে না। মনের মধ্যে একবার খুল্লতাতের আশৈশব বাৎসল্য আর একবার জ্যেষ্ঠ সহোদরের অমূলক হেতুবাদ উদয় হয়ে মানসিক বিতণ্ডায় সেই সন্দিগ্ধ আন্দোলন অনেক পরিমাণে লঘু হয়ে এলো। পরিশেষে সে চিন্তা একেবারে পরিত্যাগ কোল্লেন, অনর্থক তোলাপাড়ায় আর প্রবৃত্তি থাক্‌লো না, খুল্লতাতের বাৎসল্যই প্রবল হলো। তরণী মন্থর;—ক্রমশঃ ত্বরিত-গামিনী।

চতুর্থ কাণ্ড।

রাইয়তি মহল।

এক দিন, এক রজনী অতিক্রান্ত হলো। তরণীখানি তরঙ্গিণী-হৃদয়ে নৃত্য কোত্তে কোত্তে চলেছে;—বেগবতীর স্রোতের উপর ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে দাঁড় পোড়্চে;—ক্রীড়াশীল ঊর্ম্মিমালা এক একবার বাতাসের সঙ্গে খেলা কোত্তে কোত্তে নৌকার এপাশে ওপাশে এগিয়ে এগিয়ে আস্‌ছে, সম্মুখেও আলিঙ্গন দিচ্চে, আবার এক একবার যেন লজ্জাবশে পেছিয়ে পেছিয়ে যাচ্চে—তরঙ্গ আর বায়ু উভয়েই জলকেলিতে নিমগ্ন;—স্রোতস্বতী যেন পবনদেবের রঙ্গ দেখ্‌বার জন্য বুক উচু কোরে তুল্‌চেন, নির্লজ্জ পবন তাঁরে ধর্‌বার উপক্রমেই যেন ছুটে ছুটে আস্‌চে, ঢেউগুলি অমনি মাথা হেঁট কোরে সোরে যাচ্চে। কাণ্ডারীরা সুখস্পর্শ প্রভাত-সমীরণ-স্পর্শে উৎসাহ পেয়ে সজোরে দাঁড় টান্‌চে, নৌকাখানি বেগভরে হেল্‌তে দুল্‌তে চোলেছে। ক্রমে সূর্য্যদেব উদিত হলেন। নব রবির হেমনিভ কিরণে প্রকৃতিদেবীর মনোমোহিনী শোভা হলো;—ভাগীরথী যেন সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণ অলঙ্কারে ভূষিত কোল্লেন;—তরঙ্গমালার উপর লোহিত রশ্মি নিপতিত হয়ে ঠিক যেন শতনরি, সহস্রনরি সোণার হারের মত দেখাচ্চে;—অঙ্গ-সৌন্দর্য্য পরম রমণীয়! বিজয়লাল তরীছত্রের শিখরদেশে উপবেশন কোরে প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন কোচ্চেন,—ছত্রীর ভিতর পদ্মলাল নিদ্রাগত।

কখন হালি ভরে,—কখন পালি ভরে নৌকাখানি অতি শীঘ্রই পাটনায় এসে পৌছিল। সচরাচর কাশী থেকে পাটনায় আস্‌তে জলপথে যত বিলম্ব হয়, এ নৌকায় তত বিলম্ব হলো না।

ভূপেন্দ্রসিংহ পূর্ব্বেই পাটনার কাছারীর আম্‌লাদের লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, তাঁর ভ্রাতুস্পুত্রেরা মফস্বলে যাচ্চেন। ঘাটে নৌকা পৌঁছিবার সংবাদ শ্রবণমাত্র আম্‌লারা লোকজন সহ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়ে জমীদার-সন্তানদের অভ্যর্থনা কোরে কাছারীবাড়ীতে নিয়ে গেল, জিনিসপত্রগুলিও বাহকেরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিলে।

যেদিন পৌঁছিলেন, সেই দিনেই উভয় ভ্রাতা একখানি পত্র লিখে নিরাপদে আগমন সংবাদ পিতৃব্যের নিকট পাঠালেন। বিশ্রামে, আলাপ পরিচয়ে, আর প্রয়োজনের আয়োজনে দুদিন অতিবাহিত হলো। তৃতীয় দিবসে তাঁরা সমস্ত প্রজাকে আহ্বান কোরে কাছারী ঘরে কাছারী কোল্লেন। মাথালো মাথালো মণ্ডল প্রজারা অগ্রে উপস্থিত হয়ে নজর দিয়ে দাঁড়ালো। একে একে সকল প্রজাই সমাগত। সকলেই যথাযোগ্য নজর দিলে। বিজয়লাল প্রকৃতিসিদ্ধ সরল ভাবে সকলকেই আদর অপেক্ষা কোল্লেন, প্রজারাও তাঁর সদয় ব্যবহারে পরম পরিতুষ্ট হলো। মনে মনে বিবেচনা কোল্লে, ইনি যখন ভূম্যধিকারী হবেন, তখন তারা পরম সুখসচ্ছিন্দে অবস্থান কোত্তে পার্‌বে। প্রথমাবধিই বোলে আসা হোচ্চে, উভয় ভ্রাতার প্রকৃতি আর মনোগতভাব পরস্পর বিপরীত। একের মনোবৃত্তি যে দিকে যায়, অপরের প্রবৃত্তি তার বিপরীত দিকে সততই ধাবমান হয়। জমীদারীতে এসেও সে অমিলনের সামঞ্জস্য হয় নাই। জমীদার স্বয়ং এলে, প্রজারা যেরূপ দর্শনী দেয়, পদ্মলাল সেই তুল্য-পরিমাণ নজর না পেয়ে মনে মনে অতিশয় অসন্তুষ্ট হলেন। সে অসন্তোষের পরিষ্কার অর্থ ক্রোধ।

মধ্যাহ্ন কালে কাছারী ভঙ্গ হলো, প্রজারা বিদায় হয়ে চোলে গেল, বিজয়লাল স্নানার্থ বহির্গত হলেন, কেবল পদ্মলাল আর বলদেব কাছারী-

ঘরে বর্ত্তমান। বলদেবকে সম্বোধন কোরে, কিছু উত্তেজিত স্বরে,—উত্তেজিত অথচ অপর কেহ না শুন্‌তে পায়, তদ্রূপ মৃদুস্বরে পদ্মলাল বোল্লেন, "দেখ, বলদেবজী! কাকা যা বোলেছিলেন, সে বড় মিথ্যা কথা নয়। এখানকার লোকেরা অত্যন্ত দুষ্ট। এরা ধর্ম্মঘট কোরে জমীদারীর নানা বিঘ্ন উপস্থিত কোত্তে পারে। সহজে এদের বশীভূত করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার বোধ হোচ্চে। কেমন, তুমি কি বিবেচনা করো?—এই দেখ, প্রজাদের তলব করা গেল, তাদের উচিত, যথারীতি নজর দেয়, মানা করে, তার কিছুই নয়;—যেন দুএক সিকি ভিক্ষা দিয়ে গেল। ভালরূপে সম্মানের চিহ্নও দেখালে না। এরকম বেয়াদবী আমি ভালবাসি না। যে প্রকারে শাসন হয়, স্বতঃপরতঃ সে বিষয়ের তদ্‌বির করা উচিত। কি বলো?"

বলদেব কি বোল্‌বেন,—একে প্রভু বড় কাণপাত্‌লা, তাতে পদ্মলালকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসেন, বিশেষতঃ পদ্মলালও যেমন ধূর্ত্ত, তেমনি দাম্ভিক, হয়কে নয়, নয়কে হয় কোত্তে বিলক্ষণ সুনিপুণ। এই সকল চিন্তা কোরে, "হাঁ" বোল্‌বেন, কি "না" বোল্‌বেন, স্তব্ধভাবে সেই বিষয়ের বিবেচনা কোত্তে লাগ্‌লেন। তাঁরে নিস্তব্ধ দেখে, পদ্মলাল আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "চুপ কোরে রইলে যে? কেমন, আমি যা বোল্লেম, তাতে তোমার মত কি?"

মৌনভঙ্গ কোরে বলদেব বোল্লেন, "আজ্ঞা, আপনি যা বোল্‌ছেন, তা বড় অযথার্থ নয়। তবে কি না, জমীদার স্বয়ং জমীদারীতে এলেই, প্রজারা নজর দেয়, এই পদ্ধতি আছে। তাঁর সন্তানেরা—"

কথা সমাপ্ত কোত্তে না দিয়েই পদ্মলাল সক্রোধে বোল্লেন, "তবে আমি কি জমীদার নই? কাকা আর আমি কি ভিন্ন?"

বলদেব ভীত হলেন, সভয়েই নম্রস্বরে উত্তর কোল্লেন, "আজ্ঞা, না, তা নয়, আমি ভিন্ন বোল্‌ছি না, তবে এখানকার রীতি যেমন, আমি জানি, জমীদার স্বয়ং না এলে, কেহ তুল্য নজর দেয় না।"

"তবেই হলো কি না, প্রজাদেরই ষোল আনা দুষ্টমী। তারা মনে কোরে গেল, আমি তাদের জমীদারের চাকরদের মতন একটা সামান লোক।" এই কথা বোলে পদ্মলাল বিকট মুখভঙ্গী কোরে নিস্তব্ধ হয়ে থাক্‌লেন।

বলদেব একটু ইতস্ততঃ কোরে বোল্লেন, "আজ্ঞা, এমন কি কখন মনে কোত্তে পারে; আপনি হলেন——"

"পেরেছে, আর পারে না কি? যা বলো, আর যা কও, প্রজাদের সম্পূর্ণ বজ্জাতি, তার সন্দেহ নাই।" বলদেবের কথায় বাধা দিয়ে পদ্মলাল রূক্ষস্বরে এই কথা বোল্লেন।

"আজ্ঞা তার আর সন্দেহ কি! জগতে আজ কাল সংলোক অতি বিরল।" উদ্ধত-স্বভাব পদ্মলাল পাছে তাঁর উপর বিরক্ত হন, এই শঙ্কায় বলদেব অগত্যা অভিনব প্রভুর বাক্যে এই প্রকারে সায় দিলেন।

পদ্মলাল সন্তুষ্ট হলেন। সে সময় আর অন্য কথা কিছু হলো না। বেলা অধিক হয়েছিল, কাছারী থেকে উঠে গেলেন।

আহারাদির পর, পদ্মলাল একটী গৃহে শয়ন কোরে বিশ্রাম কোচ্চেন, নিদ্রা হোচ্চে না। প্রজাদের বিষয় মনে মনে তোলা পাড়া কোচ্চেন, আপনা আপনি বোল্‌চেন, "এখানকার রাইয়ত লোক বড় দুষ্ট, এদের হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি! উচিত শাস্তি না দিলে, সহজে এরা সায়েস্তা হবে না, বিলক্ষণ শিক্ষা দিতে হবে। বলদেবের তাতে মতও আছে বুঝ্‌লেম। আর অমত কোরেই বা কি কোর্‌বে? আমি তো আর অন্যায় কাজ

কোচ্চি না ।—বিষয়ের আয় বৃদ্ধির চেষ্টা কোচ্চি, এ কথা শুন্‌লে কর্ত্তা কখনই অসন্তুষ্ট হবেন না। ভাল, দেখা যাক্, কিসে কি হয়ে ওঠে, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। বিজয়লালকে একবার জিজ্ঞাসা কোত্তে হবে। কিন্তু সে কেমন এক প্রকারের লোক, বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নাই, কি কোল্লে কি হয়, বুঝ্‌তে পারে না, বিষম নির্ব্বোধ। ভাল, একবার জিজ্ঞাসা কোরে দেখা যাক্, রাজি হয়, ভালই, আব না হয়, আমি নিজেই তার বন্দোবস্ত কোর্‌বো।” মনে মনে এইরূপ আন্দোলন কোত্তে কোত্তে পদ্মলাল বিছানা থেকে উঠে বাইরে এলেন।

সেই দিন থেকেই বন্দোবস্ত সুরু হলো। অবশিষ্ট রাজস্বও ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ হোতে লাগ্‌লো। পদ্মলাল প্রথমাবধিই প্রজাদের উপর জাতক্রোধ; সুতরাং অতি সামান্য সামান্য কারণেও লোকের উপর অত্যাচার আরম্ভ কোল্লেন। খাজনা দিতে যাদের দু একদিন বিলম্ব হয়, তাদের সমস্ত জমী এককালে ক্রোক করেন, হাল বলদ বেচে কিনে লন, কোনো দোষ না থাক্‌লেও দোষ সাজিয়ে দরিদ্র প্রজা লোকের চাল কেটে উঠিয়ে দেন। প্রজারা নিতান্ত কাতর হয়ে তাঁর কাছে এসে বিস্তর কাকুতি মিনতি করে, তিনি তাতে কর্ণপাতও করেন না।

প্রজারা অবশেষে নিরুপায় হয়ে এই সকল অত্যাচারের বিনয় বিজয়লালকে জানালে। বিজয়লাল স্বভাবতই দয়ালু, প্রজাদের কাতর বাক্যে তাঁর হৃদয় আর্দ্র হলো। তাদের নির্দ্দোষিতার বিষয় জ্যেষ্ঠের নিকট সপ্রমাণ কোরে অনুনয় বিনয়ে তাদের অব্যাহতি দেওয়ালেন। অন্তরে যাই থাকুক, প্রকাশ্যে পদ্মলাল কনিষ্ঠকে বিশেষ স্নেহ কোত্তেন, পাছে সেই কপট স্নেহ কোনরূপে প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই শঙ্কায় অগত্যা তাঁর অনুরোধ রক্ষা কোত্তে হলো; কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন।

প্রজারা কনিষ্ঠের শরণাপন্ন হয়েছিল বোলে তাদের উপর পূর্ব্বে যে ক্রোধ ছিল, সেই ক্রোধ দ্বিগুণ হয়ে বেড়ে উঠ্‌লো। কিরূপে তাদের নষ্টামী নষ্ট কোর্‌বেন, সেই চিন্তাই অন্তঃকরণে সর্ব্বদা বলবতী। কনিষ্ঠ সহোদরকে আপনার মতে আন্‌বার জন্য বিধিমতে চেষ্টা পেলেন, "কড়াকড় না কোল্লে জমীদারীর কাজকর্ম্ম চলে না, বিষয় রক্ষা হয় না" এই রকম অনেক কথা বোলে অনেক বুঝালেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁকে স্বমতে আনয়ন কোত্তে পাল্লেন না।

কনিষ্ঠকে স্বমতে আনয়ন করা দুষ্কর দেখে পদ্মলাল অন্য অন্য উপায় অন্বেষণ কোত্তে লাগ্‌লেন।

একদিন মধ্যাহ্নকালে কাছারী-বাড়ীর সকলেই বিশ্রাম কোত্তে গেছেন, চৈত্র মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রে চারিদিক যেন অগ্নিক্ষেত্র হয়ে উঠেচে, তপন-তাপে যেন দিগ্‌দাহ হোচ্চে, চতুর্দ্দিক নির্জ্জন—নিস্তব্ধ। বিজয়লাল একটী গৃহে শয্যার উপর উপাধান অবলম্বনে একখানি পুস্তক পাঠ কোচ্চেন, সহসা একজন অপরিচিত লোক সেই গৃহে প্রবিষ্ট হলেন। বিজয়লাল মুখ ফিরিয়ে সেই আগন্তুককে দেখে শশব্যস্তে উঠে বোস্‌লেন। আগন্তুক সসম্ভ্রমে নমস্কার কোরে বোল্লেন, "আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত করা উচিত নয়, ক্ষমা কোর্‌বেন, একটী বিশেষ কারণেই অসময়ে আস্‌তে হয়েছে।"

বিজয়লাল আগন্তুককে প্রতিনমস্কার কোরে বোস্‌তে বোল্লেন। বিশেষ আবশ্যক কি, নম্রভাবে সে কথাও জিজ্ঞাসা কোল্লেন। ভদ্র-লোকটী শয্যার এক ধারে উপবেশন কোরে, প্রথমে বিজয়লালের সৎ-স্বভাবের প্রশংসা কোত্তে লাগ্‌লেন।

আত্ম-প্রশংসায় লজ্জিত হয়ে বিজয়লাল পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আপনার বিশেষ প্রয়োজন কি মহাশয়?"

আগন্তুক উত্তর কোল্লেন, "আজ্ঞা আমার নাম অনাথবন্ধুসিংহ, আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদর অন্যায় বল প্রকাশ কোরে আমার জমী থেকে হাল লাঙ্গল উঠিয়ে দিয়েছেন, লোকের উপর নানা অত্যাচার কোরেছেন, আমার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়েছে। সেই জন্যই আজ আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছি।"

বিজয়লাল ক্ষণকাল চিন্তা কোরে বোল্লেন, "হাঁ হাঁ, আমি এ কথা শুনেছি বটে, কিন্তু সেটা ত অন্যায় বোধ হয় না। আমি স্বচক্ষে তহসিলের থোকা দেখেছি, আপনার নামে প্রথমাবধি এপর্য্যন্ত এক পয়সাও খাজনা জমা নাই।"

"আজ্ঞা, আমার জমী আপনাদের জমীদারীর সামিল বটে, কিন্তু সেগুলি সমস্তই নাখেরাজ। আমার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি তিন চারি পুরুষ সেই ভূমিসম্পত্তি নিষ্কর ভোগ কোরে গিয়েছেন। আপনার পিতৃব্য যখন এই জমীদারী খরিদ করেন, তখন তিনি এই সমস্ত কথা জ্ঞাত হয়েছিলেন। আপনি যদি দেখ্তে চান, সমস্ত দলিলদস্তাবেজগুলি আমি আপনাকে দেখাতে পারি;—সঙ্গেই আছে, এই দেখুন।" অনাথ সিংহ এই কথা বোলে এক তাড়া জীর্ণ কাগজ বার কোরে বিজয়লালের সম্মুখে রাখ্লেন। বিজয়লাল অনেকক্ষণ সেই দলিলগুলি একে একে দেখ্লেন।—দেখে কিছু চিন্তাযুক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "অনাথবাবু! এই জমী কি সমস্তই ক্রোক করা হয়েছে?"

অনাথ বিষণ্ণভাবে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞা, সমস্তই ক্রোক হয়েছে; আমার লোকেরা জমীতে কাজ কচ্ছিলো, বড়বাবু লোকজন সঙ্গে কোরে স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

"আমাদের জমীর সীমানার সঙ্গে আপনার জমীর সীমার কি কিছু গোলযোগ আছে?" বিজয়লাল এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেন।

"আজ্ঞা, আপনারা হলেন জমীদার,—সজাতি,—দলপতি, আমরা কি আপনাদের সঙ্গে এরূপ অসদ্ব্যবহার কোত্তে পারি? কাগজপত্রে যে রকম মাপ দেখ্‌লেন, সেই মতই জমী আমরা ভোগ দখল করি। পরতল দিলে এক কাঠাও অধিক হবে না।" অনাথবন্ধু নির্ভয়ে এই উত্তর দিলেন।

পাঠক মহাশয় স্মরণ রাখ্‌বেন; অনাথবন্ধু সিংহও ক্ষত্রিয়;—জমীদারের সজাতি।

"তবে কোনরূপ ভ্রম হয়ে থাক্‌বে। নতুবা আপনার সম্পত্তিতে আমাদের হস্তক্ষেপ কর্‌বার কি প্রয়োজন?" বিজয়লাল এই পর্য্যন্ত বোলে, একটু চিন্তা কোরে আবার বোল্লেন, "আচ্ছা, এই সকল দলিল আপনি দাদামহাশয়কে দেখান নি কেন?"

"আজ্ঞা, এই সব গুলিই আমি তাঁর হাতে দিয়েছিলেম, তিনি দেখ্‌লেন না, বরং আরো রাগ কোরে উঠ্‌লেন। তথনি আমি আপনার কাছে আস্‌ছিলেম, তাও তিনি আস্‌তে দিলেন না। দুর্ব্বাক্য বোলে বিদায় কোরে দিলেন। দুই তিন দিন আমি সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্য এসেছিলাম, কিন্তু বড়বাবু সাক্ষাৎ কোত্তে দেন নাই। সেই জন্যই আজ এই নির্জ্জন অবসরে অসময়ে আসা।" এই সব কথা বোলে অনাথবন্ধু নিস্তব্ধ হলেন।

বিজয়লাল সমস্ত শুনে বোল্লেন, "আমার বোধ হোচ্চে, এ কার্য্য ভ্রমক্রমেই হয়ে থাক্‌বে, তার আর সন্দেহ নাই। এর জন্য আর আপনি চিন্তিত হবেন না, দাদামহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ কোরে, কল্য প্রত্যুষেই আপনার জমীগুলি খালাস দেওয়া যাবে। যদি কিছু বিশেষ তদারক আবশ্যক হয়, তাও কল্য সমাধা হবে। কোনো লোকের প্রতি অহিত আচরণ করা আমাদের ইচ্ছা নয়।"

আশ্বাস পেয়ে অনাথবন্ধু সে দিন বিদায় হলেন। তিনি প্রস্থান কোল্লে পর, বিজয়লাল বাহিরে এসে দেখ্‌লেন, বেলা প্রায় অপরাহ্ণ। সেই সময় তিনি একবার জ্যেষ্ঠের গৃহের দিকে গেলেন। দেখ্‌লেন, পদ্মলাল আর বলদেব কতকগুলি কাগজপত্র দেখ্‌চেন। তিনি তাঁদের নিকটে গিয়ে বোস্‌লেন। কথায় কথায় অনাথবন্ধুর কথা উঠ্‌লো। বিজয়লাল অনাথের জমীসম্বন্ধে দলিলে যে যে বিষয় দেখেচেন, সমস্তই তাঁদের বোল্লেন। পদ্মলাল শেষের কথা শ্রবণ কোরে হেসে উঠ্‌লেন। বোল্লেন, "হুঁঃ! ও সব লোকের চতুরতার বিষয় ত ভাই জানো না, ওরা অনেক খেল খেলে। অনাথের কয়েক খণ্ড নিষ্কর জমী আছে বটে, কিন্তু সেই সামিলে অনেক মালের জমী দখল কোরে নিয়ে, বিনা খাজনায় ভোগ কোচ্চে। আগে কেউ দেখ্‌তো না, শুন্‌তো না, যার যা মনে আস্‌তো, সে তাই কোত্তো। এখন নাকি রীতিমত দেখা শুনা হোচ্চে, সেই জন্যই ধূর্ত্তেরা নানাপ্রকার কৌশল আঁট্‌তে আরম্ভ কোরেছে। ধূর্ত্তের মুখের মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনেই তুমি ভুলে গিয়েছ, অন্তরের ভাব কিছুই জানো না। ধর্ত্ত লোকের চাতুরী একপ্রকার ইন্দ্রজাল।"

বিজয়লাল বোল্লেন, "সত্যই হোক্, আর চাতুরীই হোক্, কল্য প্রত্যূষে তদারক কোল্লেই সব প্রকাশ হয়ে পোড়্‌বে। তদারকের কথা তাঁকে আমি বোলেও দিয়েছি। ভিতরে যদি প্রবঞ্চনা থাকে, তা হলে অবশ্যই উচিত শাস্তি পাবেন।"

পদ্মলাল কনিষ্ঠের বাক্যে বিরক্তিভাব প্রকাশ কোরে বোল্লেন, "তুমি আবার তদারকের কথা বোলে দিয়েছ? তদারক আবার কি? আমি স্বয়ং তদারক না কোরেই কি সে সব জমী ক্রোক কোরেছি?"

বিজয়লাল কিছু কুণ্ঠিত হয়ে মৃদুভাবে বোল্লেন, "না, তার জন্য নয়, তবে যদি দৈবাৎ কোনরূপ ভ্রম হয়ে থাকে, সেই জন্যই বোলেছি, একবার তদারক কোরে দেখা আবশ্যক।" তিনি স্বাভাবিক সরলতার বশেই এই কথাগুলি বোল্লেন, জ্যেষ্ঠ তাতে তুষ্ট হোলেন কি রুষ্ট হোলেন, সেটী ভেবে মনোমধ্যে এক তিলও সন্দেহ কোল্লেন না, কিন্তু পদ্মলাল মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট;—কনিষ্ঠ সহোদরকে বিষম শত্রু বোলেই বিবেচনা কোল্লেন। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, পদ্মলাল যদিও কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিপক্ষ, বিদ্বেষ্টা, তথাপি মুখে বলেন, বিজয়লাল আমার পরম স্নেহপাত্র। সেই কপটভাবে অন্তরের ভাব অন্তরে গোপন কোরে মৃদুস্বরে বোল্লেন, "যদি তুমি তদারক কোত্তে চাও, ক্ষতি কি? কল্য প্রত্যূষেই তুমি যেও, কিন্তু দেখো, দুষ্টের চতুরতায় যেন ভুলো না।" বিজয়লাল সে কথায় আর কিছু উত্তর না কোরে, বলদেব আর পদ্মলাল যে সকল কাগজপত্র দেখ্‌ছিলেন, অনন্যমনে সেইগুলি দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

পঞ্চম কাণ্ড।

প্রথম দর্শন।

পরদিন অতি প্রত্যূষে একজন ভৃত্য সঙ্গে কোরে অশ্বারোহণে কাছারীবাড়ী থেকে বিজয়লাল বেরুলেন। খানিক দূর গিয়ে পথিমধ্যেই অনাথবন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বিজয়লালের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে ছিলেন, দূর হোতে দেখ্‌তে পেয়েই অগ্রসর হয়ে তাঁকে নমস্কার কোল্লেন। বিজয়লাল প্রতিনমস্কার কোরে অশ্বপৃষ্ঠ হোতে অবরোহণ কোল্লেন।

তদনন্তর অনাথের সঙ্গে নানা-প্রকার গল্প কোত্তে কোত্তে পদব্রজেই চোল্লেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিরোধী জমীতে উপস্থিত। জমীগুলির তদারকে, স্থানের পরিমাপণে, বিশেষ বিশেষ চিহ্ন অন্বেষণে বেলা প্রায় ১১টা বাজ্‌লো।

তদারক সমাপ্ত হোলে পর অনাথবন্ধু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেমন মহাশয়, যা আমি বোলেছিলাম, সব সত্য কি না ?"

বিজয়লাল বোল্লেন, "সমস্তই সত্য। যে যে জমী আমি দেখ্‌লেম, সে সকলি আপনার, তার সঙ্গে আমাদের জমী এক বিন্দুও নাই। আপনার সম্পত্তি অবশ্যই আপনি খালাস পাবেন। যদি একান্তই এখানে নিষ্পত্তি না হয়, তবে কাকাকে লিখে সমস্তই মীমাংসা কোরে দেব, তজ্জন্য আপনার কোনো চিন্তা নাই। আমি স্বচক্ষে দেখে গেলেম, আপনার দখলি জমীগুলি যথার্থই নিষ্কর।"

অনাথবন্ধু পূর্ণ আশ্বাসে বিপুল আনন্দ অনুভব কোরে বিজয়লালকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলেন। বিজয়লাল পুনরায় বোল্লেন, "অনেক বেলা হয়েছে, কাজও শেষ হলো, আপনি আর বিলম্ব কোর্‌বেন না, আমিও চোল্লেম, আবার শীঘ্রই সাক্ষাৎ হবে।"

এই কথা শুনে অনাথবন্ধু ব্যগ্রভাবে বোল্লেন, "আজ্ঞা, আমার একটী নিবেদন আছে। যদি এতদূর কষ্ট স্বীকার কোরে এ পর্য্যন্ত আগমন করা হলো, তবে একবার এই সুযোগে আমার বাড়ীতে পদার্পণ কোল্লে আমি চরিতার্থ হই।"

বিজয়লাল প্রথমে অস্বীকার কোল্লেন, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থবারও অসম্মতি প্রকাশ কোল্লেন, শেষে অতিশয় আগ্রহ দেখে, অগত্যা তাঁকে অনাথের আকিঞ্চনে সম্মত হোতে হলো। অনাথ পুলকিতহৃদয়ে জমী-

দারের ভ্রাতুষ্পুত্র আর তাঁর ভৃত্যকে আদরপূর্ব্বক আপনার বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

বাড়ী সেখান থেকে অধিক দূর নয়। পরস্পর নানারূপ কথাবার্ত্তায় অবিলম্বেই তাঁরা সেই বাড়ীতে উপস্থিত হোলেন। বাড়ীখানি দোতালা, চক্‌মিলানো। অতি প্রশস্ত নয়, তাদৃশ সমৃদ্ধিশালীও নয়, কিন্তু একজন মধ্যবিধ ভদ্র গৃহস্থের বসবাসের সুবিধামত উপযুক্ত। অনাথের পরিবারও অল্প। সংসারে স্বয়ং, একটী বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী, আর একটী অবিবাহিতা কন্যা। তাঁর সহধর্ম্মিণী সেই একমাত্র কন্যাটী প্রসব কোরে সূতিকাগারেই প্রাণত্যাগ কোরেছেন। বনিতা-বিয়োগ-বিধুর অনাথ আর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। কন্যাটীকে লালন পালন কোরে সুখ সচ্ছন্দে কালযাপন কোরে আস্‌ছেন। সংসারের কাজকর্ম্ম কর্‌বার জন্য দুজন দাসী, আর খাজনাপত্র আদায়ের জন্য একজন মাত্র সরকার। সুতরাং বাড়ীখানি অপ্রশস্ত হলেও, শৃঙ্খলামত সচ্ছন্দে অবস্থান কোত্তে কোন প্রকার অসুবিধা ছিল না।

অনাথসিংহ বিজয়লালকে আপনার বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন। ঘরটী যদিও খুব বড় নয়, কিন্তু চলনসই সাজানো। বৈঠকখানার নিকটেই অন্দর মহল। অন্দরের দিকে একটী দ্বার। সেই দ্বারে একখানি রং করা পর্দ্দা ঝুলানো। কিঞ্চিৎ দূরে, একপার্শ্বে একখানি পালঙ্গের উপর একটী সুপরিষ্কৃত শয্যা পাতা। অনাথসিংহ সেই পালঙ্গের উপর বিজয়লালকে বসালেন। বসিয়ে, "প্রমীলা! প্রমীলা!" বোলে বারম্বার পরিচারিকাকে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন। কোনো উত্তর পেলেন না। অন্তঃপুরের দিকের দ্বার দিয়ে, একটী অল্পবয়স্কা কুমারী গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লে। সুসজ্জিত গৃহাবয়বের এতক্ষণ যে শোভা ছিল, এই নবীনা কামিনীর

উদয়ে তদপেক্ষা চতুর্গুণ শোভা বৃদ্ধি হলো। চন্দ্রোদয়ে বিবিধ সুন্দর পুষ্পে পরিশোভিত উপবনের যেরূপ শোভা হয়, নীলাম্বুধির নীলজলে শশিকলা প্রতিবিম্বিত হোলে যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপ শোভা।

কুমারীর বয়স প্রায় পঞ্চদশ বৎসর। দেহ-লতায় নবীন যৌবন-কুসুমের সঞ্চার হোচ্চে। সুঠাম, কমনীয় কান্তি। অবয়ব নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব। যেরূপ গঠনে স্ত্রীলোকেরা সুলক্ষণা হয়, এ কুমারীর গঠনে অবিকল সেইরূপ লক্ষণ বিরাজমান। বর্ণ দুধে আল্‌তা গোলা। ইদানী সৌখীন বিলাসিনীরা বিদেশী অনুকরণে কৃত্রিম রঞ্জনে অধর ওষ্ঠ আর কপোলদেশ সুরঞ্জিত কোরে, লোকের নিকটে সুন্দরী বোলে পরিচিত হন, এই নবীনা নায়িকার সেরূপ কৃত্রিম রঞ্জনে আবশ্যক ছিল না, স্বয়ং প্রকৃতিই তাঁর সুকোমল গণ্ডস্থলকে অপূর্ব্ব শোভন রঞ্জনে সুরঞ্জিত কোরে রেখেছেন;—এক কথায়, তাঁর উভয় গণ্ডই আরক্তিম মাধুর্য্য গোলাপী আভায় সুরঞ্জিত; হাত-পা-গুলি সুডৌল, নিটোল, নিখুঁত,—অঙ্গুলী নধর, সুন্দর,—নখগুলি খুদে খুদে, ডোবো ডোবো, মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল। মুখখানি ঢল্‌ঢলে, হাসি হাসি, চক্ষু দুটী ভাসা ভাসা, সুদীর্ঘ টানালো, যেন নীলপদ্মের ন্যায় কোমল কান্তিবিশিষ্ট, তারা দুটী সমুজ্জ্বল, চক্ষুর পক্ষ্মগুলি অঞ্জন-রেখার ন্যায় নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ; ভ্রূযুগল নাসিকাগ্র থেকে ধনুকাকারে আকর্ণ পরিব্যাপ্ত;—বোধ হোচ্চে যেন, ললাটের অলকাগুচ্ছ পাছে সেই হরিণাক্ষীর সুনীল লোচন-যুগল আবরণ করে, এই ভয়েই ভ্রূলতারা উপরিভাগে গণ্ডীর ন্যায় পরিখাকারে অহর্নিশি প্রহরিতা কোচ্চে। নাসিকা বাঁশীর মত সরল,—সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী রমণীর ঢল্‌ঢলে বদনকমলে যেরকম হোলে মানায়, ঠিক সেই রকম মানানসই। ঠোঁট দুখানি বেস পাতলা, ঈষৎ লোহিত বর্ণ।

কুঞ্চিত কৃষ্ণবর্ণ অলকাদাম কাণের দুপাশে অল্প অল্প দুল্‌চে। মস্তকের কেশ-গুচ্ছ যেমন দীর্ঘ, তেমনি নিবিড় ঘন;—সেই সুচারু কৃষ্ণ কেশের সুচারু কবরী চারুহাসিনীর বদন কমলের পরম রমণীয় শোভা সম্পাদন কোচ্চে। মনোরম কণ্ঠদেশে ভাঁজ ভাঁজ তিনটী রেখা, সেই রেখাত্রয় কামিনী-কণ্ঠের অলঙ্কারেরও অলঙ্কার। উরসে, চরণে, ঊরুদেশে, কটিদেশে, বাহুপাশে, প্রাচীন কবিদের সুরচিত রূপরত্নের গৌরব রক্ষা হোচ্চে। রূপসী যদিও যুবতী, তথাচ তাঁর মুখে আর নয়নে অমল বালিকাভাব প্রকাশ পা. চ্চে। সেই মুখ আর চক্ষু যেন সরলতা, নম্রতা আর পবিত্রতা মাখা। অঙ্গে অধিক অলঙ্কার নাই, কেবল কণ্ঠে একছড়া সোণার হার আর দুহাতে দুগাছি বালা। এই যৎসামান্য ভূষণেই মনোমোহিনীর অতি মনো-মোহিনী শোভা। এই অপরূপ রূপগুণশোভিনী রমণী বর্ণিত গৃহস্বামী অনাথবন্ধুর একমাত্র কন্যা।—কন্যার নাম মনোরমা। পূর্ব্বে যে অনাথ-সিংহের অবিবাহিতা দুহিতার কথা উল্লেখ করা গিয়েছে, সেই অবিবা-হিতা দুহিতাই এই মনোরমা।

মনোরমা ব্যস্তভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ কোরেই পিতাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হ্যাঁ বাবা! কি হলো? ছোটবাবু কি বোল্লেন?" কন্যার কথায় উত্তর না দিয়ে অনাথসিংহ একটু মৃদু মৃদু হাস্য কোল্লেন। সহসা বিজয়লালের দিকে মনোরমার চকিত নেত্র নিপতিত হলো। যেমন নেত্রপাত, তখনি অমনি লজ্জায় অবগুণ্ঠনবতী হয়ে লজ্জাশীলা দ্রুতপদে যবনিকার অন্তরালে প্রবেশ কোল্লেন। অনাথ সিংহ পর্দ্দার নিকটে গিয়ে, "মা মনোরমে! প্রমীলাকে একবার এদিকে পাঠিয়ে দাও ত।" এই কথা বোলেই বিজয়লালের দিকে দৃষ্টিপাত কোরে বোল্লেন, আজ আপনার তদারকে আস্‌বার কথা ছিল, কন্যাটী সে কথা জান্‌তো, সেই

জন্য তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কোত্তে এসেছিল। বড়বাবুর কাছ থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এলে, আমার বিমর্ষভাব দেখে, উটী আমাকে যে কত রকম সান্ত্বনা বাক্য বোলেছিল, তা আর আপনাকে কি বোল্‌বো; বলে, বাবা! তুমি ভেবো না, ছোটবাবুর কাছে যাও, শুনেছি, তিনি অতি ভাল মানুষ, তাঁর দয়ার শরীর, তাঁর কাছে গেলেই তোমার ভাল হবে, তিনি আমাদের ভাল কোর্‌বেন; ভাবো কেন? এই রকম কত কথাই বোলেছে, ঐটুকু মেয়ে, আমারে কত কথাই বুঝিয়েছে। বালিকার সেই সব কথা শুনে, সেই দারুণ মনস্তাপের সময়েও আমার হাসি পেয়েছিল। আজ আপনার আসা হবে শুনে আহ্লাদে নেচে উঠে, কখন আস্‌বেন, কি বৃত্তান্ত, আমাদের বাড়ীতে আস্‌বেন কি না, এই রকম কত কথাই আমাকে বার্‌বার জিজ্ঞাসা কোরেছে। এখন আমি বাড়ী এসেছি, সাঁড়া পেয়ে খবর জান্‌বার জন্য ছুটে এসেছিল। আহা! মেয়েটী আমার অত্যন্ত স্নেহময়ী।"

এই সব কথা শুনে বিজয়লাল প্রফুল্লমুখে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "ঐ মেয়েটী কি আপনার কন্যা?"

"আজ্ঞা হাঁ, ঐটীই আমার সংসারের একমাত্র রত্ন। ঐ মনোরমাই আমার প্রাণসমা কুমারী। ঐটী ভিন্ন আর আমার সন্তান-সন্ততি কিছুই নাই।"

অনাথের উত্তর শুনে বিজয়লাল বোল্লেন, "আহা! দিব্য মেয়েটী;—এমন রূপ আমি কোথাও দেখি নি। যথার্থ ওটী আপনার কন্যারত্নই বটে। কন্যাটীর—"

কথা সমাপ্ত হবার অগ্রেই প্রমীলা এলো।—প্রমীলা এই বাড়ীর দাসী।—অনাথসিংহ দ্বারের নিকটে গিয়ে পরিচারিকাকে চুপি চুপি কি কথা বোলে দিলেন, দাসী চোলে গেল।

অনাথ ফিরে এলে বিজয়লাল আপন অসমাপ্ত কথা পুনরুচ্চারণ কোরে বোল্লেন, "কন্যাটীর যেমন রূপ, তেমনি গুণ। কি সরল পবিত্র দৃষ্টি!—কি মাধুরীময় লজ্জাশীলতা!—তা আপনি কোন্ ভাগ্যবানের হস্তে এই পবিত্র রত্নটী সমর্পণ কোরেছেন?"

"আজ্ঞা, আমার মনোরমার বিবাহ হয় নাই।"

অনাথের এই কথায় বিজয়লাল জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"বিবাহ হয় নাই!—কেন?—পরিণয়ের সময় ত পরিপূর্ণ হয়েছে, তবে এ পর্য্যন্ত কুমারী অবস্থায় রেখেছেন কেন?"

"উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাচ্চে না। সংসারে সবে আমার ঐ একটী মাত্র কন্যা, তাতে পরম স্নেহের পাত্রী, সুতরাং সুপাত্রে সম্প্রদান করাই আমার একান্ত অভিলাষ।" এই ইঙ্গিতে অনাথবন্ধু আপন মনের অভিলাষ প্রকাশ কোল্লেন।

এই প্রসঙ্গে পাঁচ প্রকার কথাবার্ত্তা হোচ্চে, এমন সময় প্রমীলা দ্বিতীয়বার সেই ঘরের ভিতর এসে একখানি আসন পেতে কিছু জলখাবার সামগ্রী রেখে গেল। অনাথসিংহের আগ্রহাতিশয় দেখে, বিজয়লাল তাঁর অনুরোধ উপরোধ এড়াতে পাল্লেন না, কিঞ্চিৎ জলযোগ কোল্লেন। তার পর নানারূপ বাক্যালাপে প্রায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত হলো, বিজয়লাল বিদায় হোলেন।

ষষ্ঠ কাণ্ড।

প্রণয়-উপহার।

জগতে প্রণয় একটী দুর্লভ পদার্থ। কোনো বস্তুর সঙ্গেই প্রায় প্রণয়ের তুলনা হয় না। এই জন্যই প্রায় অনেকের মতে প্রণয় উপমারহিত। দয়া, মায়া, স্নেহ, ক্রোধ, লোভ যতপ্রকার মানসিক বৃত্তি বলুন, সকল বৃত্তিরই সময় নিরূপণ করা যেতে পারে, কিন্তু প্রণয় পদার্থ কোন্ সময়ে কি প্রকারে যে মানব-হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, সেটী নিরূপণ করা এককালেই অসাধ্য। সকল প্রকার বৃত্তিই প্রায় মনুষ্যের ইচ্ছাধীন, কিন্তু প্রণয় তার বিপরীত। প্রণয়ে অভিলাষ আছে কি নাই, প্রতিজ্ঞা কোরে কোন ব্যক্তিই সে কথা বোল্‌তে পারেন না। উপরোধ অনুরোধেরও কার্য্য নয়। প্রণয় কোল্লেম বোল্লেই যেমন প্রণয় করা যায় না, কাকেও ভাল বাস্‌বো না বোলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোলেও তেমনি প্রণয়ের বেগ রোধ করা সাধ্যের আয়ত্ত নয়। সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী সংসারের মায়া ত্যাগ কোত্তে পারেন, চেষ্টা কোল্লে অপরাপর মনোবৃত্তিকেও সঙ্কোচ কোত্তে পারেন, কিন্তু হৃদয়ে একবার প্রণয়বীজ অঙ্কুরিত হোলে সহজে তার উন্মূলন করা বড় কঠিন। সেই অঙ্কুর ক্রমশঃ পল্লবদলে পরিবর্দ্ধিত হতে থাকে, ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট তরুরূপে পরিণত হয়। বিরাগী সন্ন্যাসী সেই প্রণয়তরু ছেদন কোত্তে কোনরূপেই সমর্থ হন না। বরং প্রণয়ের জন্য সন্ন্যাসী হওয়ার অনেক উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে, প্রণয় ত্যাগের জন্য যথার্থ সন্ন্যাসী অতি বিরল। কৈলাসনাথ সদাশিব ভগবতী গিরিজার প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় সন্ন্যাসী হয়ে

ছিলেন, ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকার প্রণয়ে মঞ্জু কুঞ্জে যোগিবেশ ধারণ কোরেছিলেন, ইদানী ভারতচন্দ্রের সুন্দর স্বরূপসী বিদ্যার প্রণয়লাভাভিলাষে বর্দ্ধমানের রাজসভায় সন্ন্যাসী সেজেছিলেন, কিন্তু বিচ্ছেদের কামনায় প্রায় কেহই সন্ন্যাসী হোতে পারেন নাই।—সুতরাং প্রণয় একটী পরম দুর্লভ পদার্থ। সেই অনুপম পবিত্র প্রণয় আজ অলক্ষিতে এই আখ্যায়িকার দ্বিতীয় নায়ক বিজয়লালের নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল হৃদয় অধিকার কোল্লে। তিনি অনাথসিংহের বাড়ী থেকে বিদায় হয়ে তুরঙ্গারোহণে কাছারীবাড়ীতে যাচ্চেন। যখন কাছারী থেকে আসেন, তখন হৃদয় স্বভাবমত স্বচ্ছই ছিল, যাবার সময় সেই স্বচ্ছদর্পণে একটী বিমল শোভাময় প্রতিবিম্ব পতিত হয়েছে। সেই প্রতিবিম্ব তিনি স্বয়ং স্পষ্টরূপে দেখ্‌তে পাচ্চেন।—সে প্রতিবিম্ব কিসের?—অধিকারীর অজ্ঞাতে কি প্রকারে হৃদয়মধ্যে বিম্বিত হলো?—তিনিই জানেন। কেবল হৃদয়ে নয়,—চারিদিকেই যেন সেই প্রেম প্রতিমা নিরীক্ষণ কোচ্চেন। প্রতিমাখানি কার?—মধ্যাহ্নকালে অনাথের বিরাম-কক্ষমধ্যে যে অনুপম রূপরাশি নেত্রগোচর কোরেছেন, যাঁর সরল সলজ্জ নেত্রযুগল তাঁর নয়ন পুতলীতে একটীবারমাত্র প্রতিফলিত হয়েছে, যার বীণাবিনিন্দিত সুমধুর স্বর তাঁর কর্ণকুহরে একটীবারমাত্র প্রবিষ্ট হয়েছে, হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত প্রতিমা সেই মনোমোহিনী বন্ধু-কুমারী—সুকুমারী মনোরমার।

মনোরমার প্রতি বিজয়লালের অকস্মাৎ প্রণয়রাগ-সঞ্চারের কারণ কি?—মুহূর্ত্তমাত্র দর্শনে অজ্ঞাতপ্রণয় পুরুষের অন্তরে অনুরাগ-সঞ্চার কেন হলো?—মুগ্ধস্বভাবা কুমারীর অনাঘ্রাত প্রেম অপরিচিত যুবার মানসমন্দিরে সহসা কিরূপে প্রবেশ কোল্লে? নিজে প্রণয়ী আর স্বয়ং

প্রণয় ভিন্ন এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? অপরের নিকট ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্তির আশা করাও যায় না। পাঠক মহাশয়! আপনার যদি কোনো প্রকৃত প্রণয়ের পাত্র থাকে, তবে মনে মনে মনকে জিজ্ঞাসা করুন, এখনি সদুত্তর পাবেন,—"ভালবাস্‌তে ইচ্ছা হয়, তাই ভালবাসি।"

বিজয়লাল অনন্যমনা হয়ে রূপসীর রূপরাশি চিন্তা কোত্তে কোত্তে কাছারীবাড়ীতে এসে উপস্থিত হোলেন। প্রাতঃকালের পরিশ্রমে অতিশয় ক্লান্তি বোধ হয়েছিল, শীঘ্র শীঘ্র আহারাদি কোরে বিশ্রাম কোত্তে গেলেন। সে দিনের বিশ্রাম অন্য প্রকার;—রূপান্তরে অভিনব প্রণয়-চিন্তা।

দিন গেল,—রাত গেল,—চিন্তা গেল না। চিন্তায় চিন্তায় দিবা যামিনী অতিবাহিত হলো। দিবা আর নিশা, এই দুটীর পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ নাই, কিন্তু বিজয়লালের প্রণয়মুগ্ধ অন্তরে সেই দুটী যেন সখী হয়ে এসে তৃতীয় সহচরী চিন্তারে আলিঙ্গন কোল্লে। ফলকথা, বিজয়লালের সে দিন রাত দিন জ্ঞান ছিল না।

পরদিন প্রাতঃকালে অনাথসিংহের ক্রোকী জমী উদ্ধার কোরে দেবার মানসে বিজয়লাল কাছারীতে গেলেন।—জ্যেষ্ঠ সহোদরকে সেখানে দেখ্‌তে পেলেন না। বলদেবকে জিজ্ঞাসা কোরে উত্তর পেলেন, "তিনি আজ আর একটী তদারকে গেছেন, ফিরে আস্‌তে কিছু বিলম্ব হবে।"

জ্যেষ্ঠের প্রতীক্ষায় বিজয়লাল অনেকক্ষণ কাছারীতে বোসে রইলেন, কাছারী বরখাস্ত হবার সময় হলো, তখন পর্য্যন্তও পদ্মলাল প্রত্যাগত হোলেন না দেখে, সে দিনের মত হতাশ্বাস হয়ে তিনি উঠে গেলেন।

আহারান্তে বিশ্রাম-শয্যায় শয়ন কোরে সহসা তাঁর মনে হলো, "অনাথ সিংহ আমারে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা কোল্লেন,—জল

খাওয়ালেন,—তার উপযুক্ত কিছু প্রতিদান না করা আমার পক্ষে ভাল দেখায় না।” এইরূপ ভেবে বিছানা থেকে উঠে, সিন্ধুকের চাবি খুলে একখানি চীনাপোতের বুটাদার বারাণসী শাড়ী বার কোল্লেন।—স্বকীয় পরিচারক রঘুরামকে ডেকে বোল্লেন, “দেখ্ রঘু! রূপার থালে কোরে এক থাল মিঠাই নিয়ে এই বস্ত্রখানি, অনাথসিংহের বাড়ীতে দিয়ে আয়।”---“যে আজ্ঞা” বোলে রঘুরাম ভেট নিয়ে চোলে গেল;—বিজয়লাল একখানি পুস্তক পাঠ কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন। সে দিনের পুস্তক পাঠ,—নাম মাত্রই সার;—মনঃসংযোগ হলো না।—মন অন্য দিকে।—কোন্ দিকে?—সে কথা স্পষ্ট কোরে বল্‌বার অপেক্ষা নাই,—মন অন্য দিকে।

বেলা অপরাহ্ণ।—পদ্মলাল যথাসময়ে তদন্তকার্য্য সমাধা কোরে বাসায় এলেন, বিশ্রামান্তে অনাথসিংহের জমীর তদারকে কি ফল হলো, জান্‌বার জন্য উত্তেজিতচিত্তে কনিষ্ঠের ঘরের দিকে গেলেন! যাচ্চেন, এমন সময় অর্দ্ধপথে অনাথ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। অনাথ সিংহ নম্রভাবে তাঁরে নমস্কার কোল্লেন। প্রতিনমস্কার না কোরেই পদ্মলাল কঠোর স্বরে অত্যন্ত বিরক্তভাবে বোল্লেন, “কেন তুমি প্রত্যহ বিরক্ত কোত্তে এসো? তদন্ত কোরে, বিবেচনা কোরে আমি যা স্থির কোরেছি, বিজয়লাল কি তার অন্যথা কোত্তে পার্‌বে?”

পদ্মলালের অপমান-বাক্যে অবমানিত হয়ে অনাথের মনে কিঞ্চিৎ ক্রোধের উদয় হলো। কিন্তু তিনি বিজয়লালের সৌজন্য আর শিষ্টাচার স্মরণ কোরে সেই আকস্মিক ক্রোধের বেগ আশু সম্বরণ কোল্লেন। স্বাভাবিক নম্রস্বরে বোল্লেন, “আজ্ঞা, আমি সে জন্য আসিনি। অদ্য কোন কারণে ছোটবাবুর সঙ্গে একবার দেখা কোত্তে এসেছি।”

"আচ্ছা, চেষ্টা কোরে দেখ, ছোটবাবুকে যদি ভোলাতে পারো।" তীব্র ত্রস্ত স্বরে এই কটী কথা বোলেই পদ্মলাল দ্রুতপদে নিজের ঘরের দিকে ফিরে গেলেন। কনিষ্ঠের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ কোত্তে গেলেন না। অনাথ সিংহ ভগ্নচিত্তে বিজয়লালের ঘরে প্রবেশ কোল্লেন।

বিজয়লাল পুস্তক পাঠ কোচ্ছিলেন, পদশব্দে দ্বারের দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌লেন। অনাথকে দেখেই ব্যস্তভাবে শয্যা থেকে উঠে সাদরসম্ভাষণে তাঁরে আপন শয্যার উপর বসালেন। নমস্কার প্রতি-নমস্কার বিনিময় হলো। অনাথসিংহ উপবেশন কোরেই বোল্লেন, "মহাশয়, আমি সামান্য লোক, উপঢৌকন পাঠিয়ে আমারে অপ্রস্তুত করা আপনার কি উচিত হয়?"

কথার আভাসেই বিজয়লাল তাৎপর্য্য গ্রহণ কোত্তে পাল্লেন। একটু অপ্রতিভ হয়ে বোল্লেন, "দেখুন, আদান প্রদান বন্ধুতার কার্য্য। আপনি আমারে সমাদর কোরে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা কোল্লেন, তার বিনিময়ে আমি কি আপনার কন্যার জন্য একটা সামান্য বস্তুও পাঠাতে পারি না? লৌকিক আচারে এই রকম ব্যবহার করাই সংসারী লোকদের রীতি।"

বিজয়লালের অকপট সরলতায় অসীম প্রীতি অনুভব কোরে, অনাথ একটু হেসে বোল্লেন, "এই রকমেই কি প্রতিদান কোত্তে হয়? আপনার অনুগ্রহই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রতিদান।"

ঈষৎ হাস্য কোরে বিজয়লাল সকৌতুক মধুরস্বরে উত্তর কোল্লেন, "তাতেই বা ক্ষতি কি? যে রকমে লোকে প্রতিদান করে, আমার যদি সে রকমের কিছু অতিক্রম করা হয়ে থাকে, ভাব্‌বেন, সেটী মিত্রতার অনুরোধ।"

"তা হলেই ত অপ্রস্তুত করা হলো।"

"কি রকম?"

"কেন? আমরা হলেম ক্ষুদ্রপ্রাণী, আপনি হোলেন রাজ্যেশ্বর রাজা, একদিন আমি আপনারে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সামান্য অভ্যর্থনা কোরেছি বোলে, তখনি তখনি উপহার প্রেরণ করা কি আপনার উচিত হয়েছে?"

অনাথের এই কথা শুনে, ঈষৎ-হাস্য-মুখে বিজয়লাল উত্তর কোল্লেন, "মিত্রতার বিনিময় মিত্রতা। সচরাচর গৃহস্থ আশ্রমের নিয়মই এই। সকলেই এইরূপ কোরে থাকে;—সে জন্য আপনি কুণ্ঠিত হবেন না। আপনার কন্যাকে যা যৎকিঞ্চিৎ আমি দিয়েছি, সেটী আপনি অকপট বন্ধুত্বের প্রতিপুরস্কার বিবেচনা কোর্‌বেন।"

"বার বার আপনি আমারে বন্ধু বোলে সম্বোধন কোচ্চেন, কিন্তু আমি সে সম্বোধনের যোগ্য ব্যক্তি নই, বরং আপনার কথায় বারম্বারই আমি লজ্জিত হোচ্চি।" অনাথসিংহ এই কটী কথা বোলে সলজ্জভাবে মস্তক অবনত কোল্লেন।

নয়নে, বাক্যে, আর আকার ইঙ্গিতেই লোকের মনোবৃত্তির পরিচয় প্রকাশ পায়। বিজয়লাল বুঝ্‌লেন, অনাথসিংহ যথার্থই লজ্জা পেয়েছেন। মৃদুমধুর বচনে বোল্লেন, "যোগ্য অযোগ্য আপনি যা বোল্‌চেন, সেটী সঙ্গত হোচ্চে না। আপনি আমার যোগ্য ব্যক্তি নন, এও কি একটা কথা! আপনি হোলেন আমাদের জাতির শিরোমণি, শ্রেণী-শ্রেষ্ঠ, কুলীন-রত্ন, আপনার—"

কথার উপর কথা দিয়ে বিজয়লালকে নিরুত্তর কোরে অনাথসিংহ সবিনয়ে বোল্লেন, "সত্যই যদি আপনি আমারে বন্ধু বোলে বিবেচনা

কোরে থাকেন, আমি কৃতার্থ হলেম, এখন আমার উচিত, যথোপযুক্ত মিত্রতার মর্য্যাদা রক্ষা করা। সে মর্য্যাদা নিরবচ্ছিন্ন আপনার অনুগ্রহের উপরেই নির্ভর কোচ্চে। বন্ধু কখনই বন্ধুর উপরোধ লঙ্ঘন কোত্তে পারেন না। আমার অনুরোধ, আগামী কল্য প্রাতঃকালে আপনি আমার আলয়ে পদার্পণ করেন; একান্ত অভিলাষ, সেইখানেই আপনার আহারাদি হয়।"

দ্বিরুক্তির, অনভিমতির সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা-বিরহ। চিত্তপটে চিত্রিত পুত্তলীটী যেখানে বিরাজমান, সেই গৃহেই আমন্ত্রণ। সাক্ষাৎ লাভের এমন অবসর ইচ্ছামত সংঘটন হয় না। পাকেপ্রকারে সেই যোজনা উপস্থিত। সুতরাং অসম্মতির অগ্রে উৎসাহ আর অনুরাগ উত্তেজক হয়ে অসম্মতি প্রকাশ কোত্তে দিলে না। বিজয়লাল সম্মত হোলেন। যে বস্তু দর্শনের নিমিত্ত চিত্ত ব্যাকুল, সেই বস্তু দেখাবার জন্য যদি কেউ আকিঞ্চন কোরে অগ্রবর্ত্তী হয়,—সেই বস্তু দেখাবার জন্য যদি কেউ আদর কোরে লক্ষ্য স্থলে নিয়ে যায়, তা হলে অনুরাগীর মনে যেমন সুবিমল আনন্দ জন্মে, মনোরমা-দর্শন-লালসা বলবতী হওয়াতে বিজয়লালের মনে সেইরূপ আনন্দের উদয় হলো, বলা বাহুল্য। মৌন দ্বারাই সম্মতি সূচিত হলো। তাঁর সম্মতি দেখে প্রহৃষ্টচিত্তে অনাথসিংহ সে দিন বিদায় গ্রহণ কোল্লেন; স্বয়ং অগ্রণী হয়ে লয়ে যাবেন, সে কথাও বোলে গেলেন। বিজয়লালের মনে অতুল আনন্দ।

সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটী অশ্বে আরোহণ কোরে বিজয়লাল পাটনার বাজারের দিকে একাকী বহির্গত হলেন। সন্ধ্যার পরে কতকগুলি সুবর্ণ অলঙ্কার ক্রয় কোরে বাসায় ফিরে এলেন। রাত্রিকাল

পূর্ব্বমত প্রণয়ানুরাগে—প্রণয়চিন্তায় অতিবাহিত হলো। রজনীপ্রভাতে সূর্য্যদেবের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গাত্রোত্থান কোল্লেন। দুই দণ্ড, চারি দণ্ড, ছয় দণ্ড বেলা অতিক্রান্ত হলো। যেসকল কাজ না কোল্লে নয়, বিমনস্ক ভাবে সেইগুলি সম্পাদন কোল্লেন। এক প্রহরের পর অনাথ-সিংহ উপস্থিত। অন্য অন্য কথোপকথনে অধিকক্ষণ তাঁরে ব্যাপৃত না রেখে, উভয়ে একত্রে বাসা থেকে বেরুলেন।

যথাসময়ে উভয়েই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলেন। বিজয়লালকে উপযুক্ত আসনে উপবেশন করিয়ে অনাথসিংহ একবার অন্তঃপুরে প্রবেশ কোল্লেন। বিজয়লাল তাঁর কিঞ্চিৎ বিলম্ব দেখে, বাতায়নের নিকটে গিয়ে মধ্যাহ্নকালীন প্রকৃতির শোভা অবলোকন কোত্তে লাগ্‌লেন।

ক্ষণকাল পরেই মনোরমাকে ভূস্বামিদত্ত বারাণসী শাড়ীখানি পোরিয়ে সঙ্গে কোরে নিয়ে, অনাথসিংহ বৈঠক্‌খানায় এলেন। মুহূর্ত্তকাল অবলোকন কোরে বিজয়লাল মৃদুস্বরে বোল্লেন, "আমি ভেবেছিলেম, কাপড়খানি হয় ত ছোট হবে, তা হয় নি, বেশ মানিয়েছে। কিন্তু স্বধু কাপড়খানিতে এই পরম সুন্দর অবয়বের উপযুক্ত শোভা হোচ্চে না। দেখি দেখি—" এই পর্য্যন্ত বোলে আপনার গাত্রবসনাবৃত একটী ক্ষুদ্র পেটিকা থেকে কয়েকখানি স্বর্ণালঙ্কার বার কোরে অনাথকে বোল্লেন, "এই অলঙ্কার কখানি মনোরমার অঙ্গে পোরিয়ে দিয়ে দেখুন দেখি, সুবর্ণপ্রতিভায় সুবর্ণ-প্রতিমার কেমন শোভা হয়।"

অনাথসিংহ চমৎকৃত হয়ে বিজয়লালের মুখের দিকে কুতূহল দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখ্‌লেন;—বাঙ্‌নিষ্পত্তি কোল্লেন না। মনোগত ভাব বুঝে বিজয়লাল পুনরায় বোল্লেন, "আর কিছু নয়, সেদিন আমি আপনার কন্যার অঙ্গে অধিক অলঙ্কার দেখি নাই, কন্যাটী পরম সুন্দরী,

না জানি অলঙ্কার পরালে কেমন শোভাই হবে, সেই শোভা দেখ্বার জন্যই এগুলি আনা হয়েছে, আপনি পোরিয়ে দিন,—একবার সাজিয়ে দিন,—দেখি কেমন সুন্দর দেখায়।”

অনাথসিংহ অতি চতুর লোক। বিজয়লালের সুকৌশল বাক্যে, সানুরাগ নয়নভঙ্গীতে আর অযাচিত বহুমূল্য আভরণ বিতরণে তাঁর মনোভাব অক্লেশেই অনুভব কোত্তে পাল্লেন; সেই অনুভবে তাঁর হৃদয়ে একটী নূতন আশা অঙ্কুরিত হলো। ভাব্লেন, বিজয়লালসিংহ রূপে, গুণে, ধনে, মানে, কুলে, শীলে, বংশমর্য্যাদায়, সকল বিষয়েই মনোরমার উপযুক্ত পাত্র। এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন সুপাত্র যদি কেবল আমার কন্যার রূপমাধুরীতেই আকৃষ্টচিত্ত হয়, তা হলে এর চেয়ে আর সৌভাগ্য কি? প্রজাপতি যদি এমন সুমিলন করে দেন, এর চেয়ে আর শুভাদৃষ্ট কি হতে পারে? মনে মনে এইরূপ আন্দোলন কোরে, সহাস্যবদনে বিজয়লালকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, “মহাশয়! আপনি এনেছেন, আপনিই পোরিয়ে দিন। মা মনোরমে! হাত দুখানি বাড়িয়ে দাও ত মা!”

মনোরমা লজ্জায় অধোমুখী। সর্ব্বাঙ্গ বসনে আবৃত কোরে, পিতার মুখপানে একবার চেয়ে শ্লথপদে অন্দরের দ্বারাভিমুখে গতিশীলা হোলেন। অনাথসিংহ তাঁর গমনে বাধা দিয়ে কোমল করপল্লব ধারণ কোরে বোল্লেন, “লজ্জা কি মা! ইনি জমীদার, ভূস্বামী, আদর কোরে গহনাগুলি এনেছেন, তোমার গায়ে পোরিয়ে দেবেন, তাতে আর লজ্জা কি?” এই কথা বোলে কন্যার হাত ধোরে বিজয়লালকে বোল্লেন, “আসুন, আপনিই পোরিয়ে দিন।”

মনোরমা অর্দ্ধনিমীলিত-নয়নে লজ্জাবিনম্রমুখে মস্তক নত কোরে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্লেন, বিজয়লাল পুলকিত অন্তরে এক একখানি

কোরে সমস্ত অলঙ্কারে মনোরমার সুকোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভূষিত কোরে দিলেন। মোহিনীর মনোমোহিনী কান্তি অলঙ্কার-দীপ্তি-প্রভাবে চতুর্গুণ সমুজ্জ্বল হলো। উপবন-লতায় নবকুসুমের সঞ্চার হোলে যেমন রমণীয় শোভা হয়, কাঞ্চনপ্রতিম মনোরমার কমনীয় অঙ্গে সেই সকল কাঞ্চনাভরণ সেই প্রকার অনুপম শোভা সুবিকাস কোত্তে লাগ্‌লো।

সুবর্ণ-অলঙ্কারে মনোরমার মোহিনী মূর্ত্তি পরম সুশোভিত দেখে, অনাথসিংহকে সম্বোধন কোরে বিজয়লাল ঈষৎ হেসে বোল্লেন, "দেখুন দেখি, কেমন অপূর্ব্ব শোভা হলো! ঠিক যেন স্বর্গের বিদ্যাধরীর মতন দেখাচ্চে। আপনার কন্যাটী পরম রূপবতী! সচরাচর স্ত্রীলোকেরা রূপলাবণ্যের গৌরব বৃদ্ধি কর্‌বার জন্য অলঙ্কার ব্যবহার করে, কিন্তু আপনার কন্যার গায়ে উঠে অলঙ্কারগুলিরই গৌরব বৃদ্ধি হলো!"

অনাথসিংহ একটু হাস্‌লেন। মনোরমা ঘরে প্রবেশ কোরে অবধিই সুশীলা-সুলভ লজ্জায় নম্রমুখী হয়ে ছিলেন, এখন বিজয়লালের মুখে আপনার রূপমাধুরীর প্রশংসা শুনে আরো লজ্জিতা হোলেন। লজ্জাবনত বদনেই ধীরে ধীরে অন্দরের দিকে যবনিকার অন্তরালে গিয়ে দাঁড়ালেন।

মনোরমা সোরে গেলে পর অনাথসিংহ বিজয়লালকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "আপনাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে এলেই আপনি যদি মহামূল্য দ্রব্য প্রদান করেন, তা হলে আপনারে নিমন্ত্রণ করাই আমার পক্ষে বিষম সঙ্কট।"

বিজয়লাল কিঞ্চিৎ লজ্জিতভাবে বোল্লেন, "না, বার বার এরূপ হবে না, তবে কি না, যথার্থ সুন্দরী কামিনীকে অলঙ্কার পরালে কেমন দেখায়, সেইটী দেখ্‌বার জন্য মনে বড় ইচ্ছা ছিল, তাই আজ দেখ্‌লেম।"

অনাথ আর কিছু বোল্লেন না। আহারাদির পর অন্য অন্য কথা-বার্ত্তায় বেলা প্রায় অবসান হয়ে এলো, দিনকরের প্রখর কর ক্রমশই প্রশান্ত। বিজয়লাল বাসায় গমনের জন্য অনাথসিংহের নিকট বিদায় চাইলেন। মধ্য অবসরে দুই তিন দণ্ড অতীত। নবীন-প্রণয়বিমুগ্ধ মনোরমা-বিরহ-ব্যাকুল বিজয়লাল অশ্বারোহণে, আর কমলিনীবিরহ-ব্যাকুল দিনমণি বিমানারোহণে স্বস্বস্থানে প্রস্থান কোল্লেন। উভয়েরই অন্তরে রজনী প্রভাতে প্রিয়াসমাগমের প্রত্যাশা।

সপ্তম কাণ্ড।

মনোভাব-প্রকাশ।

প্রণয়-অঙ্কুর দিন দিন পরিবর্দ্ধিত। স্বদেশের পূর্ব্ব বন্ধুবান্ধবগণকে একপ্রকার বিস্মৃত হয়ে নব প্রণয়ের অনুধ্যানেই বিজয়লাল দিনযামিনী নিমগ্ন। মিত্রভাব অপ্রশস্ত কোরে নবীন প্রণয়ভাব প্রণয়ীর হৃদয় অধিকার কোল্লে। প্রথম প্রথম তিনি অবকাশ পেলেই অনাথের বাড়ী যেতেন, ক্রমে ঘন ঘন গতিবিধি আরম্ভ হলো। তাঁর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করাও অনাথসিংহের অভিপ্রেত। তিনি বিজয়লালকেই মনে মনে আপন তনয়ার উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচন কোরেছিলেন, সুতরাং ঘন ঘন ঘনিষ্ঠতায় তাঁর সঙ্গে আরো অধিক আত্মীয়তা বৃদ্ধি হোতে লাগ্‌লো। ঘনিষ্ঠতায় আত্মীয়তা, আর আত্মীয়তায় স্নেহমমতা ও বাৎসল্যের সমুদ্ভব।

বিজয়লাল ক্রমে অনাথসিংহের স্নেহমমতার পাত্র হোলেন। এক পরিবারের ন্যায় অবাধে অন্তঃপুরেও গতিবিধি কোত্তে লাগ্‌লেন।

একদিন অপরাহ্নে অনাথসিংহ আপনার বৈঠকখানায় শুয়ে আছেন, মনোরমা পদতলে বোসে পিতার পদসেবা কোচ্চেন। অনাথসিংহ বিজয়লালের কথা উত্থাপন কোরে দুহিতাকে দুটী একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোচ্চেন, লজ্জাশীলা মনোরমা একটী কথারও উত্তর দিচ্চেন না। লজ্জায় এক একবার হস্ত সঙ্কোচ কোরে নম্রমুখী হোচ্চেন, আবার পিতার মৌনাবসরে পূর্ব্বমত পদসেবায় নিযুক্ত হোচ্চেন; পিতা যখন আবার বিজয়লালের কথা উত্থাপন করেন, সুশীলা বালিকা তখনি আবার লজ্জায় হস্ত সঙ্কোচ কোরে নতমুখী হন; একটী কথারও উত্তর দেন না। হঠাৎ বিজয়লাল সেইখানে এসে উপস্থিত।

"এই যে! নাম কোত্তে কোত্তেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। আসুন, এইখানে এসে বসুন।" অনাথসিংহ এই কথা বোলতে বোল্‌তে বিছানা থেকে উঠে বিজয়লালকে সাদর অভ্যর্থনা কোরে সেই বিছানার উপর বসালেন।

বিজয়লাল উপবেশন কোরেই প্রফুল্ল মুখে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আমার নাম হোচ্ছিল কেন মহাশয়?"

"না, এমন কিছু নয়, তবে কি না, আপনার সরলতা আর সৎস্বভাবের কথা মনোরমার কাছে গল্প কোচ্ছিলেম।" অনাথসিংহ এই কটী কথা বোলে মনোরমার দিকে একবার চাইলেন।—মনোরমা যে রকমে যে কথাগুলি শুনে হাত গুটিয়ে বোস্‌ছিলেন, হাস্‌তে হাস্‌তে বিজয়লালকে সেইগুলি একে একে বোল্‌তে লাগ্‌লেন।—মনোরমা লজ্জা পেয়ে উঠে যাবার উপক্রম কোল্লেন, বাধা দিয়ে অনাথ

তাঁরে বোল্লেন, "কেন মা! উঠ্‌চো কেন?—এই খানে বোসো।—আমি একটীবার বাড়ীর ভিতর থেকে আসি, তুমি এইখানে বোসো।—ছোটবাবু একাকী থাক্‌বেন,—সেটী ভাল হয় না, তুমি এঁর সঙ্গে ততক্ষণ দুটী একটী গল্প করো, আমি এলেম বোলে।" কন্যাকে এইরূপ উপদেশ দিয়ে, বিজয়লালকে সাদর বাক্যে ক্ষণকাল প্রতীক্ষার উপরোধ জানিয়ে, অনাথসিংহ কার্য্যান্তরব্যপদেশে সে ঘরথেকে বেরিয়ে গেলেন।

গৃহ কিছুক্ষণ নিঃশব্দ। বিজয়লাল আর মনোরমা নিঃশব্দে বোসে আছেন; দৃষ্টি কখন চঞ্চল,—কখন অচঞ্চল;—কে আগে কথা কবেন, কে আগে কি বোল্‌বেন, স্থির কোত্তে পাচ্ছেন না। কিঞ্চিৎ পরে বিজয়লাল মৌন ভঙ্গ কোরে মনোরমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হ্যাঁ মনোরমা! তোমার পিতা আমার কথা কি বোল্‌ছিলেন?"

মনোরমা সলজ্জভাবে নতমুখে অতি মৃদু কোমলস্বরে একটী একটী কোরে উত্তর দিলেন, "এই—আপনার—সব—গুণের—কথা।"

মনোরমার সঙ্গে বিজয়লালের নির্জ্জন সন্দর্শন এই প্রথম।—আপনার কথার উত্তরে মধুমতীর মধুর ধ্বনি শ্রবণও তাঁর এই প্রথম। এর আগে পরস্পর দেখাশুনা হয়েছে, চোখোচোখীও হয়েছে, বাণী-বিনিময় হয় নাই;—এমন নিভৃতে বাক্যালাপের অবসরও উপস্থিত হয় নাই; সুতরাং লজ্জাবতীর লজ্জাবনত মুখে ঐ কটী মধুর বাক্য শুনে প্রণয়ীর প্রণয়লোলুপ হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দলহরী প্রবাহিত হলো; অন্তঃকরণ যেন প্রেমামোদে নেচে উঠ্‌লো,—মুখে সে ভাব ব্যক্ত হলো না; সকৌতূহলে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—সে মধুমাখা স্বর একবার শুন্‌লে পুনঃ পুনঃ শ্রবণপিপাসা বৃদ্ধি পায়,—সুতরাং সকৌতূহলে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তিনি আর কি বোল্‌ছিলেন মনোরমা?"

পূর্ব্ববৎ কোমল মধুর স্বরে, উত্তর হলো, "আর এই কথা বোল্‌ছিলেন যে,—কাল আপনি আস্‌বেন বোলেছিলেন, আসেন্‌ নি।"

বিজয়লাল একটু নিস্তব্ধ। সুস্নিগ্ধ দর্শনে মনোরমার লজ্জাবিনম্র বদন-কমল একদৃষ্টে নিরীক্ষণ কোরে যেন কি চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন।—কি সে চিন্তা?—কে বোল্‌বে?—পরক্ষণে চকিত হয়ে বোল্লেন,—"হ্যাঁ, আস্‌বার কথা ছিল বটে, কিন্তু নানা রকম কাজকর্ম্মের ঝঞ্ঝটে ব্যস্ত ছিলেম, নইলে—"

বিজয়লালের কথা সমাপ্ত হবার পূর্ব্বেই মধুরভাষিণী মধুর স্বরে বোল্লেন, "কাজকর্ম্ম সেরে অবকাশ পেলে, অনুগ্রহ কোরে এক এক বার আমাদের বাড়ীতে আস্‌তে পারেন না! সকলেই আপনারে দেখ্‌তে ভালবাসে। রোজ রোজ আপনার কথা পড়ে।—রোজ রোজ আপনাকে দেখ্‌তে পেলে সকলেই সুখী হয়।"

বিজয়লাল একটু হেসে বোল্লেন, "রোজ রোজ যদি অবসর না পাই, তা হলে কি হবে মনোরমা? তোমাদের বাড়ীর সকলে কি আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন?"

মনোরমা জিব কেটে উত্তর কোল্লেন, "না,—না,—অসন্তুষ্ট হবে না,—দেখ্‌তে পেলেই সুখী হবে। বাবা আপনারে বড় ভালবাসেন।"

"আর তুমি?"

"আমারো আহ্লাদ হয় বৈ কি!"

বিজয়লাল একটু হাস্‌লেন। সে কথায় তখন আর কিছু উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ চিন্তার পর আবার বোল্লেন, "আচ্ছা, মনে কর, যেন আমি প্রত্যহই এলেম, তাতেই বা তোমার আমোদ হবার সম্ভাবনা কি? তুমি কুমারী,—বিবাহ হয়ে গেলে তোমার সঙ্গে ত আর আমার সাক্ষাৎ হবে না।"

স্বভাবসুলভ লজ্জায় মনোরমার নয়নযুগল আকুঞ্চিত হলো।— অবনত বদনে তড়িতের ন্যায় চকিত ভাবে বিজয়লালের মুখের দিকে একবার চেয়ে, মৃদুস্বরে—মৃদু অথচ ত্রস্তস্বরে বোল্লেন,—"আমার বিবাহ হবে না।"

"বেশ!—এ সংকল্প মন্দ নয়!"—এই পর্য্যন্ত বোলে একটু হেসে বিজয়লাল গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আর যদি তোমার পিতা ইচ্ছা কোরে তোমাবে পাত্রস্থ করেন, তা হোলে কি হবে?"

"বাবা তা কখনই দিবেন না।" এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে সরলা বালিকা কাপড়ের ছিলেগুলি একে একে গুণ্‌তে লাগ্‌লেন;—সে সময় সরলার সরল নয়নে এক প্রকাব অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রতিভাত হলো।

সেই ঈষৎ লজ্জিত, আলোহিত বদনে একটীবার মাত্র কটাক্ষপাত কোরে বিজয়লাল যেন একটু রহস্য স্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "মনোরমা! তুমি পরম রূপবতী,—তোমাব রূপলাবণ্যে বিমোহিত হয়ে যদি কোনো ব্যক্তি তোমাকে বিবাহ কোত্তে অভিলাষী হয়, তা হলে তুমি কি করো?"

লজ্জানম্রমুখী মনোরমা লহমামাত্র নিরুত্তর।—তখনি তখনি মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, "বাবা তাতে কখনই সম্মত হবেন না।"

"আর যদি আমিই তোমারে বিবাহ কোত্তে চাই?"

বিজয়লালেব এই আকস্মিক প্রশ্নে লজ্জাবতীর লজ্জাবিনম্র বদন আরো অবনত, সেই অবনত কপোলদ্বয়ে রক্তিম আভা,—এককালে মৌন, মুখে আর বাক্য নাই।

বিজয়লাল সেই মুগ্ধস্বভাবার বিমুগ্ধ বদনে একদৃষ্টে নেত্রপাত কোরে সানন্দে পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তা হলে কি হবে?"

উত্তর নাই। বিজয়লাল বার বার জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন; বার বার নিস্তব্ধ, নিরুত্তর, ক্রমশঃ অধিক লজ্জার আবির্ভাব। অবশেষে অতিকষ্টে অস্পষ্টভাবে নম্রমুখীর নতমুখে "তা আমি কি জানি,—বাবা জানেন।" এই মাত্র সংক্ষিপ্ত উত্তর।

এই উত্তরে বিজয়লাল একটু হেসে সকৌতুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সে কি? এই যে তুমি বোল্‌ছিলে, তোমার বিবাহ হবে না, তোমার পিতা বিবাহ দিবেন না, আবার 'বাবা জানেন' এ কথাটী কেমন হ'লো?"

মনোরমার সলজ্জ মুখমণ্ডল আরো অবনত হয়ে মাটীর দিকে একটু ঝুঁক্‌লো।—লহমামাত্র এই ভাবে থেকে—"পিসীমা বুঝি ঐ ডাক্‌ছেন।" অতি ধীরে ধীরে এই কটী কথা বোলে মনোরমা সেখান থেকে উঠে অন্তঃপুরের দ্বারাভিমুখে অগ্রসর,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে অদৃশ্য।

মনোরমা বাড়ীর ভিতর চোলে গেলেন। বিজয়লাল একাকী সেই ঘরে বোসে চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন। এই চিন্তা,—আমি যেমন মনোরমারে মনে মনে ভালবাসি, মনোরমা কি যথার্থই আমারে সেইরূপ ভালবাসে? কথাগুলি যেরূপ শুন্‌লেম, তাতে সেই মুগ্ধভাবই জাগ্রত স্বপ্নের ন্যায় সহসা অন্তঃকরণে উদয় হয়। আরো মনোরমা বোলেছে 'আমার বিবাহ হবে না'—আমার দ্বিতীয় প্রশ্নে আবার বোলেছে, 'পিতা কখনই বিবাহ দিবেন না।' এতে কোরে আমার উপরেই যেন তার সপ্রণয় অনুরাগ অনুভব হোচ্চে। এইরূপ ভাব্‌চেন, এমন সময় অনাথসিংহ প্রবেশ কোল্লেন।—মনোরমা আর বিজয়লালের মনোগত ভাব পরীক্ষা কর্‌বার জন্য এতক্ষণ তিনি একটু অন্তরালে থেকেই উভয়ের বাক্যালাপ শ্রবণ কোচ্ছিলেন,

আশালতা ফলবতী হবার পূর্ব্ব-লক্ষণ দেখে অসীম আনন্দে পরিপূর্ণ। ঘরের ভিতর প্রবেশ কোরেই সবিস্ময়ে বিজয়লালকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এ কি?—আপনি যে একাকী?"

বিজয়লাল অন্যমনস্ক ছিলেন, অকস্মাৎ অনাথসিংহের স্বর শুনে তাঁর চিন্তাস্রোত রুদ্ধ হলো,—হৃদয়ের ভাব গোপন কোরে, ত্রস্ত-ভাবে মুখ ফিরিয়ে বোল্লেন,—"আজ্ঞা না,—একাকী ছিলেম না, আপনার কন্যা এতক্ষণ আমার কাছে বোসে ছিলেন, এই মাত্র তিনি বাড়ীর ভিতর যাচ্চেন। আহা! আপনার কন্যাটী যেমন রূপবতী, তেমনি গুণবতী। এতক্ষণ আমার সঙ্গে কত রকম মিষ্টি মিষ্টি গল্প কোচ্ছিলেন।"

অনাথসিংহ একটু হাস্লেন। তার পর সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে অপরাপর কথাবার্ত্তা চোল্তে লাগ্লো।—কথার কৌশলে বিজয়লাল একটু পরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "মহাশয়! আপনার দুহিতার পবিণয়পাত্র কোথাও কি স্থির করা হয়েছে?"

"আজ্ঞা, কথাবার্ত্তা কোথাও স্থির হয় নি, কিন্তু মনে মনে স্থির করা হয়েছে।"

অনাথের এই সকৌশল উত্তর শুনে বিজয়লাল সাগ্রহে সকৌতুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোথায় স্থির করা হয়েছে মহাশয়?"

অনাথসিংহ চিন্তার অবসর ত্যাগ কোরেই উত্তর দিলেন, "এই নিকটেই।"

"নিকটে,—এই পাটনাতেই কি?"—প্রশ্ন কোরেই বিজয়বাবু সোৎ-সুক নয়নে অনাথের মুখের দিকে চেয়ে থাক্লেন।

"পাটনাতেই বটে,—কিন্তু আরো নিকটে। এই ঘরের মধ্যেই।"

অনাথসিংহের চুম্বক উত্তর শুনেই তাঁর বচনচাতুরীর নিগূঢ় তাৎপর্য্য বিজয়লাল হৃদয়ঙ্গম কোত্তে পাল্লেন।—সমুজ্জ্বল নেত্রপুটে তাঁর স্বাভাবিক লজ্জার সমুজ্জ্বল আভা বিকসিত হলো।

"কেমন?—সেই পাত্রটীকে আপনি কেমন বিবেচনা করেন?" অনাথসিংহের এই প্রশ্নে কি উত্তর দিবেন, নির্ণয় কোত্তে না পেরে বিজয়লাল নিরুত্তর হয়ে থাকলেন;—অন্তঃকরণে প্রমোদ-লহরী ক্রীড়া কোত্তে লাগ্‌লো। মুহূর্ত্ত পরে সলজ্জভাবে উত্তর দিলেন, "আপনার কন্যা, আপনার মতেই মত।"

"আমার সম্পূর্ণ অভিলাষ,—উপযুক্ত সৎপাত্রেই কন্যাটী সমর্পণ করি। মনে মনে আপনাকেই আমি উপযুক্ত পাত্র মনোনীত করেছি। কিন্তু আমাদের কি এমন অদৃষ্ট হবে? আপনি হোলেন মহদ্‌বংশোদ্ভব, আমরা হোলেম অতি সামান্য লোক,—আপনি কি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ কোত্তে সম্মত হবেন? এ সম্বন্ধে আপনার পিতৃব্যমহাশয়ের কি অভিমত হবে? ফলে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে এইটী যদি সংঘটন হয়, তা হলে আমি চরিতার্থ হই।"

অনাথসিংহের মনোগত পরিষ্কার ভাব স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম কোরে বিজয়লাল সহর্ষে সলজ্জভাবে সম্মত হয়ে তৎকালোচিত প্রস্তাবের সমুচিত সদুত্তর দিলেন। ক্ষণকাল সেই সম্বন্ধে যথাসম্ভব কথাবার্ত্তার পর তিনি সে দিনের মত বিদায় গ্রহণ কোল্লেন। মনোরমার মনোরম চিত্রপট তাঁর সপ্রণয়স্বচ্ছ চিত্তপটে পূর্ব্বহতেই সমুজ্জ্বলরূপে চিত্রিত হয়েছিল, এখন অনাথসিংহের এই অনুকূল অভিমতিতে সেইখানির প্রভা যেন আরো দ্বিগুণ প্রতিভাত হয়ে উঠ্‌লো। মনোরমাপ্রাপ্তির আশা বলবতী হলো।—এখন আর আশা নয়,—নিশ্চয় লাভ !!

বিজয়লাল বাসায় ফিরে এসেই কাশীর একটী বন্ধুকে উপস্থিত বিষয় সমস্ত জ্ঞাপন কোরে একখানি পত্র লিখ্‌লেন। মনোমত ললিত কোমল শব্দে বার বার মনোরমার গুণ ব্যাখ্যা কোত্তেই পত্রখানি পরিপূর্ণ হয়ে গেল, তথাপি মনোগত সমস্ত কথা শেষ হলো না। এমন কি, অসীম আনন্দে বিহ্বল হয়ে, মনোরমা যে কে, সে বিষয়ের সবিশেষ পরিচয় লিখ্‌তেও ভুলে গেলেন।

অষ্টম কাণ্ড।

বাগ্‌দান।

প্রণয়ীর মন সর্ব্বদাই প্রণয়চিন্তায় ব্যস্ত। বিজয়লাল এখন প্রণয়ী; তাঁর সমস্ত হৃদয়ই প্রণয়ের মনোহর স্বপ্নে অধিকৃত; সুতরাং অনাথসিংহের জমীঘটিত গোলযোগের বিষয় এতদিন একপ্রকার ভুলে গিয়েছিলেন। অনাথও তাঁকেই জামাতা বোলে বরণ কোরেছিলেন, ভবিষ্যতে সমস্ত সম্পত্তিই তাঁর হবে, যদি সমস্ত গোলযোগ চুকে যায়, তা হলেও জমীগুলি বিজয়লালের, না চুক্‌লেও বিজয়লালের, এই বিবেচনা কোরে তাঁকে আর সে বিষয়ে কিছুই বলেন নি। কাজেকাজেই জমীঘটিত কথা একপ্রকার চাপা পোড়ে ছিল। যখন বিজয়লালের সহিত পদ্মলালের সাক্ষাৎ হয়, হয় ত তখন কিছুই মনে থাকে না, যখন মনে থাকে, হয় ত তখন সাক্ষাৎ হয় না, এইরূপে কিছুদিন নিষ্ফলে অতিবাহিত।

বিজয়লাল যেদিন কাশীতে পত্র লেখেন, তার প্রায় এক সপ্তাহ পরে একদিন মধ্যাহ্নকালে আহারাদি কোরে সকলেই নিজের নিজের স্থানে বিশ্রাম কোচ্চেন, এমন সময় সহসা অনাথের বিষয়টী তাঁর মনে পোড়ে গেল, তাড়াতাড়ি জ্যেষ্ঠের ঘরে গেলেন। পদ্মলাল বিশ্রামার্থ নিজের শয্যায় শয়ন কোরে ছিলেন, নিদ্রিত হন নি, কনিষ্ঠকে দেখেই উঠে বোসে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি বিজয়! খবর কি ?"

বিজয়লাল ধীরে ধীরে শয্যার একপার্শ্বে উপবেশন কোরে নম্রভাবে বোল্লেন, "নূতন বিষয় কিছুই নয়, তবে অনাথসিংহের গোলযোগটা বহুদিন হোতে পোড়ে আছে, যদি সেটা মিটিয়ে দেন।"

কনিষ্ঠের কথায় পদ্মলাল একটু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন "তার আর মিট্‌মাট কি ?—যে সব দেনাপত্র আছে, চুকিয়ে দিলেই জমী ছেড়ে দেওয়া যায়।"

বিজয়লাল ধীর নেত্রে জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কোরে মৃদুস্বরে বোল্লেন "দেনাপত্র! সে আবার কি ? তাঁর সমস্ত জমীই ত নিষ্কর।"

পদ্মলাল এই কথায় ঈষৎ হেসে বোল্লেন,—"তাই বলি, তুমি অতি ছেলেমানুষ, যে যা বলে, তাই শোন। খাজনা ভিন্ন আর কি কোন রকম দেনা হয় না ? কাকা যখন জমীদারী কেনেন, তার পূর্ব্ব হোতেই অনাথসিংহের জমী ক্রোক ছিল। পূর্ব্ব জমীদারের কাছে অনাথের বাপ অনেক টাকা কর্জ্জ করে, সেই কর্জ্জ শোধ দিতে না পারাতেই জমী ক্রোক হয়।"

"তা হলেই বা সে ক্রোকে আমাদের অধিকার কি ?"

"অধিকার নাই! জমীদারীর লাভালাভের অধিকারী যদি আমরা নয়, তবে কে ?—তোমার মতে কাজ কোত্তে হলেই ত দেখ্‌ছি

প্রতুল!—সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চোলে যেতে হয়।" বিজয়ের প্রশ্নে পদ্মলাল অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে এই কটী কথা বোলে গুম্ হয়ে বোসে রইলেন।

বিজয়লাল জ্যেষ্ঠের এইরূপ প্রত্যুত্তরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন; ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থেকে নম্র স্বরে বোল্লেন "দাদা মহাশয়, বিরক্ত হবেন না, একটু বিবেচনা কোরে দেখুন। এই কয়েকখানি জমীই অনাথসিংহের উপজীবিকা, তাঁর কিছু জমী গেলেই অনেক গেল, কিন্তু কাকার তায় কিছুই লাভ নাই। আর ছেড়ে দেওয়া ন্যায্য, পরের সম্পত্তি নিয়ে অধর্ম্ম সঞ্চয় করবার প্রয়োজন কি?"

বিজয়লালের কথা শেষ হোতে না হোতেই পদ্মলাল একটু কপট হাসি হেসে বোল্লেন, "বটে বটে! বেশ! তুমি এখানে বিষয়সম্পত্তি রক্ষা কোত্তে এসেচ, না ধর্ম্মকর্ম্ম কোত্তে এসেচ? কাকা আমাদের বিষয় আশয় রক্ষা করবার জন্য এখানে পাঠিয়েচেন, তাঁর বিষয়ের যদি এক তিল যায়, তাও আমাদের দেখতে হবে।"

"অবশ্য তা দেখতে হবে; কিন্তু এ ত আর আমাদের জমীদারীর সামিল নয়। পূর্ব্বে অনাথের জমী ক্রোক হয়েছিল, হয়েইছিল; সে ত আর আমাদের পাওনার জন্য হয় নি; সে যার পাওনার জন্য হয়েছিল, সে সমস্ত বুঝে পেয়ে ছেড়ে দিলে, কি না পেয়েই দিলে, কি দিলে না, সে বিষয়ে আমাদের এলাকা কি? আর আমি দেখলেম, সে দেনা শোধের দলিল অনাথের নিকট রয়েছে।"

কনিষ্ঠের বাক্যে পদ্মলাল অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বোল্লেন, "হাঁ আছে, তা আমিও জানি, কিন্তু সেখানি কি, তা দেখেচ? না তার মুখে শুনে যা খুসি তাই বোলচ? সেখানি যথার্থ দলিল নয়,—জাল।"

বিজয়লাল জ্যেষ্ঠকে ক্রমে ক্রমে ক্রুদ্ধ হোতে দেখে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও নম্রভাবে বোল্লেন, "যাক, সে সব কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই, সে কর্জ্জের সঙ্গে যখন আমাদের কোন সংস্রব নাই, তখন সে দলিলের কথাতেও আমাদের প্রয়োজন নাই। যার পাওনা, সে বুঝ্‌বে, আমাদের ও জমীগুলির সঙ্গে সংস্রব কি?"

পদ্মলাল আর ক্রোধ সম্বরণ কোত্তে পাল্লেন না; একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠ্‌লেন; রক্তবর্ণ নয়নদ্বয় উন্নত কোরে কনিষ্ঠের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে অপেক্ষাকৃত উদ্ধত কর্কশস্বরে বোল্লেন, "যাও যাও! মিছি মিছি বকিও না, ও পাওনা কার? যার জমীদারী, তার। তখন জমীদারী যার ছিল, পাওনাও তার ছিল, এখন জমীদারী আমাদের, পাওনাও আমাদের।"

বিজয়লাল এতক্ষণ জ্যেষ্ঠ সহোদরকে শান্তভাবে অবিকৃতহৃদয়ে বোঝাবার চেষ্টা কোচ্ছিলেন, এখন পদ্মলালের অলৌকিক কথায় আর অন্যায় আচরণে মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হোলেন, অন্তরে একটু উষ্মারও উদয় হলো; কিন্তু স্বাভাবিক সরলতাগুণে সে ভাব মনোমধ্যে অধিকক্ষণ থাক্‌তে পেলে না। তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে জ্যেষ্ঠ সহোদরকে ভালরূপে বুঝিয়ে দেবার জন্য পুনরায় বোল্লেন, "আমাদের পাওনা কিসে? কাকা ত আর পূর্ব্বের দেনা পাওনা সমেত জমীদারী কেনেন নাই; তবে আমাদের পাওনা কিসে?"

পদ্মলাল পূর্ব্বের ন্যায় কর্কশস্বরে উত্তর দিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে বক্‌তে পারি নে। তুমি ছেলে মানুষ, তুমিই ছেলেমান্‌ষী কর, আমি ও সব কথা শুন্‌তে চাই না।"

বিজয়লাল জ্যেষ্ঠকে বোঝাবার জন্য অনেক চেষ্টা কোল্লেন, অনেক

প্রকার প্রমাণ দেখালেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হোতে পাল্লেন না। অবশেষে এককালেই হতাশ—নিরুপায় হয়ে বোল্লেন, "আপনি যদি নিতান্তই না বোঝেন, তা হোলে আমাকে অগত্যা কাকার কাছে পত্র লিখ্তে হয়।" কনিষ্ঠের কথায় পান্নালালের ক্রোধ আরও দ্বিগুণ হয়ে উঠ্লো; তিনি কনিষ্ঠকে ভালবাসেন বোলে যে একটু মৌখিক স্নেহ দেখাতেন, সে স্নেহময় ভাবটুকু আর রাখ্তে পাল্লেন না; দ্বারের দিকে আঙুল দেখিয়ে গম্ভীরস্বরে বোল্লেন, "যাও, এখুনিই যাও, কাকাকে লেখ গে, আর আমার কাছে থাক্‌বার প্রয়োজন নাই।"

বিজয়লাল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে গৃহ হোতে বেরিয়ে গেলেন। রঘুরাম তাড়াতাড়ি তাঁর হাতে একখানি পত্র এনে দিলে। তিনি ধীরে ধীরে পত্রখানি খুলে পাঠ কোল্লেন। পাঠ কোরে একেবারে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হোলেন। সে দিন বারাণসীর বন্ধুকে যে পত্র লেখেন, এখানি তারি প্রত্যুত্তর। সেই বন্ধু কথায় কথায় ভূপেন্দ্র সিংহকে বিজয়ের পরিণয়সূচনা জ্ঞাত কোরেছেন, ভূপেন্দ্র তাতে আহ্লাদিত হয়েছেন, বন্ধুর আনন্দের সঙ্গে চিঠিতে এই আনন্দবার্ত্তা লেখা।—বিজয়লালের পরম আনন্দ।—জ্যেষ্ঠের সহিত কথাবার্ত্তায় মনোমধ্যে যে একটু ক্ষোভ জন্মেছিল, সেটুকু তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হলো। মনে মনে কাকাকে আর সেই সঙ্গে বারাণসীর বন্ধুটীকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন। স্বপ্নের ন্যায় মনে মনে কতরূপ আশার উদয় হোতে লাগ্‌লো, কতরূপ সুখময় চিন্তা-স্রোত হৃদয়মধ্যে প্রবাহিত হোতে লাগ্‌লো,—কতরূপ আনন্দের ছবি সম্মুখে নৃত্য কোত্তে লাগ্‌লো। ক্ষণকাল আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলেন। "প্রণয়"—এই শব্দটী যেমন সুধাময়,—যেমন মনোরম,—যেমন প্রীতিকর, সময়ে সময়ে আবার অদৃষ্টের দোষে তেমনি ভয়াবহ। কালকূট অপেক্ষাও

তীব্র বিষময় হয়,—প্রথমে মনোহর ছবি দেখিয়ে পরে আবার কত প্রকার ভীষণ বিভীষিকা দেখায়। ভবিষ্যতে কি হবে, লোকে যদি সেটী জান্‌তো,—কিছু দিন পরে এই অমৃত এইরূপই থাক্‌বে, কি বিষম বিষে পরিণত হবে, পূর্ব্বে যদি জানা যেতো, তা হলে আর সুখের সীমা থাক্‌ত না;—পৃথিবীই স্বর্গ হতো।

বিজয়লাল পত্রখানি পাঠ কোরেই অনাথসিংহের বাড়ীতে গেলেন;—সাক্ষাৎ হলো, কোন কথা না বোলেই পত্রখানি তাঁর হাতে দিলেন। তিনি পত্রখানি একবার আদ্যোপান্ত পাঠ কোরে এককালে আনন্দহ্রদে সন্তরণ দিতে লাগ্‌লেন; এত দিন মনে মনে যে একটু সন্দেহ ছিল, তা এখন দূরীভূত হলো। বোল্লেন, "বিজয়বাবু! তোমার কাকার এ বিষয়ে অমত নাই; যা কিছু বাধা আছে, তাও সামান্য, জগদীশ্বরের কৃপায় সে সকলও শীঘ্রই কেটে যাবে, তার জন্য কোন চিন্তা নাই। আজ হোতেই তুমি আমার জামাতা হোলে, আজ হোতেই আমি তোমারে মনোরমা-সমর্পণে বাগ্‌দান কোল্লেম;—অপেক্ষা কেবল সম্প্রদান।"

নবম কাণ্ড।

জটাবতী।

এক মাস অতীত হয়ে গেল। পদ্মলাল এক দিন শুন্‌লেন, অনাথসিংহের কন্যার সহিত বিজয়লালের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে। এ সংবাদে যেরূপ আনন্দ প্রকাশ কোত্তে হয়, পদ্মলালের সে পক্ষে কিছুমাত্র

ত্রুটি হলো না। অবসরক্রমে বিজয়কে একদিন সন্ধ্যার পর আহ্বান কোরে তিনি বোল্লেন, " ভাই! আমি শুনে পরম সন্তুষ্ট হয়েছি, অনাথ সিংহ তোমারে কন্যা দান কোত্তে প্রতিশ্রুত হয়েছেন।—তুমি ত এক দিনও আমারে এ কথা বল নাই।—কেমন, এ সম্বন্ধ কি সত্য ?"

" আজ্ঞা হাঁ, তাঁর এইরূপ অভিলাষ বটে।"—অবনত-বদনে নম্র-স্বরে বিজয়লাল এই উত্তর দিলেন।

পদ্মলাল এই কথা নিয়ে বিস্তর আমোদ কোত্তে লাগ্‌লেন;—পিতৃব্যকে পত্র লিখে যাতে এই শুভকর্ম্ম শীঘ্র নির্ব্বাহ হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হবেন, প্রফুল্লমুখে এ কথাও বোল্লেন। অনেকক্ষণ উভয় সহোদরে এই প্রসঙ্গে নানা-রকম গল্প হলো;—বিজয়লাল কোনো প্রশ্নে " আজ্ঞা "—কোনো প্রশ্নে " হুঁ "—কোনো প্রশ্নে " না "—এইরূপ ছোট ছোট, কাটা কাটা উত্তর দিয়ে গেলেন,—কোনো কোনো প্রশ্নে মৌন হয়ে থাক্‌লেন। রাত্রি ১০টা বাজ্‌লো; অন্যান্য কথোপকথনে আর অল্প-ক্ষণ অতিবাহিত কোরে উভয় ভ্রাতা আপন আপন গৃহে গমন কোল্লেন। নিয়মিত কার্য্যে যামিনী যাপিত হলো।

যে ব্যক্তি যে স্বভাবের লোক, সে যেখানেই থাকুক, সমধর্ম্মা,—সম-প্রকৃতির কতকগুলি লোকের সহিত তার মিলন হয়ই হয়। পদ্মলাল যে প্রকৃতির যুবক, এ পর্য্যন্ত পাঠক মহাশয় তার কতক কতক পরিচয় পেয়ে এসেছেন। পাটলিপুত্র নগরে সেই প্রকৃতির কতকগুলি ইয়ার-বন্ধুর সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা,—বিশেষ প্রণয় জন্মেছিল, বলা বাহুল্য। তাদের মধ্যে এক জনের নাম দেল্‌সুখ রায়; তারিই সঙ্গে পদ্মলালের নানা-প্রকার গোপনীয় সলা পরামর্শ চোল্‌তো, স্বভাবসিদ্ধ ঘৃণিত অভি-লাষ চরিতার্থের ষড়্‌যন্ত্রও সুসিদ্ধ হতো। যে রাত্রে বিজয়লালের সহিত

পদ্মলালের প্রীতিকর কথোপকথন হয়, তার দুই দিন পরে পদ্মলাল একাকী একটী নির্জন গৃহে উপবেশন কোরে আপনা আপনি চিন্তা কোচ্চেন।—কি সে চিন্তা ?—বিজয়লালের বিবাহ।—মনে মনে কি তর্ক কোরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আপনা আপনি বোল্লেন,—"ওঃ!—এই জন্যই বিজয়লাল এত দিন অনাথ সিংহের জমী খালাস দিতে বার বার আমারে অনুরোধ কোচ্চে!—ওঃ! ভিতরে ভিতরে এতদূর ঘটনা হয়েছে!" এই পর্য্যন্ত বোলে একটু চিন্তা কোরে আবার বোল্লেন, "এমন সময় যদি দেল্‌সুখ এখানে;—আচ্ছা, এই উপায়েই আমি আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ কোর্‌বো,—এক ঢিলেই দুটী সর্পের পতন হবে! —হাঁ, এই কৌশলেই—"

পদ্মলাল মনে মনে এইরূপ মতলব আঁট্‌ছেন, এমন সময় এক জন পরিচারক এসে খবর দিলে, "দেল্‌সুখজী এসেছেন।"

নাম শুনেই আহ্লাদে দাঁড়িয়ে উঠে ত্রস্তস্বরে পদ্মলাল জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"কৈ ?—কোথায় ?—শীঘ্র আস্‌তে বল!"

পরিচারক চোলে গেল।—একটু পরেই দেল্‌সুখ রায় সেই গৃহে প্রবেশ কোল্লেন।—পদ্মলাল তাঁরে সমাদরে হাত ধোরে বোসিয়ে হাস্‌তে হাসতে বোল্লেন,—"মেঘ চাইতেই জল!—এই মাত্র আমি তোমার নাম কোচ্ছিলেম! যদি আর দুই মুহূর্ত্ত তুমি না আস্‌তে, এখনি আমি তোমার কাছে লোক পাঠাতেম।"

"নাম কোচ্ছিলে ?—কেন ?—আমার কি আবার নাম কোত্তে হয় ?—ডাক্‌তে পাঠাচ্ছিলে ?—কেন ?—আমাকে কি আবার ডাক্‌তে পাঠাতে হয় ?—আমি কি তোমাকে এক দণ্ড না দেখে থাক্‌তে পারি ?—তুমি হলে আমার প্রাণ-পিঞ্জরের পাখী!—অন্ধের নড়ী!—যক্ষের কড়ী!—

হাঃ হাঃ হা !—আমাকে কি আবার ডাকতে পাঠাতে হয় ?"—চঞ্চল ভাবে হাত মুখ নেড়ে দেল্‌সুখ রায় উচ্চ কণ্ঠে এই কথাগুলি বোল্লেন।

পান্নালাল হাস্‌লেন।—হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন,—" তা আমি জানি, তা যাক্‌, একটু স্থির হও, অত চেঁচিয়ে কথা কয়ো না, ভারি একটা পরামর্শ আছে ;—তুমি আমাকে যথেষ্ট ভাল বাস, তুমিই আমার বল বুদ্ধি ভরসা, তুমি কাছে না থাক্‌লে আমি চারি দিক অন্ধকার দেখি ; এখন একটা ভারি পরামর্শ আছে ;—ভারি গোপনীয় !"

দেল্‌সুখের মুখ গম্ভীর হলো।—গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লে, " কত ভারি ?—চাপা পোড়্‌বো না ত ? "

প।—রহস্য রাখো ;—কাজের কথা শোনো।

এই পর্য্যন্ত বোলে পান্নালাল দেল্‌সুখের কাণে কাণে কি বোল্লেন।

খিল্‌ খিল্‌ কোরে হেসে দেল্‌সুখ উত্তর কোল্লে, " এত ভারি ?—হাঃ হাঃ হা !—ওঃ !—আমি বলি —"

প।—আরে, হেসেই গোল কোল্লে !—যা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তার উত্তর দাও।

দে।—এক হাত না ফিরুলে বোল্‌বো না।

প।—আরে, তা হবে এখন। আগে কাজের কথা কও।

দে।—না, না,—তা হবে না ; আগে মুড়ি, তার পর কোপ্‌।

গতিক বুঝে পান্নালাল উঠে আল্‌মারির কাছ থেকে একবার ঘুরে এলেন, এক হাত ফিরে গেল। দেল্‌সুখ সহর্ষে চেঁচিয়ে বোল্লে, " এই, এখন প্রাণ ঠাণ্ডা হলো ! এখন এসো,—যা বোল্‌বে, তাই। সে—"

পান্নালাল আবার তার কাণে কাণে কি বোল্লেন, বিদূষক চেঁচিয়ে হেসে উত্তর দিলে,—" আরে, সে বড় তুখড় লোক !

প।—চুপ্!—কে শুন্‌তে পাবে।

আবার কাণে কাণে কথা হলো,—দেল্‌সুখের আগ্রহে দ্বিতীয় হাত ফিরে গেল। সে প্রমোদে মত্ত হয়ে হাত মুখ ঘুরিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লো,—"তুচ্ছ কথা!—আমাদের জটাবতী—"

প।—আরে, চুপি চুপি।

তৃতীয় হাত ফিরিয়ে দেল্‌সুখ চুপি চুপি বোল্লে, "আমাদের জটাবতী মনে কোল্লে চক্ষের নিমিষে এ কাজ ফর্সা কোরে দিতে পারেন।"

পদ্মলাল সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "জটাবতী কে?"

পাঠক মহাশয়ও বোধ হয় পদ্মলালের ন্যায় সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন, জটাবতী কে?—জটাবতী একটী স্ত্রীলোক;—ক্ষত্রিয়-তনয়া;—অবীরা,—অগ্নিদগ্ধা। মগধে নিবাস ছিল, মাতাপিতার মৃত্যুর পর নানা তীর্থ পর্য্যটন কোরে পাটনায় এসে বাস কোরেছেন। বয়স এক্ষণে প্রায় ৭০। ৭২ বৎসর। কিন্তু সচরাচর ৭২ বৎসরে যেরূপ চিত্তবৃত্তি ঘোটে থাকে, জটাবতীর বুদ্ধিতে সে লক্ষণ কিছুই লক্ষিত হয় না। তিনি এত বয়স পর্য্যন্ত বিলক্ষণ চতুরা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে বিলক্ষণ তেজস্বিনী। আকার দীর্ঘ,—অস্বাভাবিক দীর্ঘ।—এখন বয়োধর্ম্মে কিঞ্চিৎ কুব্জাকার ধারণ কোরেছেন, তথাচ পদাঙ্গুষ্ঠ থেকে চিবুক পর্য্যন্ত মাপে অন্যূন তিন হাত।—যখন সোজা ছিলেন, তখন তনুখানি পরিমাণে ৪ হাতের ন্যূন ছিল না। বর্ণ বেশ সুন্দর গৌর;—এত বয়সেও মুখখানি টুক্ টুক্ কোচ্চে। ভ্রূর চুলগুলি সমস্তই শুভ্রবর্ণ; মস্তকের কেশগুচ্ছ সমস্তই সুপক; ঠিক যেন একটী শ্বেত চামর।—কিন্তু বিধাতার অনুগ্রহে দাঁত একটীও পড়ে নাই। স্বর বেশ সুমিষ্ট। অষ্টাঙ্গে রাধাকৃষ্ণ ছাবা, গলায় এক ছড়া সোণার গোট-হারে একটী ক্ষুদ্র মৃদঙ্গাকার ইষ্টকবচ ঝুলানো।

জটাবতীর কপাল ভাল নয়।—বিবাহের অষ্টাহমধ্যে তিনি বিধবা হন।—প্রজাপতি তাঁরে শৈশবে স্বামিহারা কোরেছিলেন বটে, কিন্তু যৌবনে পদার্পণ কোরে অবধি এক দিনের জন্যও তাঁরে বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য কোত্তে হয় নাই! নানা-গোষ্ঠবিহারিণী গাভীর ন্যায় অনুদিন নব নব তৃণ ভক্ষণ কোরে বিলক্ষণ পুষ্টি বৰ্দ্ধন কোরেছিলেন; এখন তিনি তপস্বিনী।—প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করেন, হরিনামের মালা জপেন, নামাবলী গায়ে দেন, গেরুয়া বসন পরিধান করেন, বারব্রতে পুণ্যাহ তিথিতে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের সেবা লন, অপরাহ্নে যৎকিঞ্চিৎ হবিষ্যান্ন আহার করেন, এখন তিনি তপস্বিনী।—তপস্বিনী বটেন, কিন্তু শূন্যভাণ্ড নন;—৫।৭টী ভাণ্ড রজতকাঞ্চনে পরিপূর্ণ।—তাঁর আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, লোকের আপদ বিপদ পোড়লে বুক দিয়ে উপকার করা আছে। যার যে রকম দায় পড়ুক, জটাবতী তারে সেই রকমেই উদ্ধার কোরে দেন! এই গুণে পাড়ার সমস্ত লোক তাঁর অনুগত;—হাত ধরা বোল্লেও হয়। বিশেষতঃ অনেকগুলি যুবাপুরুষ ও সুন্দরী যুবতী তাঁর কাছে বিশেষ উপকার-ঋণে চিরঋণী।—উচাটন ও বশীকরণ গুণজ্ঞানেও জটাবতী সুশিক্ষিতা, এইরূপ তার একটা সুখ্যাতি ও মহিমা আছে। পাঠক মহাশয়ের সহিত একটীবার মাত্র তাঁর সাক্ষাৎ হবে, তাতেই যত দূর পারেন, গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের আর এ ক্ষেত্রে অধিক পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

পদ্মলালের প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর দিয়ে দেল্‌সুখ একটু মৃদু মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা কোল্লে "কেমন, এই ত তোমার অভিপ্রায়?—এ হলেই ত মনস্কামনা পূর্ণ হয়?" পদ্মলাল মৃদুস্বরে বোল্লেন, "হাঁ, তা হয় বটে, কিন্তু শেষ না হলে বিশ্বাস নাই। হাজার হোক, স্ত্রীলোক।"

এই পর্য্যন্ত বোলে একটু চিন্তা কোরে পদ্মলাল আবার বোল্লেন, "হাঁ, ভাল কথা,—তুমি যে সে দিন বোল্‌ছিলে—আচ্ছা, সে কথা এখন থাক্; দেখা যাক্, কিসে কি দাঁড়ায়;—যদি এক কৌশলে দুই কাজ হাসিল হয়, বহুৎ আচ্ছা। না হয়, পরে দেখা যাবে। এখন যাতে তোমার জটাবতী আমার আশা ফলবতী কোত্তে পারেন, সেই উপায় আগে,—সেই উপায়ই মূল। আমিও—"

পদ্মলাল এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তে দেল্‌সুখ তাঁরে বাধা দিয়ে গম্ভীর ভাবে বোল্লে, "আশা ফলবতী কোত্তে জটাবতী যেমন, এ সহরে তেমন আর একটীও নাই, একটীও হবে না। কিন্তু—"

"কিন্তু কি? এখনও পর্য্যন্ত তোমার কিন্তু?—হরিবোল হরি! তবেই হয়েছে। -কিন্তু কি?"—অতি বিষণ্ণভাবে পদ্মলালের এই মাত্র প্রশ্ন।

"কিন্তু আর কিছুই নয়, তবে কি না—তবে কি না—জটাবতীর কিছু লোভ অধিক।"

দেল্‌সুখের এই কথা শুনে পদ্মলাল মৃদু স্বরে উত্তর কোল্লেন, "সে জন্য কোন চিন্তা নাই; তুমি ত জানই, এ সকল কাজে কিছুতেই আমি পেছ্‌পা নই, কল্পতরু বোল্লেও হয়, সে জন্য তুমি কিছু কুণ্ঠিত হয়ো না। যা তিনি বোল্‌বেন, তাতেই রাজী হয়ো। তবে আমারও একটা কিন্তু আছে,—যতক্ষণ পর্য্যন্ত কাজ শেষ না হয়, কারও হাতে যাবো না।"

"সেইটাই কিছু শক্ত কথা! তিনি হোলেন আমাদের অসময়ের কাণ্ডারী, স্বর্গনরকের দেবতা, তাঁরে আমি ও কথাটী বোল্‌তে পারবো না।—তোমার অনুরোধে কেবল এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে পারি, এখন অর্দ্ধেক, শেষে অর্দ্ধেক।" এই কটী কথা বোলে উত্তর প্রতীক্ষায় দেল্‌সুখ রায় ধূর্ত্ত দৃষ্টিতে পদ্মলালের মুখপানে চেয়ে রইল।

একটু বিবেচনা কোরে পদ্মলাল জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আচ্ছা, তুমি বোল্‌তে পারো, কত তাঁরে দিতে হবে?—কত তিনি চান?—কত তিনি চাবেন?"

দে।—ঠিক বোল্‌তে পারি না;—অনুমান করি, হাজার টাকা।

প।—হা—জা—র!—এত?—না, এত হবে না! তুমি ভুল্‌চো! এত কেন হবে?—কম হবে।

দে।—তবে আমি এতে নই!—কি তিনি চাবেন, তা আমি ঠিক না জেনেও আন্দাজে তোমারে একটা কথা বোলেছি,—তিনি অবশ্যই বেশী চাবেন,—আমি কেবল তোমার ভয়ে আর তোমার অনুরোধে কম কোরে বোলেছি;—তাতেও যদি তুমি নারাজ হও,—নাচার,—আমার দায়দোষ নাই। তোমার জন্যে আমারে সমস্ত পাপে জলাঞ্জলি দিতে হয় দেখ্‌চি! —কর্ম্মের পায়ে গড়!

প।—না—না, তা বোল্‌ছি না,—রাগ কোরো না;—বোল্‌ছিলেম, কিছু কম হোলে ভাল হয় না?

দে।—হয় যদি, নিজেই চেষ্টা পাও, আমি কেন এত অধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিই! বোল্‌ছিলেম এক কথা, সে কেবল তোমারি জন্যে;—কেন না, তুমি হোলে আমাদের যা বল তাই;—তাতে যদি কথা জন্মায়, তফাৎ থাকাই ভাল।—কেন না, কথায় বলে, "দূরতঃ শোভতে মূর্খঃ!"

মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে পদ্মলাল তার হাত ধোরে বোল্লেন, "তা নয় হে, তা নয়;—কিছু কম হোলে হতো ভাল;—একান্ত যদি নাই হয়, তবে তাই-ই স্বীকার।"

দেল্‌সুখ আহ্লাদে ফুলে উঠে হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, "তাই ত বলিই-ই, বড় বাবু আমাদের কামধেনু, তিনি কি দুই একটা তুচ্ছ টাকার

জন্যে এত বড কাজটা ছেড়ে দেবেন ! এখন এসো ত চাঁদ,—আর এক হাত ফিরিয়ে দাও !—আজ দুশো হাত !”

এক হাত ফিরে গেল।—ফের এক হাত !—দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাঁচ সাত হাত হয়ে উঠ্‌লো ;—উভয়েই চুর্ চুরে-ভোঁ !—অনেকক্ষণ আসুর-চক্রেব আমোদে উন্মত্ত হয়ে কৌশলচক্র স্থির কোরে দুজনে সে ঘরথেকে বেকলেন।

দশম কাণ্ড।

কুচক্রে কুমারী।

মহাজনটুলীর পশ্চিমে একটী গৃহ। বাড়ীখানি এক তালা, চকবন্দী। চাবি দিকে ছোট ছোট দশ বাবটী কামবা ; প্রত্যেক চকের ঘরগুলি পরস্পব একপ মিলান যে, এক গৃহথেকে গৃহান্তবে প্রবেশের দ্বার গৃহ-মধ্যেই নিবিষ্ট। প্রাঙ্গণেব মধ্যস্থলে একটী তুলসীমঞ্চ, ধারে ধারে তুলসীকুঞ্জ। বাড়ীতে একটী স্ত্রীলোক মাত্র কর্ত্রী, একজন পরিচারিকা, আর একজন দরোযান।

সেই গৃহেব এক প্রকোষ্ঠে একখানি কৌচের উপর একটী বৃদ্ধা ও একটী তকণী উপবিষ্ট। বৃদ্ধা হাতমুখ নাড়্‌ছেন, অঙ্গভঙ্গি কোচ্চেন, এক এক বার এ দিক ও দিক অপাঙ্গে দর্শন কোচ্চেন, কখনো হাস্‌চেন, কখনো বা সমীপবর্ত্তিনী কামিনীর গা টিপ্‌চেন, আর থেমে থেমে নানা-রকম গল্প কোচ্চেন। রসের তরঙ্গ উঠ্‌ছে! এত বয়স হয়েছে, তথাচ

ঘরের বাহির থেকে যদি কেউ শোনে, তা হলে গল্পকারিণীকে স্থবিরা মনে করা দূরে থাক্, ষোড়শী পূর্ণযুবতী জ্ঞান কোত্তে পারে। সমীপ-বর্ত্তিনী কামিনী নতশিরে নীরব। বৃদ্ধা তাঁরে সম্বোধন কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আমারে দেখে এত লজ্জা কেন ?—আমি তোমার জননীরে হাতে গোড়ে মানুষ কোরেছিলেম। আহা ! মা আমার কি সতীলক্ষ্মীই ছিলেন ! স্বর্গের মানুষ স্বর্গে গিয়েছেন, আমিই কেবল ঘুঁটে কুড়ুতে বেঁচে রয়েছি !" এই পর্য্যন্ত বোলে সহসা নিস্তব্ধ হোলেন, দুটী চক্ষু দিয়ে অনবরত অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো। বসনাঞ্চলে নেত্র মার্জন কোরে তরুণীর গা ঘেঁসে একটু সোরে বোস্লেন, গায়ে হাত বুলিয়ে স্তম্ভিত স্বরে দুটী চারটী আদরের কথা বোল্তে লাগ্লেন।"

পাঠক মহাশয় ! এই দুটী স্ত্রীলোককে কি চিন্তে পাচ্চেন ? দুটীই আপনার পরিচিতা। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে পক্ককেশা বুদ্ধিমতী নারীমূর্ত্তি আপনার গোচর করা গিয়েছে, এই বৃদ্ধাই সেই জটাবতী। আব আমাদের যে নবীনা নায়িকা কয়েকবার আপনার দর্শনপথে উপস্থিত হয়েছেন, এই মুগ্ধস্বভাবা লজ্জাবতী কুমারীই সেই মনোরমা ;—অনাথ-সিংহের কন্যা। জটাবতীর যত দূর পরিচয় দেওয়া হয়েছে, এই অবসরে তদপেক্ষা আর কিছু অধিক পরিচয় আবশ্যক। তিনি ক্ষত্রিয়কন্যা, এ কথা পাঠক মহাশয় অগ্রেই অবগত হয়েছেন, যেখানে তাঁর নিবাস ছিল, তার অতি নিকটেই মনোরমার মাতামহের নিকেতন। অধিক কি, জটাবতী তাঁর তৃতীয়দ্বার প্রতিবেশিনী। বিশেষ সম্পর্ক কিছুই ছিল না, কিন্তু সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, নিকট প্রতিবাসী হলেই একটী না একটী সম্বন্ধ পাতান হয়, সেই নিয়মানুসারে মনোরমার জননী জটাবতীকে মাসী সম্বোধন কোত্তেন ; তাঁর উপর জটাবতীরও সবিশেষ স্নেহমমতা

ছিল, বাল্যকাল হতেই তিনি জটাবতীর ভবনে সর্ব্বদা গতিবিধি কোত্তেন। জটাবতী যখন তীর্থযাত্রা করেন, সে সময় তিনি পাটনায়। প্রত্যাগমন কোরে জটাবতী যখন দেখ্‌লেন, পৈতৃক নিবাসে জনপ্রাণীও নাই, সুতরাং সেখানে বাস করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, সেই সময় পাটনাতে এসেই বাস করেন। তখনও মনোরমার জননী মধ্যে মধ্যে এই বাড়ীতে এসে দেখাসাক্ষাৎ কোত্তেন, জটাবতীও তাঁদের বাড়ীতে যেতেন, পূর্ব্ব ঘনিষ্ঠতা আবার নূতন হয়ে উঠেছিল। বালিকা মনোরমাও জটাবতীকে সমধিক ভক্তিশ্রদ্ধা কোত্তেন, এখনও করেন, মাঝে মাঝে যাওয়া আসাও আছে, জননীর মাসী, সুতরাং সম্পর্কে ঠান্‌দিদী।

পূর্ব্ব প্রশ্নের কোন উত্তর না পেয়ে জটাবতী পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আমারে দেখে এত লজ্জা কেন?" মনোরমা ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, "লজ্জা নয়, তুমি যে রকম গল্প কোচ্চো, তা শুনে আমি অবাক হয়ে রয়েছি। বলি, বুড়ো বয়সেও এত রস তোমার?"

মুখের কাছে মুখ এনে চিবুকটী ধোরে জটাবতী ঈষৎ হেসে সস্নেহবচনে বোল্লেন, "ও আমার সোণার চাঁদ! তোমারে দেখ্‌লে আপনা হতেই রস উথ্‌লে উঠে!"

ম।—কেন?—তুমি কি সোহাগা যে, একটু তাত লাগ্‌লেই গোলে যাও?

জ।—তা যাই বৈ কি! কিন্তু একটুতে নয়, জলন্ত আগুনের তাতে।

ম।—(সহাস্যে) আমি কি তবে আগুন?

জ।—নয় কেন? তরুণ যৌবন, রূপের ডালি, আঁধারের মাণিক, আগুন আর নয় কেন? অবিশ্যি আগুন,—জ্বলন্ত আগুন!

ম।—আচ্ছা ঠান্‌দিদি! এ আগুনে তবে তোমার ভয় করে?

জ।—বালাই ! শত্রুর ভয় হোক্ ! আমি যেন জন্ম জন্ম এই আগুন পোয়াতে পাই। তা হ্যা দিদি ! সে কথা যাক্,—তা হ্যা দিদি ! বরটী কেমন হয়েছে ? মনে ধরেছে ত ?

মনোরমা লজ্জায় নম্রমুখী হলেন, একটীও উত্তর দিতে পাল্লেন না।—আরো একটু ঘেঁসে বোসে লজ্জাবিনম্র মুখখানি এক হাতে উঁচু কোরে তুলে সরস বচনে জটাবতী পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন, "কেমন, মনে ধোরেছে ত ?"—অনেকক্ষণ পরে মনোরমা একটু আধ আধ হেসে উত্তর দিলেন, " তা আমি কি জানি !"—এই মাত্র উত্তর দিয়েই আবাব নতমুখী।

" সে কি লো ! তোর বিয়ে,—তোব বর, তুই জানিস নি,—তবে কি আমি জানি ?—বলে, ' যাব বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া পড়্‌সীব ঘুম নেই !'—এ যে তোর তাই হলো দেখ্‌চি !"

জটাবতীর এই কথায় মনে মনে প্রফুল্ল হয়ে মনোবমা মৃদু মধুর বচনে একটী একটী কোরে বোল্লেন,—" কোথায়—কি—তার—ঠিক—নেই,—এখুনি—"

জ।—ও মা !—বলিস্ কি মনু ! " আজ্ দুগ্‌গোর অধিবাস, কাল্ দুগ্‌গোর বিয়ে !" —এখনো বোল্‌চো, ঠিক নেই ?

ম।—তা বই কি ?—আমি অমন তোমার মতন কথায় কথায় শ্লোক পোড়্‌তে জানি নি,—ভট্‌চায্যি হোতে পারি নি।

জ।—ও রে আমার আজুলি রে !—কিছুই জানেন না !—রাতদিন পুথিপাজী নিয়েই আছেন,—এই ও-টাচ্চেন,—এই ও-টাচ্চেন,—আবার বলেন আমি ভস্‌চায্যি হোতে পারি নি !—আ মরি ! ন্যাকা আর কি !—দিন কতক যাক্ যাদু,—না মরি ত দেখ্‌বো,—কত ভস্‌চায্যির কাণ কাট্‌বে !

ম।—(সহাস্যে) তা কি তুমি কাটতে বাকী রেখেছ ?

জ।—হাঃ হাঃ হা!—তা যাক্, বল্‌না ভাই, দেখ্‌তে কেমন ?—খুব সুন্দর ?—ভয় নেই, কেড়ে নেবো না !

ম।—(সহাস্যে) যদি ন্যাও !

জ।—(সকৌতুকে) আ পাগল!—আমি যে বুড়ী!—বুড়ী যায় গুঁড়ি গুঁড়ি !

ম।—কে বলে ?—রসের ছড়াছড়ি !

জটাবতী হেসে ঢোলে পোড়্‌লেন।—ভঙ্গী কোরে ভাব দেখাবার জন্য দাঁড়িয়ে উঠে দু চার পা ঢোলে গেলেন,—পাকা চুলগুলি দেখালেন, কুব্জাসুন্দরী সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কোল্লেন, এই ছলে মাথায় হাত দিয়ে এক পাক নেচে নিলেন !

মনোরমা হাস্‌তে লাগ্‌লেন ;—এখন আর মৃদু হাস্য নয়,—উচ্চ রবে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। হাস্‌তে হাস্‌তে জটাবতীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "ঠান্‌দিদি ! এই বার বলি ;—তোমার হাব ভাব দেখে আমার চক্ষুলজ্জা কেটে গেছে ! যার কথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছিলে, সে বেশ সুন্দর,—খুব সুন্দর !—যদি পছন্দ হয়, তুমিই নিও, আমার কাজ নেই।"

"কাজ নেই ?—বলিস্ কি লো !—প্রাণটী কোথায় রেখে এ কথাটী বোল্‌চো মনু ?"

জটাবতী মনোরমার সঙ্গে এই সকল কথা কোচ্চেন,—আর আড়ে আড়ে বাঁ দিকের ঘরের পানে এক এক বার কটাক্ষপাত কোচ্চেন। মনোরমা সেটী দেখ্‌তে পাচ্চেন না ;—অথবা লক্ষ্য কোরেও বুঝ্‌তে পাচ্চেন না। প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সহসা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আচ্ছা ঠান্‌দিদি ! যে যারে ভাল বাসে, সে কি তার হয়?

জ।—বিধাতা যদি দেন, তা হয় বই কি!—আচ্ছা মনো! আমি যদি একটী ভালবাসা জিনিস্ দেখাই?

ম।—কার?—তোমার?

জ।—হরিঃ!—তোমার!

ম।—আমার?—কি রকম?

জ।—আচ্ছা, যদি দেখাই?

ম।—দেখাও।

জ।—কি খাওয়াবে?

ম।—যা চাও।

জ।—তবে আমার সঙ্গে এসো।

মনোরমা ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে তাঁর মুখপানে চেয়ে রইলেন। জটাবতী উঠে দাঁড়ালেন। কতক সন্দেহে, কতক কৌতূহলে সোহাগিনী নাত্নীটী প্রমোদিনী ঠান্‌দিদীর অনুগামিনী হোলেন।

বাঁ দিকের কামরার একটী দরজা খুলে জটাবতী আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন, এই ঘরে। মনোরমা ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন।—প্রবেশ কোরেই দেখেন, সম্মুখে এক মূর্ত্তি,—অপরিচিত অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি!

মনোরমা আড়ষ্ট! এগুতেও পারেন না, পেছুতেও পারেন না! অচলা প্রতিমার ন্যায় স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন; দৃষ্টি ধরাতলে। দ্বারের দিকে এক বার চাইলেন, জটাবতীকে দেখ্‌তে পেলেন না; সমস্ত শরীর কাঁপ্‌লো;—চক্ষে জল নাই, মুখে বাক্য নাই! গৃহস্থিত মূর্ত্তি আহ্লাদে আসন ত্যাগ কোরে দুই চারি পা অগ্রসর হয়ে প্রিয় সম্ভাষণে বোল্লেন, "এই যে! এসো আমার মনোমোহিনী এসো!"

মনোরমার চট্‌কা ভাঙ্‌লো, অন্তরে অন্তরে শিউরে উঠ্‌লেন। যদি বেরিয়ে যান, রক্ষার উপায় নাই, যদি অনুকূল উত্তর দেন, বিষম বিপত্তি!

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। যিনি লক্ষ্য ভেদ কোত্তে পার্‌বেন, পাঞ্চালী তাঁরেই বরমালা প্রদান কোর্‌বেন, এই পণ,—এই প্রতিজ্ঞা। কর্ণ যখন ধনুর্ব্বাণ নিয়ে মৎস্য ভেদ কোত্তে উঠেন, সে সময় যেমন উভয় সঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল, এটীও প্রায় সেই রকম। মহাবীর কর্ণ কোন অংশেই অর্জ্জুন অপেক্ষা হীনবীর্য্য নন, তিনি লক্ষ্যভেদে অবশ্যই সমর্থ। যদি তিনি কৃতকার্য্য হন, দ্রৌপদী অর্জ্জুনের হয় না। তেমন সঙ্কটে যদি কোন অদূরদর্শী সামান্য কবি সেই ক্ষেত্রের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হতেন, তা হলে হয় ত অর্জ্জুনকে বঞ্চিত কোরে কর্ণকেই দ্রৌপদী দান কোত্তেন, নতুবা কর্ণকে নির্বীর্য্য কোরে অর্জ্জুনের প্রাধান্য রক্ষা কোত্তেন; দুইয়ের এক হোলেই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত রস রসাতলে যেতো!—কিন্তু মহাভারতের মহাকবি অসামান্য কৌশলে ক্ষত্রিয়-বীর্য্য, ক্ষত্রিয়-তেজ সমভাবে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তেজস্বিনী যাজ্ঞসেনী অম্লানমুখে সভামধ্যে বোল্লেন, "আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।" এই কৌশলে বীরাঙ্গনার সগর্ব্ব তেজস্বিতা ও অবশ্যম্ভাবী ঘটনার সামঞ্জস্য কেমন চমৎকাররূপে সুরক্ষিত হয়েছিল, সেটী চিন্তা কোল্লেও হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে। আমাদের সেরূপ ক্ষমতা কোথায়? সুতরাং মনোরমা নিরুত্তর, নিশ্চেষ্ট, আড়ষ্ট। অপরিচিত মূর্ত্তি ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হয়ে উত্তরোত্তর আরো অধিকতর রসিকতা আরম্ভ কোল্লেন। মনোরমা আর তখন মৌন পালন কোত্তে পাল্লেন না। একটু পশ্চাদ্‌গামিনী হয়ে মৃদুস্বরে;—মৃদু অথচ সম্ভ্রমের স্বরে বোল্লেন, "আমি অবলা;—কুমারী;—ক্ষমা করুন, আপনিই আমারে রক্ষা করুন! আমি অবলা—"

প্রমোদভরে হাস্‌তে হাস্‌তে আগন্তুক সকৌতুকে বোল্লেন, "সুন্দরি! তুমি অবলা;—হাঃ! হাঃ! হাঃ!—তুমি অবলা;—জানি, তাতে হানি কি ? তুমি কুমারী, তাও জানি, তাতেই বা বাধা কি ?—সংসারে সকল কুমারীরই বিবাহ হয়, তোমারও তাই হবে। আমারে চেন না, এই লজ্জা ? ক্রমে চিন্‌তে পার্‌বে!" এই পর্য্যন্ত বোলে সানুরাগে হাত ধর্‌বার উপক্রম কোল্লেন। মনোরমা আরও পশ্চাদগামিনী হয়ে দরজার দিকে আর একবার চাইলেন, জটাবতী নিকটে নাই, দেখ্‌তে পেলেন না। উদ্দেশে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "ঠান্‌দিদি! তোমার এই ধর্ম্ম! তুমি আমার এই কোল্লে! আদর কোরে বাড়ীতে এনে শেষে আমারে এই সঙ্কটে নিক্ষেপ কোল্লে! জান্‌লেম, সংসারে ধর্ম্মকর্ম্ম আর কিছুই নাই! তোমার হরিনামের মালা, হরিনামজপ, সকলিই বৃথা! আমার উপর তত স্নেহ, তত মমতা, তত ভালবাসা সকলিই কি কেবল ছলনা ? তোমারে তত ভক্তি কোরে, বিশ্বাস কোরে, আমার কপালে শেষে কি এই ফল হলো ? কুরঙ্গিণীকে বাঘের মুখে সমর্পণ কোরে সোরে দাঁড়ালে! ধিক্ তোমার তপস্যায়! ধিক্ তোমার জপ-মালায়! ধিক্ তোমার ব্রতনিয়মে! ধিক্ তোমার গঙ্গাস্নানে! ধিক্ তোমার বৈষ্ণবসেবায়! এখন বুঝ্‌লেম, সকলি বুজ্‌রুকি!! এটী তুমি নিশ্চয় জেনো,—নিশ্চয় মনে রেখো, এই ঘরের মধ্যে এখনি যদি প্রাণ যায়, এখনিই যদি গলায় ছুরি দিয়ে এ পাপ-প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়, তা হোলেও—তুমি নিশ্চয় জেনো,—তা হোলেও মনোরমা কখনই ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিবে না! বালিকা বোলে তুমি আমারে এই প্রতারণা কোল্লে, কিন্তু ধর্ম্ম সাক্ষী, এ বালিকা জীবন অপেক্ষা ধর্ম্মের গৌরব অধিক জানে,—বেশ জানে!".

উদ্দেশে জটাবতীকে এইরূপ তিরস্কার কোত্তে কোত্তে তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়নন্দিনীর তেজস্বিতা আরও প্রতিভাত হলো, সেই সঙ্গে সতী-স্বভাবসুলভ গর্ব্বেরও উদয় হলো, নয়নযুগলে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে লাগ্‌লো, সেই প্রজ্বলিতনয়নে আগন্তুকের পানে একবার কটাক্ষ-পাত কোল্লেন। ভ্রমান্ধ, আততায়ী, প্রণয়কামুক সেই কটাক্ষকে প্রণয়-কটাক্ষ মনে কোরে সাহসে, উৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে আরও অগ্রসর হলো,—বাগুরাবদ্ধা কুরঙ্গিণীর আর পালাবার পথ নাই, এটী নিশ্চয় জেনে, সানুরাগে হাস্‌তে হাস্‌তে তেজোগর্ব্বিতা প্রদীপ্ত নয়নার একখানি হাত ধোল্লে!

"ছুঁয়ো না! ছেড়ে দাও! এখনিই ছাড় বোল্‌চি! ভাল হবে না! স্ত্রীহত্যার পাতকী হবে! এখনিই ছাড়!" এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে মনোরমা সদর্পে হাত ছাড়াবার চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌লেন;—পাল্লেন না। আক্রমণকারী ব্যঙ্গহাসি হেসে একটু উচ্চকণ্ঠে বোল্লে, "সে সাধ্য তোমার নাই! তুমি ছাড়াতে চাচ্চো বটে, কিন্তু তোমার হৃদয় আমাকে ছাড়্‌তে চায় না!"

"পাষণ্ড! পাপিষ্ঠ! কলঙ্কের ভয় নাই? নরকের ভয় নাই? ধর্ম্মের ভয় নাই? সতীর সতীত্ব নাশ! এখনও বোল্‌ছি, ছাড়! ক্ষত্রিয়কুমারী কেমন কোরে সতীত্বের গৌরব রাখে, দ্যাখো! কেমন কোরে জীবন বিসর্জন দিয়ে শরীর পবিত্র করে, দ্যাখো! পরমেশ্বর অবশ্যই তোমাকে এর প্রতিফল দেবেন!—দেবেন! দেবেন!! দেবেন!!! দেখো! দেখো!! দেখো!!!"

"দেবেন! দেবেন!! দেবেন!!! দিয়েছেন! দিয়েছেন!! দিয়েছেন!!! এর চেয়ে অধিক ফল লোকে আর কি চায়? আমি বলি,

চতুর্ব্বর্গও এর কাছে তুচ্ছ ! তোমারে হাতে পেয়েছি, এই আমার পরম ভাগ্যের চরম ফল ! বিধুমুখি ! ক্ষান্ত হও, রাগ কোরো না, প্রসন্ন হও, আমারে ডুবিও না, প্রসন্ন হও ! তোমার ঐ কুটিল কটাক্ষ আমার হৃদয়কে দগ্ধ কোচ্চে, আর একবার সেই কটাক্ষে চাও, মধুর কটাক্ষ বোলে মনে করি, মধুর বচনে একবার কথা কও, চরিতার্থ হই!".

" এখুনি আমি তোমার কাছে রক্তগঙ্গা হবো !—তুমি যে-ই হও, এখুনি আমি তোমারে ঘোর নরকে নিক্ষেপ কোর্‌বো !—উঃ !—জটাবতি !—ভুজঙ্গিনি !—কোথায় তুমি ?—এসো,—শীঘ্র এসে আমারে দংশন করো !—তুমিই আমার এই সর্ব্বনাশ ঘোটিয়েছ,—শীঘ্র এসে দংশন করো,—তোমারি বিষে আমি এ প্রাণের অবসান করি !—জগদীশ ! আমার মনে এক বিন্দুও পাপ নাই ;—রমানাথ ! লজ্জা নিবারণ করো !—জননি !—তোমার হতভাগিনী মনোরমা এত দিনে তোমার কাছে চোল্লো,—চরণে স্থান দিও !—বিজয় ! এ জন্মে আর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না !" এইরূপ সকরুণ বিলাপ কোত্তে কোত্তে আক্রমণকারীর হাত ছাড়িয়ে পবিত্রা কুমারী ভূতলে আছাড় খেয়ে পোড়্‌লেন।

জটাবতী বিদ্যুৎ বেগে সেই গৃহে প্রবেশ কোল্লেন।—" এ কি ! মনোরমা এমন কোরে পোড়ে কেন ?—তুমি কি তবে বিজয় নও ?—কে তুমি ?—সত্য বল, বালিকা কুমারীকে এরূপে অপমান করা সামান্য স্পর্দ্ধা নয় ! সত্য বল, কে তুমি ?"—আগন্তুককে এইরূপ তিরস্কার কোত্তে কোত্তে জটাবতী মনোরমার পাশে বোসে নানা-রকমে সান্ত্বনা কোত্তে লাগলেন। " ভয় নাই, উঠে বোসো, বল, কি হয়েছে ; বুঝ্‌তে পাচ্চি, ধূর্ত্ত লোকে আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা খেলেছে, তুমি কেঁদো না,

স্থির হয়ে বল, এ কি বিজয়লাল নয়? এর সঙ্গে কি তোমার সম্বন্ধ হয় নাই? তা যদি না হয়, এখুনি আমি তার প্রতীকার কোচ্চি; মেয়েমানুষ বোলে অল্পে পার পাবেন না!"

লোকে যত সাহসী হোক্, দুষ্কর্ম্ম কোত্তে গেলে পদে পদেই তার মনে আশঙ্কা আর সন্দেহ। যে লোক এই গৃহে বিদ্যমান, সে এখন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত,—দুঃসাহসিক দুষ্কর্ম্ম! কাজেই জটাবতীর ঐ সকল কথা শুনে সে ভয় পেলে; স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক বলবান্ হলেও এ ক্ষেত্রে তার হৃদয়ে বিলক্ষণ ভয়ের সঞ্চার হলো। "আচ্ছা, দেখ্‌বো!" বহু ক্ষণ মৌনের পর এই সংক্ষিপ্ত উক্তি কোরে সেই লোক ব্যস্ত ভাবে ঘরথেকে বেরিয়ে গেল,—দ্রুতপদে একেবারে রাস্তায়। নানা-প্রকার প্রবোধ দিয়ে জটাবতী অশ্রুমুখী মনোরমাকে কতক শান্ত কোল্লেন। লোকটা কে, তখন স্থির হলো না বটে, কিন্তু কিরূপ কুচক্রে এই ঘটনা উপস্থিত হয়েছিল, সেটী স্থির হলো। আক্রমণকারী নিজের লোকের দ্বারা আপনাকে বিজয়লাল বোলে পরিচয় দিয়ে জটাবতীকে প্রতারিত কোরেছিল, নির্জ্জনে মনোরমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা তার অভিপ্রায়, এইটী জানিয়ে কিছু টাকা দিতেও স্বীকার পেয়েছিল। যার সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ, তারে দেখ্‌বার জন্য অপরকে উৎকোচ দিবার অঙ্গীকার কেন, অতি চতুরা হলেও জটাবতীর নারীবুদ্ধিতে এ সংশয়টা স্থান পায় নাই; সুতরাং তিনি সরল অন্তরে মনোরমাকে আপনার বাড়ীতে আনিয়েছিলেন। তাতে যে, এরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হবে, সেটী তিনি আগে জান্‌তে পারেন নাই,--চিন্তাও করেন নাই। এখন এই ঘটনা প্রত্যক্ষ কোরে আগা গোড়া সমস্ত ষড়্‌যন্ত্র তাঁর মনে উদয় হলো, সমস্তই বুঝ্‌তে পাল্লেন। সভয়ে ইষ্টদেবের নাম কোত্তে লাগ্‌লেন। হরিই এ বিপদে

রক্ষা কোরেছেন, এই কথা বোলে বারম্বার মনোরমাকে সাহস দিতে লাগ্‌লেন। যৌবনে জটাবতী দুশ্চরিত্রা ছিলেন বটে, এখনও মধ্যে মধ্যে নষ্ট লোকের সহায়তা করা আছে বটে, কিন্তু সে মতলবে মনোরমাকে বাড়ীতে আনেন নাই, মনোরমার সঙ্গে তাঁর সে সম্বন্ধ,—সে ব্যবহারও নয়, যথার্থই তিনি দুষ্ট লোকের কুচক্রে প্রতারিত হয়েছিলেন।

যদি মনোরমার সঙ্গে সে সম্বন্ধ,—সে ব্যবহার নয়,—যদি যথার্থই তিনি দুষ্ট লোকের কুচক্রে প্রতারিত হয়েছিলেন, তবে মনোরমা এতক্ষণ ব্যাঘ্রকবলে পতিত হয়ে একাকিনী এত রোদন কোল্লেন, এতক্ষণ তিনি এ গৃহে প্রবেশ করেন নাই কেন?—এতক্ষণ তিনি অনাথিনী কুমারীকে রক্ষা কোত্তে যত্নবতী হন নাই কেন?—কারণ আছে।—জটাবতী স্ত্রীলোক।—এতক্ষণ তিনি একটু অন্তরালে দাঁড়িয়ে উভয়ের বাক্যালাপ শ্রবণ কোচ্ছিলেন।—তাঁর জানা ছিল, প্রথম প্রণয়-সূত্রে লজ্জা, অভিমান আর গর্ব্ব একটু ঘন ঘন কাছাকাছি যায়,—অনুরাগে নানা-রকম রহস্যও চলে;—প্রথম ও দ্বিতীয় উদ্যমে সকৌতুকে তিনি সেইটীই ভেবেছিলেন, সেই জন্য এতক্ষণ মধ্যবর্ত্তিনী হন নাই। যখন শুন্‌লেন, মনোরমা মর্ম্মান্তিক বেদনায় উচ্চকণ্ঠে বিলাপ কোচ্চেন, যখন শুন্‌লেন,—“বিজয়! এ জন্মে আর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না!”—তখন আর নিশ্চেষ্ট হয়ে থাক্‌তে পাল্লেন না;—বিদ্যুৎবেগে সেই গৃহে প্রবেশ কোল্লেন।

আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা একটী একটী কোরে বুঝিয়ে অনেক সান্ত্বনা কোরে জটাবতী মনোরমারে কতক প্রকৃতিস্থ কোল্লেন; কিন্তু অপমান-তাপিতা লজ্জাকুণ্ঠিতা অশ্রুমুখী বালা একটীও উত্তর দিলেন না;—কেবল কুরঙ্গনয়নে সতৃষ্ণদর্শনে জটাবতীর মুখপানে চেয়ে রইলেন,—বর্ষাধারার ন্যায় অনর্গল অশ্রুধারা বর্ষণ হোতে লাগ্‌লো,—ঘন ঘন দীর্ঘ-

নিশ্বাস। এইরূপ অনেকক্ষণ শোকাবহ নির্ব্বাক অভিনয়ের পর মৃদুস্বরে দুটী একটী কথা কোয়ে শিবিকারোহণে মনোরমা আপন আলয়ে প্রস্থান কোল্লেন।

পাঠক মহাশয় অবশ্যই এখন জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন, সেই আগন্তুক আক্রমণকারী কে? যে দুরাত্মা ঘৃণিত কৌশলে অবলা গৃহস্থ-কুমারীর সতীত্ব-নাশে সমুদ্যত, কে সে পাপিষ্ঠ?—সে আর কেউ নয়, দুরাচার, বিশ্বাসঘাতক, ভ্রাতৃবিদ্বেষী পদ্মলাল সিংহ,—বিজয়লালের ভাক্ত হিতৈষী কপট-স্নেহময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পদ্মলাল সিংহ!!!

একাদশ কাণ্ড।

ভূস্বামী।—কে কোথায়?

প্রথম চক্রে অপূর্ণ-মনোরথ হয়ে দুর্দ্দান্ত পদ্মলাল নূতন নূতন কৌশল সৃষ্টি কোত্তে লাগ্‌লেন। আরো এক মাস অতীত হয়ে গেল। বাবু ভূপেন্দ্রলাল সিংহ দিল্লীর রাজদরবার থেকে সম্প্রতি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই উপলক্ষে বারাণসীধামে কয়েক দিন মহা সমারোহ হয়ে গেছে, এখন পাটনার জমিদারিটী স্বচক্ষে দেখ্‌বার জন্য লোকজন সঙ্গে কোরে কর্ত্তা স্বয়ং পাটনায় উপস্থিত হলেন। জমিদারের আগমনে সচরাচর যেরূপ ধূমধাম হয়ে থাকে, কাছারীবাড়ীতে তার কোনো অনুষ্ঠানের ত্রুটি হলো না। বিজয়লাল খুল্লতাতের শুভাগমনে পরম সন্তুষ্ট, পদ্মলাল বিষণ্ণ। পাঁচ সাত দিন পরে ভূপেন্দ্র একদা সন্ধ্যার পর অনাথ সিংহকে আহ্বান কোরে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা কোল্লেন।

বিজয়লালকে তিনি কন্যাদানে অঙ্গীকার কোরেছেন, অতি সুখের বিষয় হয়েছে, বারম্বার সেই কথার উল্লেখ কোরে আনন্দ প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লেন।—অধিক আড়ম্বরে কার্য্য-হানি হয়, ঈষৎ হাস্য কোরে এই ভাবটী জানিয়ে এককালে বৈবাহিক সম্বোধনে আলিঙ্গন কোল্লেন। উভয়েরই পরম আনন্দ। অনাথ সিংহ আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়ে গদ্‌গদ স্বরে বোল্লেন, " মহারাজ! আপনি হোলেন রাজ্যেশ্বর, আমার প্রতি আপনার এ অনুগ্রহ পরম সৌভাগ্যের বিষয়।"

রাজা ভূপেন্দ্র সিংহ নম্র স্বরে—নম্র অথচ সম্ভ্রমের স্বরে উত্তর দিলেন, যখন বৈবাহিক সম্বন্ধ, তখন আমরা উভয়েই সমান ভাগ্যবান। আপনি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে দুহিতা সম্প্রদান কোর্‌বেন, এটীও আমার পরম সৌভাগ্য। এখন যাতে শীঘ্র শীঘ্র এই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হয়, তারিই আয়োজন করা কর্ত্তব্য। আমি বারাণসীধামে গমন কোরেই সমস্ত উদ্‌যোগ কোর্‌বো। অথবা যদি আপনার ইচ্ছা হয়, এইখানে থেকেই এ কার্য্য সমাধা কোত্তে পারি।"

সানন্দচিত্তে অনাথ সিংহ শেষের প্রস্তাবেই অনুমোদন কোল্লেন। রাজা ভূপেন্দ্র তাতে আর দ্বিরুক্তিমাত্র কোল্লেন না,—পাটনাতে থেকেই বিবাহ দিয়ে যাবেন, এইটীই বিনা বিতর্কে অবধারিত হলো। সেই ক্ষেত্রেই ভট্টাচার্য্য ডাকিয়ে শুভদিন অবধারণ কোল্লেন। দুই সপ্তাহ পরেই বিবাহ। উভয় বৈবাহিকে এতৎসম্বন্ধে নানা-প্রকার হর্ষবর্দ্ধন কথোপকথন কোরে আত্মীয়তা বৃদ্ধি কোল্লেন। " এ বিবাহে রাজযোটক হবে! রামসীতার বিবাহ!" এই কথা বোলে ভট্টাচার্য্যও একবার টিকী নাড়া দিলেন। কথায় কথায় রাত্রি অধিক হলো, বাবু অনাথ সিংহ সে দিনের মত বিদায় হোলেন।

এক সপ্তাহ অতীত। উভয় আলয়েই সমস্ত আত্মীয়বর্গ উদ্বাহের আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত। ভূপেন্দ্র সিংহ ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহে সমারোহ কোর্‌বেন, স্থানে স্থানে নিমন্ত্রণ পাঠালেন, বারাণসীতে ঘোষণা দিলেন, জিনিসপত্র আমদানী হোতে লাগ্‌লো। একজন নামজাদা অধ্যাপককে ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিমন্ত্রণের ভার দিলেন। তিনি অভ্যাস অনুসারে দো চোকো চৌকী, দোজা, দরোয়ান, মহাজন, শিষ্য, ছাত্র, দণ্ডী, সন্ন্যাসী, মোহান্ত, খান্‌সামা, সকলের নামেই পত্র লিখে আত্মন্তরিতার পথ পরিষ্কার কোরে রাখ্‌লেন! আসল মতলব অগাধ সলিলে বিহার কোত্তে লাগ্‌লো! কর্ত্তা তার কিছুমাত্র জান্‌তে পাল্লেন না।

দুদিন পরে ভূপেন্দ্রলাল একজন বিশ্বাসী আত্মীয় লোকের মুখে কি একটা কথা শুনে কিছু বিমর্ষ হোলেন,—অন্যমনস্কভাবে কি চিন্তা কোল্লেন,—শেষে অবকাশ ক্রমে পদ্মলালকে নিকটে ডেকে কিছু উগ্রস্বরে বোল্লেন, "দেখ, আমি শুনেছি, আর এখানে এসে এখনও শুনতে পাচ্ছি, যে উদ্দেশে আমি তোমাদের এখানে পাঠিয়েছিলেম, আগা গোড়া তুমি তাতে ঔদাস্য কোরে আস্‌চো, প্রজালোকের উপর দৌরাত্ম্য কোচ্চো, তা ছাড়া নিরীহ ভদ্রলোকের নিষ্কর জমীর উপরেও স্বেচ্ছাচারে হস্তক্ষেপ কোচ্চো, এ সকল বড় অন্যায়! এতে আমার বিলক্ষণ দুর্নাম রটনা হয়েছে। জমীদারীতে এসে এ রকম উৎপাত কোল্লে ধর্ম্মকর্ম্ম ত থাকেই না, তার উপর লাভালাভেরও বিলক্ষণ ক্ষতি আছে।" এই পর্য্যন্ত বোলে গম্ভীরভাবে ক্ষণকাল কি চিন্তা কোরে আরও উগ্রস্বরে বোল্লেন, "আরও আমি শুনছি, তুমি ভদ্র-লোকের মেয়েছেলের উপর বলপ্রকাশ কোত্তে আরম্ভ কোরেছো! এ পাপে আমার সংসার জ্বোলে যাবে। আমার পুত্রসন্তান নাই, অনেক

আশায় পুত্রবৎ স্নেহে তোমাদের লালনপালন কোরেছি, পরিণামে তার কি এই ফল? তোমরাই আমার বিষয় আশয়ের উত্তরাধিকারী হবে, পৈতৃক কীর্ত্তি, পৈতৃক নাম, পৈতৃক মানসম্ভ্রম বজায় রাখ্‌বে, এতদিন আমার মনে এই আশাই বলবতী ছিল, এখন তোমার আচরণ শুনে আমার এতদূর মনঃপীড়া জন্মেছে যে, মুখদর্শন কোত্তেও ইচ্ছা নাই!" —আরও কিছু বোল্‌তেন, কিন্তু ক্রোধে অধীর হয়ে উঠ্‌লেন, আর ধৈর্য্যধারণ কোত্তে পাল্লেন না, বিরক্ত হয়ে সেখানথেকে উঠে গেলেন।

মর্দ্দিতলাঙ্গুল ভুজঙ্গমের ন্যায় গর্জ্জন কোরে পদ্মলাল মনেমনে গুম্‌রে গুম্‌রে ফুলতে লাগ্‌লেন। "এ কর্ম্ম কার?—কে এ সকল কথা —এঁর কাণে তুল্লে?—বিজয়লালেরি এ কর্ম্ম!—আচ্ছা, দেখ্‌বো!— আমার উপর দমবাজী!—আচ্ছা, দেখা যাবে, কার কত দূর দৌড়!— কেন?—আমার উপর এত দৌরাত্ম্য কেন?—আমি স্বাধীন,—যা আমার ইচ্ছা, তাতেই আমার অধিকার আছে;—কেন আমি লোকের এত কথা শুনবো?—কেন এত লাঞ্ছনা সইব?—উঃ! মুখদর্শন কোত্তে চান না!—কেন?—কি এমন মর্ম্মান্তিক সর্ব্বনাশ কোরেছি যে, এত দূর আস্ফালন!—তাঁরিই বিষয়বৃদ্ধির চেষ্টা কোচ্ছিলেম, আমার কিছুই নয়,—তাতে যদি এমন বিপরীত ফল ফোল্লো,—ফলুক,—চাই না!— এমন পাপসংসারে থাক্‌তেই চাই না!"—এইরূপ গর্জ্জন কোত্তে কোত্তে পদ্মলাল তিরবির্ কোরে সে ঘরথেকে বেরিয়ে গেলেন।

কাছারীবাড়ীতে যখন এই ঘটনা হয়, বিজয়লাল তখন অনাথ সিংহের বাড়ীতে।—অনাথ সিংহ বাড়ীতে নাই, কার্য্যান্তরে স্থানান্তরে গিয়েছেন,—অন্তঃপুরের একটী গৃহে বিজয়লাল বিষণ্ণবদনে উপবিষ্ট। পার্শ্বে মনোরমা।—উভয়েই বিষণ্ণ।—সম্বন্ধের পর,—বাগ্‌দানের পর

মাঝে মাঝে চারি পাঁচ বার পরস্পর নির্জ্জন-সন্দর্শন হয়েছে, তখন তখন যেমন প্রফুল্ল দর্শন, বিশ্রব্ধ আলাপ, মৃদু মৃদু হাস্য-পরিহাস দেখা গিয়েছে, আজ আর সে মধুর ভাব নয় ;—উভয়েই ম্লান, বিমর্ষ, অপ্রফুল্ল।—বিজয় অপেক্ষা মনোরমা আরো অধিক বিশুষ্ক।—আতপ-তাপিতা কমলিনীর ন্যায় বিশুষ্ক,—যদি এ কথা বলি, পাঠক মহাশয় এখনি টিট্‌কারী দিয়ে হাস্য কোর্‌বেন, -সুন্দরী পাঠিকারা এখনি ভ্রূকুটিভঙ্গীতে দুটী ক্ষুদ্র বদনে বিম্বোষ্ঠ দংশন কোরে উদ্দেশে ক্ষুদ্র অঙ্গুলির কিল উচাবেন ;—রবি-তাপে কি কখনো নলিনী মলিনী হয় ?—আনাড়ী মালাকারের হাতে পোড়ে পতিপ্রেমামোদিনী প্রফুল্ল প্রেমময়ী সরোজিনীর কি দুরবস্থাই ঘোটেছে !—এ উপহাস সহ্য কোরেও—এ ভৎ‍র্সনা শিরোধার্য্য কোরেও আমরা এখনো অকুণ্ঠিতভাবে বোল্‌ছি, মধুমতী মনোরমা আজ অপ্রতিহত আতপ-তাপিতা পদ্মিনী !!—যার প্রতি এত অনুরাগ, এত ভালবাসা, এত আকিঞ্চন, সেই প্রাণপ্রতিম প্রিয়তমের পার্শ্ববর্ত্তিনী হয়েও যখন এত বিষাদিনী, তখন আর ও কথা না বোলে এ ক্ষেত্রে কি বোল্‌তে পারি ?—মধুমতী মনোরমা এখন আতপ-তাপিতা পদ্মিনী !!!

অনেকক্ষণ তাঁরা এই ভাবে বোসে আছেন। একটু আগে পরস্পরে কি কথা হয়ে গেছে, হয়েছে কি না হয়েছে, বোল্‌তে পারি না, এখন বিজয়লাল একটু রূক্ষস্বরে বোল্লেন,—“তবে আমি চোল্লেম !”—বোলেই ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন।

মনোরমা এতক্ষণ অধোবদনেই বোসে ছিলেন, —‘চোল্লেম !’ কথাটী শুনেই চোম্‌কে উঠে বিশুষ্ক-পঙ্কজতুল্য মুখখানি তুলে সতৃষ্ণ নয়নে বিজয়লালের মুখপানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চেয়ে রইলেন। নয়ন বাষ্পে কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হয়ে এলো,—একটু পরে অতি কষ্টে অশ্রুবেগ

সম্বরণ কোরে স্তম্ভিতস্বরে ধীরে ধীরে বোল্লেন,—"যেও না !—একটু বোসো !—আর একটী কথা !—আমি অপরাধিনী নই,—যেখানেই থাকি, আমি তোমারিই !—যেখানেই থাকো, মনে রেখো, একান্তই দাসী তোমারিই !"—এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তে আবার নয়নকমল ভেদ কোরে অবিরল অশ্রুধারা বদনকমলে প্রবাহিত হলো ! আর কিছু বোল্‌তে পাল্লেন না, নৈরাশ্যে মৌনাবলম্বন কোল্লেন। দৃষ্টি পূর্ব্ববৎ প্রিয়তমের মুখের দিকেই আকৃষ্ট থাক্‌লো।

বিজয়লাল আবার বোস্‌লেন।—নেত্র সজল।—অবনতবদনে একটু চিন্তা কোরে সেইরূপ ছল ছল চক্ষে অতি মৃদুস্বরে বোল্লেন, "আমিও তাই ভাবি !"—এত মৃদুস্বরে এই তিনটী কথা উচ্চারিত হলো যে, মনোরমা তা শুনতে পেলেন কি না, সন্দেহ।

বোধ হয় আরো কিছু কথোপকথন হতো, কিন্তু সহসা বাধা পোড়্‌লো। অনাথ সিংহ বাড়ীতে ফিরে এলেন। বিজয়লাল ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘরথেকে বেরিয়ে তাঁরে যথাযথ সম্ভাষণ কোল্লেন। তৎ-কালোচিত আলাপে প্রায় এক দণ্ড অতীত হলো, বিজয়লাল বিদায় হলেন। মনোরমার সঙ্গে যে ভাবে কথাবার্ত্তা চোল্‌ছিল, মুখের ভাব,—মনের ভাব তখন যেরূপ ছিল, অনাথ সিংহের নিকটে তার কোন লক্ষণই লক্ষিত হলো না ; সুতরাং আকার ইঙ্গিতে তিনি ভিন্নভাব কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেন না, বিজয়লাল বিদায় হলেন।—রাত্রি তখন প্রায় ১১টা।

কাছারীবাড়ীতে উপস্থিত হয়েই বিজয়লাল নিজ কক্ষে প্রবেশ কোত্তে যাচ্ছেন, দেখেন, সম্মুখে পদ্মলাল। তিনি গম্ভীরভাবে একটু রুক্ষস্বরে কনিষ্ঠকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "এই যে ! এতক্ষণ

কোথায় ছিলে ? আমি অনেকক্ষণ তোমারে অন্বেষণ কোরে অবশেষে তোমার ঘরেই বোসে ছিলেম, এত রাত্রি হলো, এলে না দেখে উঠে আস্‌ছি ; চলো, ঘরেই যাওয়া যাক্‌, বিশেষ কথা আছে।" প্রথমে পদ্মলাল যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেন, তার উত্তর শোন্‌বার অবসর হলো না, বিজয়ও উত্তর দিবার অবকাশ পেলেন না, সে ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। যা হোক, জ্যেষ্ঠ সহোদরের সঙ্গে আপন গৃহে প্রবেশ কোল্লেন। উপবিষ্ট হয়েই পদ্মলাল পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে বোল্লেন, "ভাই বিজয়! শৈশবাবধি একত্রে লালিতপালিত হয়েছি, একত্রে ক্রীড়া কোরেছি, একত্রে বিদ্যাভ্যাস কোরেছি, একত্রে বেড়িয়েছি, এখন একত্রেই এই পাটনাতে এসেছি, তোমারে আমি প্রাণের চেয়েও অধিক ভালবাসি ; কিন্তু ভাই! বিধাতা আমাদের আর একত্রে থাক্‌তে দিলেন না ! স্নেহ কোথাও যায় না, যত দিন জীবন, তত দিন স্নেহ, যেখানেই থাকি, তোমার প্রতি আমার এই অবিচলিত স্নেহ সমভাবেই থাক্‌বে, এখন আমি—"

"কেন, আপনি এমন কথা বোল্‌ছেন কেন ? যেখানেই থাকেন, স্নেহ সমান থাক্‌বে, এ কথার ভাব কি ? আপনি কি তবে এখানে থাক্‌ছেন না ?" জ্যেষ্ঠ সহোদরের অপ্রত্যাশিত উক্তিতে সচকিতভাবে বিজয়লালের এই তিনটী সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

"না, আমি এখানে থাক্‌ছি না,—এ দেশেই থাক্‌ছি না। কুড়ী বৎসরের মত দেশত্যাগী হবো! তুমি বাড়ীতেই থাক্‌বে, সময়ে সময়ে চিঠিপত্র লিখ্‌বো, যদি বেঁচে থাকি, বিশ বৎসর পরে সাক্ষাৎ হবে ; নচেৎ এই পর্য্যন্ত !" একদৃষ্টে কনিষ্ঠের মুখপানে চেয়ে ত্রস্তভাবে পদ্মলাল এই উত্তর দিলেন।

বিস্মিতের উপর আরো বিস্মিত হয়ে বিজয়লাল সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এ কি! আপনি এ সব কি কথা বোল্‌ছেন? কোথায় যাবেন? হয়েছে কি? আপনার মুখ দেখেই আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, কি একটা বিভ্রাট্‌ ঘোটেছে। কি সেই দুর্ঘটনা, আমারে স্পষ্ট কোরে বোলুন, যদি সাধ্য থাকে, প্রতীকারের চেষ্টা পাই, দেশত্যাগী হবেন কেন?"

"তা বৈ কি! এত অপমান! এত লাঞ্ছনা সহ্য কোরেও আবার এখানে থাক্‌তে হবে! আমার শরীরে কি রক্তমাংস নাই? এত অপমান! আমি সব প্রজালোকের নিষ্কর জমী বাজেয়াপ্ত কোচ্ছি, লোকের উপর দৌরাত্ম্য কোচ্ছি, যাতে মানসম্ভ্রম যায়, যাতে সংসার জ্বোলে যায়, তারিই জোগাড় কোচ্ছি, আমি বিষম শত্রু, বিষম কণ্টক, আমার কি আর এখানে থাকা সাজে! আর শুধু তাও নয়, আরো অপবাদ! ভয়ঙ্কর অপবাদ! ভদ্রলোকের মেয়েছেলের উপর উৎপাত! উঃ! এততেও এখানে থাক্‌তে আছে! ভদ্রলোকের মেয়েছেলে! হুঁঃ!"—উত্তরোত্তর উগ্রস্বরে, তেজে, গর্ব্বে, হাতমুখ নেড়ে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পান্না-লাল এই কথাগুলি বোল্লেন।

"কার মুখে আপনি শুন্‌লেন? কে আপনাকে এ সকল কথা বোল্লে?"

"কর্ত্তা স্বয়ং! স্বয়ং!! স্বয়ং!!! আর কে!" বিজয়লালের প্রশ্নে পান্নালালের এই সদর্প উত্তর।"

"হাঁ, এতে অভিমান হোতে পারে বটে, কিন্তু বিবেচনা করুন, পিতৃব্য পিতৃতুল্য, আমাদের সর্ব্বময় কর্ত্তা, যদি রাগের মাথায় দুটো কথা বোলেই থাকেন, সহ্য কোত্তে হয়, রাগ কোত্তে নাই। যখন দেখা যাচ্ছে, আমরা

সম্পূর্ণরূপেই তাঁব অধীন, তাঁর আজ্ঞাকারী, যা তিনি বলেন, সকলিই আমাদের মঙ্গলের জন্য, তখন তাঁব কথায় রাগ কোরে দেশত্যাগী হওয়া কি আমাদের উচিত ?”

“কি বলো তুমি !—মঙ্গলের জন্য ?—যা মুখে আসে, তাই বোলে গালাগালি দেওয়াও কি মঙ্গলের জন্য ?—তিনি আমার মুখদর্শন কোত্তে চান্ না !—এটাও কি মঙ্গলের জন্য ?—হুঁঃ !—এ সব আমাব সহ্য হয় না। তিনি আমার মুখ দেখ্‌তে চান না, আমিও তাঁব মুখ দেখ্‌তে চাই না !—তবে হাঁ, পিতৃব্য, ভক্তির পাত্র, তাঁর প্রতি আমি এই পর্য্যন্ত ভক্তি দেখাতে পাবি, রামচন্দ্র যেমন পিতৃসত্যপালনে চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাসী হয়েছিলেন, আমিও তেমনি পিতৃব্যের সন্তোষেব জন্য বিংশতি বৎসর দেশত্যাগী হবো,—অজ্ঞাতবাসে যাবো !” কনিষ্ঠের উপদেশে পদ্মলালেব এইরূপ উদাস প্রত্যুত্তর ;—অনিবার্য্য সুদৃঢ় পণ, সুকঠিন প্রতিজ্ঞা।

বিজয়লাল অনেকবার নিবারণ কোল্লেন, বিস্তর বুঝালেন, কৃতকার্য্য হোতে পাল্লেন না। “যদি বাঁচি, ২০ বৎসর পরে দেখাসাক্ষাৎ হবে !” কেবল এই কথাটী পুনরুক্তি কোবে পদ্মলাল দ্রুতপদে ঘরথেকে বেরিয়ে চোল্লেন। বিজয়লাল পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়ে নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “আর একটীমাত্র কথা।—কুলকন্যার সঙ্গে কলঙ্ক রটনা কোরে লোকে যে কাণাঘুষো কোচ্চে, সেটা——সেটা——”

“সেটা—সেটা—কি ?—সেটা সত্য কি না, তাই জিজ্ঞাসা কোচ্চো ?—তা আমি বোল্‌তে চাই না। যেমন অবস্থা ঘোটেছে, তাই দেখে, আর তাই ভেবে বিবেচনা কোরে লও।—কিন্তু যার নামে এটা ঘোটেছে, তারে কুলকন্যা বলে না, সে অতি ভয়ঙ্কব স্বৈবিণী !—অতিশয় মায়াবিনী !” বিজয়লালের অর্দ্ধসমাপ্ত প্রশ্নে এইরূপ দুরবগাহ জটিল উত্তর

দিয়ে পদ্মলাল শার্দ্দূলবিক্রীড়ন-গতিতে তোরণান্তরে প্রবেশ কোল্লেন। পশ্চাদ্ভাগে একবার ফিরেও চাইলেন না।

নানা-চিন্তায় আকুল হয়ে বিজয়লাল আপন প্রকোষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন কোল্লেন। চিন্তার বিরাম নাই। "ইনি দেশত্যাগী হবেন!—বিশ বৎসরের জন্য দেশত্যাগী!—উঃ! কি নিদারুণ অভিমান!—কি নিদারুণ প্রতিজ্ঞা!—একেবারে অজ্ঞাতবাস!—মনোরমা—" এই অর্দ্ধোক্তি কোরেই অমনি শিউরে উঠ্‌লেন।—বোসে ছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন;—ধীরে ধীরে বাইরে গিয়ে একবার এ দিক ও দিক দেখে এলেন;—উদাসভাবে ঘরের দরজা বন্ধ কোরে আবার শয্যার উপর এসে বোস্‌লেন। অন্তঃকরণে চিন্তার তরঙ্গ ক্রীড়া কোচ্চে।—'অতি ভয়ঙ্কর স্বৈরিণী!—অতিশয় মায়াবিনী!'—কারে লক্ষ্য কোরে এ কথা বোল্লেন? —কার উদ্দেশে এ নিদারুণ নির্ঘাত বজ্রধ্বনি?—না, তা নয়,—সে নয়,—আর কেউ হবে!—না, তাই বা কেমন কোরে?—যদিও স্বভাব-দোষ অনেক অবলাকে অপবিত্র কোরেছে, কিন্তু আজকাল যা নিয়ে এত হুলুস্থূল, তাতে ত অপর কেউ বোধ হয় না।—উঃ!—মনোরমা স্বৈরিণী!—উঃ!—(দীর্ঘ নিশ্বাস)—মনোরমা মায়াবিনী!—প্রতারণা! —উঃ! এত ভ্রমেও আমি অন্ধ হয়ে ছিলেম!—না, সে নয়!—আর কেউ! —তাই হবে!—মনোরমা স্বৈরিণী নয়;—মনোরমা মায়াবিনী নয়!—মনোরমা আমারে ভালবাসে, যথার্থই ভালবাসে,—আমার প্রতি তার অকপট অনুরাগ, তার অন্তরে কপটতা নাই, তবে—অ্যাঁ!—মনোরমা অসতী?—মনোরমা অবিশ্বাসিনী?—না,—কখনই না।—এমন কখনই হবে না।—আচ্ছা, যদিই হয়,—মনোরমা যদি—না, তা হবে কেন?—তা হবে না!—আচ্ছা, যদিই—না—না,—তা কেন?

আচ্ছা, যদিই হয়, তাতেই বা কি হলো ?—তাতেই বা আমার কি ?—তার সঙ্গে ত আমার বিবাহ হয় নাই !—তবে কেন ?—তবে আমার মন এমন হয় কেন ?—হৃদয় কাঁপে কেন ?—ওঃ !—যন্ত্রণা !—নিদারুণ যন্ত্রণা !—মনোরমা !"—বোল্‌তে বোল্‌তে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে একবার চেয়ে সহসা উঠে দাঁড়ালেন।—"জগদীশ !—ওঃ !—অসহ্য !—মনোরমা !—আঃ !"—আবার বোসে পোড়্‌লেন। একবার সন্দেহ, একবার অবিরোধ ;—একবার অবিশ্বাস, একবার স্থির প্রত্যয় ;—একবার বিষাদ, একবার হর্ষ ;—একবার বিস্ময়, একবার চৈতন্য ;—একবার ক্রোধ, একবার শান্তি,—একবার চঞ্চল, একবার স্থির ;—একবার মৌন, একবার বাচাল ;—একবার চিন্তা, একবার নিরুদ্বেগ !—এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ অসম্বদ্ধ বিপরীতভাব বিজয়লালের মনোমধ্যে অনবরত ক্রীড়া কোত্তে লাগ্‌লো। বিরামদায়িনী নিদ্রা সে রজনীতে একটী বারও তাঁর নয়নপথবর্ত্তিনী হোতে পাল্লেন না। চিন্তায় চিন্তায় রজনী প্রভাত।

প্রাতঃকালে রাজা ভূপেন্দ্রলাল সিংহ কাছারীতে বোসে আছেন, নিকটে বলদেব, একটু দূরে দূরে ৫। ৭ জন মুহুরী।—বিজয়লাল বিমর্ষ বদনে সেই খানে উপস্থিত হোলেন।—রাজা কিছু অন্যমনস্ক ছিলেন, সে ভাবটী তত অনুধাবন কোল্লেন না। বিজয় একপার্শ্বে উপবেশন কোল্লেন। একটু পরে ভূপেন্দ্রলাল বলদেবকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, —"দেখ, পদ্মলাল অন্যায় কোরে যে যে প্রজার নিষ্কর জমী ক্রোক কোরেছে, তাদের সকলকে ডেকে এক একখানি খালাসী ছাড় লিখে দাও,—অবিচারে কোনো লোকের বৃত্তিহরণ কোরে মনঃপীড়া দেওয়া বড় অধর্ম্ম।"

"আজ্ঞা মহারাজ ! পূর্ব্বেই আপনি এ হুকুম দিয়েছেন, ছাড়চিঠি

লেখা হয়েছে।" প্রভুর আদেশে ক্ষিপ্রকারী কারকুণ এই উত্তর দিলেন।

"হয়েছে?—আচ্ছা, বাহির করো।"—রাজাজ্ঞায় বলদেব আপনার বাক্স খুলে সেই ছাড়গুলি বার্ কোরে গদীর সম্মুখে ধোল্লেন। রাজা ভূপেন্দ্রলাল একে একে সেগুলি পোড়ে দেখে স্বাক্ষর কোরে দিলেন।—অপেক্ষা কেবল মোহর করা।—হাতবাক্স আন্‌বার হুকুম হলো। এক জন চাকর একটু পরে কাঁচুমাচু মুখ কোরে একধারে এসে দাঁড়ালো, কিছু বোল্‌তে পাল্লে না।—ছোট বাবু তার ভাব দেখে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি রে!—বাক্স কৈ?—নিয়ে আয় না!"

"আজ্ঞা, পাওয়া যাচ্ছে না, বাক্স সেখানে নাই!" এই উত্তর দিয়ে পরিচারক স্তব্ধভাবে সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাক্‌লো।

"নাই কি রে!—কি হলো!—কে নিলে?—কোথায় রেখেছিলি?—ভাল কোরে খুঁজে দেখ্‌গে যা।" বিজয়লালের এই কথায় সে জড়সড় হয়ে বোল্লে, "আজ্ঞা, যেখানে রোজ রেখে থাকি, সেইখানেই রেখেছিলেম, বেশ কোরে খুঁজে দেখিছি, সেখানে নাই!"

চাকরের এই দ্বিতীয় উত্তরে সকলেই চমকিত হয়ে পরস্পর মুখ চাওয়া চাযি কোত্তে লাগ্‌লো,—কর্ত্তা রেগে উঠ্‌লেন, বিজয়লাল স্বয়ং গিয়ে একবার অন্বেষণ কোরে এলেন, পেলেন না।—কর্ত্তার সন্দেহ বাড়্‌তে লাগ্‌লো,—সন্দেহের সঙ্গে ক্রোধ।—"আশ্চর্য্য!—ঘরের ভিতর থেকে বাক্স গেল, কেউ জান্‌তে পাল্লে না।—কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!" সকলের মুখেই এই প্রভুবাক্যের প্রতিধ্বনি হোতে লাগ্‌লো;—বিষম হুলুস্থূল।—সমস্ত চাকর-নফরকে ধম্‌কাতে লাগ্‌লেন, সকলেই ভয়ে জড়সড়, কেউ কিছু ঠাউরে উঠ্‌তে পাল্লে না, বাক্স পাওয়া গেল না!

রাজা ভূপেন্দ্রলাল কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বোল্লেন,—"বাক্স যাক্, ক্ষতি হোচ্ছে না,—তাতে যে টাকা ছিল, তাও ধরি না, কিন্তু আমার নামাঙ্কিত মোহর আর খানকতক দরকারী দলীল ছিল, সেই জন্যই কিছু ভাবনা হোচ্ছে।—দুষ্টলোকে তা হাতে পেয়ে ভারি গোলযোগ বাধাতে পারে।"—এমন অবস্থায় যেমন হয়ে থাকে, পরস্পর সকলেই সেই রকমে কত কথা বলাবলি কোত্তে লাগ্‌লো। খানিকক্ষণ পরে ভূপেন্দ্রলাল গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "তা আচ্ছা, খালি দস্তখতেই এখন কাজ হবে,—একান্তই যদি না পাওয়া যায়, নূতন মোহর জারী করা যাবে, এখন এই দস্তখতী ছাড়গুলিই বিলি কোরে দাও।" —বলদেব "যে আজ্ঞা" বোলে ক্রোকী লাখেরাজের মালিকগণকে ডাকৃতে লোক পাঠালেন, কাছারীতে আর পাঁচপ্রকার কথাবার্ত্তা, সলাপরামর্শ চোল্‌তে লাগ্‌লো। দুই এক দণ্ড অতীত।—এমন সময়ে এক জন ভৃত্য এসে সম্বাদ দিলে, "বড় বাবু অনেক রাত্রে উঠে কোথায় চোলে গিয়েছেন!"

রাজা ভূপেন্দ্রলাল তার মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোথায় গিয়েছে?"

"আজ্ঞে মহারাজ! তা আমি জানি না। যখন যান, বোলে গিয়েছেন, আমি এ দেশথেকে চোল্লেম, যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, বলিস্, আমি জানি না।"

ভৃত্যের এই উত্তর শুনে রাজা একবার বিজয়লালের আর একবার বলদেবের মুখের দিকে চাইলেন। অবসর বুঝে বিজয়লাল গত রজনীর আদ্যোপান্ত ঘটনাগুলি পিতৃব্যকে শুনালেন। শুনে অধোদৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "বিশ বৎসর!—আচ্ছা, স্ত্রীলোক নয়, যেখানে ইচ্ছা সেই খানেই যেতে

পারে।" এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তে কি যেন পূর্ব্বকথা স্মরণ হলো, এই ভাবে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে মৌনাবলম্বন কোল্লেন। সভাস্থ সকলেরি চক্ষু সেই সময় প্রভুর মুখের দিকে আকৃষ্ট হলো। বলদেব যেন কি বোল্‌বেন, এই ভাবে কিছু ভূমিকা কোচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁরে আর বোল্‌তে হলো না; কর্ত্তা স্বয়ংই মৌনভঙ্গ কোরে চকিতভাবে বোল্লেন, "তবে এ তারি কর্ম্ম, বাক্স সেই-ই নিয়ে গিয়েছে! উঃ! ভিতরে-ভিতরে এত দূর নষ্টামী! প্রথমে যখন শুন্‌লেম, বাক্স পাওয়া যাচ্চে না, তখন আমার এত সন্দেহ হয় নাই, ভয় ত হয়ই নাই;—এখন বিলক্ষণ সন্দেহ বাড়্‌লো, কিছু ভয়ও হলো।—নামের মোহর আর দরকারী দলীলপত্র আমার সেই হাতবাক্সে রয়েছে; যদি চোরে নিত, কোনো ভয় ছিল না; চোরে কেবল টাকাই চায়, টাকাই ন্যায়, ও সকল জিনিস্ তাদের কোন কাজে লাগ্‌তো না,—ব্যবহারেও আস্‌তো না, ফাঁস কাগজ আর একটা সামান্য রূপার চাক্‌তি মনে কোরে অগ্রাহ্যই কোত্তো। যখন পদ্মলাল নিয়েছে, তখন অবশ্যই এক খেল্ খেল্‌বে। সে টাকা চায় না, টাকা তার অনেক আছে, কেবল ঐ মোহর আর দলীলের লোভেই বাক্সটী হাত কোরেছে, সন্দেহ নাই! উঃ! এতদূর বজ্জাতী!—বিশ্বাস-ঘাতক!" মুখ বিষণ্ণ হলো, সভাশুদ্ধ সকলেই চিন্তাযুক্ত; কারো মুখে বাক্য নাই। ঘর নিস্তব্ধ,—গভীর নিস্তব্ধ। দেয়ালের ঘড়ীতে খুট্ খুট্ কোরে পলকের শব্দ হোচ্চে, স্পষ্ট শোনা যেতে লাগ্‌লো।

"আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমার সংসারের একমাত্র রত্ন, হৃদয়ের একমাত্র মণি চুরি গিয়েছে! কে আমার এমন সর্ব্বনাশ কোল্লে! আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে!" পুনঃ পুনঃ শিরে করাঘাত আর এই প্রকার আর্ত্তনাদ কোত্তে কোত্তে উন্মত্তের ন্যায় একজন ভদ্রলোক

কাছারীবাড়ীতে উপস্থিত হোলেন। এসেই বিছানার সম্মুখে মাটীর উপর আছাড় খেয়ে পোড়্লেন!—কে তিনি?—অনাথ সিংহ। ক্রোকী নিষ্করের ছাড় দিবার জন্য যে লোক সংবাদ নিয়ে গিয়েছিল, তারি মুখে রাজার আহ্বান শুনে তিনি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন;—বোধ হয়, সংবাদ না পেলেও আস্তেন। তাঁরে তদবস্থ দেখে রাজা ভূপেন্দ্রলাল শশব্যস্তে সপারিষদ্ আসনত্যাগ কোরে নিকটে গিয়ে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্লেন, "আপনার এরূপ অবস্থা কেন? কি দুর্ঘটনা হয়েছে? কেন আপনি এমন কোচ্ছেন?"

"বজ্রপাত হয়েছে! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! মনোরমা নাই! আমার প্রাণতুল্য মনোরমা রাত্রে একাকিনী কোথায় চোলে গিয়েছে! অনেক অন্বেষণ কোল্লেম, কোথাও পাওয়া গেল না! মা!—আমার মা!—মনোরমা! অন্ধের যষ্টি! কোথায় গেলে! এই বৃদ্ধ পিতাকে পরিত্যাগ কোরে কোথায় পালালে!" উন্মত্তের ন্যায় বারম্বার এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ কোত্তে কোত্তে ধূলায় গড়াগড়ি খেতে লাগ্লেন! সকলেই বিষাদে চমকিত হয়ে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজা স্বয়ং অনেক সান্ত্বনা কোরে তাঁরে বিছানার উপর তুলে বসালেন। "অন্বেষণ করা যাক্, অবশ্যই পাওয়া যাবে, আপনি স্থির হোন, বালিকা, একাকিনী, কোথায় যাবে, অবশ্যই পাওয়া যাবে, কাঁদ্বেন না, আমিই তাঁরে অন্বেষণ কোরে এনে দিব, চিন্তা কি, কোনো চিন্তা নাই, ধৈর্য্যধারণ করুন, বোধ হয়, তিনি নিকটেই আছেন, নিশ্চয়ই সন্ধান হবে।" এইরূপ অনেক বুঝালেন, কিন্তু অনাথ সিংহ কিছুতেই প্রবোধ মান্লেন না; স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন কোত্তে লাগ্লেন।

কাছারীবাড়ীতে যখন এই আকস্মিক শোকাবহ অভিনয় হয়,

সকলেই যখন অনাথ সিংহের প্রতি নিবিষ্টচিত্ত, আকৃষ্টদৃষ্টি, বিজয়লাল সেই অবসরে দাবদগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় অতর্কিতভাবে তড়িদ্গতিতে সেখানথেকে বেরিয়ে গেলেন। কেউ কিছু জান্‌তে পাল্লেন না, অথবা জান্‌তে পেরেও তত লক্ষ্য কোল্লেন না, বিজয়লাল এককালে গঙ্গাতীরে উপস্থিত। মন উদাস, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস, নেত্র বাষ্পপূর্ণ, অথচ মুখ গম্ভীর। নিকটে একটী ভগ্ন মন্দির ছিল, তারি ছায়ায় উপবেশন কোরে দারুণ চিন্তায় নিমগ্ন। "মনোরমা নাই! মনোরমা পালিয়েছে! একাকিনী যুবতী কুমারী গভীর রাত্রে বাড়ীথেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে! কে তারে চুরি কোরে নিযে গেছে! উঃ! কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! দুজনেই এক রাত্রে পালিয়েছে! এই-ই তবে ঠিক কথা! দুজনেই একসঙ্গে পালিয়েছে! অনাথ সিংহ বোল্লেন, 'সংসারের একমাত্র রত্ন, হৃদয়ের একমাত্র মণি চুরি গিয়েছে!'—সত্য কথা!—চুরিই গিয়েছে! এতে আর আমার বিন্দু মাত্র সংশয় থাক্‌ছে না! উঃ! জগদীশ! এত প্রতারণা! অগ্নি! নিদারুণ যন্ত্রণা!—'অতি ভয়ঙ্কর স্বৈরিণী!—অতিশয় মায়াবিনী!' রজনীর এই কথা এখনও আমার কাণে বাজ্‌ছে! রজনীদেবী স্বয়ং যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে এখনও আমার কাণে সেই কথা প্রতিধ্বনি কোচ্ছেন! এ কথা তবে যথার্থ! ওঃ! আমি কি অন্ধ! কালসর্পে এতদূর বিশ্বাস! হুঁঃ! রাত্রে মনোরমা আমারে বোলেছিল, 'যেখানেই থাকি, আমি তোমারি! যেখানেই থাকো, মনে রেখো, একান্তই দাসী তোমারি!' ওঃ! বিশ্বাস ঘাতিনী স্বৈরিণীর কি ছলনা! উঃ! মনোরমা অসতী!—মনোরমা!—না,—মনোরমা অসতী নয়!—তা যদি হবে, তবে এই নাম উচ্চারণ কোরে—কেবল এই নামটী উচ্চারণ কোরেই আমার এত আনন্দ হোচ্ছে কেন!—হৃদয়ে একটু আশ্বাস স্থান পাচ্ছে কেন! তবে কি মনোরমা

অসতী নয়! না,—মনোরমা অসতী! যদি নয়, পালাবে কেন? তবে দুজনে একসঙ্গে পালাবে কেন? চোরে তারে চুরি কোরে নিয়ে যাবে কেন? উঃ! মনোরমা স্বৈরিণী—ভয়ঙ্কর স্বৈরিণী!" এইরূপ কখনো অনুকূল, কখনো প্রতিকূল, কতপ্রকার বিতর্ক বিজয়লালের সন্দেহদোলায়মান চিত্তে অনবরত ক্রীড়া কোচ্ছে, কখনো আস্‌ছে, কখনো যাচ্ছে, কখনো স্তম্ভিতভাবে রুদ্ধ থাক্‌ছে, কে তার গণনা করে? তিনি একবার উর্দ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে জগৎপিতারে নমস্কার কোল্লেন, অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়ালেন। জমী তদারক উপলক্ষে অনাথ সিংহের বাড়ীতে প্রথম পদার্পণ, মনোরমার প্রথম দর্শন, সপ্রণয় নির্জন-সম্ভাষণ, বিবাহের বাগ্‌দান, আর পূর্ব্ব রজনীর কথোপকথন অবধি এই বর্ত্তমান নির্ঘাত সংবাদ পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা মনে পোড়্‌লো। এ ক্ষেত্রে কি কর্ত্তব্য, অবধারণ কোত্তে না পেরে ক্রমশই অস্থির হোতে লাগ্‌লেন। অনেকক্ষণের পর এই সঙ্কল্প কোল্লেন, তারা যেখানেই যাক্‌, অন্বেষণ কোল্লে শীঘ্রই দেখ্‌তে পাবো। এইটী স্থির কোরে পিতৃব্যের অজ্ঞাতসারে একাকী নৌকারোহণে তদ্দণ্ডেই পাটলিপুত্র পরিত্যাগ কোল্লেন।

বেলা দুই প্রহর।—এ দিকে ভূপেন্দ্র সিংহ বিবিধপ্রকার সান্ত্বনাবাক্যে অনাথ সিংহকে কতক শান্ত কোল্লেন। বিশেষ যত্ন কোরে তাঁরে কাছারীবাড়ীতেই রাখ্‌লেন।—তখন চমক্‌ হলো, বিজয়লাল কোথায়?—বাড়ীতে অন্বেষণ করা হলো, নাই;—চাকরদের জিজ্ঞাসা কোল্লেন, কেউ কিছু বোল্‌তে পাল্লে না। কখন বেরিয়ে গিয়েছেন, কেউ দেখেও নাই, জানেও না; সুতরাং নীরব। এ দিক ও দিক খুঁজ্‌তে লোক পাঠানো হলো, লোকেরা হতাশ হয়ে ফিরে এলো, কিছুই সন্ধান পেলে না। ভূপেন্দ্র সিংহের দারুণ দুশ্চিন্তা, মহা উদ্বেগবৃদ্ধি,

স্নেহকাতরমনে নানাসন্দেহ উপস্থিত, ক্রমশই প্রবল। অনাথ সিংহের শোকের উপর দ্বিগুণ শোক একত্র। আমলারা সকলেই মহা উদ্বিগ্ন। কোথায় গেলেন, কেন গেলেন, কিছুই ঠিকানা কোত্তে পাল্লে না। সন্ধ্যা হলো, তখনও পর্য্যন্ত বিজয়লাল ফিরে এলেন না। সকলের মুখেই ব্যাকুলতার লক্ষণ লক্ষিত হোতে লাগ্‌লো। রাজা ভূপেন্দ্রলাল অবশেষে এই স্থির কোল্লেন যে, সহোদরের স্নেহে অথবা মনোরমার অনুরাগে বিজয় দেশত্যাগী হয়েছে। মনে মনে এইটী স্থির কোরে তিন জনেরই হুলিয়া লিখে স্থানে স্থানে ঘোষণা দিলেন। সন্ধানের পুরস্কার দশ সহস্র টাকা। উদ্বেগে উদ্বেগে, বিবিধ তর্কবিতর্কে, অধৈর্য্যে, অনিদ্রায় রজনী প্রভাত।

আর পাটনাতে বিলম্ব করা নিষ্প্রয়োজন ভেবে রাজা ভূপেন্দ্র পরদিনেই বারাণসীযাত্রা অবধারণ কোল্লেন। অনাথ সিংহকেও সেই সঙ্গে কাশীবাসের অনুরোধ করা হলো, তিনি সম্মত হলেন না। কিছু দিন পরে সহোদরাকে সঙ্গে নিয়ে জীবনের শেষকাল বিশ্বেশ্বরধামে অতিবাহিত করা তাঁর অভিপ্রায়, এই ভাবটী জানিয়ে তখন বিদায় হোলেন। এ দিকে রাজার প্রস্থানের আয়োজন হোতে লাগ্‌লো। অপরাহ্নে লোকজন সঙ্গে নিয়ে তিনি কাছারীথেকে বেরুলেন। কেবল বলদেব আর একজন মুহুরী উপস্থিত কার্য্যের জন্য সেইখানেই থাক্‌লেন। রাজা তরণী আরোহণে ভগ্নান্তঃকরণে স্বদেশযাত্রা কোল্লেন। নৌকাস্থ সকলের মুখে সর্ব্বদাই কেবল এক কথা।—"কে কোথায় ?"—ভাগীরথীগর্ভে প্রতিধ্বনি হলো,——কে কোথায় ?

দ্বাদশ কাণ্ড।

চরম ইচ্ছাপত্র।

ভগ্নান্তঃকরণেই রাজা ভূপেন্দ্রলাল আপন ভবনে উপস্থিত হোলেন। পরিবারেরা সকলেই এই নিদারুণ শোক-সমাচার জ্ঞাত হয়ে মহাশোকে নিমগ্ন। অন্তঃপুর আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ। প্রতিবাসী ভদ্রলোকেরা রাজার সহিত সাক্ষাৎ কোত্তে এলেন, তাঁরাও এই শোচনীয় সমাচার শুনে বিষাদে নিমগ্ন।

কিছু দিন অতীত হলো। নানা-চিন্তায় মহাবিষাদে ভূপেন্দ্রসিংহ সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় শয্যাগত। চিকিৎসকেরা প্রতিদিন উপস্থিত থেকে প্রাণপণযত্নে নিয়মিত ব্যবস্থা কোচ্ছেন, যা যখন আবশ্যক, সমস্তই তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হোচ্চে, কিন্তু কিছুতেই ব্যাধির উপশম হোচ্চে না, বরং ক্রমশই উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি। শারীরিক পীড়া অপেক্ষা মানসিক পীড়া প্রবল;—সে পীড়ার চিকিৎসকও দুর্লভ, ঔষধও দুর্লভ। দিনদিন উপসর্গবৃদ্ধি হোতে লাগ্‌লো, সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিক্ষয় ও বলক্ষয়। এক দিন দুইজন চিকিৎসক নিকটে বোসে আছেন, পাঁচ সাত জন আত্মীয়-স্বজনও শয্যার পার্শ্বে উপবেশন কোরে সেবাশুশ্রূষা কোচ্চেন, ভূপেন্দ্র সিংহ একপাশে শুয়ে আছেন, মানসিক যাতনায় শরীর আইঢাই কোচ্চে, এক একবার সতৃষ্ণ-নয়নে পার্শ্ববর্ত্তী আত্মীয়দের চিন্তাকুল বিষণ্ণবদন নিরীক্ষণ কোচ্চেন, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হোচ্চে, শয্যাপার্শ্বে সকলেই নীরব, রোগী নিজেও নীরব। অনেকক্ষণ পরে রাজা একজন নিকট আত্মীয়কে সম্বোধন কোরে অতি মৃদু খিন্নস্বরে বোল্লেন, "এই আমার

অন্তিম সময়, শেষ দিন আসন্ন, দুটী ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল, কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল"—এই পর্য্যন্ত বোলে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে একটু থেমে আবার বোল্লেন, "কোথায় গেল, এ পর্য্যন্ত ফিরে এলো না, কোনো সন্ধানও পাওয়া গেল না,—আঃ!—আমার আর বিলম্ব নাই! অতি-শীঘ্রই তোমাদের কাছে—পরিজনবর্গের কাছে—ভদ্রাসনের কাছে—জন্ম-ভূমির কাছে—পৃথিবীর কাছে বিদায় নিতে হবে! বড় আক্ষেপ থাক্‌লো, এত যত্নে যাদের মানুষ কোরেছিলেম, মৃত্যুকালে একটীবার তাদের দেখ্‌তেও পেলেম না! তাদেরি মায়ায় এত বিষয় আশয় কোল্লেম, এত ঐশ্বর্য্য বাড়ালেম, আহা!—ভোগ করে, এমন একটীও লোক নাই!" আর একটু নিস্তব্ধ হয়ে কি চিন্তা কোরে পাশ ফিরে শুয়ে আবার বোল্লেন, "যা হোক্, এখনো আশা আছে। আমার সঙ্গে দেখা হলো না, অন্তকালে আমি তাদের দেখ্‌তে পেলেম না, কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় তারা এক দিন নির্ব্বিঘ্নে ফিরে আস্‌তে পারে; সে আশা ফুরায় নাই, সে আশা আছে। তাই জন্যে বোল্‌ছি, এই আসন্নকালে একটা কিছু লেখা-পড়া কোরে গেলে ভাল হয়। বারজনে লুটেপুটেও খেতে পারে না, তাদেরও পরস্পর বিবাদ কর্‌বার পথ থাকে না। আমার ইচ্ছা,—এই সময়, সময় থাক্‌তে একটা লেখাপড়া করি।" নিকটবর্ত্তী সকলেই এই যুক্তি-যুক্ত বাক্যে সায় দিলেন। তখনি লেখাপড়ার উপকরণ এনে উইল লেখা আরম্ভ হলো। সে উইলের মর্ম্ম এইরূপ:—"আমার দুটী ভ্রাতুষ্পুত্র। জ্যেষ্ঠ শ্রীপদ্মলাল সিংহ, কনিষ্ঠ শ্রীবিজয়লাল সিংহ। আমি অপুত্রক, ঐ দুটী ভ্রাতুষ্পুত্রকে সযত্নে পালন করিয়াছি; এক্ষণে জ্যেষ্ঠ পদ্মলাল সিংহ আমার অবাধ্য ও দুশ্চরিত্র হওয়ায় কনিষ্ঠ বিজয়লালকেই সমস্ত স্থাবরা-স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলাম, সে এক্ষণে

দেশে না থাকাতে আমার পরম আত্মীয় বারাণসীনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রচাঁদ রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু সুখদয়াল সিংহ মহাশয়দ্বয়কে অছী নিযুক্ত করিলাম। ইহাঁরা আমার অবর্ত্তমানে সমস্ত বিষয় আশয় রক্ষণাবেক্ষণ এবং আমার নিজ পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিবেন, উক্ত পন্নালাল সিংহের বিবাহিতা বনিতা শ্রীমতী বিরাজকুমারী এই ভদ্রাসনেই বাস করিবেন, তাঁহার সমস্ত খরচপত্র ও ব্রতনিয়মাদি সরকারী বিষয় হইতে চলিবে, পন্নালাল স্বয়ং এখানে থাকিতে ইচ্ছা করিলে মাসিক একশত টাকা করিয়া মাসহারা পাইবেক, তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই দাবী করিতে পারিবেক না। অছীমহাশয়েরা যাবতীয় নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বার্ষিক সঞ্চিত অর্থ আপনাদিগের জিম্মায় রাখিবেন, বিজয়লাল উপস্থিত হইলে তাহাকে সমস্ত হিসাব বুঝাইয়া দিবেন। ইহাঁরা ইচ্ছা করিলে আপনাদিগের বিশ্বাসমতে নূতন অছী মনোনীত করিতে পারিবেন। প্রকৃত উত্তরাধিকারী যতদিন অনুপস্থিত থাকে, আমার পরলোকান্তে ততদিন ইহাঁরা এবং ইহাঁদিগের দ্বারা নিয়োজিত অছীরা আমার সমস্ত স্থাবরাস্থাবর বিষয় ও সঞ্চিত অর্থ রক্ষণাবেক্ষণসম্বন্ধে যাহা কিছু উপায় অবলম্বন করিবেন, মামলামোকদ্দমা, বাহাল বরতরফ, যাহা কিছু আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, তাহা আমার ও আমার উত্তরাধিকারীর স্বকৃত কর্ম্মের তুল্য কবুল ও মঞ্জুর ও সুসিদ্ধ। অছীমহাশয়েরা আমার সেরেস্তার সাবেক আম্‌লাবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন, নিয়মিত ক্রিয়াকলাপ ও ধর্ম্মার্থে দানধ্যান ইত্যাদির খরচপত্র দিবেন।—বিশেষ গুরুতর প্রয়োজন ব্যতিরেকে আমার স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি অথবা তাহার কোনো অংশ অছীমহাশয়েরা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। যদি করেন, উপযুক্ত

সময়ে ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।"

বিষয়ের নাম, পরিমাণ, রাজস্ব, সঞ্চিত অর্থ, অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা উইলের বয়ানে লেখা হয়েছিল, এ পরিচয়ের অপেক্ষা নাই। উইলের সাক্ষী শ্রীহরশ্যামল মিশ্র, সাং ৺ বারাণসী। শ্রীসূর্য্যানন্দ ত্রিবেদী, সাং ৺প্রয়াগধাম, হাল ৺বারাণসী। শ্রীশীতলপ্রসাদ মিশ্র, সাং অযোধ্যা, হাল ৺বারাণসী। শ্রীমধুবন দাস, সাং ৺বারাণসী। শ্রীমূলতানচাঁদ দাগা, সাং ৺বারাণসী। শ্রীনহবত্‌রাম সিংহ, সাং ৺বারাণসী। শ্রীবিষণদয়াল হর্দ্দিয়া, সাং ৺ বারাণসী। শ্রীপান্নালাল প্রসাদ, সাং কাণপুর, হাল ৺ বারাণসী।

এই নব সাক্ষীর স্বাক্ষরিত উইলে রাজা ভূপেন্দ্রলাল সিংহ সর্ব্ব-সমক্ষে স্বাক্ষর কোল্লেন, প্রধান অছী শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রচাঁদ রায়ের হস্তেই মূল দলীলখানি ন্যস্ত থাক্‌লো, তার এক প্রস্থ নকল কোরিয়ে রাজা আপন বাক্সমধ্যেই রাখ্‌লেন। লেখাপড়া শেষ হয়ে গেলে বাহিরের লোকেরা একে একে সে দিন বিদায় হোলেন। বাড়ীর লোকেরা ব্যাধি-শয্যার পার্শ্বে বোসে যথাবিধি সেবাশুশ্রূষা কোত্তে লাগ্‌লো।

রাজা দিনদিন ক্ষীণ হয়ে পোড়্‌তে লাগ্‌লেন, উত্থানশক্তি,—বাক্‌শক্তি প্রায় রহিত হয়ে এলো। কবিরাজেরা—হাকিমেরা নিত্য নূতন নূতন তীব্র ঔষধ,—বলকর ঔষধ ব্যবস্থা কোত্তে লাগ্‌লেন, আহার প্রায় কিছুই নাই,—ক্ষুধা হয় না,—যদিই এক আধদিন হয়, জীর্ণ হয় না;—কেবল বিন্দু বিন্দু দুগ্ধের উপর জীবন আছে।—"কে এলে?—বিজয়?—বোসো!—আমি যাই!—এ সময় আমার কাছ ছাড়া হয়ো না! তোমার বিবাহ দিয়ে আমি বড় সুখী হয়েছি; নিশ্চিন্ত হয়েছি!

বৌমা—কৈ ?—এসেছ ?—মা এসো !—বলদেব !—আমার মাকে যৌতুক দাও !—মা !—আ—মা—কে—একটু জ—অ—অ—ল !—আ—আ—আ—"—রোগী মধ্যে মধ্যে এইরূপ নানাপ্রকার প্রলাপ বোক্‌ছেন,—কথনো উত্তাননয়নে ঘনঘন সত্রাস দৃষ্টিপাত কোচ্চেন,—মাঝে মাঝে কাকতন্দ্রা আস্‌চে,—অঘোর আচ্ছন্ন,—একটু চৈতন্য হোলেই পিপাসা !—ক্রমশই গতিক মন্দ ;—ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা !

ত্রয়োদশ কাণ্ড।

হস্তিনাপুরী।

চন্দ্রবংশীয় মহারাজ হস্তী যে স্বনামপ্রসিদ্ধ সুরম্য নগর প্রতিষ্ঠিত করেন, সাক্ষাৎ নররূপিধর্ম্ম মহারাজ যুধিষ্ঠির একসময়ে যেখানে এক-চ্ছত্রামহীপতি হয়ে জগতে রাজধর্ম্ম ও সাত্ত্বিক কর্ম্মের আদর্শস্থল হয়েছিলেন, লক্ষ লক্ষ নরপতি যেখানে শির নত কোরে রাজপ্রসাদ লাভে উল্লাসিত হোতেন, সেই নরপ্রিয় নরেন্দ্রনগরীর নাম হস্তিনাপুরী। তখনকার শোভাসমৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা কোল্লে এখন এটীকে নিশাকমল বোলে পরিচয় দিতে হয়। এই নগরীর আর একটী নাম পরীক্ষিতগড়।—কালচক্রে আর্য্য-গৌরবের সঙ্গেসঙ্গেই এই দুটী নাম এখন পরি-পেষিত হয়ে গেছে ;—ভাগ্যলক্ষ্মী এখন অপরের অঙ্ক-শায়িনী। উপবনলতা যেন সহকারতরুর অঙ্গচ্যুত হয়ে শাল্মলিবৃক্ষ আশ্রয় কোরেছে ! প্রবলপ্রতাপ যবনজাতি এখন এই আর্য্যগৌরবে গৌরবান্বিত বিশাল রাজ্যে আধিপত্য কোচ্চেন !—অধুনা হস্তিনাপুরী—

পরীক্ষিতগড়ের অভিনব অনার্য্য নাম দিল্লী।—মহাবীর্য্য, অক্ষতবিক্রম, অপক্ষপাতী, প্রকৃতিরঞ্জন সম্রাট্ আক্‌বরশাহ লোকান্তরগত হয়েছেন, ভোগসুখবিলাসী জাঁহাগীরশাহও পূজনীয় পিতার অনুসরণ কোরেছেন, হিমশিলাসন্নিভ শাহজাঁহা আপনার দুরাশয় ঔরসপুত্র ঔরঙ্গজেবের কুচক্রে কারাগারে বন্দী।—দুর্দ্দান্ত মোগলকুলকলঙ্ক ঔরঙ্গজেব এখন দিল্লীর সিংহাসনে অপ্রতিযোগী সম্রাট্। তিনি নানা-দেশ নানা-রাজ্য জয় কোরে ক্রমে ক্রমে ভারতরাজ্যে প্রায় দুর্বিষহ হয়ে উঠেছেন ;— এখন কেবল প্রধানতঃ প্রতিদ্বন্দী মহারাষ্ট্রীয় মহারাজ শিবজী।— তিনি কখনো কখনো সম্মুখসংগ্রামে, কখনো কখনো ইন্দ্রজিতের ন্যায় অলক্ষিত যুদ্ধে মোগলসম্রাটের বিস্তর সেনা ছিন্নভিন্ন কোরেছেন। তাঁরে আয়ত্ত কর্‌বার জন্য নানা ছল, নানা কৌশল অবলম্বিত হয়েছিল, কিন্তু কিছুতেই সেই বহ্নিপ্রতিম তেজস্বী পুরুষ বিধর্ম্মীর বশীভূত হন নাই। রাজকুমারী রোসিনারা অপহৃতা হয়ে শিবজীর দুর্গে বন্দিনী হয়েছিলেন, সেখানে শিবজীর প্রতি তাঁর মনে মনে অনুরাগ জন্মেছিল। একজন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় মোগলসেনারা সহসা সেই দুর্গ আক্রমণ কোরে রোসিনারাকে উদ্ধার করে। রাজকুমারী দিল্লীতে আনীত হোলে সম্রাট্ মহাক্রোধে তাঁরে কারাগৃহে অবরুদ্ধ করেন। বৃদ্ধ সম্রাট্ শাহজাঁহা যে গৃহে বন্দী ছিলেন, রোসিনারাও সেই গৃহে বন্দিনী। এই ঘটনার পর শিবজী দিল্লীর দরবারে আহূত হন ; কৌশলে তাঁকে কারারুদ্ধ করা ঔরঙ্গজেবের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সেই সাহসী বীরপুরুষ যেরূপ চমৎকার উপায়ে দিল্লীথেকে পলায়ন করেন, ইতিহাসপাঠকমাত্রেই সেটী অবগত আছেন, এ উপন্যাসে তার বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। যে সময়ে এই ঘটনা হয়,

সেই সময় একজন পঞ্জাবী মহাজন রাজদরবারে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হন। পাষাণহৃদয় ঔরঙ্গজেব হিন্দুজাতির প্রতি এত যে জাতবৈর, তথাচ সেই অপরিচিত পঞ্জাবী হিন্দুর উপর অকস্মাৎ তাঁর সমূহ বিশ্বাস জন্মেছিল; কেবল বিশ্বাসমাত্র নয়, তাঁর প্রতি বিশেষ অনুকূল, বিশেষ সদয়, বিশেষ সুপ্রসন্ন। সেই অপরিচিত পঞ্জাবীর নাম দৌলত্‌রাম। তিনি সেনাদলে সন্নিবেশিত হোলেন না বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে সম্রাট্‌কে সামরিকতত্ত্বের যে সকল মন্ত্রণা দিতেন, তাতে যথেষ্ট উপকার, যথেষ্ট সিদ্ধিলাভ হতো। এই গুণে তাঁর প্রতি সম্রাটের আরো অকপট বিশ্বাস, অচলা ভক্তি। হস্তিনার একটী প্রত্যন্তদেশে যমুনাতীরে দৌলত্‌রামের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হলো। তিনি সেইখানে থেকে নানারকম কার্‌কার্‌বার করেন, বিশ্বাসপাত্র দেখে তেজারতীও চালান, বাড়ীতে অনেক লোকজন সর্ব্বদাই যাওয়া আসা করে, নিজের চাকরনফরও বিস্তর; ভারি জল্‌-জলাট্‌, ভারি প্রতিপত্তি। সহরে ঢিঢি হয়ে গেলো, দৌলত্‌রাম একজন মস্ত লোক! বাস্তবিক অল্পদিনমধ্যেই তিনি একজন নামজাদা মহা-জন হয়ে উঠ্‌লেন। মাঝে মাঝে রাজদরবারে যাওয়া আসা আছে, বাদশাহের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করাও আছে, সম্রাটও যথেষ্ট খাতির-যত্ন করেন, তাতেই আরো অধিক সম্ভ্রম।

এক বৎসর অতীত। মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ, বিজয়পুরের যুদ্ধ, দাক্ষিণাত্যের আরো দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রবিপ্লব ঔরঙ্গজেবকে ব্যতিব্যস্ত কোরে তুলে। তিনি সর্ব্বদা রাজধানীতে উপস্থিত থাক্‌তে পারেন না; সুবেদার, সেনা-পতি, নায়েব চতুর্দ্দিকে রাধাচক্রের ন্যায় ঘূর্‌ছে, কিন্তু বাদশাহ তাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস কোত্তে পারেন না, সুতরাং নির্ভর কোরে নিশ্চিন্ত থাক্‌তেও পারেন না, দেশকাল বিবেচনায় স্বয়ং স্থানে স্থানে যুদ্ধযাত্রা করেন।

ঔরঙ্গজেব নৃশংস, পরধর্ম্মবিদ্বেষী, স্বধর্ম্মে অন্ধ, দয়া-মায়া-পরিশূন্য, পিতৃদ্রোহী, ভ্রাতৃহন্তা, পররাষ্ট্রলোলুপ, শোণিতপিপাসু শার্দ্দূল। এ সকল দোষ তাঁর ছিল সত্য, কিন্তু তিনি নির্গুণ ছিলেন না। বিদ্বান্, সাহসী, শৌর্য্যশালী, উদ্যোগী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, মন্ত্রণাকুশল, বহুশ্রমসহিষ্ণু, আর পুরুষকারসম্পন্ন। সকল বস্তুরই শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পৃষ্ঠ আছে। সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের প্রকৃতির কৃষ্ণপৃষ্ঠ নিরীক্ষণ কোল্লে তাঁরে প্রকৃতই একজন দুরাসদ রাক্ষস বোলেই প্রতীতি জন্মে, কিন্তু শুক্ল পৃষ্ঠ পর্য্যালোচনা কোল্লে সেই নরশার্দ্দূলকে হস্তিনার গৌরবান্বিত রাজসিংহাসনের নিতান্ত অযোগ্য বিবেচনা হয় না। যখন তিনি বিজয়পুরে, সেই সময়ে একজন মহারাষ্ট্রীয় যুবা এক বিষয়ে অসমসাহসের পরিচয় দিয়ে তাঁর সন্তোষবিধান করেন। কোনো কারণে সেই যুবাও তাঁর শরণাপন্ন হন। মহারাষ্ট্রে তখন ঘোর সমরানল প্রজ্বলিত। মহাপরাক্রান্ত মহাবীর শিবজী দিল্লীর সিংহাসনের পরম শত্রু, এমন অবস্থায় ঔরঙ্গজেবের তুল্য নিষ্ঠুর নৃপালের অনুগ্রহ লাভ করা মহারাষ্ট্রীয়ের পক্ষে কিরূপে সঙ্গত হয়?—এ সন্দেহ নিষ্কারণ। শিবজীর প্রতি বাদশাহের আক্রোশ ছিল, যে সকল লোক শিবজীর দলাক্রান্ত, তারাও রাজ্যের বিপক্ষ, কিন্তু তা বোলে সমস্ত জাতির প্রতি ঘৃণা কি অবিশ্বাস করা উচিত কি না, রাজনীতিকুশল ঔরঙ্গজেব সেটী বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তিনি আরো জান্তেন, বিপদসময়ে যে জাতির আত্মীয়বিচ্ছেদ কি জাতিবিচ্ছেদ হয়, সে জাতির পতন আসন্ন। তা ছাড়া অনুগতপালনে, আশ্রিতকে আশ্রয়দানে ঔরঙ্গজেবের বিশেষ ঔদার্য্য ছিল। তিনি আরো জান্তেন, বিপক্ষের কোনো আত্মীয়-স্বজনকে হস্তগত কোত্তে পাল্লে কৌশলে অনেক কার্য্যসিদ্ধি হয়। এই সকল ফল চিন্তা কোরেই তিনি ঐ শরণাগত যুবাকে আশ্রয় দান কোল্লেন।

সেই যুবাও যেমন বুদ্ধিমান্, তেমনি বীর্য্যবান্। উপস্থিত যুদ্ধে যথেষ্ট পরাক্রম দেখিয়ে বাদশাহের প্রিয়পাত্র হোলেন। বিনয়, নম্রতা আর শিষ্টাচারেও সদ্‌বংশের পরিচয় হলো। যুদ্ধের অবসানে বাদশাহ তাঁরে সঙ্গে কোরে দিল্লীতে উপস্থিত হোলেন। এই অভিনব অনুচরের নাম চয়নসুখ রাও।

দিল্লীর এক ভদ্রপল্লীতে চয়নসুখের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হলো। সম্রাট্ তাঁর বাসোপযোগী সমস্ত বন্দোবস্তের আদেশ দিয়ে দিলেন। একদিন অপরাহ্ণে এক বিনোদ উদ্যানে বাদশাহ পাদবিহার কোচ্চেন, সঙ্গে জনকতক আমীর ওমরাও আছেন, চয়নসুখও একজন সহচর। নানাবিধ গল্পের মধ্য অবসরে বাদশাহ প্রফুল্লবদনে চয়নসুখকে সম্বোধন কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "চয়নসুখ! রাজ-সরকারে তুমি কি কোনো কাজকর্ম্ম কর্‌বার বাসনা রাখো?"—চয়নসুখ ভূমি চুম্বন কোরে করযোড়ে উত্তর দিলেন, "জাঁহাপনা!— এ অনুগ্রহে চরিতার্থ হোলেম! কিন্তু ব্যবসায়বাণিজ্যে আমার বড় অনুরাগ;—নিতান্ত অভিলাষ।"

বাদশাহ সন্তুষ্ট হোলেন।—প্রসন্নমুখে গম্ভীরভাবে বোল্লেন,—"খুসি হোলেম;—তাই-ই হবে; তোমার ইচ্ছা শুনে আমি পরম সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি কার্‌বারেই প্রবৃত্ত হোতে পারো। তাতে যত মূলধন আবশ্যক, কল্য প্রত্যূষেই খাজাঞ্চীর কাছে পাবে।"—চয়নসুখ দুই হাতে সেলাম কোল্লেন। তার পর অন্যান্য কথাবার্ত্তায় সন্ধ্যা হয়ে এলো। উদ্যান থেকে বেরিয়ে সম্রাট্ সপারিষদ্ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ কোল্লেন, চয়নসুখ আপন বাসায় চোলে গেলেন।

চতুর্দ্দশ কাণ্ড।

নগর;—নাগরিক;—সভ্যতা!

বহুপ্রাসাদ-শোভিত, বহুজনাকীর্ণ, বহুবাণিজ্য-কোলাহলপূর্ণ জনপদের নাম নগর। যে নগরে রাজা অথবা রাজপ্রতিনিধির বাস, সেই নগরের নাম রাজধানী।—না,—তা নয়;—এটী ছেলেভুলানো কথা।—চক্ষুষ্মান্ পাঠক মহাশয় বোধ হয় এ বাহ্যব্যাখ্যায় তুষ্ট হোতে চান না।—যেখানে অসীম ঐশ্বর্য্যের প্রতিবেশিনী অনাথিনী দরিদ্রতা;—যেখানে মহা আড়ম্বরপূর্ণ জাঁকজমকের পার্শ্বসখী নিতান্ত হীন মলিন বিশীর্ণতা;—যেখানে একখানি ইষ্টকের প্রাচীর ব্যবধানে বিবিধ ভোগবিলাস ও দারুণ দুর্দ্দশার অবস্থান;—যেখানে সুচারু শোভায় সুসজ্জিত সুরম্য হর্ম্ম্যের অনতিদূরে অসমতল, অনাচ্ছাদিত, জীর্ণ ভগ্ন পর্ণশালা;—যেখানে এক গৃহে চারুহাসিনীর নূপুরশিঞ্জিত মনোহর নৃত্য, এক গৃহে দুগ্ধ-পোষ্য সুকুমার শিশুর অনাহারে ছট্‌ফটানি;—যেখানে এক গৃহে সুন্দরী কামিনীর কোকিলকণ্ঠে সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি, এক গৃহে স্বামি-শোকাতুরা, ক্ষুধাকাতরা কুলবধূর সকরুণ রোদনধ্বনি;—যেখানে এক গৃহে কুল-কামিনীর কোমল করপল্লবে বীণাযন্ত্রে কোমল বসন্ত আলাপ, এক গৃহে শিশুহারা কাঙ্গালিনী জননীর হৃদয়-ভেদী করুণবিলাপ;—যেখানে রাজপথবিহারী যুবকদলের নয়নতারা অহরহঃ পার্শ্ববিহারিণী বিলাসিনী-কুলের কুটিল কটাক্ষে সমাকৃষ্ট;—যেখানে প্রতারক প্রফুল্ল, সাধু ম্রিয়-মাণ;—যেখানে রাজভোগের উচ্ছিষ্টপ্রসাদে সহস্র কুক্কুরের উদরপূর্ত্তি হয়, উপবাসী প্রতিবাসীর পারণা হয় না;—যেখানে বীরাজীবীর ঐশ্বর্য্য,

পয়োজীবীর দারিদ্র্য ;—যেখানে শৃগালের জয়, শশকের ক্ষয় ;—যেখানে একের সুখে অপরের ঈর্ষা ;—একের গুণে অপরের অসূয়া ;—একের কষ্টে অপরের আনন্দ ;—যেখানে কেউ কারো নয় ;—এক কথায় বোল্‌তে গেলে যেখানকার আকাশের এক দিক্ সুস্নিগ্ধ বাসন্তী চন্দ্রালোকে দীপ্তিমান্, অপর দিক্ ঘোর কৃষ্ণ ভৈরব জলদজালে আচ্ছন্ন, সেই স্থানের নাম নগর ;—যেখানে আরো কিছু বেশী, সেই নগরের নাম রাজধানী !

যাঁরা নগরে বাস করেন, তাঁরাই নাগরিক ;—পর্য্যায়ে নাগর। শাখানগরবাসীরাও দিন দিন নাগর হবার জন্য ব্যস্ত। যাঁরা প্রত্যন্ত পল্লী পরিত্যাগ কোরে নগরে প্রবাস করেন, তাঁরাও ছোট খাটো নাগর। —বিশ্ব-বিদ্যালয়, চতুষ্পাঠী, আর পাঠশালারা প্রতিবৎসর যেসকল সহস্র সহস্র ছাত্রকে রজ্জুমুক্ত কোরে ছেড়ে দেন, তাঁরা যুবা নাগর।—সকলেই কিছু এক পথে চলেন না; যাঁর যে দিকে মতি, তাঁর সেই দিকেই গতি।—একদল সোজা পথেই চোলে যান। পাঠশালায় যে কটী উপাধি লাভ হয়, বেরিয়ে এসে তা ছাড়া আরো কতকগুলি নূতন উপাধি অর্জ্জন করেন। ইন্দ্রিয়বাগীশ, মধুবাচস্পতি, প্রেমালঙ্কার, রসিকরত্ন, বঞ্চনাপঞ্চানন, অবিদ্যাভূষণ, ধূর্ত্তশিরোমণি, মিথ্যাসাগর, উড়নচণ্ডী ! ক্রমেক্রমে তাঁরা উপাধি-উপযোগী সকল বিষয়েই পাকা হয়ে উঠেন। পাঠক মহাশয় ! চিনে রাখ্‌বেন, এঁরাই আপনার সহুরে যুবা !—যে সময় যে দেশের যেমন অবস্থা থাকে, যুবাদের চাল্‌চলনও ঠিক তারিই মত হয়ে দাঁড়ায়। এটী পৃথিবীর সকল স্থানেই সপ্রমাণ হোতে পারে।—যদিও আমরা ২২০ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনাবর্ণনায় প্রবৃত্ত, তথাচ এখনকার বর্ত্তমান অবস্থা দেখেই আমরা যৌবনসুলভ তরল স্বভাবের অনেকটা আভাস

টেনে নিতে পারি। এই কলিকাতা এখন ভারতবর্ষের রাজধানী;—ইংরাজ এ দেশের রাজা,—দেশের লোক সর্ব্বতোভাবেই ইংরাজের অধীন। সহরে যুবারা এখন প্রায় সকল বিষয়েই ইংরাজের অনুকরণে ব্যগ্র। কেশবিন্যাস দেখুন, বেশবিন্যাস দেখুন, বালকের চিবুকে কৃষ্ণবর্ণ শ্মশ্রু দেখুন, যৌবনপ্রফুল্ল তেজস্বী নয়নে উজ্জ্বল উজ্জ্বল চস্‌মা দেখুন, চীনে কোটের উপর স্বর্ণশৃঙ্খলাবদ্ধ সুদৃশ্য সুবর্ণঘড়ী দেখুন, হস্তে রকমারি ছড়ী দেখুন, মোজার উপর চক্‌চোকে যাপানবার্ণিস্ পাদুকা দেখুন, কারো কারো মাথায় সাহেবী টোপ উঠেছে, তাও দেখুন;—ছোট ছোট ছেলেরা এখানে ওখানে সভা কোরে ইংরাজীভাষায় বাক্যমনের অগোচর অনন্ত নিরাকার নিত্য নিরঞ্জন পরব্রহ্মের অস্তিত্ব ঘোষণা কোচ্চে, দেখুন; কত স্থানে কত সভায় ইংরাজীভাষায় কত বক্তৃতা হোচ্চে, দেখুন; মাতাপিতাকে ইংরাজীতে পত্র লেখা চোল্‌ছে, দেখুন; অষ্ট-প্রহর মুখে চুরোট্ লাগিয়ে বক্রবদনে আশেপাশে ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে ব্যাঘ্র-বিক্রীড়নে পাদবিহার হোচ্চে, তাও দেখুন! বিড়াল-শিশু গাঝাড়া দিয়ে লোম খাড়া কোরে উচ্চরবে অনবরত ম্যাও ম্যাও কোল্লেও পশুপতি কেশরীর লক্ষ্যও নয়, শিকারও নয়!—এ তত্ত্ব অজ্ঞাত! কারো কারো আবার এতদূর উচ্চ আশা যে, লোকের কাছে সম্ভ্রম পাবার জন্য বাড়ীর পাট্টা বন্ধক রেখেও এক একখানি গাড়ী করেন! সঙ্গে সঙ্গে আর যা যা ঘটে, সকলেই দেখ্‌তে পাচ্চেন, আড়ম্বরে বাহুল্য বর্ণন, বাহুল্য পাঠ।

নগরে সভ্যতার অধিষ্ঠান; সভ্যতা কি, নিঃসংশয়ে আমাদের সেটী জানা নাই। দুস্তর জলধি ভেদ কোরে দ্রুতগামী জলযানের গতিক্রিয়া, দুর্ভেদ্য অরণ্য নির্ম্মূল কোরে মহামহা নগরের পত্তন, সুদূরস্থায়ী জ্যোতিষ্কমণ্ডলের আকৃতি ও গতি নিরূপণ, অপরিজ্ঞাত নদনদীর

উৎপত্তি আবিষ্কার, বিবিধ শিল্পযন্ত্রের কৌশল আবিষ্কার, কালচক্রবিলুপ্ত ধরিত্রীখণ্ডের অজ্ঞাত রাজ্যদেশ আবিষ্কার, জনসমাজের কল্যাণ-কামনায় নানাপ্রকার শিল্পবিজ্ঞানের প্রক্রিয়া বিস্তার;—কখনো কল্পনায়, কখনো পরীক্ষায়, এগুলির মহিমাবৃদ্ধি হোচ্চে!—সেই সঙ্গে স্বেচ্ছা-চারের নিরুদ্ধ স্রোতোবেগ মুক্ত করাও নিতান্ত বাসনা; এগুলি সভ্যতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সভ্যতার অলঙ্কার! কিন্তু সভ্যতা! নিজে তুমি কি, সেটী আমরা জানি না! মুখে যাঁরা তোমার পদানত আশ্রিত বোলে অভিমান করেন, তাঁরা বোধ হয় জান্তে পারেন, তথাচ প্রকৃত-তত্ত্ব জানেন কি না সন্দেহ। আমরা তোমার চিত্র দেখ্তে পাই, মূর্ত্তি দেখ্তে পাই না। শাস্ত্রে পাঠ করা যায়, প্রবীণের মুখে শ্রবণ করা যায়, ধর্ম্মই জগতের সার।—সেই ধর্ম্ম তোমার কে?—সন্তান?—তুমি তাঁর জননী?—না,—তুমি পাপের জননী!—স্বেচ্ছাচারের জননী!—তোমার কুহকে পার্থিব নরলোকে কপটতা শিক্ষা করে, কুহক অভ্যাস করে, ইন্দ্রজালের মহিমা বৃদ্ধি করে, অহরহঃ ধর্ম্মকঞ্চুকে শরীর আবৃত কোরে ছদ্মবেশেই সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করে! এগুলি তোমারিই উপদেশ! তুমি পাপের জননী! ইন্দ্রজালের জননী! কৃত্রিম ছবি দেখে আমরা এই পর্য্যন্ত অনুমান করি, কিন্তু যদি তুমি কৃপাবতী হও, মূর্ত্তিমতী হয়ে যদি একবার দেখা দাও, তা হোলে বুঝি, নিজে তুমি কি!

কুহকিনি! পৃথিবীর কোন্ দেশে তোমার কিরূপ মূর্ত্তি, তা কেবল তুমিই জানো! দয়াময়ি! কোন্ দেশের প্রতি তোমার কিরূপ দয়া, সেটীও কেবল তুমিই জানো! লোকে তোমারে জান্তে পেরেছে বোলে যে গর্ব্ব করে, সে কেবল বিড়ম্বনা! দয়া কোরে যাদের মাথায় তুমি পদ-ছায়া দিয়েছ, তারা ধন্য! যারা কিছুদিন পূর্ব্বে বনবাসী ছিল, তোমার

প্রসাদে তারা এখন তোমার প্রিয় পুত্র! কিন্তু দয়াময়ি! আমাদের এই দরিদ্রদেশের উপর তোমার কিরূপ দয়া? এদেশে বরের বিবাহ-যাত্রার সময় চোল্‌তি আলোরা যখন প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে চোলে যায়, তখন পশ্চাতের বাড়ীগুলি যেমন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, আর সম্মুখের অট্টালিকাগুলি উজ্জ্বল হয়ে যেমন হাস্‌তে থাকে, মায়াবতি! তোমারো চোল্‌তি মায়া ঠিক তেমনি!—একদিক্ হাসাও, একদিক্ কাঁদাও!—একদিকে আলো হয়, একদিক্ অন্ধকার!—প্রথমে তুমি সূর্য্যের ন্যায় পূর্ব্বদিকেই উদিত হয়েছিলে, ক্রমেক্রমে পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে সেই দিক্ সমুজ্জ্বল কোচ্ছো, পূর্ব্বদিকের লোকের চক্ষে তুমি অস্তমিত! কখন্ কোথায় তোমার অনুগ্রহ, সেটী মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর! মায়াবিনি! আবার কি তুমি এইদিকে আস্‌ছো? লোকে বলেন, এদেশে পুন-রায় তোমার শুভাগমন হয়েছে! হোলেও হতে পারে! যদি সম্পূর্ণ না হয়ে থাকে, ঊষাকালীন ঊষাপতির ন্যায় উদয়াচলের পশ্চাৎ থেকে উঁকি মার্‌ছো! মস্তকের কেশে বাঁটোয়ারা করা তোমারি অনুগ্রহ! অপূর্ব্ব অঙ্গরাগে শরীর সুসজ্জিত করা তোমারি উপদেশ! সভাপ্রতিষ্ঠা কোরে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করা তোমারি শিক্ষা! দাড়ী, বাড়ী, ছড়ী, গাড়ী, চুরোট্ আর চস্‌মা তোমারি ইন্দ্রজাল! প্রাচীন ঋষিকুলের চিরগৌরবে অনাস্থা প্রদর্শন তোমারি শিক্ষা! কল্পনাবলে গুরুলোকের উপরে টীকা দেওয়া তোমারি চাতুর্য্য! স্বধর্ম্মে অনাদর করা তোমারি কুহক! মাতৃভাষায় ঘৃণা করা তোমারি উপদেশ! দেশা-চারে অবহেলা কোরে বিজাতির অনুকরণ করা তোমারি শিক্ষা! উপ-বাসী স্বজাতি-পরিবারের ক্ষুধার্ত্ত রোদনে চিরবধির হয়ে এককড়া কড়ি-দানে কাতর, বিজাতি বিধর্ম্মীর প্রতিমানির্ম্মাণে সহস্র সহস্র মুদ্রাবিতরণে

মুক্তহস্ত, অতুল্য বদান্যতার পরাকাষ্ঠা, এটীও তোমার সুশিক্ষা! জগতে স্ত্রীপুরুষের সমান স্বত্ব, এই মহাতত্ত্ব ঘোষণা করাও তোমার উপদেশ! সঙ্গেসঙ্গে আরো কত ইন্দ্রজালের আবিষ্কার!—মোহ, ভ্রান্তি, গর্ব্ব, অভিমান, ইন্দ্রিয়বিলাস, প্রবঞ্চনা, স্বজাতিঘৃণা, নশ্বর সংসারে বাহ্যাড়ম্বরে উচ্চ উচ্চ বিদেশীয় উপাধিলাভে আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ে ও লোকালয়ে লুকোচুরি খেলা, উচিত বক্তার অপমান, চাটুকারের সম্মান, অলীক আড়ম্বরে, অলীক আত্মপ্রশংসায় অহঙ্কার, পরকুৎসায় আনন্দ, বীরাচারে, স্বৈরাচারে মত্ততা, এ সকল তোমারি বংশাবলী! কুহকিনি! মায়াবিনি! তুমি পাপের জননী! কপটতার জননী! স্বেচ্ছাচারের জননী! এটী জানি, কিন্তু কে তুমি, তা জানি না!!!

দিল্লী এখন ভারতবর্ষের রাজধানী। এখানে লক্ষ লক্ষ নাগর লক্ষ লক্ষ কার্য্যে ব্যাপৃত, সভ্যতাও পদে পদে সহচরী। দৌলতরাম এ-সহরে নূতন এসেছেন, তথাপি তিনিও একজন নাগর। সচরাচর যেসকল লোক আপনাদের সহুরে লোক বোলে পরিচয় দেন, তাঁদের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের অন্যূন। দৌলতরাম এখনো সে পর্য্যায়ে পদার্পণ করেন নাই। তবে কি তিনি সহুরে যুবা?—তা নয়, সকল নিয়মেরি বর্জ্জিতবিধি আছে, সেই বিধানানুসারে ছাব্বিশ বৎসর বয়সেও দৌলতরাম একজন সহুরে লোক।—সহুরে লোকের প্রকৃতি প্রকারান্তরে বিচিত্র। তাঁরা মনে মনে জানেন, অতি সহজেই সহুরে থেকে অর্থ উপার্জন করা যায়। শুধু জানেন, এমন কথাও নয়, দশ জন একত্র হোলে মুখেও সদর্পে সেই কথা বোলে শ্লাঘা করেন। যাঁর কিছু মূলধন থাকে, তিনি বিষয়কার্য্যে সেই ধন বিনিয়োগ কোরে সম্পত্তিশালী হতেও পারেন; কিন্তু যাঁদের সে সৌভাগ্য নাই, তাঁরা আত্মগৌরবে আপনা আপনি বড় হন, লোকের

সাহায্য নিয়ে জীবিকা অর্জন করা, লোকের কাছে কোনো বিষয়ে বাধিত হওয়া, সেটাতে তাঁরা অপমান বোধ করেন ; ঘৃণা হয় কি না জানি না, লাঘব, অগৌরব, পদে পদেই ভাবেন। তাঁদের মধ্যে যদি কেউ কমলার কৃপায় কিঞ্চিৎ সঙ্গতিপন্ন হন, সেই সকল লোক তখনি ঈর্ষায়, অসূয়ায় অন্ধ! যাঁরা বলেন, অতিসহজেই সহরে টাকা হয়, তাঁরাই আবার সহচরকে উন্নতিশীল বিত্তশালী দেখে সেই মুখেই বলেন, "অবশ্য কোনো বড় লোক এর পৃষ্ঠপোষক হয়েছে, তা না হোলে সহসা এরূপ সম্পদ্‌বৃদ্ধি কিরূপে সম্ভবে!"

পাঠক মহাশয় দৌলতরামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেয়েছেন, এখনো জান্‌লেন, তিনি একজন নাগর; এক্ষেত্রে এ পরিচয় পর্য্যাপ্ত নয়। তিনি যুবা, দেখ্‌তে বেশ সুশ্রী, বয়স ছাব্বিশ বৎসর। প্রকৃতি প্রাচীনের ন্যায় গম্ভীর, সকলের কাছেই সপ্রতিভ, মুখ সর্ব্বদাই হাসিহাসি, বেশ অমায়িক, ভারি সামাজিক। কর্ত্তব্যকার্য্যে যেমন দক্ষ, তেমনি ক্ষিপ্রকারী। বসন্তকালের মেঘ পূর্ণচন্দ্রকে ক্ষণকালমাত্র আচ্ছন্ন কোরে অনতিবিলম্বে অন্তরিত হয়; দৌলতরামের স্বভাবে যে একটু কৃষ্ণ আবরণ আছে, সেটী বাসন্তী মেঘের ন্যায় নয়, প্রাবৃটের দুর্যোগরজনীর জলদজাল। দিবসে সে আবরণটী লক্ষিত হয় না. যখন দশজনের নিকটে থাকেন, তাঁর প্রকৃতি তখন যেন সৌরকরে সুপ্রসন্ন।—তাঁর সঙ্গে প্রণয়, সে কেবল সৌন্দর্য্যের মধুর বাক্য!—তাঁর সঙ্গে মিত্রতা, সে কেবল কার্য্যের অনুরোধ;—অপরের মিত্রতা, তাঁর স্বার্থ! যার কাছে কোনো স্বার্থের আশা নাই, তার সঙ্গে আলাপ করা কেবল বৈদ্যনাথের গরুর ন্যায় মাথা নাড়াই শিষ্টাচার! যেখানে স্বার্থ আছে, সেখানে মনে মনে গুপ্ত অভিসন্ধি আছে, সেখানে তিনি পশুপতি আশুতোষের ন্যায় অদ্বিতীয় অমায়িক।

আমোদপ্রমোদে তাঁর বিলক্ষণ অনুরাগ আছে, কিন্তু সে অনুরাগ বিষয়কর্ম্মে ব্যাঘাত করে না, অভিসন্ধিরও অস্থিরতা জন্মায় না। তিনি নানাদোষের আকর, নিজে সেটী বিলক্ষণ জানেন, কিন্তু গোপন কর্‌বার বড় ইচ্ছা। ইচ্ছাও তাঁর আয়ত্তাধীন, এমন কি, দাসী বোল্লেও চলে। সমাজে গুপ্তক্রীড়ায় তিনি বিলক্ষণ নিপুণ। মনে কি আছে, কখন্ কিরূপ অভিসন্ধি, অপরে সেটী জানা দূরে থাক্, ঘুণাক্ষরেও অনুভব কোত্তে পারে না। যে দুই একজন আত্মীয় অন্তরঙ্গ তাঁর স্বভাবসমুদ্রে ডুবুরী হয়ে হাটহদ্দ জান্‌তে পেরেছেন, তাঁরা বলেন, "দৌলতরাম একজন পিশাচ-সিদ্ধ মহাপুরুষ!" অপরে ভাবে, তিনি একজন মহাপ্রাজ্ঞ, বহুদর্শী, বিষয়ী লোক।

দিল্লীসহরে দৌলতরাম এখন একজন সুপ্রসিদ্ধ মহাজন। বিষয় বন্ধক রেখে টাকা কর্জ্জ দেন, অল্পমূল্যে জমী ক্রয় কোরে অধিক মূল্যে বিক্রয় করেন, দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে—উপনিবেশে রপ্তানী কোরে ন্যায়াতিরিক্ত অধিক লাভ করেন, মিতিতে, চক্রবৃদ্ধিতে, বিনিময়ে বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জন আছে; দশজনে একত্রে জোতা কার্‌বারে অংশী হওয়াও আছে, তাগ্ বুঝে লোকের মধ্যস্থ হওয়াও তাঁর অভ্যাস, স্থলবিশেষে সে কার্য্যে দাঁওও যুটে যায়। তা ছাড়া গদিয়ানী, আড়তদারী কার্‌বারেও বিলক্ষণ লাভ আছে। তিনি নিজে খোসামোদ ভাল বাসেন, পাত্রবিশেষে অপরের খোসামোদ কোত্তেও চিরদিন সুশিক্ষিত। শৈশবাবধিই এই সব তাঁর অভ্যাস;—শৈশবাবধি অভ্যাস না কোল্লে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে এতদূর চৌকস লোক হওয়া অনুমানেও অসম্ভব।

একদিন একটী সৌখীন মজ্‌লিসে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের আসন বেষ্টন কোরে অনেকগুলি লোক উপবিষ্ট; দৌলতরামও তন্মধ্যে একজন।

তখন তখন মুসলমান রাজাদের দরবারে নানাচরিত্রের লোক থাক্‌তো, আশ্চর্য্য পদ্ধতিতে তাদের গুণাগুণের পুরস্কার হতো। যে লোক প্রকৃত গুণবান্, বিদ্যাবান্, মিতভাষী, সে উপেক্ষণীয়; হয় ত পার্শ্বচরেরা তারে লিখন্দার বোলে হেসেই উড়িয়ে দিতো। আর যে লোক নূতন নূতন আজ্‌গুবী আজ্‌গুবী গল্প কোত্তে সুনিপুণ, তার যশঃসৌরভের পরিসীমা থাক্‌তো না। সে একজন এলেমবাজ! ঔরঙ্গজেব বিলাসবর্জ্জিত বীরপুরুষ হোলেও ঐরূপ লোকের সহবাসে বঞ্চিত ছিলেন না।

সভায় সেই প্রকারের নানাবিধ গল্প চোল্‌ছে, কৌতুক চোল্‌ছে, মাঝেমাঝে হাস্য ও গাম্ভীর্য্যের ব্যবধান। একজন বোল্লে, "আমাদের প্রয়াগসিং একজন জিনসিদ্ধ ক্ষণজন্মা পুরুষ; রাজা বিক্রমাদিত্য যেমন তালবেতালসিদ্ধ ছিলেন, ইনিও তেমনি, বরং কিছু বেশী।" এই কটী কথা বোলে বক্তা গম্ভীরভাবে বাদশাহের মুখের দিকে একবার চাইলেন, পার্শ্বচর লোকেদের প্রতিও এক একবার কটাক্ষপাত কোল্লেন। কে কি সিদ্ধান্ত করে, কে কিরূপ তর্ক করে, সেইটী জানাই ঐ কটাক্ষের উদ্দেশ্য। আর একজন বোল্লে, "তা হোতে পারে, হয় ত তার বাপ কি পিতামহ সেইরূপ সিদ্ধপুরুষ ছিল, তাতেই সে একটু একটু উত্তরাধিকারী হয়েছে, তা নৈলে সে নিজে ততদূর জিনসিদ্ধ নয়; কারণ আমরাও ত প্রয়াগসিংকে দেখেছি, আমরাও যা, সে ব্যক্তিও তাই।" প্রথম বক্তা একটু বিকট হাসি হেসে উত্তর দিলে, "আ-রে, এ লোকটা কেবল লেখা পড়াই জানে, কেবল কেতাব আওড়াতে পারে, বুদ্ধির দৌড় নাই! জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ!" এই মন্তব্য ব্যক্ত কোরে তাচ্ছিল্যভাবে তার পানে একবার চেয়ে উচ্চরবে হেসে উঠলো, সমধর্ম্মা লোকেরাও সেই হাসির প্রতিধ্বনি কোল্লে। বাদশাও একটু হাস্‌লেন, আর একজন

গম্ভীরভাবে বোল্লে, " সে কথা যথার্থ ! কোথায় কতপ্রকার লোক আছে, কে কেমন লোক, সকলেই কি তা জান্‌তে পারে, না বুঝ্‌তে পারে ? দেখুন, আমি জানি, একটা জাত আছে, তাদের ধূল্‌ বলে, তাদের এমনি গুণ, আর এমনি ক্ষমতা যে, বিদেশী মানুষ দেখ্‌লেই তারে তখনি তখনি ঘোড়া কোরে ফেলে !" এই পর্য্যন্ত বোলে আপনা আপনি একটু হেসে আবার বোল্লে, " আরও শোনো, কেবল ঘোড়া কোরেই ছেড়ে দেয় না, তার পিঠের উপর চোড়ে বসে ! যত দিন সেই ঘোড়া আবার মানুষ না হয়, তত দিন ঘাস খায়, চরা করে, সওয়ার নিয়ে বেড়ায়, চাবুক মাল্লেই পাখীর মত উড়ে যায় !" আর একজন তৎক্ষণাৎ বোল্লে, " এ অতি অসম্ভব কথা ! তাও কি কখনো হোতে পারে ? মানুষকে ঘোড়া কোরে চড়ে, চক্ষে দেখ্‌লেও আমার বিশ্বাস হয় না।" পূর্ব্বের বক্তা হাতমুখ ঘুরিয়ে বোল্লে, " তাই জন্যে ত বলি, কেবল লেখাপড়া জান্‌লেই কাজ হয় না, অনেক দেশের খবর রাখ্‌তে হয়, সব কথা তলিয়ে বুঝ্‌তে হয়, কেবল ঘরে বোসে তোতা পাখীর মত বুলি অভ্যাস কোল্লে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়।" এই কথা নিয়ে সকলেই আমোদ কোত্তে লাগ্‌লেন, আরও পাঁচ প্রকার আজ্‌গুবী গল্পের জন্ম হতে লাগ্‌লো, এমন সময় সেখানে একজন লোক এলেন। তিনি পাঠক মহাশয়ের বিজয়পুরে পরিচিত চয়নসুখ। তাঁকে দেখেই সভাস্থ একজন ভদ্রলোক হঠাৎ চোম্‌কে উঠ্‌লেন। কেন চম্‌কালেন, কেউ কিছু অনুভব কোত্তে পাল্লেন না। যাঁরে দেখে চম্‌কালেন, তিনিও সে দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। সেই ভদ্রলোক উদাসভাবে গাত্রোত্থান কোরে বাদশাহকে সেলাম কোল্লেন ; সেলাম কোরেই অন্যদিকে চেয়ে অপর দ্বার দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

চয়নসুখ রাও বাদশাহকে যথারীতি অভিবাদন কোরে আদেশক্রমে উপবিষ্ট হোলেন। আবশ্যকমত দুটী চারটী কাজের কথা কয়ে বিদায় হবার পূর্ব্বে নম্রভাবে নিবেদন কোল্লেন, "হুজুরের অনুগ্রহে আজ আমি রাজকীয় ধনাগারথেকে ব্যবসায়ের মূলধন পাঁচ সহস্র টাকা প্রাপ্ত হয়েছি। জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, আমি জান্‌লেম, দিল্লীশ্বর একজন যথার্থই আশ্রিতপ্রতিপালক।" এই কথা বোলে বারম্বার বাদশাহকে ধন্যবাদ দিলেন, গাম্ভীর্য্যশালী সম্রাট্‌ও তদুপযুক্ত মধুরবচনে তাঁরে আপ্যায়িত কোল্লেন। বেলা দুই প্রহর অতীত; সভা ভঙ্গ হলো, সকলে স্বস্বস্থানে প্রস্থান কোল্লেন।

পঞ্চদশ কাণ্ড।

নীলকুমারী।

সপ্তাহ অতীত। চয়নসুখ রাও সম্রাট্‌দত্ত মূলধন লাভ কোরে ব্যবসায়ের অন্বেষণে ব্যাপৃত। থাক্‌তে থাক্‌তে সহরে দশজন নামজাদা লোকের সঙ্গে আলাপপরিচয় হলো, পরম্পরায় শুন্‌লেন, এ সহরে দৌলতরাম একজন প্রধান মহাজন, তাঁর সঙ্গে মিল্‌তে পাল্লে, আর বিশ্বাস রেখে চোল্‌তে পাল্লে সুন্দররূপ ব্যবসায় চোল্‌বে, বিলক্ষণ লাভও হবে। চয়নসুখ দেখ্‌তেও যেমন সুশ্রী, তাঁর প্রকৃতিও তদনুরূপ সুন্দর। যাঁরে একবার বন্ধু বোলে জানেন, তাঁরই কথায় ভুলে যান, অকপটে বিশ্বাস করেন। অন্বেষণ কোরে দৌলতরামের কুঠীতে গেলেন, সেখানে যেসকল লোক ছিল, তারা এই নবাগত ভদ্রলোককে যথেষ্ট খাতির-

যত্ন কোল্লে; কোথা হতে আসা হোচ্চে, কি নিমিত্ত আসা হয়েছে, জিজ্ঞাসা কোরে বিশেষ শিষ্টাচার জানালে; চয়নসুখও নম্রভাবে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আপনার অভীষ্ট ব্যক্ত কোল্লেন। যারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ দৌলতরামের অংশী, কেউ কেউ মোসাহেব, কেউ কেউ দালাল। চতুরতায় সকলেই সুদক্ষ। মিষ্টবাক্যে তৎক্ষণাৎ চয়নসুখের চিত্ত আকর্ষণ কোল্লে, তিনিও তাদের সদ্ব্যবহারে মনে মনে সন্তুষ্ট হোলেন। সে সন্তোষ মুখেও ব্যক্ত হলো। একজন বোল্লে, "আকৃতিতে প্রকৃতিতে আপনাকে মহৎ লোক বোলেই বোধ হোচ্ছে, অবশ্যই মহৎকুলে আপনার জন্ম, আপনি যদি কার্‌বারে প্রবৃত্ত হন, আমরা বড় সুখী হবো, আমাদের কর্ত্তাও বিশেষ সমাদরে আপনাকে অংশী কোত্তে সম্মত হবেন; কিন্তু আজ তিনি সহরে বেরিয়েছেন, এখন সাক্ষাৎ হোচ্ছে না, সময়ান্তরে,—সময়ান্তরে কেন, কল্য প্রত্যুষেই সাক্ষাৎ হবে। আপনি—" এই পর্য্যন্ত বোলে একটু থেমে গম্ভীরভাবে কি চিন্তা কোরে আবার বোল্লে, "আচ্ছা, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলো, না-ই হলো, কার্‌বারে আমাদের উপরেই তাঁর সম্পূর্ণ ভার, সম্পূর্ণ বিশ্বাস; আমরা যা কোর্‌বো, তাতেই তাঁর মঞ্জুর। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, আজথেকেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হতে পারেন,—মূলধনও কিছু অধিক আবশ্যক হোচ্ছে না, হাজার টাকা কোরে এক এক অংশ নির্দ্দিষ্ট আছে, একেবারে যদি না পারেন, দুইবারে দিলেও চোল্‌বে, আজথেকেই আপনি প্রবৃত্ত হোন্।"

চয়নসুখ পরম আহ্লাদিত হোলেন। ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের আশায় হৃদয় প্রফুল্ল হলো,—প্রফুল্লমুখেই বোল্লেন, "যথেষ্ট বাধিত হোলেম, কর্ত্তার সহিত আজ সাক্ষাৎ না হওয়াতেও কোন ক্ষতি হোচ্ছে না, আপনারাই

আমার উপকার করুন। মূলধনের কথা যা বোল্‌ছেন, তাতে আমার একটীমাত্র কথা। আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা আছে, আমি এক কালে আপনাদের পাঁচটী অংশ ক্রয় কোত্তে চাই।"

দৌলতরামের পারিষদেরা পরস্পর মুখচাওয়াচায়ি কোরে পুলকিত-চিত্তে সেই প্রস্তাবেই সম্মত হলো। কল্যই লেখাপড়া শেষ হবে, এই-রূপ অঙ্গীকার কোরে সেদিনের মত চয়নসুখকে বিদায় দিলে। যে লোক প্রথমে চয়নসুখের সহিত আলাপ কোল্লে, তার নাম জহরমল, দ্বিতীয়, চিন্তামণ্‌, তৃতীয়, হেম্মতরাম, চতুর্থ, গম্ভীরমল, পঞ্চম, গুল্‌রাজ।

পরদিনেই চয়নসুখ কার্‌বারে প্রবৃত্ত হোলেন। অংশীদের সঙ্গে ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হোতে লাগ্‌লো, সকলেই তাঁরে যথেষ্ট সমাদর, যথেষ্ট সম্মান করেন, বিশ্বাস অকপট। এক মাস কারবার চোল্লো, আশাতি-রিক্ত লাভও দাঁড়ালো, নবীন ব্যবসায়ীর অতুল আনন্দ। আরও এক মাস অতীত। উত্তরোত্তর লাভের বৃদ্ধি, কিন্তু একদিনও প্রধান মহাজন দৌলতরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না। প্রথম প্রথম চয়নসুখ তাঁর কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা কোত্তেন, এখন আর জিজ্ঞাসাও করেন না, অথচ চেহারাটী দেখ্‌বার জন্যে মনে মনে কৌতূহল আছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছমাস কেটে গেল, তথাচ সে কৌতূহলের পরিতৃপ্তি হলো না। নাই হোক্‌, বাণিজ্যে ক্রমশই শ্রীবৃদ্ধি। মহাজনেরা যে বলেন, বাণিজ্যেই কমলার বাস, চয়নসুখের ভাগ্যে দিনদিন সেটী সার্থক হোতে লাগ্‌লো।

মাঘী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে চিন্তামণ্‌, হেম্মতরাম আর গুল্‌রাজ একত্র হয়ে চয়নসুখের বাসায় গেলেন। চয়নসুখ তাঁদের যথাযোগ্য অভ্য-র্থনা কোরে বসিয়ে সময়োচিত গল্প আরম্ভ কোল্লেন। আকাশে পূর্ণচন্দ্র, নক্ষত্রেরা স্তিমিত নিষ্প্রভ। দূরে দূরে কুঞ্জে কুঞ্জে বনবিহারী বিহঙ্গেরা

সুমধুরস্বরে গান কোচ্ছে, ধরণী কৌমুদীময়। চিন্তামণ্ একটু অবসর বুঝে চয়নসুখকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "দেখুন, সময়টী অতি রমণীয়, মাঘ-মাস, নবীন বসন্ত, সন্ধ্যাকাল, অথচ জ্যোৎস্নারজনী ; এ সময়ে নগরভ্রমণে বড় আমোদ আছে। যদি ইচ্ছা হয়, আর কোনো কার্য্যহানির সম্ভাবনা না থাকে, একত্রে একবার নগরের শোভা দর্শন কোত্তে বাসনা করি।" চয়ন-সুখ সম্মত হোলেন। চারজনেই একসঙ্গে বিবিধ আলাপ কোত্তে কোত্তে বাড়ীথেকে বেরুলেন। উত্তরমুখে একটী সুবিস্তৃত চক, ধারে ধারে অনেক-গুলি বারাণ্ডাওয়ালা বাড়ী ; বাড়ীতে নানাপ্রকার লোক নানাপ্রকার কলরব কোচ্ছে, কোথাও নৃত্যগীত হোচ্ছে, কোথাও মনোরম বাদ্যযন্ত্রে সমবেত আলাপ চোলেছে, কোথাও বা আমোদের পরিবর্ত্তে ভয়ঙ্কর কলহের ভীষণধ্বনি। রাত্রি অধিক হয় নাই, ঊর্দ্ধসংখ্যা চার দণ্ড, ভ্রমণকারীরা এই সকল দেখ্তে দেখ্তে, শুন্তে শুন্তে, পাদচারে অগ্রসর হোচ্ছেন। চক ছাড়িয়ে পোল্লেন, বাঁদিকে একখানি বাড়ী! সেখানি খুব বড়ও নয়, নিতান্ত ছোটও নয়, মাঝারি ; সম্মুখে একটী ছোট বারাণ্ডা, দিব্য পরিষ্কার। বারাণ্ডায়,—কক্ষমধ্যে আলো জোল্‌ছে, কিন্তু জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। চিন্তামণ্ অগ্রণী হয়ে সেই বাড়ীতে প্রবেশ কোল্লেন, অপর তিনজন তাঁর অনুগামী। প্রথমকক্ষে পরিষ্কার শয্যা,—শয্যার উপর বিচিত্র আস্তরণ, সারি সারি অনেকগুলি উপাধান, নানাপ্রকার আস্‌বাবে ঘরটী বেশ সাজানো। কিন্তু মানুষ নাই। তাঁরা চারজনেই সেই ঘরে বোস্‌লেন। একটু পরে একজন হিন্দুস্থানী চাকর এসে তামাক দিয়ে গেল। চয়নসুখ ব্যতীত তিনজনেই বিশেষ প্রফুল্ল, অসন্দিগ্ধ, সপ্রতিভ। "ব্যাপার কি! এ বাড়ী কার? এটা কি খালি বাড়ী? না, তা হোলে দরজা খোলা থাকবে কেন? এমন সাজানই

লক্ষণও অনুভূত হয়, কিন্তু লোকের অন্তরে প্রবেশ করে কার সাধ্য! মুখে কিছুই ব্যক্ত হয় না! পঞ্চম রজনীতে চয়নসুখ একাকী সেই গৃহে বোসে আছেন, পার্শ্বে একটু দূরে নীলকুমারী বোসে পাঁচপ্রকার গল্প কোচ্ছেন, সহসা তাঁর মুখ ম্লান হলো। কথা কইতে কইতে হঠাৎ স্তম্ভিতভাবে চুপ্ কোরে মনে মনে কি ভাব্‌লেন, চয়নসুখ সে ভাবটী বুঝ্‌তে পাল্লেন। জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "ও কথা বোল্‌তে বোল্‌তে এমন হোলে কেন? মনে কি কিছু দুশ্চিন্তার উদয় হয়েছে? ও গল্পের সঙ্গে তোমার নিজের কি কিছু সংস্রব আছে? তোমারে—"

"আমি অতি অভাগিনী!" এই তিনটী বাক্য উচ্চারণ কোরেই নীলকুমারী অশ্রুমুখী হোলেন। দুই এক বিন্দু অশ্রু প্রফুল্ল কপোল অতিক্রম কোরে কাঁচুলী-আবৃত বক্ষস্থলে পতিত হলো; স্থিরদৃষ্টিতে চয়নের মুখপানে চেয়ে রইলেন।

"এ কি! তুমি কাঁদো কেন?—" চয়নসুখের এই প্রশ্নে ধীরে ধীরে নেত্রমার্জন কোরে নীলকুমারী মৃদুস্বরে উত্তর কোল্লেন, "আমার অদৃষ্টকে বড় ভয় করে, যারে আমি ভালবাসি, সে যদি আমারে অচ্ছিল্য কোরে পরিত্যাগ করে, অথবা ছলে কৌশলে পাথারে ভাসিয়ে যায়, তা হোলে—"

"হাঁ, সংসারের গতিই এই! অচিরেই হোক্, কি বিলম্বেই হোক্, বিচ্ছেদ একবার হয়ই হয়।"

চয়নসুখের এই উক্তিতে নীলকুমারীর চক্ষু পুনরায় বাষ্পপূর্ণ হলো, পুনরায় মুক্তার ন্যায় দুই বিন্দু অশ্রু গণ্ডদেশে প্রবাহিত হলো। তিনি ধীরে ধীরে বোল্লেন, "তবে তুমিও কি আমারে পরিত্যাগ কোরে যাবে?"

উভয়ের নয়ন উভয়ের নয়নে নিক্ষিপ্ত,—স্থির নিক্ষিপ্ত। মুহূর্ত্তকাল উভয়ের মুখেই বাক্য নাই। একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে চয়নসুখ অতি মৃদুস্বরে সংক্ষেপে বোল্লেন, "তুমি কি আমার মনের ভাব অনুভব কোত্তে জান ?"

"তুমি কি আমারে ভালবাসো ?" নীলকুমারীর এই আকস্মিক প্রশ্নে চয়নসুখ চমকিত। নীলকুমারীও চমকিতনয়নে একদৃষ্টে তাঁর মুখপানে চেয়ে আছেন। ক্ষণকাল পরে চয়নসুখ বোল্লেন, "স্বপ্ন কখনই সফল হয় না। এই আমি তোমার নিকটে উপস্থিত আছি, জানি না, এখনি আমারে এরূপে এখানে দেখ্তে পাবে কি না! এই তুমি আমার নিকটে উপস্থিত আছ, জানি না, এখনি তোমায় আমি এই ভাবে, এইখানে আর দেখ্তে পাবো কি না! সংসারের গতি অতি চঞ্চল!"

"তা আমি জানি! সেইটী জেনেই অহরহঃ আমার হৃদয় হৃদয়ানলে দগ্ধ হোচ্ছে! আমার অদৃষ্টই আমারে এ পথে এনেছে! যদি আমি সে সব দুঃখের কথা বলি, তা হোলে এই নীলকুমারীই এখনি তোমার চক্ষে আর এক রকম দেখাবে!"

চয়নসুখের কৌতূহল বৃদ্ধি হলো, প্রশান্তদর্শনে কুমারীর মুখপানে চেয়ে সকৌতুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি কি অদৃষ্ট মানো ?"

"অদৃষ্ট যদি শোনো, এখুনি বুঝ্তে পার্বে, কতদূর মানি!"

নীলকুমারীর এই বাক্যে চয়নসুখ ক্রমশই শ্রবণলালসায় অধীর হোতে লাগ্লেন, ব্যস্তভাবে বোল্লেন, "যদি এতদূর আশ্চর্য্য হয়, বোলে যাও, শুন্ছি,—বিশেষ মনোযোগ কোরে শুন্ছি, সে বৃত্তান্ত শুন্তে আমার বিশেষ আগ্রহ জন্মাচ্ছে।"

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে নীলকুমারী আপন জীবনবৃত্তান্তের ভূমিকা আরম্ভ কোল্লেম। প্রথম চার পাঁচটী কথা শুনেই চয়নসুখ শিউরে উঠ্‌লেন। নীলকুমারী অনন্যমনে আত্মকাহিনী বর্ণন কোচ্ছিলেন, শ্রোতার দিকে বিশেষ অভিনিবেশ ছিল না, সুতরাং সে ভাবটী দেখ্‌তে পেলেম না। শ্রোতা পূর্ব্ববৎ আগ্রহে অবিকৃতস্বরে অনুমতি কোল্লেন, "থেমো না, বোলে যাও, তার পর ?"

"তার পর আমার পিতা বৃদ্ধাবস্থায় কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতেই থাক্‌লেন, তাঁর যা কিছু জমীজমা ছিল, তারি উপস্বত্বে আর যা কিছু নগদ টাকা ছিল, তারি সুদে আমাদের সংসার চোল্‌তে লাগ্‌লো, কোনো কষ্টই ছিল না, বড়মানুষী ধরণে ক্রিয়াকলাপ, অতিথিসেবা, দানধ্যান, (পাপমুখে বোল্‌তে নাই) পুণ্যকর্ম্ম সকলি হতো, তা হয়েও বৎসর বৎসর অনেক টাকা জমা থাক্‌তো। আমি ছাড়া তাঁর আর সন্তানসন্ততি ছিল না, মা আমার সূতিকাগৃহে আমারে প্রসব কোরেই পরলোকযাত্রা করেন, সুতরাং পিতার আমি বড় আদরের পাত্রী। যখন আমার বয়স ১৫ বৎসর, দুই এক মাস কমই হোক্, কি দুই এক মাস বেশীই হোক্, এমনিই হবে,— আমার বিবাহের জন্যে পিতা যেখানে সেখানে ঘটক পাঠাচ্ছেন, দু একটা সম্বন্ধও আস্‌ছে—" বাধা দিয়ে চয়নসুখ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "১৫ বৎসর বয়সপর্য্যন্ত তোমার বিবাহ হয় নাই ?"

"শোনো না বলি, ১৫ বৎসর কি, আজো পর্য্যন্ত হয় নাই ! যেখানে সেখানে ঘটক পাঠাচ্ছেন, দুই এক জায়গা থেকে সম্বন্ধ আস্‌ছে, এমন সময় আমাদের বাড়ীতে একজন লোক এলেন। দেখ্‌তে বেশ সুন্দর, বয়স ২৪।২৫ বৎসর, বেশ শান্তস্বভাব। আকার প্রকারে

ঠিক যেন তোমার মতন। কথাবার্ত্তা শুনে পিতা তাঁরে বড় ভাল বাস্‌লেন। নিকটে তাঁর বাড়ী নয়, অনেক দূরদেশে, সেই কথা শুনে পিতা তাঁরে আমাদের বাড়ীতেই রাখ্‌লেন। তাঁর নাম নৃপেন্দ্রলাল। তিনি অনেক জায়গায় অনেকপ্রকার কার্‌বার কোরে অনেক টাকা রোজ্‌গার কোরেছেন, দুষ্টলোকে কুচক্র কোরে তাঁর সর্ব্বস্ব ঠকিয়ে নিয়েছে, এখন আমাদের দেশে একটী কার্‌বার করা তাঁর ইচ্ছা, কিন্তু টাকা নাই। এক মাস তিনি আমাদের বাড়ীতেই থাক্‌লেন। আগেই বোলেছি, পিতার আর সন্তানসন্ততি ছিল না, সুতরাং সেই পরম সুন্দর যুবাটীকে দেখে আর তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাঁরে ছেলের মত ভালবাস্‌লেন। থাক্‌তে থাক্‌তে তিনি গাঘেঁসাও হয়ে এলেন, বালিকাস্বভাবে আমিও দুই একবার তাঁর সম্মুখে বেরুই, কথা পোড়্‌লে দুই একটী কথাও কই, কিছু জিজ্ঞাসা কোল্লে দুই একটী উত্তরও দিই; প্রথম প্রথম কিছু লজ্জা হতো বটে, শেষে সে লজ্জাও আর থাক্‌লো না; সোয়ে গেলো। মনে মনে তাঁরে যেন ভালবাসতে ইচ্ছা হলো, কেন হলো, তা জানি না। কখনো আমি অচেনা পুরুষের সঙ্গে কথা কই নি, সেই সবে নূতন, তবু কেন মন চঞ্চল হলো, জানি না। ভাবে বোধ হলো, তিনিও যেন আমারে ভালবাসেন। হেসে হেসে কথা কন, আমার কথা পোড়্‌লে পিতার কাছে কত গুণব্যাখ্যা করেন, কত স্নেহ দেখান, যেন কতকালের পরিচয়। একদিন তিনি কার্‌বারের টাকার জন্যে পিতাকে অনুরোধ করেন। পিতা তাঁরে তত ভালবাসেন, অবশ্যই রাজী হবেন, জান্‌তেম, তথাচ কার উপদেশে জানি না, বিদেশীর অসাক্ষাতে পিতার কর্ণে আমি সেই কথার অনুকূল বাতাস দিলেম। পরদিনেই পিতা তাঁরে প্রার্থনামত মূলধন

প্রদান কোল্লেন। কার্‌বার চোল্‌তে লাগ্‌লো,—খুব ফ্যালাও কার্‌বার। যখন যত টাকা আবশ্যক, পিতা তখনি তা দেন, টাকার জন্য এক দিনও কিছু আটক থায় না, কাজেই দিনদিন কার্‌বারের উন্নতি। প্রথম প্রথম বেশ লাভ হোতে লাগ্‌লো, পিতাও সন্তুষ্ট, তিনিও সন্তুষ্ট, উভয়েরই মহা উৎসাহ।" এই পর্য্যন্ত বোলে নীলকুমারী লজ্জায় নম্রমুখী হোলেন। বদনে যথার্থই রমণীসুলভ লজ্জার আরক্তিম আভা বিকসিত হলো। হঠাৎ থেমে গেলেন।

ভাব বুঝ্‌তে না পেরে চয়নসুখ উৎসুকচিত্তে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বোলে যাও, চুপ কোল্লে কেন? হঠাৎ এ লজ্জা কেন?"

কিয়ৎক্ষণ মৌন থেকে নীলকুমারী ধীরে ধীরে নম্রস্বরে উত্তর দিলেন, "এই লজ্জাই আমার কাল! যে লজ্জা নারীজাতির ভূষণ, সেই লজ্জাই আমার মাথা খেয়েছে! নৃপেন্দ্র একদিন আমার সাক্ষাতেই পিতার কাছে আমার বিবাহের কথা তুল্‌লেন, তিনি নিজেই এই অভাগিনীর পাণিগ্রহণে অভিলাষী, স্পষ্ট স্পষ্ট সেই অভিপ্রায় ভাঙ্‌লেন, শুনে আমি লজ্জায় সেখানথেকে পালিয়ে গেলেম। যখন যাই, তখন কি ভেবেছিলেম, এখন বোল্‌তে পারি না, কিন্তু যাবার সময় তাঁর পানে একবার চেয়েছিলেম, সেটী মনে আছে। তিনি কিন্তু—"

"তার পর? তার পর?"

"সে কথা আর না!" একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে নীলকুমারী আবার পূর্ব্ব কাহিনী আরম্ভ কোল্লেন। "ছ মাস কেটে গেল, কার্‌বারে বিলক্ষণ লাভ হোচ্ছে, দেশবিদেশে জিনিসপত্র রপ্তানী হোচ্ছে, বিদেশথেকে নানাপ্রকার ভাল ভাল জিনিস আমদানী হোচ্ছে, খুব জাঁক্‌জমক। অকস্মাৎ একদিন নৃপেন্দ্রলাল বিমর্ষভাবে

পিতাকে এসে বোল্লেন, "গুজরাটের পথে এক চালান মালগাড়ী ডাকাতে মেরেছে, বিশ হাজার টাকা লোক্সান! পিতা ভারি উদ্বিগ্ন হোলেন, তাঁর মুখে আর কথা সোর্‌লো না! নৃপেন্দ্র কিন্তু নিজে সাহস দেখিয়ে তাঁকে ভরসা দিয়ে অনেক রকম প্রবোধ দিলেন, কার্‌বারের গতিই এই, এমন হয়েই থাকে, লাভ-লোক্সান্ ধরাই আছে, একটাতে দৈবাৎ দুর্ঘটনা হয়েছে বোলে হাল ছেড়ে দিতে নাই; বিশ হাজার গেছে, চল্লিশ হাজার হবে! তার জন্যে চিন্তা কি? এই রকমে অনেক বুঝালেন, পিতা ভালমানুষ, মিষ্ট কথায় ভুলে গেলেন। সেই দিন থেকেই কিন্তু সৌভাগ্যের পড়্‌তা ফিরে দাঁড়ালো! লক্ষ্মীর দৃষ্টি বেঁকে গেলো! আরো এক মাস যায়, আবার ঐ রকম সংবাদ! কথনো নৌকা ডুবী, কখনো রাহাজানী, কখনো আড়ত লুঠ, কখনো জিনিস মন্দ, কখনো বাজার মন্দা, কখনো কাট্‌তী নাই, এইরূপ নানা বাহানায় নিত্য নূতন নূতন ক্ষতি-খ্যাঁসারাতের খবর আস্‌তে লাগলো। যখন গ্রহ মন্দ হয়, তখন খুব বুদ্ধিমান্ লোকেরও বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে আসে, আমার পিতারও সেই দশা হলো! তিনি ধারকর্জ্জ কোরে টাকা যোগাতে লাগ্‌লেন! আগে যে কথা বোলেছি, যাঁর বিষয় তাঁর হাতে ছিল, তাঁর বিষয়ের আয় থেকেও কিছু কিছু ভাঙ্‌তে আরম্ভ কোল্লেন! তিন মাসের মধ্যে সকল টাকাই জলে গেলো!! নৃপেন্দ্র নিরুদ্দেশ!!!"

চিন্তা, শঙ্কা, চঞ্চলতা, বিচিকিৎসা আর অনুসন্ধিৎসা তড়িৎসঞ্চারের ন্যায় চয়নসুখের সর্ব্বশরীরে প্রবাহিত হলো। অতি কষ্টে তিনি মুহূর্ত্ত-মধ্যে সে ভাবটী গোপন কোল্লেন। অনেক আপ্‌সোস্ কোরে সহানুভূতি জানিয়ে বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "অ্যাঁ! এককালে নিরুদ্দেশ!—তার পর তোমার পিতা কি কোল্লেন?"

" সর্ব্বনাশ কোল্লেন! আমারে পথে বসালেন! যে পথে তুমি এখন আমারে দেখ্‌চো, সেই পাপপথের মূলীভূত হোলেন! বিশ্বাসনাশ আর অর্থনাশের মনস্তাপে পিতা আমার বিষ খেয়ে আত্মহত্যা কোল্লেন !!!" এই কটী কথা বোলে নীলকুমারী আর সাম্‌লাতে পাল্লেন না, কেঁদে ফেল্লেন। যুগল করপল্লবে বদনমণ্ডল আবৃত কোরে নিঃশব্দে রোদন কোত্তে লাগ্‌লেন। বোধ হলো যেন, বর্ষাকালের মেঘ পূর্ণচন্দ্রকে আচ্ছাদিত কোরে, বৃষ্টি হোতে লাগ্‌লো!

যদিও চয়নসুখ এই নিদারুণ সংবাদে নিজেও শোকাকুল হয়েছিলেন, তথাচ সেই শোকাতুরা কামিনীকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা কোরে ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা কোল্লেন, " তাদৃশ বিপদে অসহায়িনী হয়ে তখন তুমি কি কোল্লে?"

" আগেই তোমাকে বোলেছি, আমার মা নাই, ভাই নাই, কেউ নাই! বৃদ্ধ পিতা ছিলেন, তিনিও চোলে গেলেন! পাথারে ভাসিয়ে গেলেন! তখন কি করি, অনেকক্ষণ হাপুস্‌নয়নে কাঁদ্‌লেম! কেবল রোদনই তখন আমার একমাত্র সান্ত্বনা!" চক্ষুমার্জ্জন কোরে নীলকুমারী এইমাত্র নৈরাশ্যব্যঞ্জক উত্তর দিলেন। চক্ষু ছটী আবার বাষ্পপূর্ণ হলো, কষ্টে অশ্রুবেগ সম্বরণ কোরে ধীরে ধীরে আবার বোল্লেন, " আরো শোনো, কেবল এইমাত্র আমার ছুঃখের সীমা নয়। বিপদের উপর আরো বিপদ উপস্থিত! পিতা যে সকল টাকা ধার কোরেছিলেন, অশৌচান্ত হতে না হতে মহাজনেরা সেই টাকার জন্য আমাদের সব বিষয় আশয় বিক্রী কোরে নিলে! শেষে ভদ্রাসন বাড়ীখানিপর্য্যন্ত ক্রোক কোল্লে! সে বাড়ীতে যে, থাক্‌তে পাবো, সে আশাও থাক্‌লো না। " মাতৃহীনা বালিকারে পিতৃহীনা কোরে কোথায় ফেলে গেলে!"

পিতার উদ্দেশে বারম্বার এই কথা বোলে কতই রোদন কোল্লেম। বিপদের দিন, দুঃখের দিন শীঘ্র যায় না, তবু আমার ভাগ্যে সে দীর্ঘ দিন যেন শীঘ্রই কেটে গেল। অনাথিনী অসহায়িনী হয়ে একমাস আমি সেই বাড়ীতে একাকিনী থাক্‌লেম। রাত্রিপ্রভাতে নীলামের দিন। কল্যই আমাদের বাড়ীখানি নীলাম হবে! কোথায় যাব, কার কাছে দাঁড়াবো, ভেবে যেরকম অস্থির হোলেম, বুঝ্‌তেই পাচ্ছো;—আকাশ পাতাল ভাব্‌তে লাগ্‌লেম! অষ্টমঙ্গলা বাদলের পর সূর্য্যের মুখ দেখে লোকের মনে যেমন আহ্লাদ জন্মে, সেই মহাসঙ্কটের মধ্যে আমার মনে তেমনি একটু আশার সঞ্চার হলো। যে কাল-রজনীর অবসানে আমি পথের ভিখারিণী হব, পরদিনের সূর্য্য আমারে দুনিয়ার কাঙালিনী দেখ্‌বেন, সেই রজনীতে আচম্বিতে নগেন্দ্রলাল ফিরে এলেন। তাঁরে দেখে আমার শোকতাপ শতগুণ বৃদ্ধি হলো বটে, তবু স্ত্রীলোকের মন,—বুঝ্‌তেই পারো,—অল্পেই আশ্বস্ত হয়; যিনি আমাদের সকল বিপদের মূলীভূত, তাঁরে দেখে যেন কতই আশস্ত হোলেম।—কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তাঁরে এই সকল বিপদের কথা জানালেম। তিনি সদয় হয়ে আমারে নানাপ্রকার প্রবোধ দিলেন। আমি—"

"সদয়!—প্রবোধ!—আশ্বাস!—যে লোক সকল বিপদের মূল, তার কথায় আবার আশ্বাস! ভয়ঙ্কর কথা!" সবিস্ময়ে চপলমুখ এই কটী কথা বোল্লেন।

"তুমি এ কথা বোল্‌তে পারো বটে, কিন্তু তখন আমার যে রকম অবস্থা, ভুক্তভোগী না হোলে কেউ কখনো সেটা অনুভব কোত্তে পারে না।"

"হাঁ, তা আমি বুঝি, কিন্তু তার পর?"

নীলকুমারী পূর্ব্বকথা স্মরণ কোরে একটু থেমে ধীরে ধীরে বোল্লেন, "তার পর তিনি আমারে কিছু টাকা দিলেন। ভদ্রাসনখানি ক্রোক হয়েছে, সেখানি উদ্ধার কোত্তে পারেন, তত টাকা তাঁর কাছে নাই, প্রকারান্তরে সেইটী আমারে জানালেন;—জানিয়ে আমার অভিপ্রায় শোন্‌বার জন্যে সেই ভাবের আরো দুটী একটী কথা পাড়্‌লেন। স্থূল তাৎপর্য্য, ভদ্রাসন ত্যাগ কোরে একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া করা। তাতেই আমি সম্মত হোলেম। পরদিনেই নূতন বাসাবাড়ীতে উঠে যাওয়া গেল, নৃপেন্দ্র সুবিধামত সব বন্দোবস্ত কোল্লেন, খরচপত্র প্রয়োজনমত দেন, আপাততঃ কোনো কষ্ট নাই। কিন্তু আমার মন পূর্ব্বে তাঁর প্রতি যেমন ছিল, এখন আর তেমন নয়; সম্পূর্ণ ভাবান্তর। চার মাস আন্দাজ সেই বাড়ীতেই থাক্‌লেম।"

নীলকুমারী আর বোল্‌তে পাল্লেন না, লজ্জায় মাথা হেঁট কোল্লেন। ভাব বুঝ্‌তে পেরে চয়নসুখ সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "চার মাস থাক্‌তে থাক্‌তে কি হলো?"

কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে একটু ম্রিয়মাণ হয়ে নীলকুমারী বোল্লেন, "যে পথে এখন দাঁড়িয়েছি, তাতে আর লজ্জা শোভা পায় না। আগেই বোলেছি, পিতার সাক্ষাতে তিনি আমারে বিবাহ কোত্তে চেয়েছিলেন, এখন আর সে ভাব নয়, সে কথাই আর নাই, ছলে কৌশলে আমারে—"

স্ত্রীলোকেরা লজ্জাত্যাগ কোত্তে চাইলেও লজ্জা তাদের শীঘ্র ত্যাগ কোরে যেতে চায় না, নীলকুমারীর আবার একটু লজ্জা হলো। চয়নসুখ সেটী বুঝ্‌তে পাল্লেন;—বোল্লেন,—"বুঝেছি, সেই ধূর্ত্ত ছলে কৌশলে তোমার সতীত্ব নষ্ট কোল্লে!"

চয়নসুখের এই কথায় নীলকুমারী লজ্জিতভাবেই সায় দিয়ে বোল্লেন, "হাঁ, আমার পরকাল নষ্ট কোল্লে! আমি তার পাপের সহচারিণী হোলেম! যে পথে,—যে ভাবে আমারে তুমি এখন দেখ্‌ছো, সেই তার প্রথম সূত্র!"

"পাষণ্ড! পিশাচ! রাক্ষস!—তার পর কি হলো?"

"আরো দু তিন মাস কেটে গেল, সেই দুরাচার আমারে অকূলে ফেলে আবার পালাবার উদ্‌যোগ কোল্লে! শীঘ্রই ফিরে আস্‌ছি বোলে আমারে কিছু খরচপত্র দিয়ে কোন্ দেশে চোলে গেল। আমি তখন যেন ঘোর নিদ্রা থেকে জেগে উঠ্‌লেম! যেন কি একটা স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম, সে ঘোর ছুটে গেল! ভাব্‌লেম, আর না! যে পাপ কোরেছি, জন্মের শোধ সে কল্পনাও ত্যাগ কোরে তার প্রায়শ্চিত্ত কোর্‌বো। লোকের বাড়ী চাকরাণী হয়ে এ পাপজীবন শেষ কোর্‌বো! আমি কুমারী, কুমারীকালে যে দুরন্ত কীট এই হৃদয়ে প্রবেশ কোরেছে, তার কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?—পরমেশ্বরের নাম কোরে আপনার হৃদয়কেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেম। উত্তর পেলেম না; কিন্তু মনে কোল্লেম, এ জগতে যিনি একমাত্র পাপীর গতি, তিনি কি এই অভাগিনী পাপীয়সীকে ঘৃণা কোর্‌বেন? কখনই না। সঙ্কল্পে নির্ভর কোল্লেম; দু চার জন বড়মানুষের বাড়ীতে ভিখারিণী-বেশে আশ্রয় নিতে গেলেম; যে পাপ কোরেছি, স্পষ্ট স্পষ্ট স্বীকার কোল্লেম;—এ জন্মে আর সে পথে মতি হবে না, শপথ কোরে সে কথাও বোল্লেম, তথাপি কেমন অদৃষ্ট, কেউ আশ্রয় দিলে না! কুলটা বোলে দূর দূর কোরে তাড়িয়ে দিলে! আশ্চর্য্য সমাজ! আপনারা অহোরাত্র যে সকল মহাপাতকে ডুব দিচ্ছেন, তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, পাপের

কুণ্ডে জীবন বিসর্জ্জন দিচ্ছেন, তাতেও ঘৃণা নাই, কিন্তু আমি অবলা, নিরুপায় হয়ে দুষ্ট লোকের চক্রে পোড়ে কুপথে মতি হয়েছিল, তার জন্যে বিলাপ কোচ্ছি, অনুতাপ কোচ্ছি, প্রায়শ্চিত্ত কোচ্ছি, তাতেও পাপ গেল না! তবুও আমি পাপী! মহাপাপী! কাজেই পবিত্র কাশীধামে আশ্রয় পেলেম না!!"

চয়নসুখ গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "হাঁ, এমন হয়েই থাকে, যেখানকার সমাজ বহুরূপী, সেখানে অনুতাপী পাপীর আশ্রয় নাই! তা যাক্, তার পর তুমি কি কোল্লে?"

"এক মাস গেল, দেড় মাস গেল, নৃপেন্দ্র এলো না। সাত দিনের কথা ছিল, দু মাস গেল, এলো না! অদৃষ্টের দোষ, কার দোষ দিব! অকূল পাথার ভাব্তে লাগ্লেম! ১০।১২ দিন পরে হঠাৎ এক দিন নৃপেন্দ্র ফিরে এলো।—এসেই ব্যস্তভাবে বোল্লে, 'এখানে আর থাকা নয়, ভয়ঙ্কর স্থান, এখানে থাক্তে নাই, এখনি আমি এখানথেকে চোলে যাব, যদি ইচ্ছা থাকে, যদি আমারে চাও, যদি আমারে ভালবাসো, সঙ্গে আস্তে পারো।'—কি করি, উপায় নাই, অদৃষ্টে না কি অনেক দুঃখ আছে, আবার পাপে মতি হলো,—রাজী হোলেম। যেখানে এখন আমারে দেখ্ছো, সেই ধূর্ত্তের কুহকে পোড়ে এই দিল্লীসহরে এলেম। পাঁচ সাত দিন থাক্তে থাক্তেই শুনি, তার নাম নৃপেন্দ্রলাল নয়, সে জাত বোলেছিল, সে জাতও নয়, সব নূতন! এখানে তার নাম দৌলত্রাম!"

চয়নসুখ শিউরে উঠ্লেন। ত্রস্তভাবে বোল্লেন, "দৌলত্রাম! আমিও সে নাম শুনেছি, আমার কারবারে তার সঙ্গে সংস্রব আছে, কিন্তু চেহারা কেমন, একদিনও দেখি নাই। তার পর কি হলো?"

"যা হয়ে থাকে, তাই হলো! মাসখানেক থেকে মিছামিছি ঝগ্‌ড়া কোরে সে আমায় ছেড়ে দিলে! তখন কোথায় যাই, কি করি, ভাব্‌ছি, একজন বড়মানুষ জুট্‌লো। পাপের অনুচর অনেক, সৎপথের সাথী খুব কম! এখন আমি যার কাছে আছি, তার নাম ধনসুখদুলাল। যারা সেদিন তোমারে সঙ্গে কোরে এনেছিল, তারা তারিই মোসাহেব। বসন্তের কোকিল!"

চয়নসুখের মনে সহসা কি এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হলো; তিনি শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠে বোল্লেন, "আজ আর আমি অপেক্ষা কোত্তে পাচ্ছি না, শীঘ্রই আবার দেখা হবে।" ত্রস্তভাবে এই কথা বোলেই ব্যস্তভাবে ঘরথেকে বেরিয়ে গেলেন।

ষোড়শ কাণ্ড।

চিন্তা;—কোথাকার পাপ কোথায়?

রাত্রি ১০টা;—আকাশে অল্প অল্প মেঘ, নক্ষত্রমালা নিষ্প্রভ,—অষ্ট কলা চন্দ্রমা মন্থরভাবে ধরাতলে সুশীতল কিরণ বর্ষণ কোচ্ছিলেন, দেখ্‌তে দেখ্‌তে জলধরক্রোড়ে লুক্কায়িত। ক্রমশই মেঘ,—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ;—ধরণী অন্ধকার।—আকাশের ন্যায় চয়নসুখের হৃদয়ও অন্ধকার। তিনি অন্ধকার পথে, অন্ধকার চিত্তে একাকী চোলেছেন,—দ্রুতপদে চোলেছেন।—বৃষ্টি আরম্ভ হলো।—ক্রমশঃ গতি দ্রুত। বাড়ীতে পৌঁছিলেন;—কতক্ষণে পৌঁছিলেন, সে অনুভব তখন ছিল না;—মন অত্যন্ত অস্থির।

অকস্মাৎ মন এত অস্থির হলো কেন?—কে উত্তর দিবে?—তিনি আপন কক্ষে প্রবেশ কোরেই শয্যায় শয়ন কোল্লেন। অন্তঃকরণে দুটী চিন্তা।—প্রথম চিন্তা " নীলকুমারীর গুণে এত বশীভূত হোলেম কেন?—সৌন্দর্য্যে মন আকৃষ্ট হয়, তাও আমার হয়েছে, কিন্তু মধুর বাক্যে, সুমোহন হাস্যে আরো আকৃষ্ট। আমি তারে ভালবাসি কি না,—সুন্দরী এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরেছে।—কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্নের কারণ কি?—আমি যে তারে ভালবেসেছি, আকার ইঙ্গিতে সেই মনোমোহিনী কি তা জান্‌তে পেরেছে?—না, তাই বা কেমন কোরে জান্‌তে পার্‌বে?—আমি ত সে ভাব কিছুই প্রকাশ করি নি। —তবে কেন ও কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে?—হাঁ, আমি তারে ভালবাসি!" —মনে মনে এই পর্য্যন্ত আলোচনা কোরে চয়নসুখ শিউরে উঠ্‌লেন। তাঁর সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হলো। খানিকক্ষণ কি ভাব্‌লেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মনে মনে বোল্লেন, " হায়! যারে আমি একবার ভালবেসে ছিলেম, সেই হৃদয়পিঞ্জরের পাখীটী আমার কোথায় উড়ে গেছে!— না—না,—সে পাপীয়সী!—সে স্বৈরিণী!—সে বিশ্বাসঘাতিনী!—তার আর নাম কোত্তে নাই!—নীলকুমারীকেই আমি ভালবাসি;—কিন্তু সে একজনের উপপত্নী!—আচ্ছা,—সে বাধাও যদি কাটানো যায়, তা হোলেও কি বারাঙ্গনার প্রেমে বাঁধা পড়া উচিত?—হানিই বা কি?—নীলকুমারী ত ইচ্ছা কোরে এ পথে আসে নি;—দুষ্ট লোকেই তারে দুঃসময়ে নষ্ট কোরেছে, এ ক্ষেত্রে তারে অপরাধিনী বলা যায় না। তবে তাতে দোষ কি?—না, দোষ আছে। যেরূপেই হোক্, এখন ত সে অপবিত্রা।—তারে ভালবাসা হবে না।—দুর হোক্, তারে ভুলে যাব।—হাঁ, আমি তারে ভুলেই যাব।—যাব বটে, কিন্তু আমার

নয়ন যে তারে সম্মুখে এনে উপস্থিত কোচ্চে!—মন যে তারে ভুল্‌তে দিচ্ছে না!—ওঃ! কেন আমি তারে দর্শন কোরেছিলেম! কেন আমি এতবার তার সঙ্গে নির্জ্জনে দেখা কোত্তে গিয়েছিলেম!—উঃ! চিন্তামণ আমার সুখের পথে কাঁটা দিয়েছে!—নীলকুমারী আমার সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী হয়ে তার জীবনের সকল কথা আমার কাছে খুলে বোলেছে!—তারে আমি ভুলে যাব?—একেবারে এত নিষ্ঠুর হব?—না, তা আমি পার্‌বো না!—ওঃ! কি যন্ত্রণা!—এতদিন আমি বেশ ছিলেম;—অকস্মাৎ কেন এমন চাঞ্চল্য ঘোট্‌লো!—ভুলেই যাব!—আর আমি তার সঙ্গে দেখা কোত্তে যাব না!"—এইরূপ অনুকূল প্রতিকূল উভয় চিন্তা চয়নসুখের হৃদয়সাগরে প্রবল তরঙ্গের ন্যায় ক্রীড়া কোত্তে লাগ্‌লো।

পাঠক মহাশয় চমৎকৃত হবেন, জন্মাবধি যার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র মালিন্য স্পর্শ করে নাই,—যার সরলস্বভাব—নির্ম্মলচরিত্র চিরদিন যুবা-হৃদয়ের অতুলিত আদর্শ, অকস্মাৎ তার হৃদয়ে এই দারুণ কীট কিরূপে প্রবেশ কোল্লে?—সহসা সেই নিষ্কলঙ্ক হৃদয় কিরূপে গণিকা প্রণয়ে আক্রান্ত হলো?—কিছুই চমৎকার নয়।—প্রণয়ের অপ্রতিহত কুহক যদি জানা থাকে, যৌবনের দুর্দ্দম বেগ যদ্যপি জানেন, তা হোলে মনে কোর্‌বেন, কিছুই চমৎকার নয়।

প্রণয়! তোমারে নমস্কার!—তুমি আপন পরাক্রমেই বিশ্ববিজয়ী। আপন পরাক্রমেই জগৎসংসার জয় কর।—পাত্রাপাত্র কিছুই বিবেচনা করো না, পথাপথ নির্ণয় কোত্তে দাও না, ভালমন্দ বিবেচনার অবসর রাখো না;—প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় আপন মনেই নৃত্য কোত্তে কোত্তে চোলে যাও। তুমিই অন্ধ, কি যারা তোমারে অন্ধ বলে, তারাই অন্ধ,

এ ন্যায়শাস্ত্রের মীমাংসা করা আমার সাধ্য নয়। তুমি লৌহকে দ্রব কর, শতদল পদ্মকে দলন কর,—অপ্রেমিকের কঠিন হৃদয় ভেদ কর, প্রেমিকের তরলচিত্তকে প্রমোদে নাচাও, তোমার প্রভাব অসামান্য! তুমি যখন যার অন্তরে প্রবেশ কর, তার লজ্জা, ভয়, বুদ্ধি, বিবেচনা, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, কিছুই থাকে না, অন্তঃসলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় তুমি তার মানসকন্দরে অবিরত একটানা স্রোতে খেলা কোরে বেড়াও!

কামিনি!—সুন্দরী কামিনি!—সুন্দরী যুবতী কামিনি! এই বিনশ্বর বিশ্বসংসারে তুমিও দিগ্বিজয়িনী। অখিল ব্রহ্মাণ্ডে তোমার ইন্দ্রজালে প্রতারিত না হয়, এমন লোক বিরল। বিশ্ববিমোহিনি! জগতে তোমার প্রেম, তোমার মায়া সমভাবে সকলকেই বিমোহিত করে। তুমি যে দেশেই জন্মাও, যে ভাবেই থাকো, স্বর্গেই বাস কর, কি পৃথিবীতেই আবির্ভূত হও, সর্ব্বত্রই তোমার অক্ষুণ্ণ প্রতাপ। তোমার বিম্বনিভ ওষ্ঠ, মুক্তানিভ দশন, পদ্মনিভ কপোল, উৎপলনিভ নয়ন, অম্বুদনিভ অলক, ইন্দুনিভ আস্য, বিদ্যুন্নিভ হাস্য, কম্বুনিভ গ্রীবা, মেরুনিভ উরস্, অমৃতনিভ বাক্য, এর একটী একটীই যেন বিশ্বজিৎ পুষ্পকেতুর সুতীক্ষ্ণ পঞ্চশর!—মায়াবতি! তুমিই ধন্য। মায়াপাশে তুমি সকলকেই ধর, কিন্তু নিজে ধরা দাও দাও, দাও না। বিশ্ববিনোদিনি! তোমার একটী ঐশী শক্তি আছে। সেই শক্তিতে তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, এই তিনেরিই অধিষ্ঠাত্রী। প্রথম দুই গুণে তুমি সংসারের সুখদা, মোক্ষদা, বরদা; কিন্তু শেষ গুণে তুমি সর্ব্বনাশিনী।—রাক্ষসি! তোমারে ভয় করে না;—তোমার জ্বলন্ত রূপকেই ভয়!—তোমার চঞ্চল কটাক্ষকেই ভয়!!——তোমার মৃদু মধুর হাস্যকেই বড় ভয়!!!—তোমার বিষাক্ত সুধামিশ্রিত প্রবাল রসনাকে আরো ভয়!!!!

দ্বিতীয় চিন্তা অন্যপ্রকার।—"নীলকুমারীর নিবাস বারাণসী।—আঃ! পবিত্র পুণ্যধাম বারাণসী!—নীলকুমারীর পিতা ধনশালী লোক ছিলেন, একজন বিদেশী তাঁরে হৃতসর্ব্বস্ব কোরে প্রাণে মেরেছে!—উঃ! নিদারুণ প্রতারণা!—ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতা!—তিনি এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন,—কোন্ রাজার?—নামটী নীলকুমারীও বোল্লে না, আমিও জিজ্ঞাসা কোল্লেম না;—কিন্তু শুনে অবধি মন বড় অস্থির হয়েছে। নীলকুমারী অনেক কথা বোলেছে, একটী একটী কথা আমার হৃদয়ে গাঁথা রয়েছে!—কিন্তু কাদের কথা?—আমা—"

বাধা পোড়্লো।—চয়নসুখ এইরূপ চিন্তা কোচ্ছিলেন, এমন সময় কে এসে দরজায় ঘা দিলে।—চিন্তাস্রোত বর্ণন কোত্তে যত সময় গেল, বাস্তবিক সেগুলি ভাব্তে তার শতাংশ সময়ও লাগে নি;—৫।৭ মুহূর্ত্তের মধ্যেই পর পর সকল চিন্তার উদয় ও লয় হয়েছিল। চয়নসুখ শশব্যস্তে গাত্রোত্থান কোরে দরজা খুলে দিলেন, তিনজন লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। এঁদের মধ্যে একজন পূর্ব্বপরিচিত চিন্তামণ, আর দুজন নূতন।—একজনের আকার দীর্ঘ, গড়ন দোহারা, মাঝারি ধরণের ভুঁড়ী, গৌরবর্ণ, বেশ সুশ্রী, বয়স ৪০।৪৫ বৎসর, নাম ধনসুখদুলাল। দ্বিতীয় জন দীর্ঘাকার, অসম্ভব দীর্ঘ, ৪ হাত অপেক্ষাও বরং কিছু বেশী। মোটা সোটা, হাত দুখানি খুব লম্বা, পায়ের গোছ ভারি ভারি, মস্তক গোল, ঝাঁকড়া চুল, চক্ষু কট্মটে, লম্বা লম্বা গোঁফদাড়ী, বুকে একরাশ চুল, গা আদুড়,—রঙ্ কটা; দেখ্লে বোধ হয়, কিছু বাচালস্বভাব। বয়স অনুমান ৫০ বৎসর, নাম তালজঙ্ঘ।

চয়নসুখ তাঁদের সমাদরে অভ্যর্থনা কোরে বসালেন, একজন চাকর এসে হুকুমমত কাজকর্ম্ম কোত্তে লাগ্লো। চিন্তামণ প্রথমে ঐ দুজন

আগন্তুকের পরিচয় দিয়ে দিলেন, প্রথম সাক্ষাতের দস্তুরমত আলাপ হলো। শেষে চয়নসুখকে সম্বোধন কোরে চিন্তামণ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "মহাশয়! আজ আপনাকে এরূপ চিন্তাযুক্ত অন্যমনস্ক দেখ্‌ছি কেন?"

"না, চিন্তা এমন কিছুই নয়, তবে কি না, শরীর কিছু অসুস্থ আছে, সেই জন্যই বোধ হয় অন্যমনস্ক দেখ্‌ছেন। আপনি——"

চয়নসুখের কথা সমাপ্ত হোতে না হোতে তালজঙ্ঘ গম্ভীরস্বরে হাত মুখ নেড়ে বোল্লেন,—"অসুস্থ?—আর এখন কারো শরীর অসুস্থ থাক্‌বার যো নেই। সে দিন আমার শরীর অসুস্থ হয়েছিল, কাণে এক খানা কম্বল জড়িয়ে, গলায় দুখানা চাঁদোয়া ঝুলিয়ে এমনি ভাবে ছুটে বেড়িয়েছিলেম যে, এক লহমার মধ্যে পা অবধি মাথা পর্য্যন্ত টাট্‌কা—তাজা হয়ে গেল।—আপনিও তাই কোর্‌বেন, আমাদের বাদশার দরবারে যে এক নূতন ফেরিঙ্গী এসেছে, তারও ঐরূপ বন্দোবস্ত!"

চিন্তামণ বার বার চোক্ টিপ্‌তে লাগ্‌লেন, কে তাতে ভ্রূক্ষেপ করে? তালজঙ্ঘ আপনার মনেই বোক্‌তে লাগ্‌লেন।—চয়নসুখ একটু হাস্‌লেন।—ধনসুখ বিরক্তভাবে তালজঙ্ঘকে চুপ্ কোত্তে বোলে চয়নসুখকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "আপনার নাম শুনা ছিল, চাক্ষুষ ছিল না, আজ বড় সন্তুষ্ট হোলেম। আপনার সংস্বভাবের কথা যেমন শুনেছিলেম, তাই যথার্থ। আপনি অতি মহাশয় ব্যক্তি।—আপনি আমার বৈঠকখানায় গিয়েছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তখন আমি উপস্থিত ছিলেম না, নীলকুমারীর মুখে আপনার অমায়িকতার পরিচয় পেয়ে পরম পরিতুষ্ট হয়েছি, সেই জন্যই তাড়াতাড়ি সাক্ষাৎ কোত্তে এসেছি। আমি——"

বাধা দিয়ে চয়নসুখ সলজ্জভাবে বোল্লেন, "মহাশয়! আপনি অতি মহৎ লোক।—অনেকবার আমি আপনার মহত্বের পরিচয় শুনেছি,

সাক্ষাৎলাভ ভাগ্যে ঘোটে উঠে নাই, আজ চরিতার্থ হোলেম। আপনার অপার অনুগ্রহ;—বাড়ীতে এসে দর্শন দিলেন; -বিশেষ অনুগৃহীত হোলেম।—আর,—আর—নীলকুমারী যে আপনার নায়িকা, সেটী আমি জান্‌তেম না, তা জান্‌লে কখনই আমি সেখানে যেতেম না।—অপরাধ———”

‘ কেন ?—কেন ?—কেন যেতেন না ?—অবশ্যই যাবেন। আপনি একজন বড় লোক;—আমিও যেমন বড় লোক, এই চিন্তামণও যেমন বড় লোক, আর আর ধনবানেরাও যেমন বড় লোক, আপনিও তেমনি একজন বড় লোক।—যাবেন না কেন?—অবশ্য যাবেন।—বড় লোকেরা যে সব নায়িকা রাখেন, সে কেবল বন্ধুবান্ধবের জন্য। বন্ধু-বান্ধবেরা সেখানে গিয়ে আমোদ আহ্লাদ কোর্‌বেন, শুধু সেই জন্যই রাখা। এই দিল্লীসহরে সমস্ত বড় লোকেরই উপপত্নী আছে। কার নাই?—রাজা, রাজপুত্র, আমীর, ওমরা, ধনী, মহাজন, সকলেরিই উপনায়িকা আছে। কার নাই?—এটী একটী মহাসম্ভ্রম। এটী না থাক্‌লে কেউ বড় লোক বোলেই গণ্য হয় না। বিশেষতঃ নীলকুমারী অদ্বিতীয় সুন্দরী। তার তুল্য রূপবতী রমণী এ সহরে আর নাই, বাদশার খাসমহলেও নাই। নীলকুমারী আমাদের পৃথিবীর বিদ্যাধরী।—নীলকুমারী———”

তালজঙ্ঘ দাঁড়িয়ে উঠে ধনসুখকে বাধা দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বোল্লেন, “নীলকুমারীর কথা যদি বল, আরে—সে বড় খাসা লোক! যেন খাস্‌বাগের মতিচুর!—আর কথাগুলি যদি শোনো, অমনি জলে জলপ্লাবন হয়ে যাবে। যেন ফরক্কাবাদের জম্‌জমাট্‌ মিছ্‌রি। রূপখানি যেন আলম্‌গীরের আমখাস।—আর—”

চিন্তামণ তাঁর কথায় বিরক্ত হয়ে বোল্লেন, "চুপ্ কর, আর তোমায় বক্তৃতা ছড়াতে হবে না, যথেষ্ট হয়েছে।—" তালজঙ্ঘকে এইরূপ ভর্ৎসনা কোরে চয়নসুখকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "মহাশয়! এই তালজঙ্ঘ বড় শাদা লোক। মনে কিছুমাত্র মারপেঁচ্ নাই, যা মুখে আসে, তাই বলে, বিষয়কর্ম্ম আদব-কায়দা বড় ভাল বুঝে না, কিন্তু এ ব্যক্তি একজন মস্ত ধনী।—যেমন ধনী, তেমনি দাতা। আপনি এর বাচালতা দেখে কিছু মনে কোর্‌বেন না।"

"না, সে জন্য কুণ্ঠিত হবেন না;—ভদ্রলোক আমোদ কোচ্চেন, তাতে আমার আমোদই হোচ্ছে, এমন হয়েই থাকে।"

চয়নসুখ গম্ভীরভাবে এই কথা বোলে অন্যান্য আলাপ কোত্তে লাগ্‌লেন। বাস্তবিক ঐ বীভৎস লোকের বীভৎস ব্যবহারে মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলেন, সেটী কেউ অনুভব কোত্তে পাল্লেন না। খানিকক্ষণ নানাবিধ গল্পের পর তিনি নম্রস্বরে চিন্তামণকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "রাত্রি অধিক হয়েছে, আকাশেরও দুর্যোগ বাড়ছে, এ রাত্রে আর আপনাদের গিয়ে কাজ নাই, এই খানেই যৎকিঞ্চিৎ আহারাদি কোরে অবস্থান কোল্লে পরম সন্তুষ্ট হই।"

ধনসুখ ও চিন্তামণ উভয়েই শিষ্টাচার জানিয়ে প্রফুল্লমুখে বোল্লেন, "আপ্যায়িত হোলেম, কিন্তু আমাদের গাড়ী আছে, যেতে কোনো কষ্টই হবে না, এ আমাদের নিজেরিই ঘর, কতবার উপদ্রব কোর্‌বো, তার জন্য ভাবনা কি?"

আহার কোত্তেও সম্মত হোলেন না, শেষে চয়নসুখের পুনঃপুনঃ অনুরোধে অগত্যা রাজী হোলেন। আহারাদির আয়োজন হলো, চারজনেই একসঙ্গে আহার কোত্তে বোসলেন। তালজঙ্ঘ হৃষ্ট হয়ে

ব্যস্তভাবে দুই হাতেই ভোজন আরম্ভ কোল্লে! কতপ্রকার অঙ্গভঙ্গী, মুখভঙ্গী কোচ্ছে, হাস্‌চে, বোক্‌চে, মাথা নাড়্‌চে, ঠিক যেন বোসে বোসেই নাচ্‌তে লাগ্‌লো!—"এ জিনিসটা খুব ভাল, এটা আরো মিষ্টি, এত টক্ পঞ্জাবেও নাই;—মিঠাই খেতে হোলে এমনি কালো কালো, ঝাল্ ঝাল্, টক্ টক্, গরম গরম, হিম হিম খাওয়াই ভাল। কাবাব-চিনি বলো, লঙ্কামরিচ বলো, সাজো দই বলো, কি গিরিগোবর্দ্ধনই বলো, এর কাছে সমস্তই তুচ্ছ। হাঁ, ভাল কথা, কাল আমি মুলতানে গিয়েছিলেম, গিয়েই দেখি, সেখানে একটা ভেড়া;—গিরিগোবর্দ্ধন যেখানে ছিল, ঠিক সেইখানেই সেই ভেড়াটা শুয়ে আছে,—ভেড়া কি গাধা, ঠিক চিন্‌তে পাল্লেম না, কিন্তু বেমালুম শুয়ে আছে।—গিরি-গোবর্দ্ধন কোথায় উড়ে গেছে, চিহ্নও নাই। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, গাধাটা উত্তর দিলে না, ভারি রাগ হলো, এক কীলেই তারে কেটে ফেল্লেম। খেয়ে দেখি, একটু ঝাল্, একটু মিষ্টি, কিন্তু আজ এই বাবুটী যে মিঠাই দিয়েছেন, তার চেয়ে ঝালও নয়, টকও নয়।" এই কথা বোলেই একটা বড় মতিচুর দেয়ালের গায়ে ছুড়ে মাল্লে।—সেটা চুরমার হয়ে চিন্তামণের গায়ে ছড়িয়ে পোড়্‌লো!

ধনসুখ ও চিন্তামণ তার কথা চাপা দিবার জন্য অন্য কথা ফেল্‌তে আরম্ভ কোল্লেন, কিন্তু বানের মুখে শোলার মান্দাসের ন্যায় তাঁদের সে চেষ্টা তালজঙ্ঘের প্রলাপস্রোতে ভেসে যেতে লাগ্‌লো। অনেকক্ষণ এই প্রহসনের অভিনয় হবার পর সুরসিক বিদূষক ক্লান্ত হয়ে পোড়্‌লেন, রসনার বিশ্রাম হলো।—ভোজনেও বিশ্রাম, বচনেও বিশ্রাম।

আহারান্তে অতিথিরা বিদায় চাইলেন, থাক্‌বার জন্য চয়নসুখ আরো একবার অনুরোধ কোল্লেন, কিন্তু তাঁরা থাক্‌লেন না।

রাত্রি দুই প্রহর অতীত।—মূষলধারে বৃষ্টি হোচ্চে, সঙ্গে সঙ্গে জোর বাতাস। চয়নসুখ শয়ন কোল্লেন, নিদ্রা হলো না।—হৃদয়ে প্রবল চিন্তা, তার উপর তালজঙ্ঘের অদ্ভুত রসিকতা, কাজেই নিদ্রা নাই। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হলো না,—কত কি ভাব্‌লেন, কত কি সিদ্ধান্ত কোল্লেন, কতবার তা খণ্ডন কোল্লেন, চিন্তাকুল চঞ্চলচিত্তের চিত্র প্রদর্শন করা সহজ ব্যাপার নয়। চয়নসুখ নানা-চিন্তায় জড়ীভূত হয়ে আপনা আপনি একবার বোল্লেন, " কোথাকার পাপ কোথায় ? "

সপ্তদশ কাণ্ড।

গেঞ্জিফা।

রজনী প্রভাত।—গত রজনীর দুর্যোগ কেটে গেছে, প্রচণ্ড বায়ু এখন প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ কোরেছে, ঝুর্ ঝুর্ শব্দে প্রভাতসমীর বহন হোচ্চে ; জলদজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে নীলাম্বরে বিলীন হয়ে গেছে, আকাশ নির্ম্মল। ঝড়বৃষ্টিতে জগতের কিছু অঙ্গরাগ নষ্ট হয়েছে কি না, তাই দেখ্‌বার জন্যই যেন ভগবান্ সহস্ররশ্মি ধীরে ধীরে সন্দিগ্ধ নায়কের ন্যায় পূর্ব্বগগনে দর্শন দিয়েছেন। ধরাতল কাঞ্চনবর্ণে,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে রজতবর্ণে সমুজ্জ্বল। চয়নসুখ সমস্ত রাত্রি জাগরণে পরিশ্রান্ত হয়ে উষাকালেই শয্যাত্যাগ কোরেছেন, অন্যমনস্কভাবে একাকী পুষ্পোদ্যানে পাদবিহার কোচ্চেন, ফুলের সুগন্ধ, উদ্যানের শোভা, আর ভ্রমরের ক্রীড়া থেকে থেকে তাঁর চিন্তাকুল বদনকে একটু একটু প্রফুল্ল কোচ্চে, আবার তখনি ভাবান্তর। মানসে চিন্তার কারণ অনেক

আছে বটে, কিন্তু পাঠক মহাশয় আজ যেমন তাঁরে বিষণ্ণ—উদ্বিগ্ন দেখ্‌ছেন, বিজয়পুর থেকে দিল্লীতে আসা অবধি একদিনও এরূপ উৎকণ্ঠিতভাব দেখেন নাই। যা হোক্, তিনি আপনার মনেই মৃদু-গতিতে ইতস্ততঃ বিচরণ কোচ্ছেন, মাঝে মাঝে আকাশে ও উদ্যানের বৃক্ষরাজীতে দৃষ্টিপাত কোচ্চেন, এমন সময় একজন ভদ্রলোক সেইখানে উপস্থিত হোলেন। এই ভদ্রলোকের নূতন পরিচয় কিছুই নাই, তিনি আমাদের নাগরিক মহাজন চিন্তামণ।—পরস্পর অভিবাদনের পর চয়নসুখ তাঁকে বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন, কথাবার্ত্তা চোল্‌তে লাগ্‌লো। চয়নসুখ একটী হাই তুলে বোল্লেন, "সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, বড় অসুখ।"

"ও কিছু নয়;—কাল অধিক রাত্রে আহারাদি হয়েছিল, তাতেই অমন হয়েছে, দিনমানে একটু বিশ্রাম কোল্লেই সেরে যাবে।"

"হাঁ, তা হোতে পাত্তো বটে, কিন্তু আজ একবার সহরে বেরুতে হবে। কিছু টাকা আবশ্যক হয়েছে, একখানা হুণ্ডী ভাঙাতে যাব।"

"বটে!—আমারো আবশ্যক আছে, আমিও যাব, দুজনেই এক সঙ্গে যাওয়া যাবে।" এই পর্য্যন্ত বোলে কি ভেবে চিন্তামণ নম্রস্বরে আবার বোল্লেন, "দেখুন, আজ একটী জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে, আপনাকে সেখানে যেতে হোচ্চে, সন্ধ্যার পরেই যেন যাওয়া হয়। আমিই আপনাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাব।"

"সেখানে কে কে থাক্‌বেন?"

"অধিক লোক নয়, আপনি, আমি, ধনসুখজী,—আর তালজঙ্ঘ;—আর কেউ না।—আপনি তালজঙ্ঘকে দেখে আর তার বাচালতা শুনে বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু এ ধারে সে বেশ লোক। মনে কিছুমাত্র কোরকার

নাই, উদার পরিষ্কার।—আর খুব দাতা।—ভগবান্ তাকে যে অনুমার ধনদৌলৎ দিয়েছেন, সে তার উত্তম ব্যবহার জানে। এই নগরে যত দেবালয়, যত পান্থনিবাস আছে, তার সকলগুলিতেই মাসে মাসে ১০০৲ টাকা কোরে দান করে। কাল সকালেই এ মাসের দান বণ্টন কোরে দিয়েছে। অনাথ দরিদ্র পরিবারের সাহায্য করা, কেউ দায়ে পোড়লে সাধ্যমতে উপকার করা, অসহায় রোগীদের ঔষধপথ্যের বন্দোবস্ত করা, এ সকল গুণ তার বিলক্ষণ আছে।—লোকে যেমন লোক দেখাবার জন্য,—নাম বাহির কর্‌বার জন্য স্থলবিশেষে,—পাত্রবিশেষে মোটা মোটা দান করে, তালজঙ্ঘের সেটী নাই। নামের লোভ,—সুখ্যাতির লোভ তার কিছুই নাই। নিঃস্বার্থ দান। যাকে যখন যা দান করে, গোপনে,—বেনামীতে সে কাজ সমাধা হয়। কে দেয়, কেউ জান্‌তে পারে না। তবে লোকটা কিছু অসভ্য,—লেখাপড়া ভাল জানে না, আলাৎ পালাৎ বকে, এই দোষ।"

"বটে!—এমন লোক!—তবে তাঁর অন্যান্য দোষ কিছুই ধর্ত্তব্য নয়।—এত বড় দাতা!—শুনে আমি বড় সন্তুষ্ট হোলেম। এত গুণ যার, সে একটু বাচাল, তুচ্ছ কথা!—তাঁকে——"

"আরো শুনুন, সম্রাট্ শাহজাঁহা তাকে পঞ্চ্‌হাজারী খেতাব দিতে চেয়েছিলেন, সে তা গ্রহণ কোত্তে অস্বীকার কোরেছিল।"

"সাধু সাধু! এখনকার কালে এ রকম লোক প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আজ সন্ধ্যার পর সাক্ষাৎ হোলে আমি তাঁরে যথোচিত সমাদর কোর্‌বো।"

"আরো শুনুন, কাল সন্ধ্যার একটু আগে আমি আর তালজঙ্ঘ একত্রে তার দরজায় দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় দেখি, ভয়ঙ্কর দৃশ্য!!

চার পাঁচ জন নগরপাল একটী ছিন্নবস্ত্রা বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ;—ছোট ছোট তিনটী ছেলে, প্রায় উলঙ্গ, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে কাঁদতে সঙ্গে সঙ্গে চোলেছে ;—নগরপালেরা তাদের ধমক দিচ্চে, ধাক্কা মাচ্চে, আকর্ষণ কোচ্চে, তারা আরো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌ছে,—স্ত্রীলোকটীও তাদের পানে চেয়ে দরদর অশ্রুধারা বর্ষণ কোচ্চে। ত্রাণজঙ্গ তাই দেখে দয়ার্দ্র হয়ে আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা কোত্তে বোল্লে।—আমি জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, হাজার টাকা দেনার জন্য ঐ কাঙালিনীকে ফাটকে নিয়ে চোলেছে।—শুনে ত্রাণজঙ্গ তৎক্ষণাৎ আমার হাতে হাজার টাকার হুণ্ডী দিলে, আমি জামীন হয়ে তখনি ঐ অভাগিনীকে খালাস কোরে দিলেম। এই দেখুন সেই হুণ্ডী। এইখানি ভাঙাবার জন্যই আজ গদীতে যাব, তাই বোল্‌ছিলেম।" চিন্তামণ এই সকল কথা বোলে একখানি হাজার টাকার দর্শনী হুণ্ডী বার কোরে দেখালেন।

চয়নসুখ এই সকল কথা শুনে অত্যন্ত কাতর হোলেন, উদ্দেশে ত্রাণজঙ্গকে ধন্যবাদ দিয়ে চিন্তামণকে বোল্লেন, "যথার্থ পুণ্যাত্মা লোক! আপনারা যথার্থ মহত্ত্বের আদর্শ। আমি কখনই এ সৎসঙ্গ পরিত্যাগ কোর্‌বো না। জগদীশ্বর আমাকে আপনাদের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে আমার সুখের দ্বার,—পরিত্রাণের দ্বার খুলে দিয়েছেন।" সজলনেত্রে এই কটী কথা বোলে করুণস্বরে পুনরায় বোল্লেন, "আহা! সে স্ত্রীলোকটীর কি দুরবস্থা!—আমার নিকট অধিক টাকা নাই, আমি সেই দরিদ্র পরিবারের উপকারে ২০০ টাকা দিব।"

"না—না, আপনাকে কিছুই দিতে হবে না, আমরাই তাকে সাহায্য কোর্‌বো। আমি নিজেই হাজার টাকা দিব, আর ধনসুখহুলাল, তিনি একজন আমীর, বিস্তর টাকা, তিনিও হাজার দুহাজার দিবেন।—

তালজঙ্ঘও আরো অনেক সাহায্য কোত্তে প্রস্তুত। আমরাই তার কষ্ট দূর কোর্‌বো। আপনাকে কিছুই দিতে হবে না।"

চিন্তামণের এই কথায় অধিক সন্তুষ্ট হয়ে চয়নসুখ নম্রভাবে বোল্লেন, "তবুও আমি তারে ২০০ টাকা দিব। যৎসামান্ত উপকারেও মাঁনুষ মানুষের সুখদুঃখ অনুভব কোত্তে পারে। আপনি অনুগ্রহ কোরে সেই যৎকিঞ্চিৎ টাকা তারে দিবেন।"

"আপনার আশয় বড় উচ্চ;—আচ্ছা, বাধা দিতে নাই, যা ইচ্ছা হয়, দিবেন। আমি এখন আসি, একসঙ্গেই গদীতে যাব।" এই কথা বোলে অভিবাদন কোরে চিন্তামণ সে ঘর থেকে বেরুলেন।—খানিক দূর গিয়েই ফিরে এসে গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "দেখুন, এ হুণ্ডীখানা আপনিই রাখুন, আপনিই ভাঙিয়ে আন্‌বেন। আমার আর একটী প্রয়োজন আছে, এখন মনে হলো, গদীতে যাওয়া হোচ্চে না, আবশ্যকও নাই, আপনি যাচ্ছেন, আপনি আন্‌লেই হবে।" এই কথা বোলে পূর্ব্বকথিত হাজার টাকার হুণ্ডীখানি চয়নসুখের হাতে দিলেন, তিনিও গ্রহণ কোল্লেন। বিদায় হবার পূর্ব্বে চিন্তামণ আবার বোল্লেন, "সন্ধ্যার সময় আপনি আমার বাড়ীতে যাবেন, ধনসুখজী আর তালজঙ্ঘ সেইখানেই থাক্‌বেন,—এক সঙ্গে নিমন্ত্রণে যাওয়া যাবে। অথবা যদি বলেন, আমরাই এখানে আসি।"

"না—না,—আপনাদের আর কষ্ট কোরে আস্‌তে হবে না, আমিই হুণ্ডীর টাকা নিয়ে আপনার ওখানে যাব।"

চয়নসুখের সদ্ব্যবহারে পরিতুষ্ট হয়ে চিন্তামণ তখন বিদায় হোলেন।

আহারান্তে চয়নসুখ একখানি গাড়ী কোরে সহরের ভুজঙ্গলাল হনুমানের গদীতে উপস্থিত হোলেন। জানাশুনা ছিল, শীঘ্রই নিজের

৫০০ টাকার ও চিন্তামণের হাজার টাকার হুণ্ডী ভাঙিয়ে কতক নগদ মোহর, কতক নগদ টাকা, আর নিজের জন্য কতক বরাতী হুণ্ডী নিয়ে চোলে এলেন। বেলা শেষ হয়ে এলো,—সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রস্তুত হয়ে তিনি চিন্তামণের বাড়ীতে যাত্রা কোল্লেন।

ওদিকে ধনসুখ আর চিন্তামণ একটী ঘরে বোসে কি পরামর্শ কোচ্চেন, কখনো হাস্‌ছেন, কখনো গম্ভীরবদনে চিন্তা কোচ্চেন, নিকটে কেউ নাই, তথাচ চুপি চুপি কথা। ধনসুখ বোল্লেন, " নীল-কুমারী বড় বাড়িয়ে তুল্লে ;—কত টাকা আমার নিয়েছে, তবুও সন্তুষ্ট নয়। ক্রমেই হাত বেড়ে গেছে, নজর বেড়ে গেছে, বুক বেড়ে গেছে। ভারি অপব্যয়! আমি তার সংস্রব থেকে তফাৎ হবার পন্থা দেখ্‌চি।"

" সে কি!—ও কথা মনেও জায়গা দিও না! অমন সুন্দরী মেয়ে-মানুষ, অমন মিষ্টি কথা, অত বুদ্ধিবিবেচনা,—অত গুণ, ওকে কি ছাড়্‌তে———"

" চুপ্!—আস্তে!—এই দেয়ালগুলোরও কাণ আছে, আস্তে কথা কও।—গুণ আছে বটে, কিন্তু আমি পেরে উঠি কৈ?"

" কেন?—সে ত জেদ্ কোরে কখনো কিছু চায় না, যখন যা বলো, তাই শোনে, তাই করে, কত ভালবাসে।"

" ঐ গুণেই ত বাঁধা পোড়েছি, কিন্তু সে আমারে যত ভালবাসে, আমি কিন্তু তত বাসি না। দৌলত্‌রাম যখন রেখেছিল, তখন কেমন ওজনের মাথায় ছিল, এখন———"

সহসা তাঁদের কথায় ভঙ্গ পোড়্‌লো, চয়নসুখ প্রবেশ কোল্লেন। তাঁরা দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা কোরে তাঁরে বসালেন। চয়নসুখ এই অবসরে চিন্তামণের হাতে হাজার টাকার মোহর আর সেই দরিদ্র

স্ত্রীলোকের জন্য তাঁর নিজের অঙ্গীকৃত ২০০ টাকা দিলেন। দুটী একটী কথা হোতে লাগ্‌লো; তালজঙ্ঘ অনুপস্থিত।

দুই এক দণ্ড অতীত। প্রয়োজনমত কথাবার্ত্তা হোচ্চে, ধনসুখজী প্রসন্নবদনে চয়নসুখের গুণের প্রশংসা কোচ্চেন, চয়নসুখ কুণ্ঠিতভাবে অন্য কথা পাড়্‌চেন, আরো দুই দণ্ড।—তালজঙ্ঘ এলেন। চয়নসুখ তাঁরে আলিঙ্গন কোরে বিশেষ শিষ্টাচার প্রদর্শন কোল্লেন। কথায় কথায় রাত্রি প্রায় ছয় দণ্ড হলো, আর বিলম্ব করা অনুচিত বোলে তিন জনেই নিমন্ত্রণ রক্ষা কোত্তে বেরুলেন।

বড় দরিপা-মহল্লার বড় রাস্তা পার হয়ে একটা ছোট গলি দিয়ে তাঁরা সরাসর দক্ষিণমুখে চোল্লেন। গলিটা ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। রাস্তার ধারে কোথায় কি কি আছে, কিছুই দেখা যাচ্চে না। খানিকদূর গিয়ে বাঁ দিকে একখানা বাড়ী। এলামাটীর রঙ্ দেওয়া বেশ পরিষ্কার দোতালা বাড়ী। দেউড়ীতে মিট্‌ মিট্‌ কোরে একটী ডুম্ জ্বোল্‌ছে, একজন ভোজপুরে জোয়ান একখানা খাটিয়ায় আড় হয়ে পোড়ে কালো-য়াতি সুরে রামসীতার ভজন গাচ্চে, নাসা-রঞ্জন গঞ্জাপরিমলে (!!) আধ-খানা বাড়ী আমোদিত হয়েছে, চিন্তাক্ষণ অগ্রণী হয়ে তিনটী বন্ধুর সঙ্গে সেই বাড়ীতে প্রবেশ কোল্লেন। দরোয়ান তাঁদের দেখে ত্রিভঙ্গভাবে উঠে বোস্‌লো;—"যাইয়ে মহারাজ, উপরমে যাইয়ে!" খাতিরদস্তুরে এই কথা বোলে একটী কেতাদুরস্ত সেলাম ঠুক্‌লে। তাঁরা উপরে উঠে চোল্লেন। ঘুরোণো ঘুরোণো সিঁড়ি, অনেক বাঁক, অনেক ফের, ঠাঁই ঠাঁই অন্ধকার, ঠাঁই ঠাঁই এক একটা গা-লাণ্টনে মিট্‌মিটে আলো, চয়নসুখ যেন ফাঁফরে পোড়্‌লেন। তিনি ছাড়া তাঁর তিনজন সহচরের সে সিঁড়ি বেশ জানা ছিল, তাঁরা তাঁকে ধীরে ধীরে দেখিয়ে দেখিয়ে

নিয়ে চোল্লেন।—আর সিঁড়ি নাই, কতক পরিত্রাণ, প্রথম কক্ষে পদার্পণ। —ঘরটী বেশ সাজানো, ৫।৭টী আলো আছে, ঢালা বিছানা, চার দিকে চারটী দরজা, দিব্য আরামের স্থান।—সে ঘর পার হয়ে ডান্‌দিকে আর একটী ঘর।—এটী আয়তনে কিছু ছোট, কিন্তু অঙ্গসৌষ্ঠবে বেশ পরিপাটী। ঘরজোড়া গাল্‌চের উপর সারি সারি অনেকগুলি কেদেরা, চারদিকে চারখানি কৌচ, দেয়ালে ৮।১০খানি ছবি, আর ৮।১০টী দেয়ালগিরি। মধ্যস্থলে এক বৃহৎ ত্রিপদীর উপর ফুলদান, গোলাপদান, আতরদান, আর নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য বিন্যস্ত। ধারে ধারে আরো কতকগুলি ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ ত্রিপদীতে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী থরে থরে সাজানো। একটী গবাক্ষের নিকটে একখানি বিচিত্র কৌচের উপর একটী নারীমূর্ত্তি সংস্থিত। সম্মুখে একটী শাদা পাথরের ছোট গোল মেজের উপর একখানি আর্শী, দুখানি চিরুণী, একটী সুধাধার, একটী পেয়ালা, আর একখানি পাট করা সবুজ রেসমী রুমাল। —কৌচের উপর যে মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত, সেটী পরাৎপরা মূর্ত্তি!—উচ্চে আড়াই হাত অপেক্ষাও বরং কিছু কম, কিন্তু তাঁর অঙ্গযষ্টি বেষ্টন কোত্তে আড়াই হাতের দ্বিগুণ পরিমিত একগাছি ফিতা আবশ্যক করে। হস্তপদের পরিমাণ ঠিক অবয়বের মানানসই। সমস্ত অবয়ব অতিক্রম কোরে স্থূল উদরটী অনেকদূর পর্য্যন্ত স্ফীত। মাথার চুলগুলি কপাল পর্য্যন্ত পেটে পেড়ে কাণের দুপাশ দিয়ে টেনে স্কন্ধদেশে কবরীবদ্ধ। তাতে কোরে জ্রহুটী পর্য্যন্ত ঢেকে গেছে। আমাদের দেশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যে মাটীর আহ্লাদে পুতুল নিয়ে খেলা করে, অবিকল তেমনি মূর্ত্তি।—পরিধান খুব সুচিক্কণ গোলাপীরঙের ঘাগ্‌রা, তার ভিতর দিয়ে সমস্ত শরীরের ছায়া দেখা যাচ্ছে, আভা দীপ্তি পাচ্ছে।—মুখখানি সম্পূর্ণ

গোলাকার।—সুধাসঞ্জাত লোহিতরাগে আকণ্ঠ রক্তবর্ণ। ঠিক যেন উদয়াচলে ঊষাকালীন বালার্ক।—ভারতবর্ষের প্রাচীন কবিরা যে, পরম রূপবতী যুবতী কামিনীর বদনমণ্ডলকে চন্দ্রানন বোলে বর্ণন কোরে গেছেন, আজকাল যে সকল সুরসিক নায়ক সেই বর্ণনায় ভ্রূকুটী কোরে শ্লেষ করেন, তাঁরা শুনে সন্তুষ্ট হবেন, এই অপূর্ব্ব গোলবদনী নারীমূর্ত্তিই তাঁদের যথার্থ মনোমত চাঁদবদনী!!!—মূর্ত্তিখানি অচলা কি সচলা,—মাটীর, কি পাথরের, কি পঞ্চভূতের, সে সংশয় আমাদের সহসা ভঞ্জন হতো না, কিন্তু তিনি দয়া কোরে এক একবার আপনা আপনি মৃদু মৃদু হাস্‌ছিলেন, পাত্‌লা পাত্‌লা বিম্বোষ্ঠ দুখানি অল্প অল্প নোড়্‌ছিল, আর মাঝে মাঝে চুক্ চুক্ কোরে পানপাত্রের অমৃতের আস্বাদন নিচ্ছিলেন, তাতেই আমরা অনুমান কোরে নিলেম, এ মূর্ত্তি সজীব!

চারজন লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ কোরেছেন, গোলবদনী সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নি। শেষে যখন চিন্তামণ মৌনভঙ্গ কোরে চয়নসুখকে বোল্লেন, "এই খোব্‌সুরত বেগমটীই এই বাড়ীর ঈশ্বরী, ইনি নারী-কুলের রাণী!"—তখন অতি কষ্টে ঘাড় ফিরিয়ে ঐ রেস্‌মী রুমালে চন্দ্র-মুখ মার্জ্জন কোরে তেমনি মৃদু মৃদু হাস্‌তে হাস্‌তে চন্দ্রমুখী একবার তাঁদের পানে কটাক্ষপাত কোল্লেন। অতি কষ্টে একবার মাথা নাড়্‌লেন। তাতেই যথাসাধ্য যথোচিত অভ্যর্থনা করা হলো।—পরক্ষণেই আবার সুধাংশুবদনী সুধাংশুবদনে সু-ধার ধারায় সুধা ঢাল্‌তে লাগ্‌লেন।

চয়নসুখ বিস্মিতনয়নে স্তম্ভিতভাবে একদৃষ্টে সেই "আরক্তবদনাং ঘোরাং" হাসিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ কোচ্ছিলেন,—কিন্তু সেখানে তিনি অধিকক্ষণ অপেক্ষা কোত্তে পাল্লেন না। চিন্তামণ ব্যস্তভাবে সেই গৃহের চুম্বক মাহাত্ম্য তর্জ্জমা কোরে বুঝিয়ে তাঁদের আব এক ঘরে নিয়ে

গেলেন। তর্জ্জমার মর্ম্ম এই যে, নিত্যই এই স্থানে বিবিধ উপাদেয় ভোজ্য পেয় প্রস্তুত থাকে, যাঁরা আসেন, সম্ভ্রমে সমাদরে উপযোগ কোত্তে পান, গৃহাধিষ্ঠাত্রী সকলকেই সমান চক্ষে নিরীক্ষণ করেন, ইতরবিশেষ নাই। মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা কোরেই তাঁরা সে ঘরথেকে বেরুলেন। দুটী তিনটী অন্ধকার খালি ঘর অতিক্রম কোরে বক্রপথে অগ্রণী চিন্তামণ তাঁর তিনজন সহচরকে একটী অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরটী অতি প্রশস্ত, দীর্ঘে ২।১ হাত বেশী না হোলে প্রায় চতুষ্কোণ। ঢালা বিছানা, দেয়ালের ঠাঁই ঠাঁই নানাপ্রকার বদরঙ্ ছবি টাঙানো, মাকড়সার জাল পড়া ৪।৫টী দেয়ালগিরি, কড়িকাষ্ঠে বহুকালের জীর্ণ একখানি টানাপাখা। গৃহের মধ্যস্থলে একটী চতুষ্কোণ মেজ, তার উভয় পার্শ্বে দুজন পরিণতবয়স্ক হিন্দুস্থানী উপবিষ্ট। একজন হিন্দু, অপর জন মুসলমান। পরিচয়ে জানা গেল, হিন্দুর নাম গণেশজী, মুসলমানের নাম আকবর আলী। উভয়ের বামপার্শ্বেই রাশীকৃত রজত-মুদ্রা স্বর্ণমুদ্রা কাঁড়ি করা। সম্মুখে গোল গোল তাস। চারদিকে নানা-শ্রেণীর অনেক লোক, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বোসে একদৃষ্টে ঐ উভয়মূর্ত্তি নিরীক্ষণ কোচ্চে। চয়নসুখ প্রবেশ কোরেই বিস্ময়াপন্ন।

আকবর আলী উত্তেজিতচিত্তে উত্তেজিতস্বরে গণেশজীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "কাল তুমি আমার দশ লাখ্ টাকা জিতে নিয়েছ, কিছুই আসে যায় না, কিন্তু যখন তোমার জিত হাত, তখন তোমারে আমার সঙ্গে খেল্‌তে হবেই! হবেই !! হবেই !!!"

"হবেই! হবেই !! হবেই !!!" এই বাক্যের প্রতিধ্বনি কোরে গণেশজী উচ্চৈঃস্বরে বোল্লেন, আমার ডাক রেস্ত দশ হাজার টাকা! তুমি গাড্ডিল, আমি মাউ। (তাস দেওয়া)

মাউ।—যাও!

গা।—যাও!

(তাস দেওয়া)

মাউ।—ইস্পিং।

গা।—আচ্ছা।

(তাস দেওয়া)

মাউ।—এইবার।

গা।—আচ্ছা।

মাউ।—৬।৪ ফিক্রদানে জিত।

গাড্ডিল আক্‌বর আলী দশ হাজার টাকা হেরে কেঁকে বোল্লেন, "যদি বেশী বেস্ত করো, তবে খেলি নতুবা নয়।"

গণেশজী ঈষৎ হাস্য কোরে বোল্লেন, "তুমি কত বেস্ত কোত্তে পার?"

মাউ।—লাখ্ টাকা।

গা।—এই বৈ ত নয়, আচ্ছা এসো।

এ বাজীতেও আক্‌বর আলী লক্ষ টাকা হার্‌লেন। হেরে উদাস-নয়নে এদিক্ ওদিক্ চেয়ে চেঁচিয়ে ডাক্‌লেন, "সাকী রস্তম!"

রস্তম উপস্থিত। বক্রনেত্রে তার পানে চেয়ে আক্‌বর হুকুম দিলেন, "সিরাজী!"

রস্তম মুহূর্ত্তমাত্র অদৃশ্য হয়ে আধপোয়া পরিমিত এক পেয়ালা সিরাজী এনে উপস্থিত কোল্লে। হাতে কোরে নিয়েই ছোট পেয়ালা দেখে ক্রোধে দুই চক্ষু লাল!—কট্‌মট্ কোরে রস্তমের মুখের দিকে চেয়ে সজোরে দেয়ালের গায়ে পেয়ালা শুদ্ধ এক আছাড় মাল্লেন। "ভারি পিয়াসা, জাস্তি লাও!"

রুস্তম আজ্ঞা পালন কোল্লে। আক্‌বর আলী এক চুমুকে কানায় কানায় একপোয়া পেয়ালা নিঃশেষ কোরে আবার খেল্‌তে আরম্ভ কোল্লেন। খেলা চোল্লো। কোরস্তা, অতিকোরস্তা, দোস্‌, ত্রেস্‌, কাতুর, মাছ, ডাক চোল্‌তে লাগ্‌লো। তৃতীয় দানেও আক্‌বর আলী পাঁচ লক্ষ টাকা হার্‌লেন। ফের্‌ সিরাজী! ফের্‌ খেলা। দু লক্ষ, পাঁচ লক্ষ, শেষে দশ লক্ষ বাকী মৌরস্ত!

চয়নসুখ বিস্মিতনয়নে এই কাণ্ড দেখ্‌ছিলেন, ক্রমে বাড়াবাড়ি দেখে নিবারণ করেন, এই ইচ্ছা, কিন্তু চিন্তামণ গাটিপে বোল্লেন, "প্রত্যহই এই রকম হয়, এরা দশবিশ ক্রোর গ্রাহ্য করে না, বাধা দিলে একে আর হবে, চুপ কোরে থাকাই ভাল।" অগত্যা চয়নসুখ সাম্‌লে গেলেন।

খেলা চোল্‌ছে। এবারে গণেশজী গাড্ডিল, ডাক বিশ লক্ষ টাকা। হাতে মাছ, মনে মনে বড় খুসি, কিন্তু গাড্ডিল বোল্লেই একটু চিন্তা। "যখন আমি জিতেছি, তখন আমার জিত তাস, যদিও হার হয়, ওর টাকা ঐ নেবে, পালাতে পার্‌বো না, আমাকে কেবল দমিয়ে তাড়িয়ে নেবার চেষ্টা কোচ্চে; এবারে ওর হাতে কিছুই দান নাই, কেবল সামান্য দানেই তাড়াচ্চে।" এইরূপ ভেবে উচ্চকণ্ঠে বোল্লেন, "আমি বাপু পালাতে পার্‌বো না, গাড্ডিল মাছ আছি, হারি আর জিতি, জুতে নাও!" এই কথা বোল্লেই মেজের উপর তাস ফেলে দিলেন।

মাছ দেখেই আক্‌বরের চক্ষু স্থির! ফের সিরাজী! গাড্ডিলের জিত!

ফের খেলা! ফের সিরাজী! রোকারুকি, হাঁক্‌ ডাক্‌, মৌরস্ত কবুল, এই রকমে আসর পেকে উঠ্‌লো। গণেশজী কাতুরের উপর

টেক্কা দেখে ফুক্কস বোলে চেঁচিয়ে উঠ্লেন। আবার ওপক্ষে দু হাত সিরাজী সরাপ ফিরে গেল! "হাঃ সাবাস! " বোলে চুম্‌কুড়ী দিয়ে গণেশজী ল্যাফিয়ে উঠে মেজের উপর তাস ফেলে দিলেন! আক্‌বর আলীর সম্পূর্ণ পরাজয়!—রাশীকৃত সোণারূপা কোথায় উড়ে গেল!—আক্‌বর আর একপাত্র সিরাজী টেনে পেয়ালাটা আছ্‌ড়ে ফেল্লেন। সেটা ভেঙে চুরমার্ হয়ে গেল।

আক্‌বর উদাস্ মনে, উদাস নয়নে চারদিক্ চেয়ে দাবদগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় চঞ্চলভাবে পাশের একটা ছোট কামরায় প্রবেশ কোল্লেন। প্রবেশ-মাত্রেই একটা বন্দুকের আওয়াজ হলো!

"এ কি কাণ্ড! কেন এখানে এসেছিলেম! লোকটা মারা পোড়লো না কি!—কি সর্ব্বনাশ!" এইরূপ দারুণ চিন্তায় আকৃষ্ট হয়ে চঞ্চলমুখ স্তম্ভিতভাবে সংজ্ঞাশূন্য অচলের ন্যায় গৃহমধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন, গৃহস্থিত লোকেরা আর তাঁর নিজের নিমন্ত্রক সহচরেরা কোথা দিয়ে কে কোথায় সোরে গেছে, কিছুই জান্‌তে পারেন নাই। যখন একটু চৈতন্য হলো, তখন দেখ্‌লেন, কেউ কোথাও নাই, সব শূন্যময়! চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। বাঁকা বাঁকা সিঁড়ি দিয়ে ৫।৭টা বেরুজ্ কামরা পার কোরে এ ঘরে এনেছে, কিরূপে বেরুতে পার্‌বেন, কি-প্রকারে এই নরককুণ্ড থেকে পরিত্রাণ পাবেন, ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেন না। চাঞ্চল্যে, ভয়ে, সন্দেহে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে সবেমাত্র দরজার পারে পা দিয়েছেন, এমন সময় সহসা দুই দৃঢ়-অস্থি কঠিন-হস্ত তাঁর দুখানি হাত চেপে ধোল্লে। সচরাচর গেম্বিকার আখ্‌ড়ায় আর বদ্‌মাসদের আড্ডায় অপরের অজ্ঞাত চোরা সিঁড়ি, গুপ্ত দ্বার থাকে,—যে সকল তামাসগীর দর্শক সেখানে উপস্থিত ছিল, সকলেই

জুয়ারি, তারা সেই সকল গুপ্তপথ দিয়ে পলায়ন কোরেছে, দুর্ভাগা চয়নসুখ একাকী কোতয়ালীর লোকের হাতে আট্‌কা পোড়লেন!

অষ্টাদশ কাণ্ড।

কোতয়ালী।

সহরের দক্ষিণাংশে কোতয়ালী।—একটা প্রশস্ত একতালা বাড়ী,—ফটকে জরদ রঙ্‌ দেওয়া। বাড়ীর ভিতর দরদালান পার হয়ে সম্মুখে একটা চতুষ্কোণ কামরা। দীর্ঘে ৩০ হাত, প্রস্থেও প্রায় সমান। পাশে পাশে ৪।৫টী ছোট ছোট ঘর। সাম্‌নের ঘরের এক দিক্ কাঠগড়া দিয়ে ঘেরা। তিন পাশে অনেকগুলি দড়ীর খাটিয়া পাতা। ২০।২৫ জন লোক সেই সকল খাটিয়ার উপর শুয়ে, বোসে, আড়িয়ে, গম্ভীর আওয়াজে কতরকম গল্প কোচ্চে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাস্‌ছে, কেউ কেউ মহা আস্ফালন কোরে মাটীতে পা ঠুক্‌চে,—গাঁজার ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার!—সহর-কোতয়াল সহরে বেরিয়েছেন, এখন কোতয়ালীর লোকেরা সকলেই স্বস্বপ্রধান।—সকলেই মুসলমান। সকলের বদনেই দীর্ঘ দীর্ঘ চাঁপদাড়ী। বর্ণে কেউ কালা, কেউ গোরা, কেউ কটা, কেউ তামা।—আকারে কেউ ঢেঙা, কেউ বেঁটে, কেউ কেউ দুইয়ের বার্। পরিধান জানুপর্য্যন্ত এক একটা নীলরঙের পায়জামা। কারো কারো চাপ্‌কান, কারো কারো আঙ্‌রাখা, কেউ কেউ আদুড়। এক একজন ইচ্ছা কোরে কি তাচ্ছিল্য কোরে নাভির নীচে পর্য্যন্ত আদুড় কোরে রেখেছে। হঠাৎ দেখ্‌লেই ঘৃণা জন্মে,—ঘৃণার সঙ্গে ভয়ও হয়।—

একজন একটা চৌপায়ার উপর পা ঝুলিয়ে বোসে গোঁফে চাড়া দিতে দিতে বেসুরো কবির ধরণে এই গীতটী ধোরেছে :—

গীত।

থ্যাকানো যায় না আগুন আর!
(মরি কি বাহার!)
যত সব আজব গুজব, শাকসবজী
পুড়ে হলো ছারেখার!
খোদার মর্জ্জি, দর্জ্জিপাড়ায়
উঠ্‌ছে কেমন হাহাকার!
জল মেলেনা, খোদার কিরে,
দফারফা হয় এবার।
খোদার মেহেরবানি, বেদের বাজী,
মজার বাজী চমৎকার!
কেবল রক্ষা পেলে গয়লাপাড়া,
আর যত সব পোঁসাগার!!
হেঁদুরগার! হেঁদুরগার!!
কি বাহার! কি বাহার!!

গীত শুনে উৎসাহ পেয়ে আরো ৪।৫ জন একসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে দোয়ারকী কোত্তে লাগ্‌লো। প্রজ্বলিত স্ফূর্ত্তি!—কিন্তু শীঘ্রই নির্ব্বাণ হয়ে গেল।—ফটক থেকে সিস্ দিতে দিতে, জুতা ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে মসমস্ শব্দে খোদ কোতয়াল উপস্থিত হোলেন।

' কেয়া গোলমাল হ্যায় ? "

" কুছ্ নেই খোদাওয়ান্দ ! " এক প্রশ্নোত্তরেই তাল ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কোতয়াল একখানি চারপায়ার উপর উপবেশন কোরে আপনার মনে চুরোট্ টান্তে লাগ্লেন। তাঁর আকার খর্ব্ব, বুক ছোট, পেট লম্বা, ঘাড়ে গর্দ্দানে এক, খাট্‌মুগ্‌রো। চক্ষু কটা, নাক চ্যাপ্‌টা, গোঁফ নাই, কাণপর্য্যন্ত থুবি থুবি দাড়ী, মাঝখান কামানো, দু ভাগ করা। মাথায় টাকপড়া, তার উপর একটা বাঁয়ে হেলা মখ্‌মলের তাজ। চোস্ত পোষাক পরা। রঙ্ ফর্সা, বয়স আন্দাজ ৪০ বৎসর। তিনি সজোরে চুরোটের ধোঁয়া উড়িয়ে পার্শ্বস্থ মুন্সীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, " আজ কি কি এজেহার জমা আছে বক্‌স্থ ? "

বক্‌স্থ একখানা বড় কেতাব খুলে একে একে নূতন এজেহারগুলি শুনিয়ে দিলেন, কোনোটাতে কিছু " লো " আছে কি না, তাও চুপি চুপি বোল্লেন, সরদার সেগুলি শুনে চোক্ বুঝিয়ে যেন কি চিন্তা কোল্লেন, আধঘণ্টা কেটে গেল।

চুরোট্ এতক্ষণ আপনার কাম বাজিয়ে ধোঁয়ার শোকে সঙ্কুচিত হয়ে হৃদয়াগুনে ভস্ম হোতে হোতে মনিবের ওষ্ঠভ্রষ্ট হলো, শেষে হস্ত-ভ্রষ্ট হয়ে অনাদরে ভূতলে পোড়্লো।—আল্‌বোলা এলেন, কোটাল-সাহেব চক্ষু বুজে পুনঃ পুনঃ প্রণয়চুম্বনে তাঁর মর্য্যাদা রক্ষা কোচ্চেন, এমন সময় দুজন চৌকীদার দৃঢ়মুষ্টিতে আকর্ষণ কোরে চয়নসুখকে সেইখানে এনে উপস্থিত কোল্লে।

কোতয়াল তাঁর পানে চেয়ে ধৃতকারী চৌকীদারকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, " কি লালীস বাচ্ছা ? "

চৌকীদার দুই হাতে সেলাম বাজিয়ে ধীরে ধীরে উত্তর দিলে,—

"লালমহল্লাব জুয়ার আড্ডায় এক লোক ঘাল্ হয়েছে, নিজে গুলি মেরেছে কি আর কেউ মেরেছে, মালুম নেই, এই লোক সেখানে খাড়া ছিল, পাখ্‌ড়া কোরে আনা গিয়েছে।"

"জমা কর বক্‌সু!"

কোতয়ালের আদেশে বক্‌সু তৎক্ষণাৎ ঐ চৌকীদারের বয়ানগুলি লিখে নিলেন। কোতয়াল আবার বোল্লেন, "এ সহরে শত শত জুয়ার আড্ডা আছে, লাহোরদরওয়াজায় হাজার হাজার বদ্‌মাস বর্‌ওক্ত হাজির আছে, কিন্তু এই লালমহল্লার আড্ডার প্রেমারাবাজেরা সকলের চেয়ে বেইমান; এদের নামে আমাদের বার্ষিক খাতায় একটা তামাও জমা নাই। খুন জখম ত আছেই আছে, কিন্তু দস্তুরমত কাজ কোল্লে কে তাদের ধোত্তে পারে?—এই খুনটা ভাল কোরে কিনারা কোত্তে হবে। অল্লে ছাড়া হবে না।—আচ্ছা,—লাস্‌টা কার জিম্মায় থাক্‌লো?"

"রহিম আলী আর সৈয়দ্‌বক্স।"

"আর দুজন সেখানে যাও।"

"বহুৎ খুব!"

কোতয়ালে ও চৌকীদারে এই রকম কথাবার্ত্তা হলো, আর দুজন বরকন্দাজ সেই প্রেমারার আড্ডায় লাশ চৌকী দিতে বেরিয়ে গেল, থানা জম্‌জমে।

চয়নসুখ কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। কতপ্রকার দুর্ভাবনা তাঁর অন্তরে উদয় হোচ্চে, কত ভয়ে, কত সন্দেহে তিনি আকুল হোচ্চেন, কেবল তিনিই তা বোল্‌তে পারেন। কণ্ঠতালু বিশুষ্ক, উরুবক্ষ প্রকম্পিত, ললাট ঘর্ম্মসিক্ত। তিনি আতঙ্কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইরূপ অবসন্ন হোচ্চেন, কোতয়াল প্রফুল্লচিত্তে পা নাচাতে নাচাতে মুখভঙ্গী কোরে

আল্‌বোলা টান্‌ছেন,—ধোঁয়া উড়াতে উড়াতে গম্ভীরস্বরে চয়নসুখকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, " আজ রাত্রে তোমাকে কোতয়ালীতে আটক থাকতে হবে। "

চয়নসুখ কম্পিতস্বরে আস্তে আস্তে বোল্লেন,—" আমি কি অপরাধ কোরেছি, যদি জান্‌তে পারি, তবে আমার যা বল্‌বার আছে, বলি।"

" অপরাধ?—কেন?—রাত্রিকালে বেআইনী আখ্‌ড়ায়, বেআইনী কাজের মতলবে—জুয়া খেল্‌তে যাওয়া। "

কোতয়ালের বাক্যে চমকিত হয়ে চয়নসুখ বোল্লেন,—"আমি জুয়া খেল্‌তেও যাই নি, সেটা যে, প্রেমারাব আড্ডা, তাও জান্‌তেম না, একজন—"

" চুপ্ রও!—অপরকে ফাঁসিও না।—আপনার পাপের ফল আপনিই ভোগ কর! "

বজ্রস্বরে এই কথা বোলে কোতয়াল কট্‌মট্ চক্ষে চয়নসুখের মুখের দিকে কটাক্ষপাত কোল্লেন। চয়নসুখ আরো ভয় পেয়ে একটু চিন্তা কোরে ধীরে ধীরে বোল্লেন, " জামীন দিয়ে আজ রাত্রের মত খালাস পেতে পারি কি না? "

" না।—এরা বোল্‌ছে, সেখানে একটা লোক ঘাল্ হয়েছে। আত্মহত্যা কি না, কে জানে?—খুন হোলেও হোতে পারে। এর বিশেষ তদারক না হোলে ফৌজদারের হুকুম না পেলে আমরা তোমাকে ছাড়্‌তে পারি না।"

" হত্যা কি আত্মহত্যা, আমি তার কিছুই জানি না, ঘরের ভিতর একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে আছি, একটু পরে চেয়ে দেখি, সেখানে যে সকল লোক ছিল, তারা কেউ নাই, আমার সঙ্গে যে তিনজন ছিল, তারাও নাই! "

কোতয়ালের কথায় চয়নসুখ এই উত্তর দিবামাত্র দুজন চৌকীদার মুখ ফিরিয়ে হেসে আপনা আপনি বলাবলি কোল্লে, "হুঁঃ! এই বোল্‌ছিল, একজন, এর মধ্যে আবার তিনজন হয়ে পোড়্‌লো!—ভারি বদ্‌মাস!—কিন্তু কাঁচা!"

কোতয়াল অনেকক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে একটু নম্রস্বরে বোল্লেন, "আচ্ছা, আকার প্রকারে তোমাকে ভদ্রলোক বোলে বোধ হোচ্ছে, আচ্ছা, তোমাকে গারদে দিব না, ঐ চৌকীদারেরা যেখানে বোসে আছে, ঐখানে গিয়ে বোসো। খবরদার! পালাবার চেষ্টা কোরো না, বিপদ হবে।"

বিশেষ অনুগ্রহ ভেবে চয়নসুখ মৃদুগতিতে চৌকীদারদের একখানি খাটিয়াতে গিয়ে বোসলেন। একটু পরে আর একজন চৌকীদার একটী শীর্ণকায়, ছিন্নবস্ত্র বালককে আকর্ষণ কোরে কোতয়ালের সম্মুখে উপস্থিত কোল্লে। মুখখানি মলিন, রুক্ষ কেশ, সর্ব্বাঙ্গে ধূলা, চক্ষে জল, অতি ম্রিয়মাণ। সেই বালক অনবরত রোদন কোত্তে লাগ্‌লো, নয়নবাষ্পে কণ্ঠ অবরুদ্ধ, একটীও কথা কইতে পাল্লে না? সম্মুখে ভীষণ মূর্ত্তির দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থর্‌থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো।

চৌকীদারকে সম্বোধন কোরে কোতয়াল জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি লালীস বাচ্ছা?"

"এই ছোক্‌রা পথে পথে ভিক্ষা কোরে বদ্‌মাসি কোচ্ছিল, ঘরবাড়ী নাই, কাজকর্ম্ম নাই, বড় বদ্‌মাস্!"

"জমা কর বক্‌স্থ!"

বক্‌স্থ ঐ সকল কথা লিখে নিলেন, ছেলেটীকে গারদে রাখ্‌বার হুকুম হলো।

বালক আরো চেঁচিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লে, "দুদিন আমার খাওয়া হয় নি!—বড় ক্ষুধা, বড় পিপাসা! আমার কেউ নেই!"

তার সে কথা চক্ষের জলেই ভেসে গেল, কেউ ভ্রূক্ষেপও কোল্লে না! চৌকীদার তাকে সজোরে টেনে গারদকূপে নিক্ষেপ কোল্লে!

চয়নসুখ কাতরভাবে কোতয়ালকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এই বালকের অপরাধ কি, ঠিক বুঝ্‌তে পাল্লেম না।"

"অপরাধ?—কেন?—পথে পথে ভিক্ষা করে, থাক্‌বার স্থান নাই, বদ্‌মাস!"

"থাক্‌বার স্থান নাই,—সুতরাং নিরাশ্রয়, সেই জন্যই ভিক্ষা করে; কিন্তু বদ্‌মাস কিসে?—ভিক্ষা কোল্লেই কি বদ্‌মাস হয়?"

"তা হোলেই হলো। ১০।১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাজকর্ম্ম না কোল্লে, থাক্‌বার স্থান না থাক্‌লে, পথে পথে ভিক্ষা কোল্লেই বদমাস হয়। আইনের চক্ষে তাই দেখায়।"

"তাই-ই ত বোধ হোচ্ছে!—কিন্তু আইনের চক্ষু অপেক্ষা আরো তীক্ষ্ণ সূক্ষ্মদর্শী—সর্ব্বদর্শী চক্ষু আছে।"

চয়নসুখ আর নগরপালে এইরূপ প্রশ্নোত্তর হোচ্ছে,—এমন সময় আর একজন চৌকীদার একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আর তার দুটী শিশুকে কাপড় দিয়ে বেঁধে কাঠগড়ায় এনে হাজির কোল্লে। তিনটীই প্রায় বিবস্ত্র, শুষ্ক, কম্পিত, অশ্রুমুখী। চয়নসুখ তাদের দেখেই পূর্ব্বদৃশ্য অপেক্ষা অধিক শোকার্ত্ত হোলেন। নগরপাল পূর্ব্ববৎ গম্ভীরস্বরে চৌকীদারকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—

"কি আসামীর বাচ্ছা?"

"এই তিনজনা আমার হুদ্দোর ভিতর এসে ভারি গোল্‌মাল

বাধিয়েছিল, কেঁদে—চেঁচিয়ে রাস্তার লোককে ভয় দেখিয়েছিল, কিছু-তেই থামাতে পারি নি, আমার কথা গ্রাহ্যই করে না, তাই জন্যে ধোরে এনেছি।"

"জমা কর বক্সু!"

আজ্ঞামাত্র বক্সু তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালন কোল্লেন। আসামীদের গারদে রাখ্বার হুকুম হলো।

বৃদ্ধা চীৎকারশব্দে রোদন কোরে করুণস্বরে বোল্‌তে লাগলো,—"দোহাই সায়েব বাবা! তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের ছেড়ে দাও! আমার ছেলে দুটীকে ছেড়ে দাও!—ওরা—"

"চোপ্‌রাও বুড়ি! তোর বাচ্ছা ছিন্ লেগা! চোপ্‌রাও গাধ্ধী।"

"দোহাই বাবা! আমার ছেলে কেড়ে নিও না, আমার প্রাণ ছিনিয়ে নেও, দোহাই বাবা! ওদের কিছু বোলো না! ওরা সমস্ত দিন খায় নি! আমরা বড় গরিব, বড় কাঙালী!—সন্ধ্যার সময় একজন দাতা একটী পয়সা দিয়েছিলেন, ওরা তাই নিয়ে বাজারে জলখাবার কিন্‌তে গিয়েছিল, এত রাত পর্য্যন্ত ফিরে এলো না বোলে আমি খুঁজ্‌তে বেরিয়েছিলেম। দোহাই বাবা! দোহাই বাদশা-নামদার! ওদের কিছু বোলো না!"

চৌকীদারেরা পাষাণ অপেক্ষাও পাষাণ। তারা ঐ কাঙালিনীর রোদনে, কাকুতি মিনতিতে কর্ণপাতও কোল্লে না, টেনে হিঁচ্‌ড়ে গারদ-ঘরে নিয়ে চোল্লো! চয়নসুখের চক্ষে নিঃশব্দে দরদর অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো। তিনি একটীও কথা কইলেন না। ভাব্‌লেন, "এরা অনুগ্রহ কোরে আমারে এখানে বোস্‌তে দিয়েছে, যদি সকল কথায় কথা কই, রেগে উঠে গারদঘরেই চালান দেবে। অথবা কিছু বলাও

বিফল। এরা পিশাচের দল!—রাক্ষসের দল!—দানবের দল!—এদের হৃদয়ে দয়ামায়ার গন্ধ নাই! শরীরে রক্তমাংস নাই! মনুষ্যত্বের চিহ্নও নাই! নরকের কৃমি!—এদের কাছে সমস্ত সৎকথাই বিফল।” এইরূপ ভেবে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাথা হেঁট কোরে বোসে রইলেন।

রাত্রি আড়াই প্রহর অতীত।—প্রধান কোতয়াল ত্বরান্বিত হয়ে আসন ত্যাগ কোরে প্রভুত্বের স্বরে সকলকে বোল্লেন, “খবরদার লেড়্কা-লোক! খবরদার!—খুব খবরদার!—আসামীলোক ফেরার না হয়।” —হুকুম দিয়েই তিনি আর একটী ঘরের দিকে অগ্রসর হোলেন, তাঁবেদারেরা হাত লম্বা কোরে বক্রভাবে সেলাম বাজালে। সেই সেলামেই রসনার বহুৎ-আচ্ছাশব্দের মৌনলক্ষণ ব্যক্ত হলো। কোতয়াল পাশের ঘরে প্রবেশ কোল্লেন, তাঁর বক্সুও সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেলেন। ঘরে চাবী পোড়্লো।

তাঁবেদারেরা তখন হাল্কা হয়ে ইচ্ছামত পানভোজন কোরে খাটিয়ার উপর আড়িয়ে পোড়ে পরস্পর গল্প আরম্ভ কোল্লে।—কিরূপ গল্প?—তারা কি গল্প জানে?—শুন্লেই বুঝ্বেন। একজন বোল্লে,—“পাখীটা হাতছাড়া করা হবে না। থাকৃতে থাকৃতে পোষ মান্বে।”

আর একজন যেন তার মুখের কথা চুমে নিয়ে তাড়াতাড়ি বোল্লে, “আর আমাদের দাঁড়ে বোসে ছোলা খাবে! মিটা মিটা বুলি বোল্বে।”

“দুটো মাছ ভাই বড্ডো জাল ছিঁড়ে পালিয়েছে।—বড্ডো পালিয়েছে।”

“আবার ভাস্বে।—আবার আস্বে। সাঁতার-জল নয়, হাটু জল।”

" সাঁৎরে মেরে দেব । যাবে কোথায় ? আমরা কি তেমনি বান্দা বাবা । "

" যা বলো যা কও, চোরডাকাত না থাক্‌লে –জুয়া গেঞ্জিফা না থাক্‌লে, গলায় দড়ী, গলায় ছুরী, বন্দুকের গুলি, লাঠীবাজী, খুনোখুনী না থাক্‌লে আমাদের বাঁচা মরা সমান হতো । "

" আরে দূর ।—আসল . কথা ছেড়ে যাচ্চে ।—বিবিলোকের নাম কর্‌ ।—তারা না থাক্‌লে সহরটাই থাক্‌তো না,—বাদশার বাদ্‌শাই পর্য্যন্ত থাক্‌তো না ।—হাম্বেল ভাঙা, ছেনাল্‌গিরি দারমুচ ঠোকা, গয়না চুরি, গলায় ছুরী, জুয়াচুরি, গলাটিপি, প্রেমারার তাড়া, এ সব কোথায় হতো ? "

" আরে ও সব একসঙ্গে স্যা কোরে ন্যাও । বিবির কথা যদি বোল্লে, আমাদের চক্‌-বাজাবে যে সব বিবিলোক আছে, তাদের কাছে কেউ না । বাইজান্‌ পরী ঝক্‌ মারে । "

"আরে তাদের সনে আমার খুব পেল্লয় ।—আমি যখন কাল সঞ্জে-কালে তাজারোকে বেরুই, তখন আশ্‌চম্বিতে একটা পাখী আমার নজরে পোড়্‌লো ;—তার কাছে কাফের ঘেঁস্‌তে পারে না, আমার ইশ্চে হলো, পাখীটা ধরি । কিন্তু দই আল্লা !—ফুক্‌ কোরে উড়ে গেল । "

" কাফেরদের ভারি উৎপাত ! আমাদের বাদ্‌শা কিন্তু হেঁদুর উপর খুব গরম । তিনি বুড়ো বাপ্‌বে কয়েদ কোরে বাদ্‌শাই তক্ত নিয়েছেন, আল্লা সেলামত রাখে, হেঁদুর নামে আমাদের ভারি গুণা আছে । কাফের লোক ভারি বেইমান, বড় নেমকহারাম । ইশ্চে হয়, টুক্‌রো টুক্‌রো কোরে কেটে ফেলাই ! বাদ্‌শা যে আমাদের হাকিমী অপ্লোন কোরেছেন, তাতে আমরা কাফেরদেব খুব জব্দ কোত্তে পারি ।

দেখ্‌লেই শির জুদা কব্‌বার, কি জবাই কর্‌বার হুকুম পেলে আরো মজা হতো, তা না হোলেও আমার সাম্‌নে পোড়্‌লে এক একটা ছল বায়না কোরে বিলক্ষণ ঠুকে দিই।"

"আমি কিন্তু তা দিই না। বেশী ঘুষ পেলেই ছেড়ে দিই।"

কোতয়ালীর লোকেরা পরস্পর এই রকম গল্প কোত্তে লাগ্‌লো। এ ছাড়া তাদের কাছে আর কি কথা প্রত্যাশা করা যেতে পারে? অষ্টপ্রহর বদ্‌মাস্ লোকের সঙ্গে সহবাস, জগতে সাধু লোক, সাধু কথা আছে, তা পর্য্যন্ত যারা জানে না, তাদের কাছে বদ্‌মাসি গল্প ভিন্ন আর কি অধিক প্রত্যাশা করা যায়?—শান্তিরক্ষক নাম ধারণ করে, কিন্তু শান্তির ছায়াও কখনো দেখে নাই। শান্তি তাদের দেখে ভয় পান! যে ভাষায় তারা ঐ সকল কথাবার্ত্তা কইলে, সে ভাষায় দন্তস্ফুট করা দুঃসাধ্য, কাজেই আর এক রকমে তার ভাবগুলি ব্যক্ত করা গেল।

পাঠক মহাশয় এখন ইংরেজের প্রসাদে আমাদের দেশে যে রকম সুন্দর পুলিস দেখ্‌ছেন, তখন এরূপ বন্দোবস্ত ছিল না, এরূপ পুলিস ছিল না, তথাচ এই তেজস্বী ইংরেজী পুলিসেও যখন ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর স্বৈরাচার আছে, তখন দুর্ম্মুখ, দুশ্চরিত্র, নিরক্ষর, কদাচারী, ঘুষখোর যাবনিক পুলিসে যে কি নারকী কাণ্ড ঘোট্‌তো, অনুভবেই বুঝে নেবেন।

ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, চিন্তার্ত্ত চয়নসুখ একে মনঃকষ্টে মহাকাতর, তার উপর ঐ সকল বিরক্তিকর লোকের ঘৃণাকর গল্প শুনে আরো অস্থির হোতে লাগ্‌লেন। তিনি নিমন্ত্রণে এসেছিলেন, হায়!—এখন দারুণ অপমান,—দারুণ বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে অনশনে থানার খাটিয়ার দড়ীর উপর শুয়ে নিশাযাপন কোল্লেন! একটী বারও চক্ষু বুজ্‌তে পাল্লেন না।

ঊনবিংশ কাণ্ড।

ফৌজদারী।—নূতন বিপদ্ !!

রজনী প্রভাত।—সমস্ত রাত্রি জাগরণে নিতান্ত অস্থিরচিত্তে চয়নসুখ গাত্রোত্থান কোল্লেন। অন্তঃকরণে যে দারুণ ভাবনা উপস্থিত, তার পার নাই। নিজে তিনি কি ভাব্‌ছেন, জিজ্ঞাসা কোল্লে বোধ হয়, নিজেও তখন সে কথা বোল্‌তে পাত্তেন না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উদ্বেগ, অনিদ্রা, একসঙ্গে বিদ্যমান; মাথা ঘুর্‌ছে।

ক্রমশঃ বেলা হয়ে উঠ্‌লো, চৌকীদারেরা আহারাদি কোরে প্রস্তুত হয়ে নিজের নিজের গ্রেপ্তারী আসামী সঙ্গে নিয়ে ফৌজদারীতে যাবার আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত। কোতয়ালীতে সকলেই মুসলমান, সুতরাং চয়নসুখের আহারাদি কিছুই হলো না, বলা বাহুল্য। নিমন্ত্রণে এসেছিলেন, সমস্ত রাত্রি উপবাসে গেছে, এখনো উপবাসী হয়ে চৌকীদারদের সঙ্গে বিচারালয়ে চোল্লেন। যারা কিছু গুরুতর অপরাধে অপরাধী, তাদের হাতে হাতকড়ী দেওয়া; কিন্তু রাস্তার লোকে সেটী দেখ্‌লে আরো অপমান, এই ভয়ে তারা গাত্রবসনে হাত দুখানি ঢেকে ঢেকে চোলেছে।

দরিপা-মহল্লায় ফৌজদারী আদালত।—আদালত লোকারণ্য। গৃহমধ্যে একজন বৃদ্ধ মৌলবী আগুল্‌ফ শ্বেত পরিচ্ছদে আবৃত হয়ে একটী উচ্চ আসনে উপবিষ্ট আছেন, তিনিই ফৌজদার। মস্তকের সমুদায় কেশ ধবলবর্ণ, চক্ষে চস্‌মা। পার্শ্বে,—অতি নিকটে একজন পেস্কার। দরজার ধারে ধারে আর্দালীরা, বরকন্দাজেরা সিস্ দিয়ে দিয়ে গোল

থামাচ্চে, কখনো বা হৈ হৈ শব্দে আপনারাই গোল কোচ্চে। পাঁচ সাত জন আসামী সম্মুখে দণ্ডায়মান। ফৌজদার ক্রমাগত ঘাড় বেঁকিয়ে, ঝুঁকে ঝুঁকে পেস্কারের কাণের কাছে মুখ আনছেন, পেস্কারের ঠোঁট অনবরত নোড়্ছে, বোধ হোচ্ছে যেন, তাঁর মুখেই সমস্ত আইন কানুন মূর্ত্তিমান্ আছে। আসামীদের কার কি অপরাধ, পেস্কার নিজেই কেবল সেগুলি শুনিয়ে দিচ্ছেন, অপরাধীদের জবাব শোন্‌বার অপেক্ষা থাক্‌ছে না, জলধরনিস্বনে জরিমানা ও কারাবাসের হুকুম হয়ে যাচ্ছে! চয়নসুখ গতরাত্রে যে কোতয়ালীতে বন্দী ছিলেন, সেই কোতয়ালীর চালানী পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, তার দুটী শিশুসন্তান, আর সেই নিরাশ্রয় বালক আনীত হলো। কোতয়ালীর চালানী আসামীদের সাক্ষী সাবুদ আবশ্যক করে না, কোতয়ালের দস্তখতী চালান দৈববাক্যের ন্যায় অকাট্য! প্রত্যেকের পাঁচ পাঁচ টাকা জরিমানা! যাদের জরিমানা হলো, তাদের সঙ্গে এককড়া কড়িও নাই, চক্ষের জলেই হাকিমের হুকুমে অনুমোদন কোল্লে! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজ দূতেরা সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজের দূতের ন্যায় আকর্ষণ কোরে তাদের হাজত গারদে টেনে নিয়ে গেল।

এই সময় একজন সুপরিচ্ছদধারী মুসলমান যুবক কাঠগড়ার সম্মুখে আনীত হোলেন। বয়স ২৮।২৯ ব'সর, বেশ সুশ্রী; কিন্তু নাসিকায়, ওষ্ঠে, ললাটে ক্ষতচিহ্ন, রুধিরচিহ্ন। যে চৌকীদার তাঁরে গ্রেপ্তার কোরেছিল, সে এজাহার দিলে, "এই ভদ্রলোক গত রজনীতে সুরাপানে মত্ত হয়ে রাস্তায় দাঙ্গা কোচ্ছিলেন, একজন গৃহস্থের সদর দরজায় সজোরে আঘাত কোরে ঘাড় নেড়ে নেড়ে শেয়ালের ন্যায় হুয়া হুয়া ক্যাহুয়া হুক্কা হুয়া ডাক্‌ছিলেন, আমি নিকটস্থ হোলে আমারে ধাক্কা

মেরে ফেলে দিয়ে একথানি হাত ভেঙে দিয়েছেন, কাপড় ছিঁড়ে দিয়েছেন, চাপ্‌রাস ছিনিয়ে নিয়েছেন। আমার চীৎকারে আর চারজন নগরপাল উপস্থিত না হোলে এঁরে গ্রেপ্তার করা কঠিন হতো।"

এজেহার শুনে ফৌজদার সাহেব একবার পেস্কারের মুখের দিকে,—তথনি চস্‌মা উল্‌টে আসামীর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার নাম কি?"

"নাম! কেন?—আমার নাম জহক।"

আসামীর কথায় চমৎকৃত হয়ে মৌলবী সাহেব অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাঁর মুখপানে চেয়ে রইলেন। পেস্কারের সঙ্গে চুপি চুপি কি পরামর্শ হলো। আবার আসামীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "আপনার নাম জহক্ নয়, আমরা আপনাকে চিনি। মির্জা হরক্ শা। আপনি যে কাজ কোরেছেন, এটী আপনার পদের উপযুক্ত নয়। আপনি আমীর লোক।"

"হাঁ,—হাঁ! মির্জা হরক্ শা। যদি তুমি আমাকে আমীর বোলে চেনো, তবে ও সকল তিরস্কার রেখে দাও, বাজে কথা কয়ো না, যদি মেয়াদের কথা বলো, কি কারাগারের ভয় দেখাও, আমার কাছে তা গ্রাহ্য হবে না। তোমাদের যে ক্ষমতা আছে, যেমন দস্তুর আছে, সেই রকমে কিছু জরিমানা কোরে আমারে বিদায় দাও, এত লোকের মাঝখানে অধিকক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে থাকতে চাই না।"

মির্জা সাহেবের দাম্ভিক উত্তরে একটু অপ্রস্তুত হয়ে ফৌজদার-সাহেব পেস্কারের চক্ষে চক্ষু, কর্ণে ওষ্ঠ অর্পণ কোরে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ কোল্লেন, শেষে নম্রস্বরে আসামীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "মীর-সাহেব! আপনি বড় লোক, আপনি বেশ জানেন, এটী আদালত।

আমি এখানে গরিবের প্রতি, বড় মানষের প্রতি সমান বিচার বিতরণ কোত্তে বোসেছি, আইনের চক্ষে সকলেই সমান।"

উচ্চ হাস্য কোরে একটু ব্যঙ্গস্বরে হরক্ শা বোল্লেন, "সকলেই সমান? সকলকেই তুমি সমান চক্ষে দেখো? আচ্ছা, তা যদি হয়, তবে এখনিই আমাকে বিদায় দাও, আমি উপদেশ শুনতে চাই না।"

ফৌজদার আর দ্বিরুক্তি কোত্তে সাহস কোল্লেন না, পেস্কারের সঙ্গে ফুস্ ফুস্ কোরে পরামর্শ কোরে আসামীর দিকে ফিরে বোল্লেন, "দস্তুরমত আপনার আড়াই টাকা জরিমানা করা গেল, চৌকীদারকে প্রহার করা, তুচ্ছ কথা, তাকে বাইরে ডেকে নিয়ে বন্দোবস্ত কোরে মিটিয়ে দিবেন।"

তৎক্ষণাৎ জরিমানার টাকা ফেলে দিয়ে মিরজা হরক্ শা ঘাড় বেঁকিয়ে মস্ মস্ শব্দে বেরিয়ে গেলেন। প্রহারিত চৌকীদারের সঙ্গে আপোসে বন্দোবস্ত হলো, বল্‌বার অপেক্ষা নাই।

এই সময় চয়নসুখ কাঠগড়ায় উপস্থিত। কোতয়াল যেরূপ লিখে পাঠিয়েছেন, তদনুসারেই মোকদ্দমা রুজু। বেআইনী কাজের মতলবে বেআইনী আড্ডায় উপস্থিত হওয়া, আর সেই আড্ডায় আক্‌বর আলী নামে একজন জুয়ারীর মৃত্যু হওয়া, আর সেই মৃত্যু—খুন কি আত্মহত্যা, তাহার নিরাকরণ না থাকা ইত্যাদি হেতুতে এই ব্যক্তি আসামী। পেস্কারের সঙ্গে রীতিমত পরামর্শ কোরে ফৌজদার সাহেব আসামীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "বোধ হয় তুমিই খুন কোরেছ।" এই কথা বোলে হুকুম দিবার উপক্রম কোচ্ছেন, এমন সময় সহর-কোতয়াল ঐ আক্‌বর আলীকে সঙ্গে কোরে আদালতে উপস্থিত হোলেন। মোকদ্দমা হাল্‌কা হয়ে গেল। কোতয়াল বোল্লেন, "আক্‌বর আলী বার বার

প্রেমারায় হেরে আত্মহত্যার অভিপ্রায়ে আপনিই গুলি কোরেছিল, কিন্তু মারা পড়ে নাই, কাণের পাশ দিয়ে গুলিটা বেরিয়ে গিয়েছে। সমস্ত রাত্রি বেহুঁস ছিল, প্রাতঃকালে হুঁস হয়েছে।”

একজনের জায়গায় এখন দুজন আসামী। আত্মহত্যার চেষ্টা করা অপরাধে জুয়ারী আক্‌বর আলী, আর জুয়াখেলার আড্ডায় উপস্থিত হওয়া অপরাধে হতভাগ্য চয়নসুখ। আক্‌বর আলীর তিন মাস কারা-বাস, চয়নসুখের পঞ্চাশ টাকা জরিমানা।

জরিমানার টাকা দিয়ে চয়নসুখ আদালত থেকে বেরুলেন, বেরিয়ে বারাণ্ডায় এসেই একজন চৌকীদারকে দুটী টাকা দিয়ে বোল্লেন, “যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দুটী ছেলে নিয়ে হাজতে আছে, তাদের ১৫ টাকা, আর সেই নিরাশ্রয় বালকের ৫ টাকা জরিমানা আমি দিচ্চি, জমা কোরে দিয়ে তাদের চারটীকে আমার কাছে নিয়ে এসো।” এই কথা বোলে চৌকীদারের হাতে একখান ২২ টাকার মোহর দিলেন। অর্থদাস শান্তিরক্ষক সন্তুষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন কোল্লে। জরিমানা দাখিল হলো, বন্দীরা খালাস পেয়ে চৌকীদারের সঙ্গে চয়নসুখের সম্মুখে উপনীত। বৃদ্ধা সাশ্রুনয়নে থর্‌থর্‌ কোরে কাঁপতে লাগ্‌লো, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ছেলে দুটী ডাক্‌ছেড়ে কেঁদে উঠ্‌লো, অনাথ বালকটী ছল ছল চক্ষে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌লো, মুখে বাক্য নাই।

“ভয় নাই, জরিমানার টাকা দেওয়া হয়েছে, তোমরা খালাস পেয়েছ,—চলো, আমার সঙ্গে চলো, বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিব।” চয়নসুখ ত্রস্তস্বরে এই কটী কথা বোলে তাদের ব্যগ্রতার দিকে ভ্রূক্ষেপ না কোরেই চারজনকে সঙ্গে নিয়ে আদালত থেকে বেরুলেন। পথে একখানি গাড়ী ভাড়া কোরে আপনার বাড়ীতে উপস্থিত হোলেন।

সেখানে ঐ ৪টী উপবাসী জীবকে পরিতোষরূপে ভোজন করিয়ে অনেক রকম মিষ্ট কথা বোলে তাদের প্রবোধ দিতে লাগ্‌লেন। অপরাহ্নে সেই বর্ষীয়সীকে নগদ ১০০ টাকা, তার দুটী ছেলেকে ২০ টাকা, আর সেই নিরাশ্রয় বালককে ১০০ টাকা দান কোল্লেন। বোলে দিলেন, "যখন যা আবশ্যক হবে, আমাকে জানিও, তৎক্ষণাৎ আমি সাধ্যমত সাহায্য কোর্‌বো।"

বালকটী আহ্লাদে গদ্‌গদ হয়ে অপ্রত্যাশিত উপকারীর পদতলে লুণ্ঠিত হোতে লাগ্‌লো, বৃদ্ধা চীৎকার কোরে করযোড়ে পরমেশ্বরের কাছে তাঁর মঙ্গলপ্রার্থনা কোত্তে লাগ্‌লো, চয়নসুখ তাদের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের অবসর না দিয়েই অন্য কথা পেড়ে ভরসা দিয়ে,—আশ্বাস দিয়ে সেদিনের মত বিদায় দিলেন। মনে কোল্লেন, "টাকা অনেক উপার্জ্জন কোরেছি, অনেক ব্যয়ও কোরেছি বটে, কিন্তু আজ যেমন অর্থ-ব্যবহারে মনের তৃপ্তিলাভ হলো, এমন আনন্দ এ জীবনে এক দিনও অনুভব করি নাই!"—বাস্তবিক এইরূপ ব্যবহারেই অর্থ সার্থক।

সন্ধ্যা হলো।—ভৃত্যকে কর্ত্তব্যকর্ম্মের উপদেশ দিয়ে চয়নসুখ একটী নিভৃত গৃহে দ্বাররুদ্ধ কোরে শয়ন কোল্লেন।—বিশ্রামের জন্য শয়ন নয়,—নিদ্রার জন্যও নয়,—চিন্তার জন্য।—তাঁর মনে যে তখন কত চিন্তা, কে তা গণনা করে?—আমি যদি এস্থলে কবি হোতেম, তা হোলে কল্পনাদেবীকে অলঙ্কার পরিয়ে বোল্‌তেম,—"সমুদ্রতরঙ্গমালা গণিবারে পারি।—চয়নের চিন্তাস্রোত বর্ণিবারে নারি॥"

তিনি অধৈর্য্যভাবে আত্মগত উক্তি কোল্লেন, "কি কুগ্রহ!—কি অশুভ-ক্ষণেই কাল সন্ধ্যার সময় বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেম! উপর্য্যুপরি কত বিপদেই যে পোড়্‌লেম, মনে কোত্তে গেলে এখনো গা কাঁপে।—

কোনো দোষে দুষী নই, তবু কত অপমান কত কষ্ট, কত নিগ্রহ!—সকলি গ্রহের ফের!—তা নইলে তাঁরা আমাকে একাকী প্রেমারার আড্ডায় সেই বিপদের মুখে ফেলে আস্‌বেন কেন?—তালজঙ্ঘের কথা ধরি না, তিনি কিছু চঞ্চলস্বভাব, কিন্তু চিন্তামণ আর ধনমুখর্জী তত ভদ্রলোক, তাঁরা আমাকে ফেলে আস্‌বেন কেন?—সকলি গ্রহের ফের!—হয় ত তাঁরা ভেবেছিলেন, আমি তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই আস্‌ছি, বিপদের সময় তাড়াতাড়ি সকল দিকে নজর থাকে না, আমার যেমন ভয় হয়েছিল, তাঁদেরো ত তেমনি,—তাতেই তাঁরা আমাকে ডাক্‌বার অবসর পান নি। আমি যে, সেখানে এক্‌লাটী থাক্‌লেম, সেটী তাঁরা জান্‌তেই পারেন নি। তা জান্‌তে পাল্লে এমন ঘটনা হবে কেন? আমি জন্মাবধি কারো মন্দ করি নি, পরমেশ্বর জানেন, স্বপ্নেও কখনো কারো অনিষ্ট কল্পনা করি নি, লোকে আমার অনিষ্ট কেন কোর্‌বে?—অকারণে কেন আমার শত্রু হবে?—তা যা হোক্, এখানকার কোত-য়ালীর কাণ্ডখানা কি?—শুনেছিলেম,—দিল্লীশ্বরের ভারী দব্‌দবা, তাঁর দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়,—আমার প্রতি তিনি যেরূপ সদয় ব্যবহার কোরেছেন, তাতে কোরে তাঁর মহত্ত্বেরও বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গেছে; কিন্তু এরা সব করে কি? তাদৃশ পরাক্রমশালী রাজার রাজ্যে এত অত্যাচার?—কোতয়ালীর লোকেরা ত অজাগর সর্প।—মুখে এসে না পোড়্‌লে আহার কোত্তে পারে না। নিরীহ ভদ্রলোকেরা,—দরিদ্র অসহায় নির্দ্দোষ লোকেরাই তাদের খর্পরে পড়ে। যথার্থ বদ্‌মাস্‌দের তারা কিছুই কোত্তে পারে না। বদ্‌মাসেরা ধরাই পড়ে না। উঃ! শান্তিরক্ষকদের কি প্রচণ্ড প্রতাপ!—তারা নিজে বদ্‌মাস্‌ নয়, কিন্তু বদ্‌মাস্‌দলের দীক্ষাগুরু!—শুধু কোতয়ালীর কথাই বা কেন,

আদালতেই বা কি কাণ্ড হয়?—বিচারপতি যা মনে করেন, তাই করেন। ধর্ম্মের আসন, ধর্ম্মের গৃহ, ধর্ম্মত বিচার হবে, এই ত কথা;—কিন্তু কোথায় সে ধর্ম্ম?—মুখে বলা হয় বটে, ধনীর প্রতি,—গরিবের প্রতি সমান বিচার, আইনের চক্ষে সকলেই সমান;—কিন্তু কাজে ত তার বিলক্ষণ পরিচয় পেলেম!—বড় মানুষ দেখ্‌লেই ভয়ে জড়সড়, কাঙালগরিব পেলেই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ!—কে দোষী, কে নির্দ্দোষ, তার বিচার নাই, নির্জ্জীব দেখ্‌লেই কোপ্!—ওঃ! কি নিরপেক্ষ বিচার! কি মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম!—কি অপূর্ব্ব সমদর্শিতা!—কথায় কথায় আইনের কথা বলা হয়, কিন্তু আইন পালন করে কে?—উঃ! মানুষ কি ভ্রান্ত! কত বড় দাম্ভিক!—মানুষে আইন প্রস্তুত কোরে স্পর্দ্ধা করে, সে আইনও অনেক জায়গায় পদতলে দলিত হয়!—জগদীশ! তোমার রাজত্বে এখনো এ রকম বিড়ম্বনা আছে?—ধন্য ইন্দ্রজাল তোমার!—ধন্য লীলাখেলা তোমার!—মায়াময়!—সর্ব্বময়! তোমারে নমস্কার!"

এই পর্য্যন্ত বোলে ক্ষুব্ধচিত্তে চয়নসুখ একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেন। সহসা আর এক বিপরীত ভাব তাঁর অন্তরে উদয় হলো। মন অস্থির হয়ে উঠ্‌লো। শুয়ে ছিলেন, উঠে বোস্‌লেন। চিত্ত উদাস। —ভাব্‌লেন, "চিন্তামণি কেমন লোক?—ধনসুখদুলাল কেমন লোক? —কেন?—অকস্মাৎ এ সন্দেহ কিজন্য?—তাঁরা ভদ্রলোক।—যদি ভদ্র-লোক, তবে নিমন্ত্রণের কথা বোলে আমারে জুয়ার আড্ডায় নিয়ে গিয়েছিলেন কেন?—সেইখানেই কি নিমন্ত্রণ?—তা যদি হয়, তবে ত তাঁরাও জুয়ারি হোতে পারেন। আর যদি তামাসা দেখ্‌তে গিয়ে থাকেন, তা হোলে অচেনা জায়গায়, ঘোর নরককুণ্ডে আমাকে ফেলে এলেন কেন?—বোধ হয়, কিছু কুমত্‌লব ছিল।—কেন ছিল, জানি না,

কিন্তু বোধ হয় যেন, কিছু ছিল।—না, এ আমার বৃথা সংশয়। তাঁরা ভদ্রলোক।—তাঁরা আমার অনেক উপকার কোরেছেন, এ সহরে আমার সৌভাগ্যের সূত্রই চিন্তামণ। উপকারী বন্ধুকে অভদ্র বোলে সন্দেহ কোল্লেও পাপ আছে। আমি অকৃতজ্ঞ হব না। পরমেশ্বর! ক্ষমা কর, এমন সন্দেহ আমার মনে আর যেন স্থান না পায়।—না, আবার সন্দেহ হয় কেন?--কথা ভাল নয়।—বোধ হয়, কিছু গোল আছে। মন বড় চঞ্চল হোচ্ছে, কিছুই স্থির কোত্তে পাচ্ছি না। এখন জানাই কারে?—সম্রাট ঔরঙ্গজেব রাজধানাতে নাই, দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধযাত্রা কোরেছেন, দৌলত্‌রামের সঙ্গে এ পর্য্যন্ত জানাশুনা হয় নাই, জানাই কারে?—দিল্লীতে আর থাকতে ইচ্ছা হোচ্ছে না, এখানথেকে চোলে যাই।—হাঁ, সেই কথাই ভাল,—চোলেই যাই।—এখানে ত আমি কারো কিছু ধারি না,--বরং পাওনাদারদের কিছু কিছু বেশীই দিয়েছি, তবে আর ভাবনা কি?—স্থানান্তরে যাওয়াই সৎপরামর্শ। ভাগ্যে ভাগ্যে লোকটা মারা পড়ে নাই, তাতেই আমার প্রাণরক্ষা হয়েছে, নইলে ত খুনদায়েই ঠেক্‌তে হতো। আমি প্রাণের চেয়ে মানকে বড় জ্ঞান করি, বিনাদোষে ফৌজদারী লেঠায় পোড়ে যতদূর অপমান হয়েছে, তাতে আর এ নগরে থাক্‌তে নাই। যে উদ্দেশে দেশ ছেড়ে বেরিয়েছিলেম, তার ত কোনো সন্ধান পেলেম না; তবে আর এখানে কেন থাকি?—কার্‌বারে যা কিছু লাভ পেয়েছি, তাতে কিছুদিন বিনা-কষ্টে কাটাতে পার্‌বো। স্থানান্তরে গিয়ে অন্য কোনো ব্যবসায়েও প্রবৃত্ত হোতে পার্‌বো। এখানথেকে প্রস্থান করাই উচিত। জগদীশ্বর! —সুমতি দাও, আমি দিল্লীসহর পরিত্যাগ করি।"

এইরূপ স্থির কোরে ক্ষুণ্ণমনা চয়নসুখ দরজা খুলে চাকরকে

ডাক্‌লেন।—বোল্লেন, "বিশেষ কাজের জন্য আজ রাত্রেই আমারে স্থানান্তরে যেতে হোচ্চে, তুমি শীঘ্র সব জিনিসপত্রগুলি গুছিয়ে বেঁধে ঠিক্‌ঠাক্ কর।" ভৃত্য আদেশমত সব জোগাড় বন্দোবস্ত ঠিক কোরে দিলে। তাকে গাড়ী আন্‌তে পাঠিয়ে চয়নসুখ গৃহমধ্যে পায়চারি কোচ্ছেন, এমন সময় চার জন লোক সেইখানে প্রবেশ কোল্লে। তিনি চেয়ে দেখ্‌লেন, ফৌজদারীর লোক। দেখেই চোম্‌কে উঠ্‌লেন। ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমরা কি চাও?—এত রাত্রে তোমরা এখানে কি জন্য?"

একজন লোক গম্ভীর আওয়াজে উত্তর কোল্লে, "পরোয়ানা আছে।"

"পরোয়ানা?—কার নামে?"

"আপনার নামে।"

"আমার নামে?—কেন?—কিসের?"

পেয়াদা পূর্ব্ববৎ গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলে, "হাঁ, আপনার নামে!—গ্রেপ্তারি।"

চয়নসুখ কেঁপে উঠ্‌লেন। স্তম্ভিতস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "গ্রেপ্তারি পরোয়ানা?—কি জন্য?—আমি কি কোরেচি?"

"জানেন না?—কাল বৈকালে আপনি ভুজঙ্গলাল হনুমানের গদীতে যে দেড় হাজার টাকার হুণ্ডী ভাঙিয়ে এনেছেন, তার মধ্যে যেখানা হাজার টাকার, সেই হুণ্ডীখানা জাল।"

"জাল?—না।—কখনই সে হুণ্ডী জাল নয়।—আর কার হুণ্ডী দেখে তারা ভুলে আমার নাম কোরে থাক্‌বে। যে ভদ্রলোক আমাকে সে হুণ্ডী ভাঙাতে দিয়েছিলেন, তাঁর কাছে জাল হুণ্ডী থাকা অসম্ভব। সেখানা কখনই জাল নয়।"

"নয় কি হয়, তা আমরা জানি না।—পরোয়ানা পেয়েছি, নিয়ে এসেছি, তোমাকে ছেড়ে যাব না। এই দেখো পরোয়ানা।" এই কথা বোলে পেয়াদা আস্ফালন কোরে সেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দেখালে।

চয়নসুখের মুখ বিবর্ণ হলো। রসনা শুষ্ক হয়ে এলো। জড়িত-স্বরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এই রাত্রেই যেতে হবে?"

"হাঁ, এই রাত্রেই। এখুনিই।"

চয়নসুখ আরো ম্লান হয়ে, আরো মৃদুস্বরে বোল্লেন, "তবে চলো।"

"আরো জাল হুণ্ডী তোমার ঘরে আছে, আমরা তোমার ঘর খানাতলাসি কোর্‌বো।"

"সচ্ছন্দে।"

পেয়াদারা পাতি পাতি কোরে ঘরের সমস্ত স্থান, সমস্ত সিন্দুকবাক্স, সমস্ত আস্‌বাব অনুসন্ধান কোল্লে, কোথাও কিছু নিদর্শন পেলে না। বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে কঠোরস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তুমি এ সব জিনিসপত্র বেঁধে রেখেছ কেন?"

"এই রাত্রে আমি এ সহর ত্যাগ কোরে যাবার ইচ্ছা কোরেছিলেম।"

চয়নসুখের এই উত্তর শুনে একজন পেয়াদা একটু বিকট হাসি হেসে তিনজন সঙ্গীকে বোল্লে,—"ঠিক হয়েছে!—জাল কর্‌বার সরঞ্জাম, জাল হুণ্ডী, সমস্তই সরিয়েছে, এখন আপনিও আড্ডা উঠিয়ে পালাচ্ছিল, বড্ডো এসে পোড়েছি। একটু দেরী হলেই কুমীরকে কলা দেখিয়েছিল আর কি!"—সঙ্গীদের এই কথা বোলে কর্কশস্বরে চয়নসুখকে সম্বোধন কোরে বোল্লে, "হাঁ—হাঁ,—বুঝেছি, বুঝেছি!—ঠিক হয়েছে!—তুমি পালাচ্ছিলে! এখন যমের হাতে পোড়েছ, আর পালাতে পাব না।—বজ্জাত! জালিয়াত!—পাগ্‌ড়ো!— বাঁধো।

চয়নসুখ কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বোল্লেন, "একটু সবুর কর, আমার চাকর বাজারে গিয়েছে, ফিরে আসুক।"

"হি-হি-হি!—ভাবি আহ্লাদ!—সবুর করো!—আমরা ওর বাবার চাকর!—বাঁধ্‌ বেটাকে!—সবুর করো!—উঃ!—বেটা যেন নবাবপুত্র!—বাঁধ্‌ বেটাকে!—বজ্জাত! হারামজাদ! জালিয়াত!"

এইরূপ গর্জ্জন কোত্তে কোত্তে বিকটাস্য ফৌজেরা তাঁকে ধাক্কা মেরে তাঁর দুখানি হাত পেছোন দিকে বেঁধে ফেল্লে!—বেঁধেই ধাক্কা দিতে দিতে ঠেলে নিয়ে চোল্লো। চয়নসুখের নয়নে দরদর ধারে অনর্গল জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো।

সমস্ত রাত্রি তিনি হাজতে থাক্‌লেন। হাতে হাতকড়ি, আসে-পাশে পাহারা। বাড়ীতে কি ঘটনা হলো, ভৃত্য ফিরে এসে তাঁরে দেখ্‌তে না পেয়ে কত কি আশঙ্কা কোচ্চে, এই ভেবে তিনি নিতান্ত আকুল হোতে লাগ্‌লেন:—অন্তরে কেবল এই একটু প্রবোধ যে, "চিন্তা-মণ আমারে হুণ্ডীখানি ভাঙাতে দিয়েছিলেন, সেখানি জাল নয়, তিনি এসে সাক্ষ্য দিলেই আমি খালাস পাব। তিনি খুব ভদ্রলোক, অবশ্যই আমাকে রক্ষা কোর্‌বেন। ধনসুখজীর সাক্ষাতেই আমি তাঁর হাতে সেই হুণ্ডীর টাকা দিয়েছি, তিনিও সাক্ষী আছেন, উভয়েই ভদ্রলোক, এ মোকদ্দমায় কখনই আমি অপরাধী হব না। অবশ্যই খালাস পাব। অবশ্যই তাঁরা আমারে খালাস কোরে নিয়ে যাবেন।" এই আশ্বাসে তত সঙ্কটেও চয়নসুখ একটু আশ্বস্ত। মনে মনে জগৎপিতাকে স্মরণ কোরে উদ্দেশে সেই বিপদভঞ্জন নামে করপুটে প্রণিপাত কোল্লেন। আবার ভাব্‌লেন, "এ বিপদথেকে পরিত্রাণ পেয়ে আর একদণ্ডও এখানে থাক্‌বো না;—কালিই এখান থেকে চোলে যাব।—যাব বটে, কিন্তু এখানে অনেক

গুলি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে,—বিশেষতঃ চিন্তামণ আর ধনসুখদুলাল,—অমায়িক ভদ্র,—অকপট মিত্র,—যাঁরা আমাকে খালাস কোরে দিবেন, তাঁদের পরিত্যাগ কোরে কেমন কোরে যাব ?—নীল কুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার কথা ছিল, পাল্লেম না ;—সেই দিন থেকেই নানারকম ফ্যাঁসাত,- পাল্লেম না ;—কি কোর্‌বো, এ যাত্রা সেটী ঘোটে উঠ্‌লো না।—আবার যদি কখনো সুবিধা হয়,আবার যদি দিল্লীতে আসি, সেই সময় সাক্ষাৎ কোরে কৃতজ্ঞতা জানাব। এ যাত্রা হলো না।"—ভাব্‌ছেন, ঝন্‌ঝন্‌শব্দে দরজা খুলে এক কালান্তক বিকটমূর্ত্তি গারদঘরে প্রবেশ কোল্লে। দেখেই ম্রিয়মাণ বন্দী আতঙ্কে মাথা হেঁট কোল্লেন। প্রায় এক প্রহর বেলা হয়ে গেছে, বায়ুর চলাচল-শূন্য অন্ধকূপের মধ্যে তিনি তার কিছুই অনুভব কোত্তে পারেন নি। সেই ভীষণমূর্ত্তি তাঁরে গারদথেকে বার্‌কোরে নিয়ে গেল। পাঁচ সাতজন চাপ্‌রাসী তাঁরে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে নিয়ে চোল্লো।

আদালতে উপনীত। কাল যিনি এজ্‌লাসে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, আজ আর তিনি নন।—একজন স্থূলাকার, দীর্ঘকায়, চৌগোঁফ্‌ফা, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ বিচারাসনে উপবিষ্ট। পেস্কারী আসনে পূর্ব্বপরিচিত পেস্কার আসীন। গ্রেপ্তারকারী পেয়াদা কৈফিয়ৎ দিলে, "আসামীকে তার নিজের ঘরেই পাওয়া গেছে, খানাতল্লাসীতে আর কিছু মুলুকসন্ধান পাওয়া যায় নি, কিন্তু এ ব্যক্তি আপনার জিনিসপত্র নিয়ে রাত্রেই পালাবার যোগাড় কোচ্ছিল, আমরা ঠিক সময়ে গিয়ে ধরে ফেলেছি।"

বিচারপতি গোঁফে চাড়া দিয়ে ঘাড় নেড়ে গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "হাঁ, হাঁ বুঝা গিয়েছে, এ ব্যক্তি শুধু জাল হুণ্ডী ভাঙিয়েছে এমন নয়, নিজে ভারী জালিয়াত, তল্লাসে কিছু পাওয়া যাক না যাক, সে সব

সরিয়ে ফেলেছে। যখন পালাবার যোগাড়ে ছিল, তখন আর সাবুদ হোতে কিছু বাকী থাকৃছে না।" এই পর্য্যন্ত বোলে আসামীকে সম্বো-ধন কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার নাম কি ?"

"বিজয়লাল সিংহ।"

পেস্কার এই কথা শুনে চমকিতভাবে তাঁর দিকে চেয়ে ব্যঙ্গস্বরে বোল্লেন, "ওঃ! ঠিক কথা! ভারী জালিয়াত! নাম পর্য্যন্ত জাল! আমরা একে চয়নসুখ বোলেই জান্‌তেম, আজ বলে কি না বিজয়লাল! ওঃ! ভারী দাগাবাজ! এই জন্যই তুমি পালাচ্ছিলে, না? আমি সব বুঝেছি, জাল হুণ্ডীখানা ভাঙিয়ে পরশু রাত্রে জুয়া খেল্‌তে গিয়েছিলে, বোধ হয়, খেলেওছিলে, ধরা পোড়ে কাল পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিয়ে গেছ, তখন যদি আমরা জান্‌তেম, তা হোলে কালিই তোমারে দায়রায় চালান দিতেম।"

নূতন ফৌজদারসাহেব পেস্কারের মুখে এই সব কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পোড়্‌লেন। গম্ভীরস্বরে বন্দীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এত গুণ তোমার পেটে? নাম পর্য্যন্ত ভাঁড়াচ্চো? জুয়া খেল্‌বার জন্য জাল হুণ্ডী ভাঙিয়েছিলে?"

বিজয়লাল সাহসের স্বরে ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লেন, "যথার্থই আমার নাম বিজয়লাল সিংহ। ভাঁড়াবার দরকার কি? যখন আমি মহারাষ্ট্রে ছিলেম, সেই সময় সেখানকার লোকেরা আমারে চয়নসুখ বোলে ডাক্‌তো, বাদশাও সেই নাম শুনেছিলেন, কাজেই আমি দিল্লীতে এসে অবধি সেই চয়নসুখনামেই পরিচিত। বাস্তবিক আমার নাম বিজয়লাল। বারাণসীতে আমার নিবাস, আমার পিতার নাম ৺ রূপেন্দ্রলাল সিংহ;—রাজা ভূপেন্দ্রলাল সিংহ আমার পিতৃব্য।

আপনারা আমার কথায় অবিশ্বাস কোর্‌বেন না। আমি ভদ্রলোকের সন্তান। পেস্কারসাহেব যা অনুমান কোচ্ছেন, তা আমি নই। জাল হুণ্ডীও ভাঙাই নাই, জুয়াও খেলি নাই। দায়ে পোড়ে জুয়ার আড্ডায় যেতে হয়েছিল বটে, কিন্তু মনে কোনো কু অভিপ্রায় ছিল না।"

"আচ্ছা—আচ্ছা, তোমার অত কথা শুন্‌তে চাই না, তোমার কিছু সাফাই আছে ?"

"অবশ্য আছে। চিন্তামণ রায় আমারে সেই হাজার টাকার হুণ্ডী ভাঙাতে দিয়েছিলেন, ধনসুখদুলালের সাক্ষাতেই আমি সেই হুণ্ডীর টাকা চিন্তামণের হাতে দিয়েছি। তাঁদের দুজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা কোল্লেই সব সত্য প্রকাশ হবে. আমার অনুকূলে কিছুই প্রমাণ হোতে বাকী থাক্‌বে না"

দস্তুরমত চিন্তামণ আর ধনসুখদুলালকে আদালতথেকে তলব হলো, বিচারপতি এই অবসরে অন্য অন্য মোকদ্দমা শুন্‌তে লাগ্‌লেন, বিজয়লাল পাহারাবেষ্টিত হয়ে কাঠ্‌গড়ার একধারে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেন। মনে দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ দুজন ভদ্রলোক সাক্ষ্য দিলেই এ সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাবেন।

এক ঘণ্টা পরে ঐ দুজন ভদ্রসাক্ষী উপস্থিত। হাকিম প্রথমে চিন্তামণকে শপথ করিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি এই লোককে চেনো ?" জিজ্ঞাসা কোরেই বিজয়লালের দিকে আঙুল হেলিয়ে দেখিয়ে দিলেন। চিন্তামণ একবার তাঁর দিকে চেয়ে দেখেই উত্তর কোল্লেন, "কে, চয়নসুখ ? হাঁ, চিনি।"

"পরশু দিন তুমি একে হাজার টাকার হুণ্ডী ভাঙাতে দিয়েছিলে ?"

"হুণ্ডী ?—আমি ?—কৈ না।—একদিনও না। আমি ওকে হুণ্ডী

দিব কেন? কস্মিন্‌কালেও না।" এই উত্তর কোরেই চিন্তামণ চার পাঁচবার অসম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালন কোল্লেন। বিচারপতি আরক্ত-নয়নে বিজয়লালের দিকে চাইলেন।

দ্বিতীয় সাক্ষী ধনসুখহুলাল। তাঁর সাক্ষাতে চিন্তামণকে হুণ্ডীর হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে কি না, হুজুরথেকে এই প্রশ্ন হোলে তিনি হলফ কোরে বোল্লেন, "টাকা দেওয়া দূরে থাক্, আমি এ লোককে চিনিও না।"

বিজয়লাল যেন বজ্রাহতের ন্যায় স্পন্দহীন হয়ে পোড়্‌লেন। সর্ব্ব শরীর কেঁপে উঠ্‌লো, টস্ টস্ কোরে ঘাম পোড়্‌তে লাগ্‌লো। একরূপ অবস্থায় মনের ভাব কেমন হয়, ভুক্তভোগী না হোলে সেটী সহজে অনুভব করবার পথ নাই। তৎকালে তাঁর মুখের ভাব যেরূপ হলো, কোনো রসনা তা ব্যক্ত কোত্তে পারে না! কোনো লেখনী সেটী বর্ণনা কোত্তে পারে না! কোনো চিত্রকব সেরূপ ছবি চিত্র কোত্তে পারে না! কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে আত্মসম্বরণ কোরে তিনি চিন্তামণের দিকে সজল নয়নে চেয়ে বোল্লেন,—"মহাশয়! আপনি আজ এমন কথা বোল্‌ছেন কেন?—আপনার কি স্মরণ হোচ্ছে না?—সেদিন আপনি বোল্লেন, একটী দুঃখিনী স্ত্রীলোকের সাহায্যার্থ তালজঙ্ঘ হাজার টাকার হুণ্ডী দিয়েছেন, আপনি সেই হুণ্ডীখানি আমাকে ভাঙাতে দিলেন, আমি ভাঙিয়ে এনে আপনার বাড়ীতে গিয়ে ধনসুখজীর সম্মুখে আপনার হাতে টাকা দিলেম, আপনি এখন—"

"বিলক্ষণ!—তুমি ত মন্দলোক নও দেখি!—আকাশে দড়ী দিয়ে মানুষকে ফাঁসাতে পারো যে!—কবে আমি তোমাকে হুণ্ডী ভাঙাতে দিলেম?—কবেই বা তুমি আমাকে টাকা দিলে?—আর

করেই বা কি হলো?—উঃ! ধূর্ত্তের কি চাতুরী!—কতদূর প্রত্যুৎপন্নমতি!—দুঃখিনী স্ত্রীলোক, তালজঙ্ঘ, সাহায্য,—কেমন সব সাজিয়ে সাজিয়ে বোলে গেল!—উঃ! ভারী তৈয়ের লোক!—কোথাকার দুঃখিনী স্ত্রী?—কোথাকার তালজঙ্ঘ?—কে তারা?—কে তাদের চেনে?—হুঁঃ!"

চিন্তামণ এই সকল কথা বোলে বক্রনয়নে বিজয়লালের বিষণ্ণবদনে কটাক্ষপাত কোল্লেন। বিজয়লাল নিরুপায় হয়ে সাশ্রুনয়নে ধনসুখজীর মুখের দিকে চাইলেন। ধনসুখ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে সদয়ভাবে তাঁরে বোল্লেন, "আমার দিকে চাইলে কি হবে বাপু! আমি কি কোর্‌বো বাপু! যা আমি জানি না, তোমার কান্না দেখে তা আমি কেমন কোরে বলি?—দয়া হোচ্ছে বটে, কিন্তু তোমাকে যখন আমি চিনি না, তখন তোমার চক্ষের জল দেখে হলফ কোরে কিরূপে আদালতে মিথ্যা বলি?—কেমন কোরে দেখাসাক্ষাৎ ধর্ম্মে পতিত হই?"

বিজয়লাল নিস্তব্ধ হয়ে মাথা হেঁট কোরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ফৌজদার ও পেস্কার উচ্চ হাস্য কোরে বোল্লেন, "বাঃ! বহুৎ-আচ্ছা সাফাই সাক্ষী আছে! একজন হুণ্ডীর কথা কিছুই জানে না, আর একজন আদৌ আসামীকে চেনেও না!—বহুৎ-আচ্ছা সাক্ষী!"

আদালতশুদ্ধ সকলেই হেসে উঠ্‌লো। বিজয়লাল লজ্জায় মাটী হয়ে গেলেন। ফৌজদার তখন সাক্ষীদের বিদায় দিয়ে আসামীকে দায়রা সোপরদ্দ কোল্লেন। চিন্তামণ ও ধনসুখ হৃষ্টচিত্তে বিপন্ন বান্ধবের দিকে চাইতে চাইতে তাঁর গা ঘেঁসে বেরিয়ে চোলে গেলেন, পেয়াদারা হাতকড়িবদ্ধ বিজয়লালকে ধাক্কা দিয়ে হাজতে নিয়ে গেল!

বিংশ কাণ্ড।

বড়দলের ধর্ম্মনীতি।

পাঁচ সাত দিন অতীত হলো, বিজয়লাল হাজতেই থাক্‌লেন, কবে দায়রার বিচার আরম্ভ হবে, নিশ্চয় জানা নাই। পাঠক মহাশয় এই অবসরে আর একটী দৃশ্যস্থলে আর একপ্রকার কাণ্ড দেখ্‌তে পাবেন। প্রধান মহাজন দৌলতরাম অনেক দিন আপনার নেত্রপথে উপস্থিত হন নাই, তিনি এখন রাজা উপাধি পেয়েছেন, খুব পসার,—খুব মানসম্ভ্রম,—ভারী জল্‌জলাট,—বিখ্যাত বড়লোক। চলুন, আজ একবার তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কোর্‌বেন। তিনি একাকী থাক্‌তে প্রায় কখনই রাজী নন; তবে যেখানে একা থাকা তাঁর স্বার্থ, সেখানে নির্জন ভালবাসেন। এমন কি, নিকটে পশুপক্ষী না থাক্‌লেও আরো সন্তুষ্ট হন।

আজ দৌলতরাম নানাবিধ কাজের ঝঞ্ঝাটে ব্যতিব্যস্ত। মাড়োয়ারী, মার্‌হাট্টা, রজঃপুত, কেঁয়ে, মুসলমান, এই প্রকার নানাদেশের নানাশ্রেণীর পাইকেড়, দালাল, খরিদার তাঁরে বেষ্টন কোরে বোসেছে, সকলের সঙ্গেই তিনি বিষয়কর্ম্মের কথা কোচ্ছেন, জিনিসপত্রের বাজার-দর জিজ্ঞাসা কোচ্ছেন। মুখে হাসি লেগেই আছে, বিষয়-বিশেষে এক একবার গম্ভীরভাব ধারণ কোচ্ছেন। লক্ষের নীচে কথা নাই। সচরাচর লোকে যেমন দু এক টাকাকে তুচ্ছজ্ঞান করে, তিনি তেমনি তাচ্ছিল্যভাবে লাখ দুলাখ টাকার কথা উড়িয়ে দিচ্ছেন। কাগজপত্র, জিনিসের নমুনা একপাশে তুমব হয়ে আছে। ঝাড়া চারদণ্ড

তিনি বিষয়কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে ক্লান্ত হয়ে অনবরত রেসমী রুমালে মুখ মুচ্ছেন, ললাটে দর দর ধারে ঘাম পোড়্‌ছে, দুজন চাকর অবিশ্রান্ত আড়ানী হাঁক্‌রাচ্ছে, মাঝে মাঝে আলবোলার ধোঁয়া উড়্‌ছে। বেলা প্রায় তিন প্রহর। কার্‌বারী লোকেরা বিদায় হলো, তিনি খোলাসা হয়ে বিশ্রামগৃহে প্রবেশ কোল্লেন। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, একা থাকা তাঁর পক্ষে বড় কষ্ট।—এত পরিশ্রান্ত হয়েছেন, গৌরবর্ণ মুখখানি ঘোর রক্তবর্ণ হয়েছে, একত্রে দুটী কথা কইতেও যেন ক্লেশ বোধ হোচ্ছে, তথাচ যেন কোনো সুহৃৎলোকের আশু আগমন প্রতীক্ষা কোচ্ছেন। যার যাদৃশী ভাবনা, তার সিদ্ধিও তাদৃশী। অতি শীঘ্রই তিনি দুজন পরিচিত আত্মীয়ের মধ্যবর্ত্তী হোলেন। একজন প্রথম পরিচিত জহর-মল, দ্বিতীয় হেম্মত্‌রাম। পাঠক মহাশয় একটীবার মাত্র এই দুই মূর্ত্তি নিরীক্ষণ কোরেছেন, সুতরাং এঁদের কিছু বিশেষ পরিচয় আব-শ্যক। জহরমল শ্যামবর্ণ, গড়ন মাফিকসই, বয়স অনুমান ৩০।৩২ বৎসর। হেম্মত্‌রাম জোঁদা কালো, আকার কিছু দীর্ঘ, অবয়ব অপেক্ষা হাত দুখানি বেমানান লম্বা, মাথায় কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল, বয়স অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর। জহরমল পল্লীগ্রামের একজন বড় মানুষের পোষ্যপুত্র, আর হেম্মত্‌রাম একজন বনিয়াদী বড়লোকের প্রপৌত্র। জহরমলের একটী পরমসুন্দরী উপপত্নী আছে। বেশ নাচ্‌তে পারে, গাইতে পারে, সহরে খুব নামসম্ভ্রম, টাকাও বিস্তর, অনেক রাজারাজ্‌ড়া,—অনেক আমীর-ওমরাও তার খপ্‌পরে পোড়ে ফতুর হয়েছেন, কেউ কেউ জেলে গিয়েছেন, তথাচ এখনো অনেক পতঙ্গ ইচ্ছা কোরে সেই জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিতে নিতান্ত উৎসুক। সেই মনোমোহিনী মায়াবিনীর নাম বিরজা।

বয়স কিছু ভারী, যৌবনের হাবভাব,—যৌবনের কেলিরস এখন পরিপক্ক। প্রজাপতির অনুগ্রহে তিনি একটী কন্যার জননী হয়েছেন। কন্যার নাম ফিরোজা। বয়স ১৬ বৎসর।—পূর্ণ ষোলকলা, —পূর্ণযুবতী।—সেটীও জননীর ন্যায় সুন্দরী, বয়োধর্ম্মে বরং কিছু বেশী। জহরমল সৌভাগ্যক্রমে সেই কন্যার জননীর প্রেমানুরাগী নায়ক। হেমন্তরাম এ সৌভাগ্যে বঞ্চিত। উভয়ে বিলক্ষণ বন্ধুত্ব আছে, বাহ্য মিলনে হরিহর আত্মা বোল্লেও চলে, সুতরাং উভয়েই একসঙ্গে বিরজার বাড়ীতে গতিবিধি করেন। হেমন্তরামের স্বর অতিশয় কর্কশ হোলেও আমোদপ্রমোদে, রসালাপে খুব অমায়িক, বেশ সুরসিক। কিন্তু আমাদের কেমন দুর্ভাগ্য, প্রথম দর্শনেই বিরজা তাঁরে পিতৃসম্বোধন কোরেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে সেটী তাঁর সৌভাগ্য। উপযুক্ত নাত্নীটী তাঁর প্রতি নিতান্ত অপ্রসন্ন নয়। ফিরোজা যদিও এক জনের অর্থশৃঙ্খলে,—আর যদি হয়, প্রণয়শৃঙ্খলে বাঁধা, তথাচ অবকাশকালে মাতামহের সেবা-শুশ্রূষায় তাল ফাঁক দেয় না, সে পক্ষে বিশেষ অনুরাগবতী।

জহরমল বড় মানুষের দত্তকপুত্র বটেন, অনেক বিভবের উত্তরাধিকারী, কিন্তু ব্যবহারদোষে প্রায় সমস্ত সম্পত্তিতেই জল দিয়েছেন। তাঁর টাকায় পৃথিবীর একটীও জীব কোনপ্রকারে কখনো কিছুমাত্র উপকৃত হয় নাই; নিজের ধনে তিনি নিজেই উপকৃত ও অপকৃত। যখন বিষয় ছিল, তখন হাতে টাকা না থাক্লে দোচোকো খত লিখেছেন,—সিকি সুদ, অগ্রিম সুদ, দশ হাজারের খতে আট হাজার গ্রহণ, এই রকমে সমস্ত উত্তমর্ণের কাছে তিনি ঋণী। যৌবনে পদার্পণ কোরে অবধি তিনি বীরাদেবীর পরম ভক্ত, বীরাচারে প্রকৃত ভৈরবীচক্রের

বীরাচারিগণকেও পরাস্ত কোরেছেন! অষ্টপ্রহর সেই ইষ্টদেবীর সেবায় নিযুক্ত! অধিক কথা কি, শেষ রাত্রে শয়ন করেন, প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ কর্‌বার অগ্রে কিঙ্কর-কিঙ্করীরা সুধাপূর্ণ রজতপাত্রে দুই তিনবার তাঁর পবিত্র রসনার অভিষেক না কোল্লে তিনি গাত্রোত্থান কোত্তে পাবেন না! যখন তিনি দেখ্‌লেন, ঋণে ঋণে মস্তক বিক্রীত হয় হয় হয়েছে, সেই সময় হেম্মত্‌রামের পরামর্শে সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি নিঃশেষে হস্তান্তর কোরে ফেল্লেন। একজন মহাজন সেই সময় কৌশলে আপনার পাওনা আদায় কোরে নিলেন, অবশিষ্ট সকলেই ফাঁকীতে পোড়্‌লেন। যে সময় এই কাণ্ড ঘটে, সেই সময়ে হেম্মত্‌রাম বরের ঘরের পিসী ও কোনের ঘবের মাসী হয়ে তিন কুল রক্ষা কর্‌বাব চেষ্টা কবেন; জহরেব কুল, বিরজাব কুল, আর নিজের কুল!—জহবমলকে, বিরজাকে, তৎকালো চিত সৎপরামর্শ দেন, যাতে তাঁদের চিরজীবন সুখে কাটে, তাব বন্দোবস্ত করেন, তিনি তখন উভয়েরি পরম হিতৈষী।

জহরমল বিষয় বিক্রয় কোরে একজন উত্তমর্ণকে মায়সুদ সমস্ত টাকা দিয়ে প্রায় ৮১ হাজার টাকা নিজে পান। সেই টাকাগুলি তিনি বিরজাকে দান করেন। অস্থাবর সামগ্রীগুলিও বিরজার বাড়ীতে আনা হয়। ঐরূপে ন্যস্তধনের ব্যবস্থা কোবে জহরমল ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করেন যে, "যতদিন জীবন থাক্‌বে, ততদিন পরস্পর ছাড়াছাড়ি হবে না, ঐ টাকার উপস্বত্বেই উভয়ের দিন চোল্‌বে।" বিরজাও ঐ বয়ানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। একখানি দলীলে এই প্রতিজ্ঞা দুটী লেখাপড়া কর্‌বার জন্য হেম্মত্‌রাম একদিন কাজীসাহেবের ব্যবস্থা আন্‌তে যান। কাজীর দর্শনী ও বারবরদারী জহরমলের শিরেই বার পড়ে। কিন্তু গণিকাব সংশ্লিষ্ট বোলে কাজী সাহেব সে ব্যবস্থা দিতে নাবাজ হন।

হেম্মত্রাম হতাশ হয়ে সহরের সেওড়াতলার নামজাদা ঠক্ চাচাকে মুরুব্বি ধরেন। তিনি আশুতোষ,—ধর্বামাত্রই কাজ রফা। হরিদাসের "গুপ্তকথার" নাবাণ গাঙুলী অথবা টেক্‌চাঁদ ঠাকুরের ঠক্ চাচাও তাঁর কাছে কোল্‌কে পান না! তিনি এক মোহরেই ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন। দলীল লেখাপড়া হয়ে গেল। কাজীর ব্যবস্থা এনেছি বোলে হেম্মত্রাম বুক ঠুকে বাহাদুরী ফলাতে লাগ্‌লেন। সেই সময় আরো একটী নূতন বন্দোবস্ত হয়। বিরজা যে বাড়ীতে থাকেন, সে বাড়ীখানি তেতালা। হেম্মত্রামের অমতে তখন এই স্থির হলো যে, তেতালার ঘরে জহরের বিবাহিতা স্ত্রী অবস্থান কোর্‌বেন, বিরজা, ফিরোজা, আর তাঁদের অন্যান্য লোকেরা দোতালার ঘরেই থাক্‌বেন। সেই বন্দোবস্ত মুখেই বাহাল আছে;—কার্য্যে পরিণত হয় নাই। হেম্মত্রাম লোকনিন্দার ভয় দেখিয়ে সে সংকল্পে নিরস্ত করেন। বিনাস্বার্থে তিনি যে, প্রতিবাদী হয়েছিলেন, এমনটী বোধ হয় না। যা হোক্, জহরের স্ত্রী বিরজার বাড়ীতে বিরাজ কোল্লেন না। জহরমল একবার মহাজনের উপদ্রবে কারাবাসী হয়েছিলেন, সে সময় বিরজার পরম আনন্দ। বনের পাখী বনে চরা কোরে যে আনন্দ পায়, পিঞ্জরে কি তা কখনো সম্ভবে?—কখনই না।—সুতরাং নায়কের কারাবাসে স্বাধীনা নায়িকার পরম আনন্দ। হেম্মত্রামও সেই সুযোগে বিলক্ষণ আধিপত্য কোরে লন। ভাল ভাল হীরা,—বড় বড় পান্নার আংটীগুলি হেম্মতের দশ আঙুলে শোভা পেতে লাগ্‌লো। অন্তরে অন্তরে আরো কত শোভা, রসজ্ঞ পাঠক মহাশয় অনুভবেই সেগুলি বুঝ্‌তে পার্‌বেন। বাস্তবিক জহরমল আর হেম্মত্রাম উভয়ে যেন দুটী মুখোমুখী মাণিকজোড়।

দৌলতরাম তাদের সমাদরে অভ্যর্থনা কোরে স্বাগতপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেন ; তাঁরাও অভিবাদন কোরে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হোলেন। উপস্থিতমত তুটী চারটী কথোপকথনের অবসরে জহরমল একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে ক্ষুণ্ণস্বরে বোল্লেন, " বিধাতার বিড়ম্বনায় লোকের দশচক্রে পোড়ে আমি দেউলে হয়ে গেছি ! "

এই কথা শুনে একটু হেসে দৌলত্রাম ভ্রস্তস্বরে বোল্লেন,— "দেউলে হয়েছ ?—তবে ত বিলক্ষণ এক হাত মেরে দিয়েছ !—আজ্কের কালে যারা দেউলে হোতে পারে, তাদেরি সবজিত !—মহাজনদের ঠকিয়ে সব বিষয়আশয় বেনামী কোরে খোলসা হয়ে হাতধুয়ে বেরোবার এমন পন্থা,—এমন ফন্দী আর দ্বিতীয় নাই। তুমি এটীকে বিধাতার বিড়ম্বনা বোলছো, অমন কথা বোলো না, আজ্কের বাজারে দেউলে হওয়া বিধাতার করুণা।—যারা দেউলে হয়, আমি তাদেব বড় ভালবাসি। তুমি দেউলে হয়েছ, আমার কাছে তোমার বিশ্বাস নষ্ট হবে না। যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস ঠিক থাক্বে। আমি তোমাকে যতদূর চিনি, তাতে গৌরব কোরেই বোল্তে পারি, তুমি আমাদের মূর্ত্তিমান বিশ্বাস। এই হস্তিনাপুরীতে পূর্ব্বে কৌরবসভায় কুরুরাজ অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্রের যেরূপ অখণ্ড বিশ্বাস ছিল, এই দিল্লীসহরে দৌলত্সভায় এখন তোমারও সেইরূপ অপ্রতিহত বিশ্বাস।—তা যা হোক্, এখন সকলের চক্ষে ধূলা দিয়ে কত টাকা দাঁও মেরেছ বল দেখি ? "

পাশমোড়া দিয়ে ফিরে বোসে হেমন্ত্রাম দম্ভ কোরে বোল্লেন, " তা মহারাজ ! বিলক্ষণ হাত মারা গিয়েছে ! আমার হাতে যখন কাজ, আমি যখন এর ভিতর আছি, তখন আপনার আশীর্ব্বাদে বিলক্ষণ কাজ হাসিল্ কোরে দিয়েছি ! পৃথিবীর সকল লোকেই আমাকে চেনে।

আমি যা বলি, সকলেই বিশ্বাস করে। জগতের সব খবর আমি রাখি। যা আমি বোল্‌ছি, একটীও মিথ্যা হবার নয়।—সকলকে ফাঁকী দিয়ে জহরমলের তহবিলে কম্বেশ ৮১ হাজার টাকা নগদ জমা দিয়েছি, তা ছাড়া জহরাত, আস্‌বাব, শালরুমাল,—তৈজসপত্র, সমস্তই বজায় রেখেছি। আমার বুদ্ধির দৌড় কি সামান্য?—শুনুন মহারাজ! ঐসকল টাকা আর জিনিসপত্র সমস্তই বিরজার নামে দান করা হয়েছে। এ কি কম ফিকির এঁটেছি?—কিছুই ধোত্তে ছুঁতে নাই। জলে উলে এত মাছ ধোরেছি, গায়ে একটুও পাঁক লাগে নি! একি যার তার কাজ মহারাজ?"

"হাঁ—হাঁ, আমিও তাই বলি! তুমি একজন খুব বাহাদুর! ঠিক ফিকির এঁটেছ,—আচ্ছা ফন্দী বার কোরেছ!—তুমি যখন এর ভিতর আছ, তখন সকল দিকেই পাকাপাকি হবে, এতে আর সন্দেহ কি? বুদ্ধিতে তুমি শচীপতি সুররাজের তুল্য, শৌর্য্যে তুমি মহাশূর মহিষাসুর অবতার!—খুব বাহাদুর!"

এই কথা বোলে দৌলত্‌রাম একেবারে হেমন্ত্‌রামকে আকাশ পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দিলেন। হেমন্ত এই সাধুবাদ শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে মনের উৎসাহে হাত পা নেড়ে কত কথাই কইতে লাগ্‌লেন।—রাজা দৌলত্‌রাম তাঁরে ঠাণ্ডা কোরে জহরমলকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আচ্ছা, সেদিকের ত একরকম ঠিকঠাক্ হয়ে চুকে গেছে, তবে এখন বল দেখি, এখানে কি মনে কোরে আসা?"

জহরমল একবার মাথা চুল্‌কে হেমন্ত্‌রামের মুখের দিকে চেয়ে ঠোঁটমুখ চেটে ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লেন, "আজ্ঞা মহারাজ! আপনার অনুগ্রহই আমার সব। আপনার অনুগ্রহ ভিন্ন আমার আর উপায়ান্তর

নাই। আমি বড় নাচারে পোড়েছি, আপনি রক্ষা না কোল্লে আর কে রক্ষা কোর্‌বে?—আমার কিছু টাকা আবশ্যক হয়েছে।"

"টাকা?—কেন?—তত টাকা হাত মেরেছ, আবার টাকা?"

"হাতে আর কৈ মহারাজ! সে সব যে পরহস্তগত।"

"হাঁ, তা বটে, কিন্তু টাকা আমি এখন তোমাকে দিতে পাচ্চি কৈ?—তুমি এখন বিষয়আশয় বেহাত কোরেছ, জামীন কি থাকে?—না, টাকা আমি তোমায় দিতে পারি না। স্পষ্ট কথা।"

এই পর্য্যন্ত বোলে রাজা দৌলত্‌রাম একটু চিন্তা কোরে আবার বোল্লেন, "তবে হাঁ, বিরজা যদি তোমার সঙ্গে এক খতে সই দেয়, তা হোলে দিতে পারি।"

জহরমল ঘাড় হেঁট কোরে মাথা চুল্‌কে ধীরে ধীরে বোল্লেন, "তা কেমন কোরে হয় মহারাজ! বেশ্যার সঙ্গে কেমন কোরে এক খতে একত্রে সই করি?"

"তবে কেমন কোরে হয়? তুমি একা এখন কি সাহসে টাকা ধার কোত্তে চাও?"—দৌলত্‌রাম এই প্রশ্ন কোরেই হেম্মত্‌রামের মুখের দিকে চাইলেন।

বসন্তের কোকিল, সময়ের সখা, অসময়ের কেউ নয়। ফাঁদে পা দিতে চায় না। হেম্মত্‌রাম মাথা হেঁট্ কোল্লেন।

জহরমল অনেক কাকুতিমিনতি কোরে বারবার দুঃখ জানাতে লাগ্‌লেন। দৌলত্‌রাম একটু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কত টাকা?"

"আজ্ঞা, ১৫ হাজার। এই টাকা হোলেই আপাততঃ আমি লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি।"

অনেকক্ষণ চিন্তা কোরে দৌলত্‌রাম মনে মনে ভাব্‌লেন, "দেওয়াই যাক্। আমার টাকা কোথাও যাবে না।—জলেও ডুব্‌বে না,—আগুনেও পুড়্‌বে না।—লোকটাকে হাতে রাখা চাই, এর দ্বারা অনেক কাজ পাওয়া যায়, নিতেও হবে। দেওয়াই যাক্।" এইরূপ চিন্তা কোরে গম্ভীরস্বরে আবার বোল্লেন, "আচ্ছা, তোমাকে আমার অবিশ্বাস নাই, ১৫ হাজার টাকা তুমি না দিলেও আমার কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্তু দেখো, পারৎ-পক্ষে উড়িয়ে দিবার চেষ্টা কোরো না। চেষ্টা কোরো, পরে সেই নামটা যাতে সই করাতে পারো। নালীস কোল্লে ত লোকে জান্‌তে পার্‌বে, তুমি যখন দেবে বোল্‌ছো, তখন আর নালীসের,—লোকলজ্জার ভয় কি? এখন একাই সই কোরে দাও, টাকা দিচ্ছি।"

জহরমল আহ্লাদে উৎসাহিত হয়ে তৎক্ষণাৎ খত লিখে স্বাক্ষর কোরে দিলেন। দৌলত্‌রাম ১০ হাজার টাকার হুণ্ডী আর নগদ ৫ হাজার টাকা প্রদান কোল্লেন। মনে মনে ইচ্ছা, ওরা উঠে গেলেই বাঁচেন।

টাকা পেয়ে জহরমল অভিবাদন কোরে বোল্লেন, "আপনি দয়ার সাগর, আপনার কাছে আমি চিরজীবন ঋণী থাক্‌লেম।" এইরূপে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পুনরায় অভিবাদন কোরে হেম্মত্‌রামের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

দৌলত্‌রাম আবার একাকী হোলেন।—মনে মনে মহা খুসি।—তাঁরা বেরিয়ে যাবামাত্রই হুঁহুঁস্বরে গান কোত্তে কোত্তে সেই খতখানি উল্‌টে পাল্‌টে দেখ্‌লেন। একবার দেখেন, একবার হাসেন। শেষে একটী লেখনী হস্তে লয়ে আপনা আপনি বোল্লেন, "হুঁঃ!—আমাকে ফাঁকী দেওয়া আট পাটী দাঁতের বর্ম্ম।—এখনি আমি এই আটঘাট

বেঁধে রাখ্‌লেম। বিরজার হাতের লেখা আমি অনেকবার দেখেছি। আমি অনেক রকম অক্ষর লিখ্‌তে পারি।" এই পর্য্যন্ত বোলে গান কোত্তে কোত্তে সেই খতের নীচে স্বহস্তে এই কটী কথা লিখ্‌লেন।ঃ—

"আমিও এই খতের টাকার জন্য দায়ী থাকিলাম ইতি।

শ্রীমতী বিরজা বাই।"

স্বাক্ষর দেখেই পরম আনন্দ! "ঠিক লিখেছি! বাঃ!—কে বোল্‌বে যে, এ লেখা বিরজার হাতের নয়?"—মনে মনে এইরূপ শ্লাঘা কোত্তে কোত্তে রাজা দৌলত্‌রাম সেই খতখানি বাক্সের মধ্যে চাবীবন্ধ কোল্লেন। সবেমাত্র বাক্সটী সরিয়ে রেখে বোসেছেন, এমন সময় একজন কিঙ্করী এসে সংবাদ দিলে, "একটী স্ত্রীলোক পাল্‌কী কোরে অন্দরমহলে এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা কোত্তে চান।"

"স্ত্রীলোক!—অ্যাঁ?—স্ত্রীলোক!—কোথা থেকে এসেছে?—অ্যাঁ?—চলো,—চলো!—আমি শীঘ্র যাচ্ছি!"—ব্যস্তভাবে উৎসাহের স্বরে এই কটী কথা বোলেই রাজা তাড়াতাড়ি আসনথেকে গাত্রোত্থান কোল্লেন।—ভৃত্যকে ডেকে বোলে দিলেন, "দেখ্‌, যদি কেউ আসে, বলিস্‌, আমি বাড়ী নাই।" এই আদেশ দিয়েই শশব্যস্তে কিঙ্করীর সঙ্গে অন্দরে প্রবেশ কোল্লেন।

রমণী যে ঘরে ছিলেন, রাজা দৌলত্‌রাম সেই ঘরে প্রবেশ করবামাত্রই একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য উপস্থিত হলো। যেন একটী পূর্ণচন্দ্র গৃহমধ্যে শোভা পাচ্ছিলেন, অকস্মাৎ নীলবর্ণ মেঘ এসে যেন সেই চন্দ্রমণ্ডল ঢেকে ফেল্লে। কামিনী অনাবৃত বদনেই বোসে ছিলেন, রাজাকে দেখেই নীলবসনে অবগুণ্ঠনবতী হয়ে শশব্যস্তে উঠে পাশের ঘরের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। গৃহমধ্যে যেন চপলা খেলা কোল্লে!

এই অপরিচিতা সুন্দরীর গড়ন নাতি দীর্ঘ, নাতি হ্রস্ব ;—ফুট্ গৌরবর্ণ, দুধে আল্তামিশ্রিত ;—মুখখানি প্রস্ফুটিত পদ্ম ; উভয় গণ্ডে আলোহিত আভা ; ঠোঁট দুখানি পাত্লা,—প্রকৃতিরঞ্জিত গোলাপী রেখায় সুরঞ্জিত, বেশ টুক্টুকে ;—তার ভিতর দিয়ে ছোট ছোট মুক্তার ন্যায় দশনপংক্তি বিকাস পাচ্ছে ;—নাসিকা সমুন্নত ;—চক্ষু দুটী ভাসা ভাসা, ঈক্ষণ তেজস্বী,—যৌবনগর্ব্বে তেজস্বী ;—নয়নে আর ওষ্ঠে সাক্ষাৎ সৌদামিনী মূর্ত্তিমতী।—ভ্রূযুগল ঠিক যেন মকরকেতুর শরাসন। কাণের দুপাশে অলকগুচ্ছ সুকুঞ্চিত ;—পৃষ্ঠদেশে কৃষ্ণকেশ বেণীবদ্ধ বিলম্বিত ; সমস্ত অবয়ব পূর্ণসৌষ্ঠবে পরিণত। যৌবনসুলভ উরসের পূর্ণতায় সুন্দরী কিছু নমিতাঙ্গী। পরিধান নীলাম্বরী পেসোয়াজ ; তার উপর পীতাম্বরী ওড়্না ;—দুহাতে দুগাছি হীরাকাটা বালা ;—তা ছাড়া আর কোনো অলঙ্কার নাই ;—বয়স ২১।২২ বৎসর। নাম শশিবালা।

রাজা দৌলত্রাম সতৃষ্ণনয়নে সেই মোহিনীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ কোত্তে লাগ্লেন। কে তিনি, কোথা থেকে এসেছেন, কেন এসেছেন, কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেন না। প্রথমে সহসা জিজ্ঞাসা কোত্তেও সাহস হলো না। একখানি আসনে আসীন হয়ে একদৃষ্টে সেই অবগুণ্ঠনাবৃত বদনের দিকে চেয়ে আছেন ; বসনের সূক্ষ্মতা ভেদ কোরে সুধাংশুবদনার সুধাংশুবদনের দীপ্তি ফুটে বেরুচ্ছে, তাই দেখেই দৌলত্রামের নয়নচকোর পরিতৃপ্ত হোচ্ছে। সুন্দরী একজন কিঙ্করীকে প্রতিনিধি রেখে প্রথমে দুটী কথা রাজাকে জানালেন। “আমি কে, তা আপনি জানেন না ; কিন্তু আমি একাকিনী অসময়ে রাত্রিকালে আপনার বাড়ীতে এসেছি। আপনি এতে কিছু দূষ্যভাব ভাব্বেন না। আর আমি আপনার শরণাপন্ন।”

দৌলত্‌রাম যথোচিত শিষ্টাচারে উত্তর দিলেন, "বরং যথেষ্ট অনু-গ্রহই ভাব্‌বো। এ আপনার নিজের বাড়ীই ভাব্‌বেন।"

"আপনার এম্‌নি মহত্ত্বই বটে!—নাম শুনেই আমি আপনার আশ্রয় নিয়েছি। আমি বড় অভাগিনী।—চিরদুঃখিনী নই, কিন্তু বিধাতা আমারে বড় দুঃখিনী কোরেছেন!"

কিঙ্করীকে মধ্যবর্ত্তিনী রেখে শশিবালা এই কটী কথা বোল্লেন বটে, কিন্তু পরিচারিকাকে প্রতিনিধিত্ব কোত্তে হলো না। তিনি এত ডেকে ডেকে ঐ কথাগুলি বোল্লেন যে, রাজা তা তাঁরি মুখেই স্পষ্ট স্পষ্ট শুন্‌তে পেলেন। জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কতক্ষণ আর আমাকে অন্ধকারে রাখ্‌বে?—কে তুমি, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না, ভদ্রলোকের কন্যা, পাছে কোন রকমে অসম্ভ্রম হয়, সেই ভয় বড় করি। মিনতি কোচ্চি, পরিচয় দাও, আর কেনই বা তুমি দুঃখিনী হয়েছ, স্পষ্ট কোরে বলো।"

শশিবালা ইতস্তত কোরে আর একটু ঘোম্‌টা ঝুলিয়ে দিয়ে দেয়া-লের দিকে সোরে মুখ লুকিয়ে সহচরীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "মহারাজকে বলো, আমি পর নই, ওঁর কাছে আমার অসম্ভ্রম হবার কোনো আশঙ্কাই নাই। আমি ওঁর দাসীর যোগ্যও হবো না। ওঁর কার্‌বারের যে একজন অংশী ছিল, আমি তারিই পত্নী।"

"পত্নী?—অ্যাঁ?—কার?—অ্যাঁ?—আমার অংশীর?—কে?—অ্যাঁ?—চিন্তামণ?—অ্যাঁ?—চিন্তামণ?—তুমি তারি——"

রাজার কথা সমাপ্ত হোতে না হোতে সুন্দরী শশব্যস্তে বোল্লেন, "না মহারাজ! তিনি না।—আর একজন।—সে এখন ছেড়ে দিয়েছে। তার অপব্যয় দেখে মহারাজ তারে তফাত কোরে দিয়েছেন।"

এ কথাগুলিও শশিবালাকে প্রতিনিধি দিয়ে বলাতে হলো না,

আপনিই মিহি আওয়াজে একটী একটী কোরে ছোট ছোট কথায় এই উত্তর দিলেন। রাজা তাই শুনে একটু চিন্তা কোরে সন্দিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তফাত ?—অ্যাঁ ?—কাকে ?—অ্যাঁ ?—কে ?—ধনসুখদুলাল ?"

"ঐ—ঐ।—ঐ তিনিই আমার স্বোয়ামী।"

দৌলত্‌রাম এই পরিচয় পেয়ে যেন কিছু প্রফুল্লচিত্তে কামিনীর মুখের দিকে চাইলেন, বোল্লেন, "ধনসুখ ?—ধনসুখের স্ত্রী তুমি ?—তবে তুমি আমার কাছে এত লজ্জা কোচ্ছো কেন?—ধনসুখতে আমাতে এক আত্মা;—তিনিও যা, আমিও তা।—তুমি তাঁর পত্নী, আমার পরম আত্মীয়।—তুমি আমার বাড়ীতে এসেছ, পরম সৌভাগ্য!—তোমার পিতার সঙ্গে আমার অত্যন্ত প্রণয়।—কতবার আমি তোমাদের বাড়ীতে গিয়েছি, তিনি আমাকে কত আদর অবেক্ষা কোরেছেন, কিছুই ভেদাভেদ রাখেন নি; বেশ লোক, বড় অমায়িক মানুষ।—তুমি তাঁরি কন্যা?—আমি বলি, আর কে?—এতক্ষণ তবে এত কুণ্ঠিত হোচ্ছিলে কেন?—এই ঘরে এসো, এইখানে বোসো;—তোমার বাড়ী, তোমার ঘর, এত আদবকায়দা কোত্তে হবে কেন?—দুদিকেই তুমি আমার আদরের সামগ্রী।—বন্ধুর কন্যা, বন্ধুর স্ত্রী, যেটা ধরো, সেইটেতেই তুমি আমার পূজ্য। এই ঘরে এসো,—এইখানে বোসো। কেন তুমি দুঃখিনী হয়েছ বোল্‌ছো, কি দুঃখ তোমার, ভেঙে চুরে বলো, শুনি। দেখো পিয়ার্‌মণ! (কিঙ্করীর নাম পিয়ার্‌মণ) তুমি এখন আপনার কাজ করো গে, এখানে আর থাক্‌বার আবশ্যক কোচ্ছে না;—ইনি আমাদের ঘরের লোক। এঁর যা বল্‌বার থাকে, আমার সাক্ষাতে নিজেই বোল্‌বেন, তোমাকে দেখে বোধ হয় কিছু বাধো বাধো

কোচ্ছে, তুমি এখন এখান থেকে যাও, যথন আবশ্যক হবে, ডাক্‌বো, তখন এসো,—এখন যাও।” পরিচারিকাকে এই কথা বোলে শশিবালাকে সম্বোধন কোরে আবার বোল্লেন, “ তবে আর কেন ?—আর কেন কাঙালিনীর মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাও, এই খানে এসো।”

পরিচারিকা চোলে গেল। শশিবালা একটু এদিক ওদিক কোরে কি ভেবেচিন্তে আবো খানিকটা ঘোম্‌টা টেনে ধীরে ধীরে দৌলত্‌রামের ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। রাজা দৌলত্‌রাম মিষ্টবাক্যে আপ্যায়িত কোরে স্বতন্ত্র একখানি কৌচের উপর তাঁরে বসালেন। শশিবালা বোস্‌লেন।

স্ত্রীলোকের মন কে জানে ?—কেনই বা শশিবালা একাকিনী রজনীযোগে একজন বড়লোকের বাড়ীতে এসেছেন, কেনই বা এতক্ষণ লজ্জায় জড়ীভূত হয়ে স্বতন্ত্র গৃহে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আর কেনই বা এখন বল্‌বামাত্র একজন অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে একাকিনী এক ঘরে এসে বোস্‌লেন,—কে জানে ?—স্ত্রীলোকের মন স্ত্রীলোকে নিজেই জানে,—শশিবালার মন শশিবালাই জানেন, আর সেই সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতাই জানেন। আর কেউ না।—কামিনি!—সুন্দরী কামিনি!—সুন্দরী যুবতী কামিনি!—তোমাবে নমস্কার! তোমার মায়া অনন্ত,—লীলা অনন্ত, কৌশল অনন্ত, হাবভাব অনন্ত,—সকলিই অনন্ত! তোমারে শত শত নমস্কার !!

সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার দূরে যায়, মেঘাবৃত যামিনীতে চন্দ্রোদয় হোলে যেমন সৌদামিনী দূরে যায়, শশিবালার প্রবেশে দৌলত্‌রামের গৃহ তেম্‌নি উজ্জ্বল শোভা ধারণ কোল্লে। সৌদামিনী এতক্ষণ জলদমালার ক্রোড়ে ধিকি ধিকি বিকাস পাচ্ছিল, মুহূর্ত্তের জন্য দৌলত্‌রামের

শরীরে আশ্রয় নিলে। অকস্মাৎ তাঁর আপাদমস্তক কেঁপে উঠ্‌লো, রোমাঞ্চ হলো; বিদ্যুৎ বেরিয়ে গেল। তিনি আকুলকণ্ঠে অনুকূলা ললনাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি বড়লোকের কন্যা, বড়লোকের বধূ, তবে আপনাকে দুঃখিনী বোলে পরিচয় দিচ্ছিলে কি জন্য?—ভাব কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

"কি বোল্‌বো মহারাজ! আপনি সকলিই জানেন, আমি রাজার মেয়ে, যার হাতে পোড়েছিলেম, সে নিজেও বড়মানুষ ছিল, আমার কপালদোষে সকলিই বিপরীত ঘোটেছে!—একটু আগে আপনি আমারে কাঙালিনী বোলে পরিহাস কোরেছেন, সেটী পরিহাস নয়, আমি এখন ঠিক তাই!" এই পর্য্যন্ত বোলে শশিবালা দুই হাতে নেত্র-জল মার্জ্জন কোল্লেন; আবার দরদরধারে অশ্রু বিগলিত হলো, আবার মার্জ্জন কোল্লেন,—করুণস্বরে আবার বোল্লেন, "দেখুন মহারাজ! আমি রাজার মেয়ে, এখন আমার এম্‌নি দুর্দ্দশা যে, পেটের ভাতে আজির!—জুয়াতে, নেসাতে, আর মেয়েমানুষে তার সর্ব্বনাশ কোল্লে! —তারও কোল্লে, আমারও কোল্লে! আপনার সঙ্গে কার্‌বার কোচ্ছিল, বেতালে, বেঠিকে, বেআড়া খরচে সে পথ গেল;—তার পর আমার মাথায় হাত বুলুলে! পিতা আমারে যত টাকা দিতেন, ফুস্‌লে ফাস্‌লে সকলগুলিই সে বার কোরে নিতো;—কি কোর্‌বো, স্বোয়ামী, মায়ার টান, দিতেও হতো। ক্রমে ক্রমে বড় বাড়াবাড়ি হয়ে দাঁড়ালো। জুয়া-খেলার টাকা,—বুঝ্‌তেই পারেন,—কিছুতেই আঁটে না;—তার উপর আবার হাতী পোষা আছে! মাসে দু হাজার তিন হাজারেও থাই পাই না!—পিতা রাগ কোল্লেন, রেগে উঠে আমার মাসহারা বন্ধ কোরে দিলেন। মা কিছুদিন লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু কিছু দিতেন, তাও সব

জুয়ামহলে আর রমজানী*মহলে সাবাড় হোতে লাগ্‌লো ! কাজেই বেশী দরকার ; তাই জান্‌তে পেরে মা আমার ক্রমে ক্রমে হাত গুটুলেন। একদিন সেই জন্যে ঝগ্‌ড়াও হলো। সেই অবধি আর কিছুই দেন না। কাজেই ধারকর্জ্জ ভরসা। দেনায় দেনায় উচ্ছন্ন হয়ে গেছি! দেনা কোরেও তার বাজেখরচ যুগিয়েছি,—সে আমারে পরকালে স্বর্গে তুল্‌বে কি না,—কাজেই যুগিয়েছি,—এ পর্য্যন্ত একটী পয়সাও শোধ দিলে না। আমারে ফকির কোল্লে !" এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে পরিতাপিনীর দুটী চক্ষু দিয়ে টস্ টস্ কোরে জল পোড়্‌লো।

"অঁ্যা ?—এতদূর হয়েছে ?—আমি জান্‌তেম বটে, তার বাজেখরচ অনেক, কিন্তু এতদূর হয়েছে, তা জান্‌তেম না।"

"এতদূর কি মহারাজ !—আরো শুনুন। আমার গয়নাগুলিতে পর্য্যন্ত টান দিয়েছে। এই দেখুন, আমার গায়ে একখানিও গয়না নাই। সবগুলি নিয়ে পোদ্দারের দোকান আলো কোরেছে ! বেশী কথা আর আপনাকে কি জানাবো মহারাজ ! এম্‌নি কোরেছে যে, আমার আর থানথিত্তি কিছুই নাই ;—লোকালয়ে বেরুতে পারি না !—কোথাও নিমন্ত্রণ হোলে গয়নার জন্যে যেতে পারি না !"

"আহা হা ! এমন দশা কোরেছে ! বড় দুঃখের বিষয় ! তার স্বভাব আগুতে বেশ ছিল। জুয়া খেল্‌তো বটে, দুই এক জায়গায় বেড়াতেও যেতো বটে,—তা অমন ধন থাক্‌লে পুরুষ বেটাছেলে সকলেই যায়,—তাতে বড় দোষ ধরি না, কিন্তু এতদূর খারাপ স্বভাব ছিল না। আহা ! তুমি রাজার মেয়ে, তোমার এমন দশা কোরেছে ? "

"আর রাজার মেয়ে মহারাজ ! আমারে পথের ভিকারিণী কোরেছে!

---

* পশ্চিম অঞ্চলে হিন্দু বেশ্যাদের রমজানী বলে।

তার জন্যে আমি কত লোকের কাছে কত টাকা ধার কোরে জুয়াচোর হয়ে রয়েছি, তা আর বোল্‌তে পারি না। আজকাল রমজানীমহলে তার মস্ত মান! এদিকে আমার যে, লোকের কাছে কত অপমান হোচ্চে, তা আমিই জানি, আর ভগবানই জানেন। বোল্‌বো কি মহারাজ! আমার নিজের দেনা ৫০ হাজার টাকা!”

“হাঁ, ভাল কথা! তা আমি শুনেছি বটে;—পর্শুদিন ধনসুখ ঐ কথা বোলে আমার কাছথেকে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে গেছে, তা তোমাকে দেয় নাই?”

এক পয়সাও না!—উঃ! কি নেমক হারাম! কি অবিশ্বাসী! কি লম্পট! তার শরীরে দয়ামায়া, রক্তমাংস, কিছুই নাই। তারে স্বোয়ামী বোল্‌তেও আমার ঘৃণা হয়!”

এই শেষ কথাটী শুনে রাজা দৌলত্‌রাম তিন চারিবার ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়্‌লেন, আপনা আপনি বিজ্ বিজ্ কোরে কি বোল্লেন, কিছুই বুঝা গেল না। তিনি শশিবালার সঙ্গে কথা কন, শশিবালার কথা শুনেন, আর মাঝে মাঝে শশিবালার পানে আড়ে আড়ে কটাক্ষপাত করেন।. মুখের পানেই ঘন ঘন দৃষ্টি। মুখে অবগুণ্ঠন আছে বটে, কিন্তু সে আচ্ছাদন এত সূক্ষ্ম,—এত সুচিকণ যে, মুখখানি বেশ দেখা যায়। রাঙা রাঙা ঠোঁট দুখানি, বড় বড় চোক দুটী, কালো কালো চক্ষের পাতা-গুলি, ভুরুর সরু সরু চুলগুলি বেশ দেখা যায়। একটু আগে শশি-বালা কেঁদেছেন, চক্ষু দুটী ঈষৎ রক্তিম আভা ধারণ কোরেছে, রাজা তাও চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছেন।—শশিবালাও বড় ফেলা যান না!—তিনিও মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝল্‌পাচ্চেন! এত কষ্টের কথা জানাচ্ছেন, তথাচ ঘোম্‌টার ভিতর নয়নদুটী খঞ্জনের মত নাচ্‌তেছে, ঠোঁট দুখানি ঈষৎ

কাঁপ্‌ছে। সুন্দরী যুবতীদের নয়ন আর ওষ্ঠ, উভয়ই উৎকৃষ্ট বশীকরণ। ঠিক তালে এই দুটী চালাতে পাল্লে অন্য কোনো মন্ত্রৌষধের আবশ্যক করে না। রাজা দৌলত্‌রাম কি তবে এই বশীকরণে আকৃষ্ট হয়েছেন? কে বোল্‌তে পারে?—হয়েছেন কি না হয়েছেন, সে কথা তিনিই জানেন। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে তিনি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তবে রাজকুমারি! আমাকে কি কিছু সাহায্য কোত্তে বলো?"

"আমারে আর রাজকুমারী বোল্‌বেন না মহারাজ! আমি ভিকারিণী;—আপনার কাছে আমি আজ ভিক্ষা কোত্তে বেরিয়েছি! বড় অভাগিনী আমি!"

কথা ঘুরিয়ে ফেলে দৌলত্‌রাম মনে মনে একটু হেসে কোমলস্বরে বোল্লেন, "ছি ছি!—অমন কথা বোলো না! তোমার কাছে ভিক্ষা কোত্তে পেলে কত লোক বেঁচে যায়, হাতে হাতে স্বর্গ পায়. তুমি আবার ভিক্ষার কথা বোল্‌ছো?"

ইঙ্গিতের আভাস বুঝ্‌তে পেরেও ঔদাস্যভাবে শশিবালা উত্তর দিলেন, "তা নয় মহারাজ!—ঋণভিক্ষা। আমার যত টাকা দেনা আছে বোলেছি, তার মধ্যে একটী স্ত্রীলোকের হাজার টাকা। সেটী সুদে আসলে প্রায় দেড় হাজার দাঁড়িয়েছে, অনেক দিন হলো,—মেয়ে-মানুষ,—আর ফেলে রাখ্‌তে চায় না,—কাল সকালেই সেগুলি পরিশোধ কর্‌বার করার।—কোথাথেকে দিব, কি হবে, কিছুই ভেবেচিন্তে স্থির কোত্তে পাচ্চি না। না দিলে মানসম্ভ্রম কিছুই থাক্‌বে না, কতই যে অপমান হবে, তা ভাব্‌তে গেলে আমাতে আর আমি থাকি না! পিতামাতাকে জানিয়েছিলেম, তাঁরা দূর দূর কোরে খেদিয়ে দিয়েছেন! যার জন্তে দেনা, তাকে তো একাদিক্রমে মাসাবধি দেখ্‌তেই পাই না।

দিবারাত্রের মধ্যে একটীবারও বাড়ী আসে না !—এখন কি করি মহা-রাজ ! উপায় তো কিছুই দেখ্‌চি না,—আমি রাজার মেয়ে, টাকার জন্য কয়েদ কোর্‌বে কি কি কোর্‌বে, ভেবে আকুল হয়েছি ! অপমান হবো, সেই ভয় আমার বড়। আপনি যদি দয়া কোরে ঐ টাকাটী আমায় কর্জ্জ দেন, যেরূপে পারি, পরিশোধ কোর্‌বোই কোর্‌বো। পিতাব আমি একমাত্র কন্যা, তিনি কখনই আমারে বঞ্চনা কোর্‌বেন না, আজ দুদিন রাগ হয়েছে বোলেই জব্দ কোচ্চেন। এ রাগ থাক্‌বে না। আমি আপ-নার ঋণ অবশ্য পরিশোধ কোর্‌বো। এখন আপনি মানরক্ষা না কোল্লে আর উপায় নাই ; সেই জন্যই আমার এ রাত্রিকালে আসা।" এই পর্য্যন্ত বোলে অনুতাপিনী অজস্র অশ্রুবর্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেন, স্বর স্তম্ভিত হয়ে এলো, আর বোল্‌তে পাল্লেন না।

আপনার আসনখানি শশিবালার কৌচের কাছে সোরিয়ে নিয়ে রাজা দৌলত্‌রাম প্রায় তার গা ঘেঁসেই বোস্‌লেন। স্বহস্তে চক্ষের জল মুছিয়ে দিবার জন্য হাত বাড়াচ্ছিলেন, সহসা কি ভেবে সাম্‌লে গিয়ে হাতখানি গুটিয়ে নিলেন। শশিবালা লজ্জায় জড়সড় হয়ে ওড়্‌নাখানি এঁটেসেঁটে গুছিয়ে বুকের উপর দিয়ে একটু সোরে মুখ ফিরিয়ে বোস্‌লেন। দৌলত্‌রাম সুস্নিগ্ধস্বরে বোল্লেন, "দেড় হাজার টাকা ?—এরি জন্য এত ?—তুমি কেঁদো না ;—চুপ্ করো ;—উপায় আছে.—বেশ উপায় আছে।" এই পর্য্যন্ত বোলে রাজকন্যাব দিকে একটু ঝুঁকে চুপি চুপি কি বোল্লেন ;—বোলেই ক্ষণকালের জনা সে ঘরথেকে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই একটী হোল্‌দে রঙের হাতবাক্স হাতে কোরে সেই ঘরে এসে আপনার আসনে উপবেশন কোল্লেন। এবারে তাঁর আর এক ভাব। মুখ হাসিহাসি, স্বর সুমিষ্ট, প্রেমিকের ন্যায় ঔদার্য্য,

বিলক্ষণ উৎসাহপূর্ণ। পা নাচাতে নাচাতে, বাক্স খুল্‌তে খুল্‌তে মধুরস্বরে বোল্লেন, "দেখো সুন্দরি! তোমার গয়নাগুলি পোদ্দারের দোকান আলো করে নি, আমারি ঘর আলো কোরে রয়েছে;—এই বাক্সটীই আলো কোরেছে। দেখ দেখি,—এইগুলি কি তোমার?" এই কথা বোলে বাক্সের ডালা তুলে অলঙ্কারগুলি দেখালেন। শশি-বালা আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়ে প্রফুল্লমুখে বোল্লেন, "হাঁ মহারাজ! আমারি তো বটে!—তা এ আপনার কাছে কি কোরে এলো?"

"প্রায় এক মাস হলো, ধনসুখ এইগুলি বন্ধক দিয়ে আমার কাছথেকে দশ হাজার টাকা নিয়ে গেছে। তার পর অনেকদিন আর দেখা করে নি; আবার টাকার দরকার হওয়াতে পর্শুদিন এসে খত দিয়ে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে গিয়েছে; এ অলঙ্কারের কথা জিজ্ঞাসাও করে নি, আমিও কিছু বলি নি।"

একটী নিশ্বাস ফেলে শশিবালা ক্ষুন্নস্বরে বোল্লেন, "তবে আপনিই রাখুন! এ আর আমার কপালে নাই! অত টাকা দিয়ে খালাস করা আমার সাধ্য নয়!"

একটু হেসে রাজা দৌলত্‌রাম্‌ গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "খালাস হয়েই আছে। যখন তুমি উপযাচিকা হয়ে—না—না,—অনুগ্রহ কোরে আমার বাড়ীতে এসেছ, যখন তুমি আমার প্রতি এত সদয়, তখন তোমার অলঙ্কারগুলি খালাস হোতে আর বাকী নাই। তোমার জিনিস, তুমিই নিয়ে যাও; কিন্তু টাকা আমি ছাড়্‌বো না,—যে বন্ধক দিয়েছিল, তার দস্তখতী খত রাখি, শুধু বন্ধকেই টাকা দেওয়া আমার অভ্যাস নয়, টাকা আমি অবশ্যই আদায় কোর্‌বো। এখন তোমার জিনিস, তুমিই গ্রহণ করো।"

অবগুণ্ঠনের ভিতর সৌদামিনীক্রীড়া হলো। শশিবালা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে একটু হাস্‌লেন। রাজা দৌলত্‌রাম সেই মনোহর মুখের মনোহর হাসি দেখ্‌তে পেলেন। কৌতুক কর্‌বার জন্য হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "গয়নাগুলি খালাস হলো বটে, কিন্তু তোমার হাতে দিব না; তুমি যে, বাক্স কোরে ঘরে নিয়ে যাবে, সেটী হবে না। যেখানে যা সাজে, স্বহস্তে আমি সেই সেই অঙ্গে সেগুলি পোরিয়ে দিব। এতে যদি রাজী হও, তবেই গয়নাগুলি পাও, নচেৎ নয়। কেমন, কি বলো?"

একটু মুচ্‌কে মুচ্‌কে হেসে শশিবালা উত্তর কোল্লেন, "আপনার বাড়ীতে এসেছি, যাতে আপনি তুষ্ট হন, তাই কোর্‌বেন। আপনার দেবতুল্য গুণে আমি চিরদিনের মত বাঁধা থাক্‌লেম।"

"চিরদিনের মত বাঁধা রাখা আমার অভ্যাস নয়, ৫।৭ দিন হোলেই ঢের। বড় জোর ১৫ দিন।"—মনে মনে এইরূপ আন্দোলন কোরে রাজা দৌলত্‌রাম অনেক ভূমিকার পর স্পষ্ট স্পষ্ট বোল্লেন, "আর একটী কথা। এখন আমি যা বোল্‌বো, তাতে যদি রাজী হও, যদি অঙ্গীকার করো, তা হোলে তোমার কোনো কষ্ট থাক্‌বে না, যখন যা দরকার, তখনি তা পাবার উপায় হবে। আজকের দেড় হাজারের কথা বোল্‌ছি না, সে ত এখনিই পাবে, ভবিষ্যতের কথা বোল্‌ছি।"

"সে কথা আর জিজ্ঞাসা কোচ্চেন কেন মহারাজ? আপনি আমারে যে সঙ্কটে উদ্ধার কোল্লেন, আমার প্রতি যতদূর সদয় হোলেন, যে বিপদে,—যে দুর্দ্দশায় আমি পোড়েছিলেম, তা থেকে যখন কূল দিলেন, তখন আপনি যা বোল্‌বেন, তাইতেই আমি রাজী। যদি প্রাণ চান, তা পর্য্যন্ত দিতে পারি।"

"না,—ততদূর নয়, যা তোমার পক্ষে অতি সহজ, সেই কথাই

আমি বোল্‌ছি। কিন্তু দেখো, বেশ বিবেচনা কোরে অঙ্গীকার কোরো ; —খুব ভাল কোরে বিবেচনা কোরো ; বুঝ্‌লে কি না ?—ধর্ম্মের দোহাই !—দেখো, আমাকে যেন ধর্ম্মে পতিত কোরো না ;—আপনিও যেন ধর্ম্মে পতিত হয়ো না ;—বুঝ্‌লে কি না ?—ধর্ম্ম আমাদের চার যুগের সাক্ষী, ধর্ম্মে আমার বড় ভয় ;—বুঝ্‌লে কি না ?—যথন তুমি অঙ্গীকার কোচ্ছো, তখন আমারো অঙ্গীকার করা হোচ্ছে ;—বুঝ্‌লে কি না ?—বেশ কোরে বিবেচনা কবো ;—বুঝ্‌লে কি না ?—ধর্ম্মপথ যেন ঠিক ঠিক থাকে ;—বুঝ্‌লে কি না ?—যা আমি বোল্‌বো, আর যা তুমি কোর্‌বে, সকল দিক্ আগাগোড়া ভেবে দেখো ;—বুঝ্‌লে কি না ?—আমি বড়লোক ;—বুঝ্‌লে কি না ?—ধর্ম্ম যেন বজায় থাকে ; বুঝ্‌লে কি না ?—বেশ কোরে ঠাউরে উত্তর দিও ;—বিবেচনা কোরে কথা কোয়ো ;—বুঝ্‌লে কি না ?"

"আমি বেশ বিবেচনা কোরেছি।—আপনি মহৎ লোক, আপনার কাছে আমার ধর্ম্মরক্ষা হবেই হবে ;—তা আমি বেশ জান্‌তে পাচ্চি ;—মনেজ্ঞানেও কিছু সন্দেহ হোচ্চে না। অঙ্গীকার কোচ্চি, যা আপনি বোল্‌বেন, তাতেই রাজী হবো।"

"হাঁ,—তার পর কি হলো ?—হাঁ, তাই দেখো ;—ধর্ম্ম যেন ভুলো না ; ধর্ম্মপথ ঠিক রাখ্‌লে ঢুকুর রাত্রেও ভয় নাই !" এই পর্য্যন্ত বোলে রাজা দৌলত্‌রাম আসন থেকে উঠে অঙ্গীকারিণীর নিকটে গিয়ে কাণের কাছে মুখ রেখে চুপি চুপি কি গুটীকতক কথা বোল্লেন। শশিবালা শিউরে উঠ্‌লেন ; তাঁর পেসোয়াজবদ্ধ ওড়না-আবৃত পীবর বক্ষঃস্থল দুরদুর্ কোরে কেঁপে উঠ্‌লো ;—সমস্ত শরীরে বেপথুর আবির্ভাব !—তিনি লজ্জায় মুকুলিতাক্ষী হয়ে অবনতমস্তকে একটু সোরে বোস্‌লেন।

রাজা এই ভাব নিরীক্ষণ কোরে কতক আশ্বাসে, কতক বিশ্বাসে, কতক সংশয়ে শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হাঁ, তার পর কি হলো ? —চুপ্ কোরে রইলে যে ? এই বুঝি তোমার ধর্ম্মভয় ? এই বুঝি তোমার ধর্ম্মপালন ? অ্যাঁ ? "

শশিবালা ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে উঠে ওড়নাখানি দুপাট কোরে বুকে দিয়ে নম্রবদনে মৃদুস্বরে বোল্লেন, " মহারাজ ! এখন আমি যাই ! "

" যাই ?—অ্যাঁ ?—কোথা যাবে ?—অ্যাঁ ?—এই রাত্রি, এই অন্ধকার, তাতে আবার অঙ্গীকার কোরেছ, কোথায় যাবে ?—আমার কথার উত্তর না দিয়ে যেতে পাবে না।" এই কথা বোলে দৌলত্‌রাম সস্নেহে গমনোন্মুখী নম্রমুখীর হাত ধোরে বসালেন। শশিবালা আবার কেঁপে উঠ্‌লেন। পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে বোল্লেন, " মহারাজ ! আমি মেয়েমানুষ ! "

দৌলত্‌রাম খিল্‌খিল্ কোরে হেসে সরসস্বরে বোল্লেন, " মেয়েমানুষ ?—অ্যাঁ ?—আমি বুঝি তোমাকে বেটাছেলে বোলেই ডাক্‌ছি ? তুমি বুঝি সেইটেই ভেবেছ ?—অ্যাঁ ? "

শশিবালা আর হাসি রাখ্‌তে পাল্লেন না। ফিক্ কোরে একটু হেসে দেয়ালের দিকে মুখখানি লুকুলেন। দৌলত্‌রামের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না।—আনন্দে আনন্দেই গদ্‌গদস্বরে বোল্লেন, " দোহাই ধর্ম্মের ! দোহাই বোল্‌ছি, আমি মেয়েমানুষ বড় ভালবাসি !—তাতে তুমি আমার বন্ধুর কন্যা, মিত্রের পত্নী, আরো অধিক ভালবাসার সামগ্রী। মিনতি কোচ্চি, তুমি আমাকে বঞ্চনা কোরে যেও না। " এই কথা বোলে আবার একখানি হাত ধোল্লেন। শশিবালা আর তখন মনের বেগ মনে গোপন কোত্তে না পেরে সুমধুরস্বরে ধীরি ধীরি বোল্লেন,—

তাইতেই যদি আপনি তুষ্ট হন, তবে তাই-ই !—আপনি আমার প্রতি সদয় হয়ে যে উপকার কোল্লেন, তার কাছে এ কোন্ তুচ্ছ কথা !—কিন্তু মহারাজ ! আমার একটী নিবেদন।—সে যেন টের পায় না,—কেউ যেন টের পায় না !—আর দেখ্‌বেন, আমারে অনাথিনী কোর্‌বেন না!"

দৌলত্‌রামের আনন্দ অসীম।—সে আনন্দ মুখে ব্যক্ত হয় না। তিনি প্রফুল্লমুখে বোল্লেন, "প্রতিজ্ঞা কোরে বোল্‌ছি, আজ অবধি তুমি আমারিই, আমি তোমারিই !—তবে আর কেন ?—চন্দ্র উদয় হোক্ ! কতক্ষণ আর আচ্ছন্ন থাক্‌বে ?—পদ্মের সৌরভ, মাণিকের ছটা, আকাশের চাঁদ, অনলের দীপ্তি, সুধার সুতার, এ কি কেউ কখনো ঢেকে রাখ্‌তে পারে ?—আর কেন ?—উদয় হও;—চকোরের পিপাসা শান্তি হোক !—তুমি আমার বন্ধুর কন্যা, মিত্রের পত্নী, আমার কাছে তোমার এত লজ্জা কেন ? "

শশিবালা ঈষৎ হেসে অবগুণ্ঠন মোচন কোল্লেন।—ঈষৎ হেসেই বোল্লেন, " আমার ভাই বড় নজ্জা ! "

চন্দ্রমা এতক্ষণ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, এখন গৃহমধ্যে পূর্ণশশী সুপ্রকাশ ! আকাশের শশীতে শশাঙ্ক আছে, শশিবালার বদনশশী কিছু ম্লান। এই ম্লানমুখে ঈষৎ ঈষৎ হাসি, সে এক অপূর্ব্ব শোভা ! রসজ্ঞ পাঠক মহাশয় যদি এমন শোভা কখনো দেখে থাকেন,—আপনার গৃহিণী মানিনী হোলে কথার কৌশলে যদি একবার সেই সময় তাঁরে একটু একটু হাসাতে পেরে থাকেন, সেই ভাবটী স্মরণ করুন,—বুঝ্‌বেন, শশিবালার মুখশশীর এখন কিরূপ মনোহারিণী শোভা ! আর, সুন্দরী পাঠিকা ঠাকুরাণি ! তুমিও এই সময় একবার একখানি আর্শী নিয়ে বোসো !—আপনার মুখ আপনি দেখ্‌তে পাও না, কখন্ কি ভাব ধারণ করে, কখন্

কেমন শোভা হয়, বুঝ্‌তেও পারো না ;—এই সময় একবার আর্শী-খানি সম্মুখে রেখে বোসো ! আগে দেখো, মুখচন্দ্রের কেমন শোভা ! —অভিমান কোরে মুখখানি ভারী করো ; আবার দেখো, এখন কেমন শোভা !—অধরে তাম্বূলরাগ আছে ?—রসনা দিয়ে লেহন করো ;—আবার দেখো, তখনিই বা কি অপূর্ব্ব শোভা ! এই সকল দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবে, শশিবালার বদনশশীর এখন কিরূপ চিত্তচমৎকারিণী শোভা !

জলধি-সলিলে যেমন পূর্ণচন্দ্রের ছায়া পড়ে, দৌলত্‌রামের হৃদয়-দর্পণে তেম্‌নি শশিবালার মুখচন্দ্রেব ছায়া পোড়্‌লো। তিনি নয়নভোরে, —প্রাণভোরে সেই চন্দ্রবদন দর্শন কোচ্ছেন !—দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রেমে বিভোর হয়ে সেই কোচের উপর শশিবালার পাশে খুব গা ঘেঁসে গিয়ে বোস্‌লেন। বোসেই আপন উষ্ণ ওষ্ঠে শশিমুখীব ওষ্ঠের, অধরের, ললাটের শীতলতা স্পর্শ কোল্লেন। শশিবালা রাজার মেয়ে, বড় অভিমানিনী, সে ঋণ রাখ্‌বেন কেন, তৎক্ষণাৎ মায়সুদ পরিশোধ দিলেন।

উৎসাহে, অনুরাগে পরিপূর্ণ হয়ে রাজা দৌলতরাম সহাস্যমুখে অনুরাগিণীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "পূর্ণশশি ! এসো, এখন অলঙ্কার পরো ! আগে কিন্তু পায়ের গয়নাগুলি পোরিয়ে দিব !"

"ছি মহারাজ ! ও কথা কি বোল্‌তে আছে ? অকল্যাণ হবে ! আমি মেয়েমানুষ !"

"মেয়েমানুষ আমি বড় ভালবাসি। সে কথা ত তোমাকে আগেই বোলেছি। মেয়েমানুষের কাছে আমার অকল্যাণ নাই, সমস্তই কল্যাণ !" এই কথা বোলে সহাস্যবদনে যুগল বাহুপাশে কল্যাণ-

কারিণীকে আবদ্ধ কোরে হৃদয়ে সংলগ্ন কোল্লেন। চতুরা নায়িকা ঈষৎ হাস্য কোরে কটাক্ষসন্ধান কোত্তে কোত্তে সে ঋণও পরিশোধ কোল্লেন। উভয়ের গাত্রেই রোমাঞ্চ;—উভয়ের শরীরেই স্তম্ভ, স্বেদ, বেপথু প্রভৃতি সমস্ত সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব! প্রস্ফুটিত পদ্মে ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় শশিবালার সুচারু বদনকমলে সহাস সুমধুর সীৎকারগুঞ্জন! তিনি উৎকলিকাকুললোচনে এদিক্ ওদিক্ চারিদিক্ চেয়ে কম্পিত-কণ্ঠে মৃদুমধুরস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এখানে তো কেউ আস্‌বে না?"

একঘণ্টা অতীত হলো। উভয়ে একত্রে শয্যার উপর উপবেশন কোরে কথাবার্ত্তা কোচ্ছেন, হাসিখুসি চোলেছে, এই অবসরে দৌলত্‌রাম একটু হেসে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "প্রেয়সি! এখন বলো দেখি, এর পর দেখাসাক্ষাৎ হবার কি হবে?"

"এ কি কথা! এ জন্মে ছাড়াছাড়ি হবে না! তুমি যাবে, সচ্ছন্দে, যখন ইচ্ছা, আমাদের বাড়ীতে যাবে;—সুবিধা পেলে আমিও আস্‌বো।—দেখাসাক্ষাৎ হবার ভাবনা কি?—কারে ভয়?"

"তাও কি কখনো হয়?—এও কি একটা কথা?—আমি কি মনে কোল্লেই যেতে পারি?—কি উপলক্ষেই বা যাবো?—আর তুমিই কি মনে কোল্লেই আসতে পারো?—কি উপলক্ষেই বা আস্‌বে?—ধনসুখ যদি—"

"সাতদিন অযাত্রা!—সাতদিন অযাত্রা!!—ছিছি রাজা! ও নাম কোরো না!" এই কথা বোলে শশিবালা আপনা আপনি সাতবার নাকমলা কাণমলা খেলেন!—রাজা দৌলত্‌রাম হাস্‌তে লাগ্‌লেন।—শশিবালা আবার বোল্লেন, "ছি ছি রাজা! ও নাম কোরো না!

এর আগে তুমি ৫।৭ বার ঐ নাম কোরেছ বটে, কিন্তু তখন আমি নূতন ;—এখন তুমি আমারে ভালবেসেছ, আমি তোমার হয়েছি, এখন আর ও নাম কোরো না!—নাম শুন্‌লেও ঘৃণা হয়, মর্ম্মে ব্যথা লাগে।—বড় জ্বালান্ জ্বালিয়েছে,—ভাজা ভাজা কোরেছে! বড় নরাধম।"

"এ ভাই তোমার মনভিজানো কথা!—হাজার হোক্ স্বামী, ছুটো না হয় বেলয় কাজই কোরেছে, তা বোলে কি তুমি তাকে অশ্রদ্ধা কোত্তে পারো? আমি তোমার ও সব ন্যাক্‌রা শুন্‌তে চাই না।"

"হুঁ-উঁ-উঁ!—না—আঁ—আঁ!—তুঁমি যাবে না—আঁ—আঁ—আঁ!"—নায়কের কাঁধের কাছে মুখ এনে আড়ে আড়ে চাইতে চাইতে একটু হেলেপোড়ে শশিবালা এই রকম ন্যাকা ন্যাকা আব্‌দার আরম্ভ কোল্লেন। আবার তখনি সতেজে গর্ব্বিতভাবে বোল্লেন, "ন্যাও ন্যাও রাজা! ঠাট্টা তামাসা ছাড়ো, রোজ রোজ দেখা হবার কি হবে বলো!"

রাজা একে পান, আরে চান। তিনি গম্ভীরভাবেই প্রণয়িনীর থুতি ধোরে ঈষৎ হেসে বোল্লেন, "ভাবনা কি প্রিয়ে? দেখা হবে বৈ কি!—তুমিও আস্‌বে, আমিও যাবো, ভাবনা কি?"

শশিবালা কটাক্ষবর্ষণ কোত্তে কোত্তে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হেসে মৃদুস্বরে বোল্লেন, "প্রায় শেষরাত্রি হলো, আমি এখন চোল্লেম। দেখো রাজা! যেন রাজভোলে ভুলে থেকো না!" এই কথা বোলেই আস্তে আস্তে কিল পাকিয়ে ধীরে ধীরে রাজার গালে একটী ঠোনা মাল্লেন! তখনি আদর কোরে সস্নেহে সানুরাগে শীতল ওষ্ঠে সে বেদনার উপশম কোরে দিলেন। রাজা দৌলত্‌রামও একজন চূড়ান্ত রসিক, তিনিও টিপি টিপি

প্রেয়সীর গাল টিপে দিয়ে সেইরূপ শীতল ঔষধ বিনিময় কোল্লেন। উভয়েই উভয়ের পানে চেয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

যথার্থই রাত্রি শেষ। রাজা একজন দরোয়ান সঙ্গে দিলেন, নগদ দেড়হাজার টাকা আর গহনার বাক্সটী নিয়ে শশিবালা শিবিকা আরোহণে সে দিনের মত বিদায় হোলেন; সমস্ত রাত্রি জেগে দৌলত্‌রামও ঊষাকালে আরক্তচক্ষে বিশ্রাম কোত্তে গেলেন।

কাণ্ড নাই।

পরদিন অপরাহ্নে রাজা দৌলত্‌রাম বামদিকের বৈঠকখানায় বোসে আছেন, গতরাত্রে অকস্মাৎ যে জয়লাভ হয়েছে, বিনা অন্বেষণে মনোমত শিকার এসে আপনা-হোতে মুখে পোড়েছে, এই সৌভাগ্য অনুধ্যান কোরে আপনাকে পরম ভাগ্যবান ভেবে মনে মনে সহর্ষে আত্মশ্লাঘা কোচ্ছেন, নিকটে কেউ নাই; এমন সময় দুজন অন্তরঙ্গ সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন।—ধনসুখ আর চিন্তামণ।—রাজা সহাস্য বদনে তাঁদের বোস্‌তে বোলে ধনসুখকে সম্বোধন কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেমন, তোমার রমজানী এখন কেমন আছে?"

আসন গ্রহণ কোরে ধনসুখদুলাল হাস্‌তে হাস্‌তে উত্তর কোল্লেন, "আমার রমজানী মহারাজ?—কেন?—আপনার নয়?"

"সে ত্রেতাযুগের কথা।—অনেককাল আমি তা ভুলে গিয়েছি।"

"আমারো মহারাজ, দ্বাপরের কথা হয়ে পোড়েছে! আমি তারে ছেড়ে দিয়েছি।"

"কি জন্য ?—অপরাধ ?"

"সে মহারাজ ঢের কথা! জানেনই ত, তার খরচের খেঁচ কিছুতেই মিটে না, কিছুতেই পারা যায় না;—তাও যাক্, তাও ধরি না, যেখান থেকে পারি, যুগিয়ে আস্‌ছিলেম;—তার উপর আবার বার্‌টান আরম্ভ কোল্লে!—সেই যে, চয়নসুখ বোলে একজন মারহাট্টা এসে আপনার অংশীদার হয়েছিল, ৪।৫ দিন দেখ্‌লেম, তারি সঙ্গে তার গলাগলা ভাব!—কত হাসি, কত ঠাট্টা, কত মস্করা, কত ন্যাক্‌রা, কত যে কি, তা আর কি বোল্‌বো। চক্ষেও দেখেছি, লোকের মুখেও শুনেছি। এও কি সওয়া যায় মহারাজ?—আমি দিব টাকা, আর একজন মার্‌বে মজা, এও কি প্রাণে সয় মহারাজ? —কাজেই ত্যক্তবিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিয়েছি।"

"বেশ কোরেছ!—সংসারী মানুষ, ঘরসংসার আছে, চিরদিন কি ও সব ভাল লাগে? বেশ কোরেছ! বড়লোকদের ও সকল চাই বটে, কিন্তু সে ক দিন?—রাখ্‌লেম, খরচপত্র দিলেম, ভোগ কোল্লেম, মাসেক ছমাস গেল,—সখ মিটে গেল,—আয়েস মিটে গেল, —বস্ আছে!—বুঝ্‌লে কি না?—চিরদিন কি ভাল লাগে?—সংসারী মানুষ, ঘরসংসার আছে, স্ত্রীপরিবার আছে, চিরদিন কি ও সব ভাল দেখায়? ছেড়ে দিয়েছ, বেশ কোরেছ!—আমি অনেক দিন ও সব পাট ছেড়ে দিয়েছি। অধর্ম্মে আর আমার এক তিলও মন যায় না। পবিত্র নির্ম্মল গঙ্গাজল হয়ে দাঁড়িয়েছি। ক্রমে বয়স বেশী হোতে গেল, পরকাল ভাব্‌তে হলো, পরমেশ্বরের দিকে মন ছুট্‌তে লাগ্‌লো, আর ও সকল অধর্ম্মপথ ভাল লাগ্‌বে কেন?" এই পর্য্যন্ত বোলে দৌলত্‌রাম চিন্তামণকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"কি বলো চিন্তামণ?—অ্যাঁ?"

"আজ্ঞা, তা বটেই ত!"—সংক্ষেপে এইরূপে প্রভুবাক্যে সায় দিয়ে, চিন্তামণ ত্রস্তস্বরে বোল্লেন, "হাঁ, ভাল কথা!—সেই যে চয়নসুখ আমাদের কার্‌বারে অংশী হয়েছিল, সে সম্প্রতি বড় এক রঙ্গ বাধিয়েছে!"

"কি রকম?"

"সে এখন আর চয়নসুখ নাই, অকস্মাৎ বিজয়লাল হয়েছে!"

রাজা যেন সবিস্ময়ে চোম্‌কে উঠে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বিজয়লাল!—অ্যাঁ?—তার পর কি হলো?—তবে কি নাম ভাঁড়িয়েছিল?—অ্যাঁ?"

"আগে ভাঁড়িয়েছিল কি এখন ভাঁড়ালে, তা কেমন কোরে জান্‌বো?—শুধু নাম ভাঁড়ানো নয়,—জাল কোরেছে!—একখানা হাজার টাকার জাল হুণ্ডী ভাঙিয়ে ফৌজদারীতে ধরা পোড়েছে!—হাজতে আছে,—দায়রায় বিচার হবে।"

"অসম্ভব!—অসম্ভব!"—রাজা দৌলত্‌রাম একটু বিষণ্ণভাবে,—আবার তখনি যেন ঔদাস্যভাবে ঐ কথা বোলে আবার পুনরুক্তি কোল্লেন, "অসম্ভব!—অসম্ভব! যদিও আমি তারে দেখি নি বটে, কিন্তু তার কাজকর্ম্ম যেরূপ দেখেছি, তাতে যে, সে জাল কোর্‌বে, এমন বোধ হয় না।"

ধনসুখ ও চিন্তামণ উভয়েই অকুণ্ঠিতভাবে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে একবাক্যে বোল্লেন, "সত্য মহারাজ! দুষ্টের চাতুরী বড়! আদালতে আপনার সাফায়ের জন্য আমাদের দুজনকেই সাক্ষী মেনেছিল! তার ইচ্ছা যে, আমরা দুজনে বলি, সে হুণ্ডীখানা জাল নয়। তাও কি হোতে পারে মহারাজ? যা আমরা কিছুই জানি না, আদালতে

শপথ কোরে সেই মিথ্যাকথা বোলে কি পরের বিপদ ঘরে ডেকে আনতে পারি ?”

“আমার এতে কিছু সন্দেহ হোচ্ছে। তা যাক্, পরের বিষয় ভেবে কি ফল ? তা যাক্, তার পর কি হলো ? ওরা কি বোল্লে ?”

“ওরা কারা মহারাজ ? হাকিমেরা ? তারা বোল্লে, আসামী দোষী, হাজতে থাক্, দায়রায় চালান হবে।”

“না না, সে কথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছি না, বাজে কথার আন্দোলনে ফল কি ? তোমরা কি মনে কোরে ?”

ধনসুখ অবসর বুঝে গলা শাণিয়ে উত্তর কোল্লেন, “যা মনে কোরে আসা হয়ে থাকে, তাই মনে কোরেই আসা। আবার কিছু টাকা চাই।”

“এবারে আবার কত ?”

“বেশী নয়, সাত আট হাজার হোলেই হবে।”

“বেশী নয় বটে, কিন্তু এবারে আমি একজন ধনিলোকের জামীন-মঞ্জুরী সই ভিন্ন টাকা দিব না।”

“কার কাছে আবার সই করাতে যাবো মহারাজ ?”

“যার কাছে হয়, একটা বড়লোকের মঞ্জুরী সই হোলেই হলো।”

“কে এমন সুহৃদ আছে মহারাজ, যে আমার হয়ে জামীন হোতে রাজী হবে ?”

“কেন ? তোমার শ্বশুর ?—তিনি একজন মস্তলোক,—রাজা,—আর তোমার স্ত্রী ছাড়া তাঁর আর কেউ উত্তরাধিকারী নাই,—তাঁর অবর্ত্তমানে তোমরাই সব বিষয় পাবে,—তিনি আর একখানা খতে মঞ্জুরী লিখে দিবেন না ?—অবশ্য দিবেন। তাই যাও।”

" শ্বশুর?—ও হরিঃ!—আমার নামে সাত ঝাঁটা মারেন,—তিনি আবার আমার খতের জামীন হয়ে সই দেবেন!—ও কপাল!"

" আ হে, আমি ত আর সে সই নিয়ে যাচাই কোত্তে যাবো না,—এ সই তোমার কি না, এ সই তোমার কি না,—এ কথা বোলে তাঁকে ত আর আমি সে খত দেখাতেও যাবো না,—বুঝ্‌লে কি না?—তবে এত আভার ভাবনাই ভাব্‌ছো কেন?—যেখানথেকে হয়, বাইরে থেকে নামটা সই কোরে এনে দিলেই হলো। বুঝ্‌লে কি না? তা হোলেই হলো।—বস্‌! এ আর পারো না?"

চিন্তামণের মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে ধনসুখ আবার ইতস্ততঃ কোরে বোল্লেন, " তা আমি কেমন কোরে পারি মহারাজ?"

" বিলক্ষণ!—এই তোমরা সচ্ছন্দে তোফা ষড়্‌যন্ত্র খাটিয়ে বিজয়লাল বেচারাকে জেলে দিবার যোগাড় কোরে এলে, এইটে আর পারো না?"

চিন্তামণ আর ধনসুখ উভয়েই চোম্‌কে উঠে উত্তেজিতস্বরে বোল্লেন, " আমরা মহারাজ?—আমরা মহারাজ?—আমরা তাকে জেলে দিবার যোগাড় কোরে এলেম?—আমরা?—আমরা তার কিছুই জানি না! এ আপনি অন্যায় আজ্ঞা কোচ্চেন!"

" না হে না,—এই, কথার কথাই বোল্‌ছিলেম!—বলি, সেজেগুজে সাক্ষী হোতে গিয়েছিলে, তাই বোল্‌ছিলেম; বুঝ্‌লে কি না?—সে কথা নয়। তা যাক্‌, এখন যাও, ঐ নামটা সই কোরিয়ে আনো গে।"

চিন্তামণের সঙ্গে চুপি চুপি পরামর্শ কোরে ধনসুখ একটু ভেবে বোল্লেন, " তবে মহারাজ, আজ থাক্‌,—কাল আমরা আস্‌চি।" এই কথা বোলেই তাঁরা দুজনে ঘরথেকে বেরিয়ে গেলেন।

প্রায় আধঘণ্টা রাজা একাকী বোসে আছেন, কি মত্‌লব আঁট্‌ছেন, কি চিন্তা কোচ্ছেন, সন্ধ্যা হয় হয় হয়েছে, এমন সময় একজন ইংরেজ আর তাঁর বিবি একসঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। পরস্পর সেলাম বিনিময়ের পর রাজা সহাস্যমুখে তাঁদের সসম্ভ্রমে সম্ভাষণ কোরে বসালেন। বিবি ঝিম্‌ মিহি গলায় মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "রাজা! আপনি তুমি ভাল আছ?"—রাজা ঘাড় নেড়ে প্রফুল্লবদনে যথোচিত উত্তর দিয়ে কুশলপ্রশ্নকারিণীকে ধন্যবাদ জানালেন।

আকবরের সময়ে এদেশে ইংরেজের বড় গতিবিধি ছিল না,—জাঁহাগীরের সময়থেকেই ভারতবর্ষে ইংরেজের আমদানীর আরম্ভ। সাহজাঁহার সভায় অনেক ইংরেজবণিক্ প্রতিপন্ন হয়েছিলেন। এখন ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব,—এ সময় চতুর্দ্দিকে অনেক ইংরেজের লালমুখ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ঔরঙ্গজেব কথনো ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের রাজ্যসীমা-হোতে দূর কোরে দিবার হুকুম দেন, কথনো সদয় হয়ে কুঠী স্থাপনের,—বাণিজ্যকরণের অনুমতি করেন; এই রকমে এখন সাহেবলোক মোগলরাজ্যে অবস্থিতি কোচ্ছেন। পূর্ব্বে ইউরোপের লোক এদেশে নূতন এলে এখানকার লোকেরা তাদের "শাদামানুষ" বোলে একপ্রকার অদ্ভুত জাতিই জ্ঞান কোত্তো, এখন আর ততটা নাই।

এই আগন্তুক সাহেবটী দেখ্‌তে বেশ সুশ্রী।—ঢেঙা, স্থূলাকার, মুখখানি পূরন্ত, গালের দুপাশে গালপাটা দাড়ী, গম্ভীর আকৃতি। বয়স অনুমান ৩৭।৩৮ বৎসর, নাম টমিন্ উল্।—ইনি পাঠক মহাশয়ের নিকট আগন্তুক বটেন, কিন্তু দৌলত্‌রামের কাছে আগন্তুক নন। এক বৎসর হলো, ইনি তাঁর সঙ্গে জোতা কারবার কোচ্ছেন, মাঝে মাঝে যাওয়া আসা আছে, বেশ সদ্ভাব।

বিবিটীও দেখ্‌তে বেশ সুন্দর।—গোল গোল গড়ন;—একটু বেঁটে;—মোটাও নয়, রোগাও নয়, দেড়হারা;—মুখখানি ঢল্‌ঢোলে;—ঈষৎ বাদামে;—সর্ব্বদা হাসিহাসি;—কাণের ডুপাশে ঝাপ্‌টা কাটা, সেই চুলগুলি হিল্লোলিত হয়ে গণ্ডস্থল অতিক্রম কোরে স্কন্ধে,—বক্ষে বিলুণ্ঠিত হোচ্ছে;—বাতাসে যেন উরস-সরসে কাঞ্চনস্রোত ঢেউ খেলাচ্ছে। হাতে একখানি রঙ্‌করা পাখা;—মাথায় পশুলোম, পক্ষিপুচ্ছ, আর বনকুসুমের মুকুট। বয়স আন্দাজ ২৫।২৬ বৎসর; নাম সাগেরিয়া লুসী.—বিবাহের পর বিবি উল্।

উল্ সাহেব হৃষ্টচিত্তে রাজা দৌলত্‌রামকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "দেখ রাজা, আমিদের আমেরিকা জাহাজ বম্বের বন্দরে আসিয়া পৌছিয়াছে। এবারের রপ্টানীমাল খুব গরম দরে বিক্রয় হইয়াছে। আমদানী মাল দেখিবার জন্য আমি সট্টর বম্বে যাইটেছি।"

"রপ্তানীমাল খুব দরে বিক্রী হয়েছে বোল্‌ছো, আমি ত এর ভাব কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।—তুমি বোলেছিলে, সে জাহাজ ডুবে গেছে, এখন এ কথা শুনে আমার সন্দেহ হোচ্ছে। সত্য সত্য কি তবে জাহাজ-ডুবি হয় নাই?"

"হাঃ হাঃ হাঃ! টুমিলোক বরো কচ্চা আছে। সব কঠা কি সট্য বলিলে কার্‌বার চলিটে পারে? আমিরা টাকা করিটে আসিয়াছি, টুমি বি টাকা করিটে বসিয়াছে, যাটে টাকা হইটে পারে, টাহাই দেখিটে হইবে। মহাজনেরা জানিল, জাহাজ ডুবিয়া গেল, মাল লোক্‌সান হইল, দাম চাহিটে সাহস করিল না, এখন আমিদের লাভ আসিল, টাহাদের কিছু কিছু ধরিয়া দিটে হইবে, খুসি হইয়া যাইবে। আমরা টাকা কবিটে আসিয়াছি, টাকাটেই সব।"

এ সাহেবটী খুব ভাল। ইনি প্রায় দুএকটী বর্ণ ছাড়া ভারতী ভাষার সকল বর্ণই উচ্চারণ কোত্তে পারেন। ইউরোপের রসনা প্রায় অনেক বর্ণের আস্বাদনে বঞ্চিত; যে সময়ের কথা বলা যাচ্ছে, সে সময় আরও বিকৃত ছিল। উল্ সাহেব যে রকমে কথা কোচ্ছেন, তাতে "ত থ" ছাড়া প্রায় সকল বর্ণই এঁর ঠিক ঠিক উচ্চারিত হোচ্ছে। এঁর আর একটী গুণ, ইনি যা করেন, তা স্পষ্টই বলেন। মহাজনদের কাছে ধারে মাল নিয়ে চালান দিয়েছিলেন, জাহাজডুবি হয়েছে বোলে দম দিয়ে ফাঁকি দিবার চেষ্টা পান, এখন সেই জিনিস বিক্রী হয়ে লাভ হয়েছে, প্রধান অংশীর কাছে সেই গুপ্তকথা ব্যক্ত কোল্লেন।

রাজা দৌলত্‌রাম নিজে খুব ধড়ীবাজ লোক বটেন, কিন্তু ইংরেজের কাছে তাঁর এখনো অনেক ফিকির, অনেক ফন্দী, অনেক বিদ্যা শিক্ষা কোত্তে বাকী আছে। তিনি পূর্ব্বকৌশলের প্রতিবাদ কোত্তে সাহস না কোরেই অন্য এক পাশকথা এনে ফেল্লেন।—গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "আমাদের দেশের জিনিস ভাল,—দরে বিক্রী হয়, তাতেই বেশী লাভ হয়েছে।"

"সে কঠা ঠিক আছে। টুমিদের দেশে সকল বষ্টুই উট্টম বটে, কিবল টিনটী বিষয়ে আমি বরো—বরো ট্রুটা দেখিটেছি। জাটিভেদ, (১) ইষ্ট্রীজাটি, (২) আর পরমেশ্বর। এর মধ্যে ইষ্ট্রীজাটির সটীট্টই (৩) কঠিন আছে। টুমিরা মুখে বলিয়া ঠাকো, টুমিদের ইষ্ট্রীলোকের খুব সটীট্ট,—সেই সটীট্ট লুকাইয়া রাখিবার জন্য টুমিরা টুমিদের জানানালোককে অন্দরমহলে কয়েদ করিয়া রাখো, কিণ্টু বিবেচনা করিটে হয় যে, যে বষ্টু সর্ব্বদা দেখা যায় না, টাহা দেখিবার জন্য সকল লোকেটেই সাধ করিয়া

(১) জাতিভেদ।—(২) স্ত্রীজাতি।—(৩) সতীত্ব।

ঠাকে। টাহাটেই টুমিদের ইষ্ট্রীলোক দৈবাট্ পঠে বাহির হইলে শটো শটো, হাজার হাজার লোক সেইদিকে চাহিয়া ঠাকে, এক টাকা, দুই টাকা দিলেই বশ করা যায়। টাই জন্যই টুমিদের জাটিমধ্যে এটো ব্যভিচার। আর টুমিরা ইষ্ট্রীলোককে বিদ্যাশিক্ষা করাও না, স্বাধীন হইটে দাও না, কাজেই খারাপ হইয়া যায়।* আমিদের ম্যাম-সাহেবেরা বেশ লেখাপড়া শিখিয়া ঠাকে, অণ্টঃপুরে আটক হইয়া ঠাকে না, যেখানে ইচ্ছা, চলিয়া যাইটে পারে, কেহ কিছু বলিটে পারে না, ম্যামেরা আপনারাই সটীট্ব রক্ষা করিটে জানে, সে জন্য টাহাদের টুমিদের মটো কয়েদ করিয়া রাখিটে হয় না। ১০০ টাকা দিলেও কেহ আমিদের ম্যামেদের সটীট্ব নষ্ট করিটে পারে না!''—উল্ সাহেব এই পর্য্যন্ত বোলে স্ফূর্ত্তিপূর্ণনয়নে বিবির মুখপানে চাইলেন, রাজা দৌলত্‌রামও বিবির দিকে কটাক্ষপাত কোল্লেন। বিবি তখন পাখাখানি ঘুরিয়ে অন্যমনে বাতাস খাচ্ছিলেন, দুজনের দৃষ্টিপাতে যেন কিছু গর্ব্বিতা হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরুলেন।

রাজা দৌলত্‌রাম একমনে সাহেবের বক্তৃতা শুনছিলেন, সাহেব চুপ্ করবামাত্র নম্রভাবে বোল্লেন, "হাঁ, তোমাদের স্ত্রীলোকেরা আমাদের স্ত্রীলোকের চেয়ে অনেক ভাল বটে।"

উৎসাহ পেয়ে উল্ সাহেব দম্ভ কোরে বোল্লেন, "আর পরমেশ্বর? —টুমিদের পরমেশ্বরের কটো নাম, কটো রূপ, কটো অবটার, কটো কাণ্ড, আমিদের কিবল একমাট্র অনণ্ট পিটা পরমেশ্বর। টিনি স্বহস্টে আমিদের বাইবেল লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।"—সবে এই পর্য্যন্ত বোলেছেন, এমন সময় একজন চাপ্‌রাসী এসে সেলাম কোরে তাঁরে জানালে, "খোদাওয়ান্দ! নৌকা প্রস্তুত, সব জিনিসপত্র সেখানে গিয়েছে।"

সাহেব দাঁড়িয়ে উঠে দৌলত্‌রামকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন "টবে আমি এথন বম্বে যাট্রা করিটেছি, আর এক দিবস এ টর্ক করিব। আমিকে ৫ হাজার টাকা দাও, অনেক খরচ করিটে হইবে।"

রাজা তৎক্ষণাৎ ৫ হাজার টাকা প্রদান কোল্লেন, সাহেব সেলাম কোরে চাপ্‌রাসীর সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। বিবি খানিকক্ষণ চুপ্ কোরে থেকে যথন দেখ্‌লেন, ফিরে আস্‌বার আর সম্ভাবনা নাই, তথন রাজাকে সম্বোধন কোরে মিহিস্বরে বোল্লেন,—"রাজা! তুমি আপনি ওকে চেনো না। ওর কি কিছু আক্কেল আছে?—ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই মানে না, নাস্তিক বোল্লেই হয়। আমার সঙ্গে আস্‌লেই বনে না। তুমি কার্‌বার কোত্তে টাকা দাও, তাই নিয়ে জুয়া খেলে, কার্‌বারে লোক্‌সান হয়েছে বলে। এই যেমন জাহাজডুবি রটিয়েছিল, তেম্‌নি কতবার কত আজ্‌গুবি কথা তোলে। আমারে একটীও পয়সা দেয় না, বরং আমার যা ছিল, সবগুলি বার্ কোরে নিয়েছে। সেদিন ৫০টী টাকা চেয়ে-ছিলেম, রাগ কোরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।"

"তুমি এমন সুন্দরী, তোমাকে ভালবাসে না?—আদর করে না?"

"কিছুমাত্র না!—বরং রোজ রোজ ঝগ্‌ড়া করে!"

"সে কি! ছি ছি!—তুমি কিন্তু বেশ সুন্দর!—এমন সুন্দর মেয়ে মানুষ আমাদের দেশে হয় না।"

বিবি এই গৌরবে একটু গর্ব্বিত-ভাবে একবার আপনার গায়ের দিকে চাইলেন, একবার আড়নয়নে রাজার পানে কটাক্ষপাত কোল্লেন। —বোল্লেন,—"তুমিও খুব সুন্দর।"

উভয়েই ক্ষণকাল নিস্তব্ধ।—একটু পরে বিবি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার বিয়ে হয়েছে?"

রাজা একটু ইতস্ততঃ কোরে মাথা চুল্‌কে উত্তর কোল্লেন, "বিয়ে?—না।"

বিবি সম্পূর্ণ নেত্রবিকাস কোরে একদৃষ্টে রাজার পানে চেয়ে রইলেন। একটু পরে মৌনভঙ্গ কোরে বোল্লেন, "৫০টী টাকা আমায় দিলে না, আচ্ছা, লুসীও এমন মেয়ে নয় যে, আর তার বশীভূত থাক্‌বে!"

রাজা চমকিত-ভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তবে কি ৫০ টাকা যে দেবে, তারিই বশীভূত হবে?"

"অবশ্য হবো।—কেন হবো না?"

"কেউ যদি তোমাকে অনেক পঞ্চাশ দেয়?"

"অনেক বশীভূত হবো!"

রাজা অভিপ্রায় বুঝে তাঁর কাছে সোরে গিয়ে গায়ে মুখে হাত বুলুতে বুলুতে বোল্লেন, "আমিই তোমাকে অনেক পঞ্চাশ দিব। তুমি বেশ সুন্দর;—এমন রাঙা ঠোঁট, এমন ছোট নাক, এমন সুন্দর মুখ, এমন সুন্দর চক্ষু, আমাদের দেশে হয় না।" দৌলত্‌রাম এইরূপে বিড়ালাক্ষী বিধুমুখীর রূপের বিস্তর প্রশংসা কোত্তে লাগ্‌লেন। বিবি একটু হাস্‌লেন; হেসে রাজার গা ঘেঁসে সোরে গিয়ে বোল্লেন, "দেখো, আমাদের ডাইভোর্সের রীতি আছে। এখন যেন কিছু প্রকাশ হয় না। আমি দুদিক্ বজায় রাখ্‌বো। তোমারো হবো, তারো থাক্‌বো।"

রাজা উৎসাহপূর্ণ হয়ে বামহস্তে বামলোচনার সূক্ষ্ম কটিদেশ বেষ্টন কোল্লেন, লুসীও খুসি হয়ে ঢোলে পোড়্‌লেন। রাজা তৎক্ষণাৎ অমিয় স্পর্শে অমিয়ভাষিণীর অধর ওষ্ঠের অভিষেক কোল্লেন। বিবিদের এ সকল আদরের চিহ্ন, স্নেহের লক্ষণ, এদেশের মত তাঁদের এতে

লজ্জাসম্ভ্রম নাই। সুতরাং বিবি লুসীও উত্তপ্ত অনুরাগে সুশীতল ওষ্ঠে পুনঃ পুনঃ প্রতিশোধ অঙ্কিত কোরে দিলেন।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর। বিবি লুসী নগদ ৫০টী টাকা নিয়ে বিদায় হোলেন। রাজা দৌলত্‌রাম অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত।

একবিংশ কাণ্ড।

নূতন প্রণয়।

এক পক্ষ অতীত।—নীলকুমারী আপন কক্ষে একাকিনী বোসে আছেন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আকাশে চন্দ্রোদয় হয়েছে, পূর্ণকলা পূর্ণ-চন্দ্র।—নক্ষত্রেরা ক্ষীণ-জ্যোতিতে পাত্‌লা পাত্‌লা হয়ে তারাপতির দূরে দূরে দীপ্তি পাচ্ছে; নিশাপতি আজ পূর্ণাবয়বে নিশারঞ্জন সৌন্দর্য্য ধারণ কোরেছেন বোলেই যেন তারাদল সপত্নীবিদ্বেষে ম্রিয়মাণ। ধরা-তলে জোনাকিরাও নক্ষত্রমালার ন্যায় মৃদু দীপ্তিতে ছোট ছোট দলবেঁধে নিবিড় বৃক্ষরাজীকে আলিঙ্গন কোরে বেড়াচ্ছে। একবার মুদিত হয়ে, একবার দীপ্তি পেয়ে জোনাকিরা যেন জগৎবাসীকে এই ভাব জানাচ্ছে যে, তারাপতি আজ তারাপতি নন, নিশাপতি। চন্দ্রমাও আকাশে হাস্‌ছেন;—সরসীতে, নদীতে, জলনিধিতে প্রতিবিম্ব পোড়েছে, সেখানেও হাস্‌ছেন;—কুমুদিনী যে জলে বাস করে, সে জলেও ছায়া পোড়েছে,—কুমুদের গায়েও করস্পর্শ হয়েছে, সেখানেও হাস্‌ছেন। কুমুদিনীও প্রমোদে প্রফুল্ল হয়ে বাতাসে দুল্‌তে দুল্‌তে মৃদু মৃদু হাস্‌ছে।

নীলকুমারীও আপন কক্ষে বোসে আপনার মনে মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছেন। আজ তাঁর অতি সুমোহন সমুজ্জ্বল বেশ। কিন্তু কেন, কে বোল্‌তে পারে? তিনি একাকিনী তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে বোসে আছেন। সম্মুখে একটী মেহগ্‌নির বাক্স,—বাক্সটীর ডালা খোলা;—পার্শ্বে একটী মোমবাতী জ্বোল্‌ছে। নীলকুমারী আপনা আপনি বোল্‌ছেন, "বালাই গেছে!—আপদ গেছে!—বড় মনগুমুটে লোক!—কিছুতেই মন পাওয়া যায় না!—খরচপত্রেও অষ্টরম্ভা!—কেবল ঋণ, ঋণ, ঋণ!—বালাই গেছে!"—একটু চিন্তা কোরে আবার বোল্লেন,—"চয়নসুখ সেই গেলেন, আর এলেন না!—ওদের মুখে শুন্‌লেম, তিনি জাল কোরে, নাম ভাঁড়িয়ে মহাসঙ্কটে পোড়েছেন!—আমার তো বিশ্বাস হয় না!—বোধ হয়, ওরাই তাঁরে বিপদে ফেলেছে।—আহা! বেশ মানুষটী কিন্তু!—আমার যদি কিছু হাত থাকে, আমি তাঁরে খালাস কর্‌বার উপায় করি।"—আরো একটু চিন্তা কোরে একটা নিশ্বাস ফেলে পুনরায় বোল্লেন, "এখন আমার নিজের গতি কি হয়?—কুচক্রীর কুচক্রে পোড়ে কুলে জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে, একটা আশ্রয় তো চাই।—মেয়ে মানুষ, নিতান্ত নিরাশ্রয়েই বা কেমন কোরে থাকি?—নেহাত বাজারে পেসাগীরও তো হোতে পার্‌বো না!—না, কখনই না!"—ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থেকে আরো একটু চিন্তা কোরে গুন্‌গুন্‌স্বরে বোল্লেন, "দেখি দেখি, এরাই বা কে কি বলে!—এরা উপযাচক হয়ে প্রণয়ভিক্ষা চায়,—দেখাই যাক্।"—মুখে একটু হাসি এলো।—বাক্সথেকে একখানি পত্র নিয়ে খুলে দেখ্‌লেন, নাম রাজা গজেন্দ্রপতি।—পত্রখানি পোড়্‌লেন।

"গজেন্দ্রপতি।—আমি জানি একে।—বড় অহঙ্কারী লোক।—চিঠিতেও তার পরিচয় দেপ্‌চি।—না, হলো না।—একে আমি চাই না।"

ঘাড় নেড়ে এই কথা বোলে প্রেমার্থিনী মৃদুহস্তে চিঠিখানি বাতীর মুখে ধোল্লেন, ফুর্ ফুর্ কোরে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল !

দ্বিতীয় চিঠি।—দেওয়ান নরোত্তম সাধু।—"না, এও হলো না।—বড় আত্মশ্লাঘা কোরেছে!" -এ পত্রখানিও জ্বলন্তশিখায় ঠাঁই পেলে !

তৃতীয় চিঠি।—আমীর নসীব্‌মামুদ খাঁ।—"উঃ! এ ব্যক্তি পাঠান! —একে মুসলমান, তায় পাঠান!—এর আর বিচারে আবশ্যক নাই,—হাতে করাই দোষ হয়েছে!"—তৎক্ষণাৎ সঘৃণায় দীপশিখায় পূর্ণাহুতি !

চতুর্থ চিঠি।—মন্‌সব্‌দার চিন্তামণ।—"ঈস্!—এর পেটেও এত! —ফোগ্‌লা,—মর্কটমুখো,—এর এতদূর আস্থা!—যা হু একটা দাঁত আছে, তাও কালকূট বিষে ভরা!—এই ব্যক্তিই চয়নসুখকে ফ্যাসাতে ফেলেছে!—সেই দাঁতেই দংশন কোরেছে!—এ লোকটা বড় নেমক-হারাম!—ধনসুখের চেয়েও বিশ্বাসঘাতক;—ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতক!"—ঘৃণায়, ক্রোধে, আরক্তচক্ষে উৎকণ্ঠিতা নায়িকা এই পত্রখানি তাচ্ছিল্য-ভাবে প্রজ্বলিত অনলে নিক্ষেপ কোল্লেন !

পঞ্চম চিঠি।—জহরমল।—"এ কে?—সেই জহর?—হুঁ!—বেহদ্দ বোকা!—গাধার সর্দ্দার!—আবার দেউলে!" একটু ব্যঙ্গহাসি হেসে শশিমুখী এই পত্রের প্রেমাভিলাষ হুতাশনে সমর্পণ কোল্লেন!

ষষ্ঠ চিঠি।—হেম্মতরাম।—"আশাও কম নয়!—মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক, গোকুলের ষাঁড়!—কালো ভূত!—তার এতদূর আশা!"—মাথা নাড়্‌তে নাড়্‌তে চারুহাসিনী একটু হাস্‌লেন। প্রেমপত্রখানি মোমবাতীর জ্বলন্তজিহ্বায় সমর্পিত !

সপ্তম চিঠি।—রাজা রঘুপ্রসাদ।—নাম দেখেই নীলকুমারী একটু লজ্জিতা হোলেন। ঝাপ্‌টার চুলগুলি মুখে এসে পোড়েছিল, গুছিয়ে

কাণের পাশে রাখ্‌লেন। পত্রখানি পোড়্‌লেন,—আরো লজ্জা হলো,—পত্রকেই যেন প্রণয়ী জ্ঞান কোরে চক্ষু দুটী ঈষৎ বুজ্‌লেন,—আবার পত্রপাঠ কোরে একটু হাস্‌লেন।—“এই ইনিই আমার মনোমত প্রেমিক। যেমন গাম্ভীর্য্য, তেম্‌নি সরলতা।—আজিই এঁকে আনাতে হবে।” এইরূপ স্থির কোরে তৎক্ষণাৎ সেই পত্রের উত্তর লিখ্‌লেন।

“শ্রীযুক্ত রাজা রঘুপ্রসাদ

প্রিয়তমেষু।—

আপনার আশা পূর্ণ হইয়াছে। এখন যদি অবসর থাকে, অনুগ্রহ করিয়া দর্শন দিবেন।

পিপাসিনী

শ্রীমতী নীলকুমারী।”

পত্রখানি পাঠিয়ে দিয়ে প্রফুল্লমুখী দক্ষিণ কপোলে করকমল বিন্যস্ত কোরে আপনার মনেই এই গীতটী গাইতে লাগ্‌লেন :—

মূলতান ;—আড়াঠেকা।

অনুগত জনে কেন এত প্রবঞ্চনা!
রাখিলে রাখিতে পারো, মারিলে কে করে মানা!!
কোরে থাকি অপরাধো,—
প্রেমডোর দিয়ে বাঁধো,—
বিনা অপরাধে বধো ;—
এই কি তোমার বিবোচনা!!

আধঘণ্টার মধ্যেই রাজা রঘুপ্রসাদ পত্রবাহিকার সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হোলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ কোরেই সহাস্যবদনে বোল্লেন, আহা! কি সুমধুর গুঞ্জন!”

নীলকুমারী একবার চেয়ে দেখেই গাত্রোত্থান কোল্লেন;—ঈষৎ হেসে রাজাকে আপনার নিকটে একখানি স্বতন্ত্র আসনে বসালেন। রাজা বোসেই সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “তবে—এত রাত্রে তলব কি জন্য?”

“সোহাগিনী হবো বোলে!”

“কার?”

“যে আমাবে অকপট ভালবাসে!”

“সে যদি আমিই হই?”

“তবে তোমারিই!—পত্রে তাই দেখেছি বোলেই বোল্‌চি।”

“পরম সৌভাগ্য!”

“আগে আমার, তার পর তোমার। কেন না, আমি না খুঁজেই ঘরে বোসে রত্ন পেলেম।”

রাজা সন্তুষ্ট হয়ে নীলকুমারীর একখানি হাত ধোরে বিস্তব শিষ্টাচার জানালেন, নীলকুমারীও তদনুরূপ ভদ্রতার পরিচয় দিয়ে সোহাগবৃদ্ধি কোল্লেন। নানাপ্রকার প্রেমালাপ চোল্‌তে লাগ্‌লো, উভয়ের মনেই প্রমোদের তরঙ্গ;—উভয়ের মুখেই সহর্ষ অনুরাগের চিহ্ন বিরাজমান। রাজা প্রায় সমস্ত রাত্রি নীলকুমারীর গৃহে থাক্‌লেন। শেষরজনীতে বিদায় হবার সময় এই অঙ্গীকার কোরে গেলেন যে, সমস্ত খরচপত্র দিবেন, আর ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য মাসে মাসে হাজার টাকা প্রদান কোর্‌বেন। দেহে প্রাণে বিচ্ছেদ না হোলে আর এ মিলনে, এ সুখে

কখনই বিচ্ছেদ হবে না। নীলকুমারী মহাসমাদরে স্বীয় করপল্লবে রাজার করগ্রহণ কোরে সুস্নিগ্ধনয়নে তাঁর মুখপানে চেয়ে সুস্নিগ্ধস্বরে বোল্লেন, "দেখো রাজা! ভুলো না!—নূতন প্রণয়!"

রাজা রঘুপ্রসাদ মৌনভাবেই প্রফুল্লকপোলে প্রণয়িনীর প্রফুল্ল কপোল সানুরাগে স্পর্শ কোরে সে কথার প্রকৃত উত্তর দিলেন। প্রভাতী বিহঙ্গকুল প্রভাতসমীরে প্রবোধিত হয়ে প্রমোদে প্রমোদে সুমধুরস্বরে প্রভাতী গীত গেল্লে, ঊষাদেবী সেজেগুজে বেরুলেন; রাজা রঘুপ্রসাদ বিদায় হোলেন।

দ্বাবিংশ কাণ্ড।

দায়রা আদালত।

আদালত লোকারণ্য।—হাকিম, আমলা, উকীল, ফরিয়াদী, আসামী, সাক্ষী, আরদালী, চাপ্‌রাসী, হরকরা, কোতয়াল, দর্শক, সকলেই উপস্থিত। আরদালীরা হৈহৈশব্দে গোল থামাচ্ছে। কিন্তু তত লোকের জনতামধ্যে গোলমাল থামানো সহজ ব্যাপার নয়। পাঁচ জনে ফুস্ ফুস্ কোরে কথা কইলেও দূরন্ত হট্টগোলের ন্যায় একপ্রকার মধুপগুঞ্জনশব্দ হয়। তাতে আবার শতশত লোক একত্র।

দায়রার বিচারপতি উচ্চ আসনে উপবেশন কোরেছেন। পার্শ্বে সেরেস্তাদার ও পেস্কার পর্য্যায়ক্রমে তর্‌তিবমত নথী শুনিয়ে দিচ্ছেন। সেই পর্য্যায়ক্রমেই আসামী, সাক্ষী, উকীলপ্রভৃতির ডাক হোচ্ছে। খুন, জালসাজী, মিথ্যাসাক্ষ্য, জুয়াখেলা, চুরি, ডাকাইতী, জুয়াচুরি,

রাহাজানী, বলাৎকার, গর্ভপাত ইত্যাদি নানাবিধ গুরুতর অপরাধে ৩০।৩৫ জন আসামী একে একে প্রায় সরাসরিমতেই দণ্ডপ্রাপ্ত হলো। ৭ বৎসর, ৫ বৎসর, ৩ বৎসর, ২ বৎসর, এক বৎসর, এইরূপ কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা। ৬ মাসের ন্যূন দণ্ড নাই। হত্যা অপরাধে প্রাণদণ্ড। বেলা তিনটের সময় বিজয়লালের ডাক হলো। তিনি প্রায় দুই মাসকাল হাজতে আছেন, মনের কষ্ট, শরীরের কষ্ট, ভাবী আশঙ্কা, এ অবস্থায় তাঁকে দেখ্‌লেই আক্ষেপ হয়। প্রহরীরা তাঁকে হাতকড়িবদ্ধ কোরে হাকিমের সম্মুখে হাজির কোল্লে। শরীর শীর্ণ, কেশ রূক্ষ, গাত্রে খড়ি, বস্ত্র মলিন, মুখ বিবর্ণ, চক্ষে জল, অতি শোচনীয় দৃশ্য !—তিনি কাঠগড়ার ভিতর ছলছলচক্ষে মাথা হেঁট কোরে দাঁড়ালেন।—নির্দ্দোষচিত্তে সচরাচর যে তেজস্বিনী স্ফূর্ত্তি বিদ্যমান থাকে, সে স্ফূর্ত্তি বাহ্য অবয়বেও প্রকাশ পায়। বিজয়লাল তত সঙ্কটে,—তত বিষাদেও সেই স্বাভাবিক তেজস্বিনী স্ফূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ।

অভিযোগপক্ষের উকীল প্রথমে সদর্পে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা কোরে মোকদ্দমা তুলে দিলেন। যারা আসামীকে গ্রেপ্তার করে, তাদের এজেহার, যিনি দায়রা সোপরদ্দ করেন, তাঁর জোবানবন্দী অগ্রে লওয়া হলো। ক্রমে অন্যান্য সাক্ষী। গদীয়ান ভুজঙ্গলাল হনুমান, আসামীর পূর্ব্বমানিত চিন্তামণ ও ধনসুখদুলাল, এঁরাও রীতিমত হলফ কোরে জোবানবন্দী দিলেন।—সকলকার জোবানবন্দীতেই আসামীর অপরাধ সাব্যস্ত হলো। অবশেষে হাকিম গম্ভীরস্বরে বন্দীকে সম্বোধন কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, " এখন, তোমার কিছু সাফাই বলিবার আছে ? "

" সাফাই কিছুই নাই, একটী আরজ আছে। "

চক্ষু রক্তবর্ণ কোরে হাকিমসাহেব বজ্রস্বরে বোল্লেন, " কিরূপে

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোত্তে হয়, তা কি তুমি আমাকে শিক্ষা দিতে চাও ?”

অপ্রতিভ হয়ে বিজয়লাল নম্রস্বরে বোল্লেন “যা আমি বোল্‌বো মনে কোরেছিলেম, বোধ হয় তা আমি স্পষ্ট কোরে ব্যক্ত কোত্তে পারি নাই। হজুরকে শিক্ষা দেওয়া আমার ইচ্ছাও নয়, উদ্দেশ্যও নয়, সাধ্যও নয়। আমি বোল্‌ছিলেম, সাফাই আমার আর নাই, কেবল হজুরের কাছে একটা প্রার্থনা জানাতে চাই।”

“যদি মনের কথা ঠিক কোরে মুখে প্রকাশ কোত্তে পারো না, তবে উকীল দিতেছ না কেন ?”

“না ধর্ম্মাবতার! উকীল আমি দিব না।—উকীলে আমার কি কোব্‌বে ?—আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, গ্রহদেবতারা আমার উপর বড় অপ্রসন্ন।”

“চুপ্ চুপ্। কাজের কথা কহ! তোমার গ্রহদেবতা অপ্রসন্ন, তা আমি কি করিব ?”

“আমি জাল করি নাই।”

“তবে এরা বলে কেন ?

“তা আমি জানি না।”

“হাঁ, তুমিও জানো না, আমিও জানি না!”

“আমি কখনো কারো মন্দ করি নাই।”

“তা হোতে পারে, কিন্তু তুমি নিজে যাদের সাক্ষী মেনেছিলে, এই ধনসুখতুলাল ও চিন্তামণ, এরা তবে তোমার অনুকূলে সাক্ষ্য দেয় না কেন ?”

সে কথা আমি প্রথমে ফৌজদারসাহেবের কাছে বোলেছিলেম,

এখন আর বোল্‌তে চাই না। যা অদৃষ্টে থাকে, আমাকেই ঘোটুক, অন্য লোককে জড়াতে ইচ্ছা নাই। আমি কখনো কোনো লোকের মন্দচেষ্টা করি নাই, স্বপ্নেও ভাবি নাই। কারো সহিত আমার শত্রুতাও নাই, আমি ভদ্রসন্তান, ধনবানের সন্তান,—আমার উপর কাহারো হিংসাও নাই।"

অভিযোগপক্ষের উকীল এই কথা শুনে গোঁফে চাড়া দিয়ে, দাড়ীর চুলের ভিতর আঙুল দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে দম্ভ কোরে বোল্লেন, "এ ব্যক্তি পুনঃপুনঃ বোল্‌ছে, কাহারো মন্দচেষ্টা করে নাই, কাহারো সহিত শত্রুতা নাই, কাহারো হিংসা নাই। তবে স্পষ্টই অপরাধ স্বীকার করা হইতেছে। যখন কেহ শত্রু নাই, তখন কেহ মিথ্যা করিয়া এ অভিযোগ আনে নাই। সত্যই জাল হুণ্ডী ভাঙাইয়াছে। যখন কেহ ঐ হুণ্ডী ইহাকে দেয় নাই, তখন অবশ্যই নিজে জাল করিয়াছে। কখনো কাহারো মন্দচেষ্টা না করা ইত্যাদি বাহানা কখনো এক ব্যক্তির সাফাই হইতে পারে না। বিশেষতঃ পূর্ব্বে যে ব্যক্তি কখনো মন্দ কার্য্য করে নাই, সে যে জীবনাবধি কখনো মন্দ কার্য্য করিতে পারে না, এমন কোনো নজীর দেখা যায় না। পূর্ব্বে দোষ করে নাই, এখন করিয়াছে, ইহা আইনানুসারে বিচিত্র নহে। আর,—ভদ্রসন্তান জাল করে না, জাল হুণ্ডী ভাঙায় না, আইনে এমন বিধান নাই। আরও ধনবানের সন্তানেরা ধনের জন্য জাল করিতে পারে না, ইহা হাস্যকর কথা!—যাহার টাকা আছে, সে কি কোনো লোককে ঠকাইয়া টাকা লইতে নারাজ হয়?—বিশেষতঃ ভুজঙ্গলাল হনূমানেরা এ সহরে সম্ভ্রান্ত গদীয়ান, তাঁহারা হাজার টাকার জন্য কখনই মিথ্যা কথা কহিবেন না। যদ্যপি এই বন্দী জাল হুণ্ডী না ভাঙাইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের গদীতে

কিপ্রকারে জাল হুণ্ডী আসিল ?—ইত্যাদি হেতুবাদে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, এ ব্যক্তি জাল হুণ্ডী ভাঙাইয়াছে, যখন কেহ ইহাকে দেয় নাই, তখন নিজেই জাল করিয়াছে। সম্পূর্ণ দোষী, আইনানুসারে ইহার কঠিন দণ্ড হওয়া উচিত।" উকীলসাহেব হাতমুখ নেড়ে বিকট দন্তের সহিত অঙ্গভঙ্গী কোরে উচ্চ—উগ্রকণ্ঠে নানা কূটের আশ্রয়ে এইরূপ এক দীর্ঘ বক্তৃতা কোল্লেন।

দায়রার হাকিম অনন্যমনে উকীলের বক্তৃতা শ্রবণ কোরে নথীর কাগজপত্র আর একবার উল্‌টে উল্‌টে দেখ্‌লেন। ক্ষণকাল গম্ভীরবদনে চিন্তা কোরে আসামীর দিকে চেয়ে হাকিমীস্বরে বোল্লেন, "যদিও এ অপরাধে কঠিন দণ্ড হওয়া আইনসঙ্গত, কিন্তু জাল করার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। অতএব হুকুম হইল যে, জাল হুণ্ডী ভাঙানো অপরাধে আসামী বা-খাটুনী দুই বৎসরের জন্য কয়েদ থাকে।"

হুকুম মাত্রেই চাপ্‌রাসীরা বিজয়লালকে বন্ধন কোরে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে গেল। তিনি আর লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে, কাহারো পানে মুখ তুলে চাইলেন না।

যে সকল উকীলের বিপক্ষ আসামীরা সাজা পেলে, সে সকল উকীল আজ মহাহর্ষে নিমগ্ন! মনে মনে তাঁরা আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান কোচ্ছেন! মুখের ভাব কখনো গম্ভীর, কখনো পুলকপূর্ণ, কখনো অট্ট অট্ট হাস্যপূর্ণ!—বিজয়লালের অভিযোক্তা উকীলও পূর্ণানন্দে পরিপূর্ণ! —তাঁরা আজ মহাপ্রমোদে প্রমোদকাননে উদ্যানভোজ, উদ্যানবিহারের অভিলাষে তাড়াতাড়ি আদালতথেকে শুভযাত্রা কোল্লেন!

উকীল!—ফৌজদারী আদালতের উকীল!—তোমরা অলৌকিক জীব!—আইনের আশ্রয়ে তোমরা অনেক সময় অনেকের কাজে লাগো

বটে, কিন্তু তোমাদের স্বার্থ অন্যপ্রকার!—স্বর্ণরজতের মায়ায় তোমরা সকল কার্য্যই সমাধা কোত্তে পারো! যে ব্যক্তির সঙ্গে তোমাদের জীবনকালের মধ্যে কস্মিন্‌কালেও দেখাসাক্ষাৎ নাই, আলাপ নাই, শত্রুতা নাই, বিবাদ নাই, যে ব্যক্তি সৎ কি অসৎ, তার কিছুই জানো না, তাকে পৃথিবীথেকে জন্মশোধ বিদায় দিবার মত্‌লবে, জল্লাদের হাতে সমর্পণের জন্য,—স্বদেশ, স্বগৃহ, স্বপরিবার পরিত্যাগ কোরিয়ে দ্বীপান্তরে পাঠাবার জন্য, মাতার ক্রোড়, পিতার স্নেহ, পত্নীর প্রণয়, পুত্রকন্যার মায়াপাশ ছিন্ন কোরিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ কর্‌বার জন্য তোমরা যতদূর সাধ্য,—বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, আইনজ্ঞতা, বাক্‌পটুতা, চতুরতা, ধূর্ত্ততা, রসিকতা, ঝম্পশীলতাপ্রভৃতি সমস্ত অদ্ভুত ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করো!—কত মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাও, কত মিথ্যাসাক্ষী প্রস্তুত করো, বিচারাসনের সম্মুখে নির্ভয়ে প্রণালীশুদ্ধ কতই মিথ্যাকথা বলো, তোমরাই তা জানো!—একজন স্বজাতীয় শ্রেষ্ঠজীবকে সংসারচ্যুত করাতে যে, কি সুখ, কি আনন্দ, কি গৌরব, তোমরাই তা বোল্‌তে পারো!—কেন পারো?—সুবর্ণের আকর্ষণে!—রজতমুদ্রার প্রলোভনে!—ধন্য তোমাদের মহিমা! —তোমরা যখন যে পক্ষে সহায় হও, গন্ধর্ব্বের লীলা দেখাও! যখন যে পক্ষে বাম হও, পিশাচের খেলা খেলো!—পিশাচ! একজন মহাপাপী যদি তোমাদের কাছে মুক্তকণ্ঠে অপরাধ স্বীকার কোরে অঞ্জলিপূর্ণ দক্ষিণা দেয়, তাকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করো!—অন্যপক্ষে একজন নিরপরাধীকে উৎসন্ন দিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাও!—তাতে যে, কত সুখ, কত আনন্দ, তোমরাই তা বোল্‌তে পারো!—হায়! যে দেশে আজিও ভদ্রসন্তানের এমন প্রবৃত্তি, সে দেশ যে কেন শীঘ্র রসাতলে প্রবেশ করে না, এই-ই আশ্চর্য্য!!!

পাঠক মহাশয়দের মধ্যে যদি কেহ উকীল থাকেন, বিরক্ত হবেন না,—রাগ কোর্‌বেন না। যে অন্তঃকরণে সততা,—ভদ্রতা মূর্ত্তিমতী, সে অন্তঃকরণের প্রতিবিম্ব এই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হবে না।

বিজয়লালের দুরবস্থা দেখে আদালতশুদ্ধ সকল লোকেই ক্ষুব্ধ হোলেন, কেবল ধনসুখ আর চিন্তামণ বাহ্যাভ্যন্তরে পুলকিত!—চাপ্‌রাসীরা বিজয়কে কারাগারে নিয়ে গিয়ে কয়েদী-কাচ পোরিয়ে একটা অন্ধকার ঘরে নিক্ষেপ কোল্লে। তিনি একটী কোণে গিয়ে দুই হাত চক্ষে দিয়ে দেয়ালে মাথা রেখে হাঁটুগেড়ে বোসে সাশ্রুনয়নে করুণস্বরে বোল্লেন, "জগদীশ! আমার এই পর্য্যন্ত পরিণাম হলো! পাঁচ বৎসর পাঁচ মাস আমি স্বদেশ ত্যাগ কোরে পূজনীয় পিতৃব্যের স্নেহে বঞ্চিত হয়ে নিরুদ্দিষ্ট সহোদরের অন্বেষণে নানাস্থানে বেড়াচ্ছি। কোথায় আমার পিতৃব্য!—কোথায় আমার সহোদর!—হায়! বিনাদোষে এই কারাগৃহেই আমার প্রাণ যাবে!"—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বোল্লেন, "কোথায় আমার ভ্রাতা!—ভ্রাতা!—স্নেহময় ভ্রাতা!—কোথায় তুমি? পদ্মলাল! পদ্মলাল!! পদ্মলাল!!!"

প্রথম পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

Printed by S. P. Chatterjee, at the New Bengal Press,—103, Grey Street, Sobhabazar,—CALCUTTA,—1877.

রহস্য-মুকুর!

আশ্চর্য্য গুপ্ত কথা!!

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

---

৩১ শ সংখ্যা।

মধ্যস্তবক।

খৃঃ ১৮৭৭।

পাঠক মহাশয়!

করুণাময়ী ভারতীশ্বরী বরদার করুণায় আর আপনাদের অনুগ্রহে আমি এই নবীন আখ্যায়িকারূপ সাহিত্য-শৈলের প্রথম সোপান অতিক্রম কোরে দ্বিতীয় সোপানে পদক্ষেপ কোল্লেম। প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত হয়েছে, দ্বিতীয় পর্ব্বের আরম্ভ। এই সাত মাসের যত্ন ও পরিশ্রম সফল হলো কি না, সে বিবেচনা আমার হস্তে নাই, আপনারাই তার নিরপেক্ষ বিচারপতি।

প্রথম পর্ব্বের ক্ষুদ্রবৃহৎ বাইশটী কাণ্ড আর একটী শূন্যকাণ্ড আলোচনা কোরে আপনাদের কিঞ্চিন্মাত্রও তুষ্টিসাধন হয়েছে কি না, কিছুই জানি না ;—আমি দীপধারী প্রদর্শক,—নিজে অন্ধ,—আমি তার কিছুই জানি না। তথাপি বিশ্বসংসারে আশার অবধি নাই। যে ব্যক্তি নিঃসম্বল, সে একটী টাকা চায় ;—যার একটী আছে, সে একশত চায় ;—শতপতি সহস্র প্রার্থনা করে ;—সহস্রপতি লক্ষ চান ;—লক্ষপতি ক্ষিতিপতি হবার বাসনা করেন ;—পৃথ্বীপতির চক্রবর্ত্তী সার্ব্বভৌম হোতে অভিলাষ ;—মহারাজচক্রবর্ত্তী ইন্দ্রত্ব বাঞ্ছা করেন ;—সুরপতি ব্রহ্মপদ কামনা করেন ;—ব্রহ্মা শৈবপদের অভিলাষী ;—শিব আবার হরিপদপ্রাপ্তির জন্য লালায়িত! আশার অবধি নাই!—আমিও সেই বিশ্বমোহিনী আশার আশ্বাসে আশ্বাসিত।—সেই আশ্বাসেই পুনরায় বাগীশ্বরীর শ্রীচরণে প্রণাম কোরে অর্চ্চনীয় লেখনী ধারণ কোল্লেম। দেখি, প্রথমবারে যদি ভগ্নমনোরথ হয়ে থাকি, এবারের প্রয়াসে যদি কতক কৃতকার্য্য হোতে পারি।

শারদীয় জলধর যেখানে সঞ্চিত,—যেখানে স্তম্ভিত, সেইখানেই বৃষ্টি।—জলদ ঋতুর সে ভাব নয়।—অন্য ঋতুর ত নয়ই নয়। সেইরূপ এই আখ্যায়িকার নায়ক-

নায়িকারা যখন যে কাজ কোচ্ছেন, শরৎকালের মেঘের ন্যায় একটী একটীর তৎক্ষণাৎ ফল ফোল্‌ছে,—একটী একটীর কেবল গুড়্‌গুড়্‌ গর্জ্জনে অথবা পবনপরাক্রমে আশু পরিণাম দাঁড়াচ্ছে। মেঘের উৎপত্তি আকাশে নয়,—পৃথিবীতে;—পাপপুণ্যের উৎপত্তি লেখনার মুখে নয়,—পাপীতে আর পুণ্যবানে। যার যেরূপ প্রবৃত্তি, যার যেরূপ অভিরুচি, সে সেই পথেই গতি করে;—সঙ্গে সঙ্গে ফলভোগ হয় না। পাঠক মহাশয়! এটী কি আপনি আশ্চর্য্য জ্ঞান করেন?—না,—আশ্চর্য্য নয়,—সংসারের গতিই এইরূপ। প্রথম পর্ব্বের অনেক স্থলেই আপনি দেখ্‌লেন, পাপের জয়, পুণ্যের পরাজয়,—পাপীর শ্রীবৃদ্ধি, ধার্ম্মিকের অধোগতি;—অসৎপথে জোর-ডঙ্কা,—সৎপথে নানা বিঘ্ন;—দুর্ব্বলের হাহাকার, প্রবলের জয়জয়কার!—এ সকল দেখে কি আপনার সংসারে বিরাগ জন্মাচ্ছে?—ধর্ম্মপথে ঔদাস্য আস্‌ছে?—সৎসঙ্গে ঘৃণা হোচ্ছে?—না, তা যেন না জন্মে,—তা যেন না আসে,—তা যেন না হয়।—উতলা হবেন না, ধৈর্য্যধারণ করুন;—আপাতমনোহর পরিণামবিরস,—আর আপাতবিরস পরিণামসরস ঘটনায় পরস্পর কত অন্তর, কত প্রভেদ, ক্রমেই দেখ্‌তে পাবেন। বিন্দু বিন্দু জলকণা,

বিন্দু বিন্দু ধূমকণা মৃদু মৃদু উত্থিত হয়ে আকাশে মেঘ হয়,—এক দিনে হয় না,—ক্রমে হয়;—সময়ে সেই সব বিন্দুসমষ্টি সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হয়ে বিরাট কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ কোরে ধরাতল প্লাবিত করে!—সুধাকর প্রতিদিন বিন্দু বিন্দু সৌরকর সংগ্রহ কোরে মাসান্তে সমুজ্জ্বলবদনে সমস্ত জগৎ আলো করে! পাপপুণ্যের ফলাফলও সেই-রূপ জান্‌বেন। উতলা হবেন না, বিরক্ত হবেন না, ধৈর্য্যধারণ করুন। ধৈর্য্যের ফল অতি সুমধুর।

পাঠক মহাশয়! আজ তবে একা একা কথা এই পর্য্যন্তই থাক্,—এই পর্য্যন্তই ভাল। এখন আসুন, আপনার কৌতূহল উদ্দীপকেরা কে কোথায় কি সুখে, কি কষ্টে দিন অতিবাহিত কোচ্ছে,—কে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে আছে, আসুন তাদের অন্বেষণে যাই।

পরিচিত
শ্রীসব জান্তা।

রহস্য-মুকুর !

আশ্চর্য্য গুপ্ত কথা !!

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

ত্রয়োবিংশ কাণ্ড।

সময়চক্র !—কারাগৃহে বিষাদ !!!

সময় যায় !—লোকে বলে, সময় যায় !—দার্শনিক বলেন, সময় যায় ! কিন্তু কোথায় যায়, কেহই বলেন না,—কেহই জানেন না। সকলেরি সময় যায়।—রাজা রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, পাত্রমিত্র সভাসদ্ পরিবেষ্টন কোরে বোসেছেন; দুই পাশে চামর বীজন হোচ্ছে, শিরে স্বর্ণদণ্ড রত্নমণ্ডিত রাজছত্র শোভা পাচ্ছে,—তথনো তাঁর সময় যাচ্ছে !—অন্তঃপুরে সুরম্য হর্ম্ম্যে স্বর্ণময় পর্য্যঙ্কে শয়ন কোরে আছেন, সুরভি পরিমলে গৃহতল—গৃহবায়ু আমোদিত হোচ্ছে, সুরূপসী কিঙ্করীদল নূপুরশিঞ্জনে গৃহপ্রকোষ্ঠ সুগুঞ্জিত কোরে মৃদুমধুর হাস্য কোচ্ছে ;—আড় নয়নে চেয়ে চেয়ে চামর, চন্দন, তাম্বুলহস্তে মরালগমনে শয্যাপার্শ্বে ভ্রমণ কোচ্ছে ;—সুরসুন্দরীলাঞ্ছিত রাজমহিষী চারুবদনে চারুহাস হেসে

বাম অঙ্ক সুশোভিত কোচ্ছেন, তখনও তাঁর সময় যাচ্ছে!—রোগী রুগ্নশয্যায় শুয়ে নিদারুণ ব্যাধিযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌—আইঢাই কোচ্ছে,—নিদ্রা জন্মশোধ পরিত্যাগ কোরে গেছে,—নিকটে স্নেহময়ী জননী, প্রাণাধিক নারীপুত্র, হিতৈষী আত্মীয়স্বজন, সকলেই ম্লানমুখে বোসে অজস্র অশ্রুবর্ষণ কোচ্ছে,—স্বপ্ন, তন্দ্রা, প্রলাপ, পিপাসা, ভ্রান্তি ঘনঘন উপস্থিত হোচ্ছে,—সেই আসন্নমৃত্যু রোগীরও সময় যাচ্ছে!—হতভাগ্য, নিরাশ্রয়, উদাসীন হেমন্তের হিমে, নিদাঘের গ্রীষ্মে, প্রাবৃটের বারিধারায় আক্রান্ত হয়ে তেপান্তর মাঠে বৃক্ষতলে শুয়ে আছে, তারও সময় যাচ্ছে!—সকলেরি সময় যায়!—কার না যায়?—সময় যায়!—কিন্তু কোথায় যায়?—সময় অনন্ত।—অথচ সেই অনন্ত সময় আসে আর যায়!—মুহূর্ত্ত যায়, মুহূর্ত্ত আসে।—প্রহর যায়, প্রহর আসে।—দিন যায়, দিন আসে।—পক্ষ যায়, পক্ষ আসে।—মাস যায়, মাস আসে।—ঋতু যায়, ঋতু আসে।—অয়ন যায়, অয়ন আসে।—বর্ষ যায়, বর্ষ আসে।—সব যায়, সব আসে; কিন্তু যে সময় একবার যায়, তা আর ফিরে আসে না!—ঊষা গেল, প্রভাত এলো, মধ্যাহ্ন এলো, সন্ধ্যা এলো, রাত্রি এলো, আবার ঊষা। কিন্তু যে ঊষা গেল, তা আর এলো না। তেম্‌নি শৈশব গেল, কৈশোর এলো,—যৌবন এলো, প্রৌঢ় এলো, বার্দ্ধক্য এলো;—আর যদি পুনর্জ্জন্ম থাকে,—তবে পুনর্ব্বার শৈশব এলো;—কিন্তু যে শৈশব একবার গেল, তা আর ফিরে এলো না। এম্‌নি সকলি যায়, কিছুই থাকে না। —সময় যায়, থাকে না।—কিন্তু কোথায় যায়?—অনন্ত সময়েই লয় পায়;—আর কোথাও যায় না। পাঠক মহাশয়! আমাদের শবারূঢ়া করালবদনা কালীমূর্ত্তি স্মরণ করুন, এ তর্কের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত হবে।—অনন্তকালরূপী মহাকাল হাত পা ছড়িয়ে জড়ের ন্যায় রণক্ষেত্রে অথবা

কর্ম্ম-ক্ষেত্রে পোড়ে আছেন, সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী প্রকৃতীদেবী বরাভয় অসিমুণ্ডধারিণী হয়ে সেই মহাকালের বুকের উপর উলঙ্গিনীবেশে নৃত্য কোচ্ছেন! মহাশক্তি মহাক্রোধে লোলরসনা বিস্তার কোরে দুর্দ্দান্ত দানবদল দলন কোচ্ছেন! তারা সব রুধিরাপ্লুত হয়ে ধরাপৃষ্ঠে রণশায়ী হোচ্ছে!—কোথায় যাচ্ছে?—সময়স্রোতে ভাস্তে ভাস্তে মহাকালের অনন্ত শরীরে প্রবেশ কোচ্ছে!—সংসারের খেলাই এই!—অতি আশ্চর্য্য লীলাখেলা!—একখানি ছবিতে এতবড় বিশ্বমণ্ডলের সমস্ত মায়িক কাণ্ড সুচিত্রিত!—অতি চমৎকার প্রতিমা!

সময়-চক্রের আবর্ত্তনে জগতে নিত্য নিত্য রাশি রাশি পরিবর্ত্তন হোচ্ছে। এইমাত্র যা দেখি, একটু পরে আর তা দেখ্তে পাই না।—সময় মহামহিমায় গর্ব্বিত হয়ে মহোচ্চ গিরিশৃঙ্গের উপর বোসে বোসে হাস্‌ছে। সসাগরা-সদ্বীপা-মহীপতি সম্রাট্ মহাগৌরবে সুসজ্জিত প্রাসাদে বিরাজ কোচ্ছেন;—হয়, হস্তী, রথ, রত্ন, লোক, লস্কর অগণ্য;—নানা দেশের অসংখ্য রণতরী, বাণিজ্যতরী, পৃথিবীর সাগরে—মহাসাগরে দ্রুতগতি ছুট্‌ছে;—স্থানে স্থানে সমরক্ষেত্রে বিবিধ আয়ুধধারী লক্ষ লক্ষ সেনা,—শতশত সেনাপতি বক্ষঃ স্ফীত কোরে মহা আস্ফালনে পরস্পরের শোণিতলোলুপ হয়ে মল্লবেশে দাঁড়িয়েছে;—কেহ তাল ঠুক্‌ছে, কেহ দন্তে দন্ত ঘর্ষণ কোচ্ছে, কেহ কেহ কেশশ্মশ্রু বিলম্বিত কোরে বাহ্বা স্ফোটনে বিকট লম্ফ দিচ্ছে;—সময় একাকী শৈলশিখরে বোসে এই সকল দেখে দেখে হাস্‌ছে। মনে মনে কোচ্ছে, এ সকল সৌভাগ্য,—এ সকল দম্ভ, সমস্তই আমারিই!

সহস্র সহস্র জনপদে কোটি কোটি নরনারী নানা উৎসাহে, নানা কার্য্যে, নানা আমোদে প্রমত্ত হয়ে বেড়াচ্ছে, বিলাসী নাগরেরা মনোমত

বেশবিন্যাস, কেশবিন্যাস কোরে, সুগন্ধে গন্ধরাজ হয়ে সহাস্য আননে রাজপথে বিহার কোচ্ছে ;—যানে, বাহনে, অনুচরে, মোসাহেবে কতই দম্ভ, কতই অভিমান, কতই ঐশ্বর্য্য দেখাচ্ছে,—সকলেই মনে কোচ্ছে, আমার তুল্য বড় লোক জগতে আর কেউ নাই! কেহ কেহ সুমোহন বিচিত্র সৌধতলে বিচিত্র গদীতে বোসে পার্শ্ববেষ্টিত চাটু-কারের তোষামোদে ফুল্‌ছেন, কত লোকের জাত মার্‌ছেন, কত লোকের জাত দিচ্ছেন, কত লোকের গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ কোচ্ছেন. কত নিরীহ ভদ্রলোককে ঠকাচ্ছেন, ব্রহ্মস্ব হরণ কোচ্ছেন, দেবস্ব লুঠ্‌ছেন, কত সতীস্ত্রীর সতীত্বধন অপহরণ কোচ্ছেন, সংসারের অনিত্যতা ভুলে গেছেন, কিছুই মনে নাই! বিলাসিনী রমণীরা সুচাঁচর চিকুরজালে পুষ্পদাম শোভিত কোরে নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা হয়ে কত লোকের মন ভুলাচ্ছেন, অহঙ্কারে মাটীতে পা ঠেকাচ্ছেন না! সময় একাকী উচ্চ শিখরে বোসে এই সকল দেখে দেখে মনে মনে হাস্‌ছে। ভাব্‌ছে, এ সমস্তই আমারিই!—কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, স্থাবর, জঙ্গম, সমস্তই আমারিই!

জগতের প্রাসাদ, দেবালয়, কীর্ত্তিস্তম্ভ, পান্থনিবাস, কুটীর, সমস্তই কালক্রোড়ে বিলীন হবে! যে পর্ব্বতশিখরে সময় এখন বোসে বোসে উঁকি মার্‌ছে, সে উত্তুঙ্গ গিরিরাজও ধূলিসার হয়ে যাবে! সৃষ্টিকাল অবধি এ পর্য্যন্ত কত জনপূর্ণ জনপদ জনশূন্য হয়ে ব্যাঘ্রভল্লুকাদির আবাসভূমি হয়েছে, কত সুনিবিড় বনস্থলী শোভাময় নগর হয়ে উঠেছে, কত বেগবতী স্রোতস্বতী কত শত লোকালয়কে সলিলগর্ভে স্থান দিয়েছেন, তার সংখ্যা হয় না। আর এক চক্রাবর্ত্তনে আবার এই সকল নূতন পরিবর্ত্তনকে উল্‌টে ফেল্‌বে, এই মনে কোরেই সময় হাস্‌ছে।

সময় ! তোমারি জয় ! বৃথা আমরা তোমার ভূতত্ব স্মরণ কর্‌বার প্রয়াস পাই ! তুমি যে ভূত, সেই ভূত !—কোথায় এখন সে অযোধ্যাপুরী !—কোথায় সে মিথিলানগরী !—কোথায় সে হস্তিনাপুরী !—কোথায় সে পাঞ্চাল নগর !—কোথায় সে কর্ণাট !—কোথায় সে গান্ধার !—কোথায় সে ভোজ !—কোথায় সে বাহ্লিক !—কোথায় সব আর আর রাজ্য !—তখনকার সে সৌভাগ্য,—সে সমৃদ্ধি,—সে শোভা এখন কোথায় ! বৃথা আমরা সে সকল স্মরণ কোত্তে চেষ্টা করি ! বলি, বেণ, মান্ধাতা, হরিশ্চন্দ্র, সগর, দিলীপ, রঘু, দশরথ, রামচন্দ্র, লঙ্কেশ্বর, শান্তনু, ভীষ্ম, পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠির, এঁরা সব কোথায় ! তোমারিই ক্রোড়ে অনন্ত বিশ্রাম লাভ কোরেছেন ! এখন আমরা স্বপ্নের ন্যায়—উপকথার ন্যায় তাঁদের গল্পগুলি, কীর্ত্তিগুলি শুন্‌তে পাই। তাঁদের সেই চন্দ্রসূর্য্যতুল্য পরাক্রম, অতুল্য সমরশিক্ষা, পুত্রবৎ প্রজাপালনগুণের মহিমা যখন শ্রবণ করি, তখন অশ্রুপাত হয় !—সময় ! তুমিই ভাগ্যবান্ !—তুমিই সেই সকল নররত্নকে গর্ভে স্থান দিয়েছ !—যজ্ঞচরুভক্ষণে রাজা দশরথের মহিষীরা যখন গর্ভবতী হন, যথাকালে চারি পুত্র যখন ভূমিষ্ঠ হন, রাম যখন মিথিলাপুরে হরধনু ভঙ্গ কোরে জনকদুহিতার পাণিগ্রহণ করেন, যখন তাঁর যৌবরাজ্যে অভিষেকের আয়োজন হয়, তখন কার মনে ছিল, কার জানা ছিল, কে স্বপ্নে দেখেছিল যে, রামসীতা চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনচারী হবেন !—সময় ! কেবল তুমিই তা জান্‌তে !—দশানন যখন শিবের বরে পরাক্রান্ত হয়ে স্বর্গমর্ত্যপাতালে দিগ্বিজয় কোরে বেড়ান, দেবতারা যখন তাঁর ভয়ে দিবারাত্রি সশঙ্কিত, তখন কার মনে বিশ্বাস ছিল যে, তিনি নরবানরের হস্তে সবংশে নির্ম্মূল হবেন !—কেবল তুমিই তা জান্‌তে !—রাজা যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয়যজ্ঞাবসানে

মেঘোন্মুক্ত শশধরের ন্যায় প্রকাশমান হন, তখন কোন্ পাষণ্ড জান্‌তো যে, তাঁরা পঞ্চভ্রাতা জটাধারী হয়ে সস্ত্রীক ত্রয়োদশ বৎসর অরণ্যচারী হবেন! কেবল তুমিই তা জান্‌তে! এখন এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের যে শোচনীয় অবস্থা,—এই বীরপ্রসূ ধর্ম্মক্ষেত্রের পূর্ব্বগৌরব দর্শন কোরে তখন কোন্ ব্যক্তি স্বপ্নেও ভেবেছিল যে, এই আর্য্যভূমির এমন শোকাবহ পতন হবে!—সময়! কেবল তুমিই তা জান্‌তে!—এই যে দিল্লীসহর, এইটীই কি সেই ক্ষত্রতেজে তেজস্বিনী, আর্য্যগৌরবে গৌরবিণী, মহাসমৃদ্ধিশালিনী রাজধানী হস্তিনাপুরী?—এই ধর্ম্মান্ধ পিতৃদ্রোহী ঔরঙ্গজেব কি সেই সত্যসন্ধ অজাতশত্রু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির?—এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে?—সময়! যদি তোমার বিবেকশক্তি আর বাক্‌শক্তি থাক্‌তো, তা হোলে জগতের অনিত্যতা, জগৎকর্ত্তার নিত্যতা, আর তোমার নিজের অমরতা, তুমিই প্রত্যক্ষ প্রমাণে জগৎবাসীকে জানাতে পাত্তে। তুমিই সেই মহাতত্ত্ব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত কর্‌বার একমাত্র উপযুক্তপাত্র।

দেখ্‌তে দেখ্‌তেই সময় ফুরিয়ে যায়! এই আছে, এই নাই!—সময়ের বস্তুগুলিও সেই সঙ্গে লয় পায়! প্রভাতে তরুদলে, পুষ্পদলে, দূর্ব্বাদলে নবীন শিশিরবিন্দু মুক্তার ন্যায় জ্বল্‌জ্বল্ করে, একটু পরেই সূর্য্যকিরণে শুষ্ক হয়ে যায়!—প্রভাতে কমলবন, চক্রবাক্‌মিথুন প্রফুল্ল, সন্ধ্যাকালে বিষণ্ণ!—সন্ধ্যাকালে কুমুদবন, পেচকপাল প্রফুল্ল, প্রাতঃকালে বিষণ্ণ! এই সুখ, এই দুঃখ;—এই দুঃখ, এই সুখ!—সংসারে সুখদুঃখ চক্রবৎ পরিভ্রমণ করে!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সময়চক্রের আর এক আবর্ত্তনে আর এক বৎসর অতীত।—দিন গুন্‌তে গুন্‌তে আর এক মাস। বিজয়লালের কারা-

বাসের এক বৎসর এক মাস অতিক্রান্ত। তিনি মহাক্লেশে কারাগারে বন্দী, তথাচ তাঁর সময় যাচ্ছে! আর একাদশ মাস অবশিষ্ট। তিনি একদা রাত্রিকালে বিষণ্ণবদনে আপনার মনে অদৃষ্টপর্ব্বের আগাগোড়া চিন্তা কোচ্ছেন।—"কি অশুভক্ষণেই পাটনাথেকে যাত্রা কোরেছিলেম!—কষ্টেই জীবন গেল!—শৈশবে পিতামাতা পরিত্যাগ কোরে গেলেন, পূজ্যপাদ পিতৃব্যকেই পিতৃস্থানীয় জ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা কোরে আস্‌ছিলেম, তাঁরি স্নেহে,—তাঁরি ক্রোড়ে লালিতপালিত হোচ্ছিলেম,—কোনো কষ্টই জান্‌তেম না।—হেসে খেলেই দিন যাচ্ছিল, দুই ভাইতে একসঙ্গে থাক্‌তেম, খুড়া মহাশয় উভয়কেই সমান স্নেহ কোত্তেন, জ্যেষ্ঠ সহোদর পন্নালালও আমাকে খুব ভালবাস্‌তেন, আমিও তাঁকে যথাসাধ্য সমাদর কোত্তেম;—কোনো চিন্তাই ছিল না,—কোনো কষ্টই ছিল না।—শেষে পিতৃব্য আমাদের জমীদারী কাজ শিখ্‌তে পাটনায় পাঠালেন, সেখানেও দুটী ভাই একত্র। মনে অনেক প্রবোধ। ওঃ! কি কুলগ্নেই অনাথসিংহের সঙ্গে দেখা!—তাঁরি নিষ্কর জমী বাজেআপ্ত করার হাঙ্গামায় আমার প্রতি সহোদরের স্নেহ কোম্‌তে লাগ্‌লো!—মর্ম্মান্তিক কষ্ট!—তাঁর স্নেহ কোম্‌তে লাগ্‌লো বটে, কিন্তু আমার কিছুই ভাবান্তর হলো না!—ওঃ! ভাব্‌তে গেলে আর জ্ঞান থাকে না!—অনাথসিংহের কন্যা মনোরমা আমার মনোহরণ কোল্লে!—সেই মনোরমাই আমাকে দেশত্যাগী কোল্লে!—লোকে রটিয়ে দিলে, পন্নালাল তারে কুপথে লইয়েছে! উঃ! সে সাংঘাতিক কথা এখনো আমার হৃদয়ে প্রতিঘাত হোচ্ছে!—যখন শুন্‌লেম, হঠাৎ আমার সহোদর নিরুদ্দেশ, তখনি তখনি আবার যখন শুন্‌লেম, মনোরমা নিরুদ্দেশ, তখন আর বেগ সাম্‌লাতে পাল্লেম না!—দুজনেই একরাত্রে নিরুদ্দেশ! এ কথা শুনে,—

আমার মতন অবস্থায়,—এ কথা শুনে কার মন সুস্থির থাক্‌তে পারে? —চক্ষের পাতা ভারী হয়ে এলো,—জিবে আটা পিটতে লাগ্‌লো, মুখ ফুটে কারো কাছে একটী কথাও বোল্‌তে পাল্লেম না! অলক্ষিতে একাকী শূন্যহস্তে কাছারী থেকে বেরুলেম! সেই যে বেরিয়েছি, আর একদিনও স্থির হোতে পাল্লেম না! ছয় বৎসর ছয় মাস বিদেশে বিদেশেই ঘুরে বেড়াচ্ছি! এখন অবশেষে এই যবনরাজ্যে অবিচারে কারাগারে প্রাণ যায়!—হায় হায়! আমি কি বিধাতার কাছে এতই অপরাধী যে, এই তরুণ বয়সে জগতে আমার স্থান হলো না!—ওঃ!—স্থানেও আমার প্রয়োজন নাই!—এখন মৃত্যুই আমার উপযুক্ত বিশ্রাম,—যমপুরীই আমার উপযুক্ত বিরামস্থান!—খুড়া মহাশয় যে দিন দাদাকে তিরস্কার কোল্লেন, যে দিন তিনি সেই অপমানে সংসারে বিরাগী হয়ে দেশ ছেড়ে পালাবার প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, সেই দিনেই আমি বুঝেছি, আমাদের সুখের আশা জন্মশোধ ফুরুলো!—তিনিও বেরুলেন, আমিও বেরুলেম;—সেই অবধি কত দেশে, কত স্থানে, কত অন্বেষণ কোল্লেম, কোথাও কিছু সন্ধান পেলেম না!—তাঁরও না, মনোরমারও না!—তবে আর কেন,—এই কারাগারেই আমার মৃত্যু হোক্। এরাই আমাকে মেরে ফেলুক!—যদি নাও মারে, তথাপি এই কারাগৃহেই আপনা হোতে আমার প্রাণ যাবে! এ কষ্ট আমি আর একমাসও সহ্য কোত্তে পার্‌বো না!—ওঃ!—ভাই!—পন্নালাল!—দাদা! এ জন্মে কি আর আমি তোমাকে দেখ্‌তে পাবো না!—এ জন্মে কি তুমি আর আমাকে সস্নেহে বিজয় বোলে ডাক্‌বে না!—ওঃ!—অসহ্য! অসহ্য!—ভাই!—তত ভালবাসা, তত স্নেহ, সকলিই কি ভুলে গেলে! আজ ছ বৎসর ছ মাস আমি তোমারে দেখি নি!—ছ বৎসর ছ মাস আমি

তোমারে দাদা বোলে ডাকি নি!—ছ বৎসর ছ মাস তুমি আমারে বিজয় বোলে ডাকো নি!—দাদা!—তুমি জান্‌ছো না, নিরপরাধে এই যবনের কারাগারে তোমার স্নেহাস্পদ বিজয় প্রাণত্যাগ করে!—মৃত্যু-কালে কি একটীবারও দেখে যাবে না!—উঃ!"—এই পর্য্যন্ত বোলে অতিকষ্টে হাতকড়িবদ্ধ যুগল হস্ত চক্ষের উপর দিয়ে নীরবে রোদন কোল্লেন। নেত্রনীরে সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত হলো!

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে উপর্য্যুপরি তিন চারটী নিশ্বাস ফেলে আপনা আপনি আবার বোল্লেন,—"আর আমার পিতৃব্য?—পূজনীয় পিতৃব্য রাজা ভূপেন্দ্রলাল?—কোথায় তিনি?—তিনি কি আজিও বেঁচে আছেন?—আমরা দুটীই তাঁর সংসারের অবলম্বন, দুটীই কাছছাড়া, দুটীই নিরুদ্দেশ!—এ বিচ্ছেদে তিনি কি আজিও বেঁচে আছেন?—আমি মহারাষ্ট্র থেকে, রাজপুতানা থেকে, এই দিল্লী থেকে তাঁর নামে ৫।৭ খানি পত্র পাঠিয়েছি, একখানিরও ত উত্তর দেন নাই!—তবে কি তিনি এই মায়াময়ী পৃথিবী পরিত্যাগ কোরে গেছেন?—না, তা কেন যাবেন?—বেঁচে আছেন বৈ কি!—পত্রের উত্তর পাই নাই,—কেমন কোরে পাবো?—আমি বিজয়লাল বোলে স্বাক্ষর কোরেছি, মনের স্থিরতা নাই, আর কিছু নিগূঢ় কথা একখানি পত্রেও লিখি নাই, তবে তিনি কোথায় পত্র পাঠাবেন?—এ সকল দেশে আমাকে ত বিজয়লাল বোলে কেউ জান্‌তো না,—চয়নসুখ নামেই আমি পরিচিত ছিলেম, তবে তাঁর পত্র আমি কিরূপে পাবো? বিজয়লালের নামের পত্র আমারে কে দেবে?—কেনই বা দেবে?—তিনি বেঁচে আছেন বৈ কি! পিতৃব্য!—পূজনীয় পিতৃব্য!—প্রণাম করি!—উদ্দেশে জন্মশোধ প্রণাম করি!—তোমার সেই তত স্নেহের বিজয়,—ক্রোড়ের বিজয়

এখন অনাথের মত জন্মশোধ এই পৃথিবী থেকে চোল্লো!—এই দিল্লী সহরে যবনেরা আমাকে বিনা অপরাধে কারাগারে বন্দী কোরেছে!—এখানকার ধূর্ত্ত লোকের ষট্‌চক্রে তারা আমাকে দুই বৎসরের জন্য মেয়াদ দিয়েছে! আব আমি বাঁচ্‌বো না! ছ বৎসর ছ মাস আমি তোমার শ্রীচরণ দর্শন কোত্তে পাই নাই!—এ জন্মে আর পাবোও না! ছ বৎসর ছ মাস আমি তোমাব সেই স্নেহমাখা,—মধুমাখা কথা শুনি নাই, এ জন্মে আর শুন্‌বোও না!—জন্মশোধ বিদায় হোলেম!"

বিজয়লাল আবার কাঁদ্‌লেন;—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার কি ভেবে আপনা আপনি আবার বোল্লেন,—"নীলকুমারী যে কথা বোলেছিলেন, সেগুলি কি কথা?—কাদের কথা?—এক রাজার উইল তাঁর পিতার কাছে ছিল, রাজা তাঁর দুই ভাইপোর মধ্যে একজনের নামেই সেই উইল লিখেছিলেন, সেই রাজার বিষয়ের টাকা জুয়াচোরে ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে। এ সব কাদের কথা? আমাদেরিই কথা কি? কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না! আর একদিন গিয়ে নীলকুমারীকে ভেঙেচুরে সব জিজ্ঞাসা কোর্‌বো মনে কোরেছিলেম, সে রাজার নাম কি, নীলকুমারীর পিতার নাম কি, আমার পিতৃব্য কেমন আছেন, এ সকল কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌বো ভেবেছিলেম, তারি পরেই এই ফ্যাঁসাত উপস্থিত! আর পাল্লেম না! ক্রমাগত অন্ধকারে অন্ধকারেই থাকৃতে হলো! হায়! কি কুক্ষণেই বিজয়পুরে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল! কি অশুভলগ্নেই আমি তাঁর সঙ্গে এই দিল্লীনগরে এসেছিলেম! কি অশুভক্ষণেই তিনি আমাকে স্নুনয়নে দেখেছিলেন! কি কুক্ষণেই এ দেশে আমার কার্‌বার কোত্তে মতি হয়েছিল! কি কুলগ্নেই দৌলত্‌রামের প্রতারক অংশীদের সঙ্গে

আমার মিলন হয়েছিল! কি কুগ্রহের উপদেশেই আমি সেই প্রতারক-দলের চাতুরীতে ভুলেছিলেম! কি মন্ত্রবলেই তারা আমাকে বশীভূত কোরে বানরভল্লুকের ন্যায় নাচিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিল! যদি এ সকল যোগাযোগ, এ সকল ঘটনা, এ সকল ইন্দ্রজাল একত্র না হতো, যদি এত পাকচক্র আমার ভাগ্যে একসঙ্গে না জড়াতো, তা হোলে ত আমার অদৃষ্টে এ নিদারুণ বিপদ কখনই ঘোট্‌তো না! তা হোলে ত আমাকে এ সকল চক্রান্তে পোড়ে এতদূর ঘোর বিপাকে কখনই ঠেক্‌তে হতো না। তারা আমাকে দৌলত্‌রামের সঙ্গে দেখা কোত্তে দিলে না! আমিও আগ্রহ কোরে তাঁর সঙ্গে দেখা কোত্তে চাইলেম না! তিনি বড় লোক,—সম্ভ্রান্ত বড়লোক; তাঁর সঙ্গে আলাপ হোলে বোধ হয়, এই নিষ্ঠুর ফৌজদারী দায়ে কখনই আমাকে পোড়্‌তে হতো না। সে মিলন ঘোট্‌লোই না!—দেখা হলোই না! হবে কেন? ভাগ্যে যে সকল ফলাফল আছে, তা ঘোট্‌তেই চায়! কে তা খণ্ডাতে পারে?—সমস্তই বিধাতার বিড়ম্বনা! বিধাতা! কি পাপে আমার ভাগ্যে এতদূর সংঘটন? কি পাপে আমি বিনাদোষে ফৌজদারী-নিরয়ে বন্দী? কি পাপে আমার অদৃষ্টে এ সকল নিদারুণ সাংঘাতিক যন্ত্রণা? আমি ত জন্মাবধি কাহারো কোনো অপকার করি নাই, জ্ঞানকৃত কোনো পাপেই ত আমার চিত্ত কখনো সংসক্ত হয় নাই! তবে আমার কপালে এত নিদারুণ বিড়ম্বনা কেন?"—সাশ্রুনয়নে বিজয়লাল এই সকল কথা বোলে হঠাৎ যেন কোনো বিস্মৃত কথা স্মরণ কোত্তে লাগ্‌লেন। মুখ গম্ভীর হলো। এক একবার যেন অন্তর্যাতনায় অস্থির হোতে লাগ্‌লেন!—"আবার সেই নাম স্মরণ হয়!—যে নাম,—যে সম্বন্ধ মনেও স্থান দিব না,—স্বপ্নেও ভাবনা কোর্‌বো না, প্রতিজ্ঞা,—সেই নাম

আবার স্মরণ হয়!—ওঃ! স্মরণ হবার কারণ আছে!—অনেক স্মরণ কোরে—অনেক ভেবে চিন্তে দেখ্‌লেম, জন্মাবধি আমি পৃথিবীর কোনো প্রাণীর কোনো অপকার করি নি!—অন্ধকারে অন্ধকারে কেবল অনাথ-সিংহের কন্যার পবিত্রতায় সন্দেহ কোরেছি!—সে সন্দেহ কি তবে নিরর্থক!—মনোরমা কি তবে অসতী নয়!—অনাথসিংহ! তোমার কাছে আমি উদ্দেশে ক্ষমা প্রার্থনা করি! তোমার একমাত্র আদরিণী দুহিতার পবিত্র প্রাণে বেদনা দিয়ে আমি তোমার নিকটে নিতান্ত অপরাধী হয়েছি!—তুমি সদয় হয়ে আমারে ক্ষমা করো!—সতীকে অসতী মনে কোরেছি, নির্ম্মল হৃদয়ের নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতায় সংশয় কোরেছি!—সেই পাপেই বোধ হয়, সেই সতীর শাপেই বোধ হয়, আমার এ দুরবস্থা, এ দুর্দ্দশা, এ ভয়ঙ্কর বিপদ ঘোটেছে! তা ছাড়া আর কখনো আমি আর কারো মনে ব্যথা দিই নাই, কিছুমাত্র অনিষ্ট করি নাই, স্বপ্নেও কাহারো মন্দ ভাবি নাই, কেবল ঐ নির্ঘাত কথাটীই আমার একমাত্র স্মরণ হোচ্ছে! তা যদি সত্য হয়, মনোরমা যদি সতী হয়, মনোরমার হৃদয় যদি পবিত্র হয়, মনোরমা যদি অসতী না হয়, তা হোলে তারিই নিশ্বাসেই, নিশ্চয় জান্‌ছি, তারিই নিশ্বাসেই আমার এত অপমান, এত লাঞ্ছনা, এত যন্ত্রণা, এত বিপদ সংঘটিত হোচ্ছে! —মনোরমা! তুমি কি অসতী নও? পবিত্র প্রণয়-সরসীর পবিত্র পদ্মফুল! তুমি কি তবে হিমস্পর্শে বিশুষ্ক হও নাই? আঃ! আমার চিত্ত! তুই কি বিমূঢ়! অমৃতে হলাহল জ্ঞান! কমলে পলাশ বোধ! —আঃ! মনোরমা অসতী নয়! মনোরমা সতী! আমার সন্দেহ অমূলক, আমারে ধিক্! সে সন্দেহ অমূলক না হোলে পাটনার ভাগীরথীতীরে আমার মনে প্রথমে অনুকূল তরঙ্গ ক্রীড়া কোর্‌বে কেন?

মনোরমা অসতী নয়! মনোরমা সতী!—মনোরমা !—পবিত্র নিষ্কলঙ্ক সরোজিনী মনোরমা। তুমি কি পৃথিবীতে আছ? কোথায় আছ?—আর কি আমি সেই মধুর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ কোত্তে পাবো? আর কি তেম্‌নি কোরে তোমায় আমায় একত্র বোসে তেম্‌নি কোরে তোমার পবিত্র নয়নের মধুরতা আস্বাদন কোত্তে পাবো? সময় যে কোমল হস্তে একবার আমাদের স্নেহ-শৃঙ্খলে বন্ধন কোরে আবার কঠোর হস্তে বিচ্ছিন্ন কোরে দিয়েছে, আর কি সেই কোমল হস্ত আমাদের অভয় দান কোর্‌বে? আর কি সে শুভদিন ইহজগতে—ইহজন্মে আমার উদয় হবে? না! হবে না! সে দিন আর হবে না! আর আমি তোমার পবিত্র প্রণয়ের যোগ্যও নই, অধিকারীও নই!—তুমি অমৃত, আমি কালকূট!—তুমি পদ্মফুল, আমি মণ্ডূক! তুমি সুরবালা, আমি রাক্ষস! মনোরমা! তুমি আমারে ভুলে যাও; তুমি আমারে ক্ষমা করো! নেত্রনীরে তোমার অপকলঙ্ক ধৌত করি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক্!” অনুতাপী বিজয়লাল এইরূপে নানা চিন্তায় আকুল হয়ে দারুণ বিষাদে অবনতমস্তকে অনবরত রোদন কোত্তে লাগ্‌লেন।

যখন তাঁর এইরূপ নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, যখন তিনি এইরূপে অজস্র বিলাপ ও পরিতাপ করেন, সেই সময় কারাগারের ২০।২৫ জন কয়েদী তাঁর পানে উদাস-নয়নে চেয়ে মনে মনে হাহুতাস প্রকাশ কোচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন; তিনি এই শোচনীয় দৃশ্যে দয়ার্দ্র হয়ে ধীরে ধীরে ম্লানমুখে বিজয়লালের নিকটে এলেন। এসেই উভয় হস্তে তাঁর নেত্রজল মুছিয়ে দিয়ে মৃদুস্বরে—মৃদু অথচ করুণস্বরে বোল্লেন, “দেখ, তুমি রোজ রোজ এই রকম কোরে কাঁদো, আমরা

তা দেখ্‌তে পাই ; তুমি যে দোষী নও, বিনাদোষে তোমাকে যে কয়েদ কোরেছে, তাও বুঝ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু তোমার এত গভীর মনস্তাপের কারণ কি ? আমরা কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। কিসে তোমার এত দুঃখ, শুনতে পাই না ? তোমার কষ্ট দেখে যথার্থই আমার হৃদয় ব্যথিত হোচ্ছে।”

বিজয়লাল তাঁর পানে চেয়ে একটী নিশ্বাস ফেলে বোল্লেন, “আপনি কে মহাশয় ? আপনাকেও যেন, আমার মত নির্দ্দোষ বোধ হোচ্ছে। আপনাকে এরা এখানে কয়েদ কোরেছে কি জন্য ?”

“হাঁ, তোমার অনুমান অযথার্থ নয় ; যথার্থই আমি নির্দ্দোষ। আমি এদেশী লোক নই, বাঙ্গালা দেশের বিক্রমপুরে আমার নিবাস ;— নাম গিরিজাশেখর ভট্টাচার্য্য। আমার স্ত্রীপুত্র পরিবার কেহই নাই। মহামারীতে সকলেই আমাকে ছেড়ে গিয়েছে ! আমি সেই অবধি পাগলের ন্যায় এদেশ ওদেশ কোরে ফির্‌ছিলেম ; কিছু দিন হলো, এই নগরে এসে একটী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করি। আমরা শক্তির উপাসক কি না,—কালী আমাদের কুলদেবতা কি না,—সেই জন্য পরকালে মুক্তির কামনায় শাক্তধর্ম্মানুসারে কালীপূজা করি। কিছুদিন যায়, দৈবের কর্ম্ম, আমার কপালে আগুন লাগ্‌লো ! আমার মঠের এক রসী দূরে মুসলমানদের একটা মস্‌জিদ ছিল, আমার শঙ্খধ্বনিতে আর ঘণ্টাকাঁসরের শব্দে সেই মস্‌জিদে আল্লার উপাসনায় ব্যাঘাত হয়, বাড়ীওয়ালা মুসলমানদের রাত্রে ঘুম হয় না, এই ছল ধোরে কোতয়ালীর লোকেরা আমাকে ধরে ! দেবালয়টী ভেঙে ধূলিসাৎ কোরে ধ্বংসাবশেষগুলি যমুনার জলে ফেলে দেয়, প্রতিমাখানি ভেঙে মস্‌জিদের সিঁড়ির ধাপের সঙ্গে গেঁথে ফেলে ! তাতে যে, আমার অন্তঃকরণে

কি আঘাত লাগে, বুঝ্‌তেই পাচ্ছো। শেষকালে আমাকে মহম্মদধর্ম্মের বিঘ্নকারী আর লোকের বিশ্রামের ব্যাঘাতকারী বোলে ফৌজদারীতে অর্পণ করে! ঐ অপরাধে আমার এক বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হয়েছে!" এই পর্য্যন্ত বোলে ব্রাহ্মণ হাপুস্‌নয়নে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

"আহা! আপনার ত তবে বড় কষ্ট! আপনার কথা শুনে আমার দুঃখের উপর শতগুণ দুঃখানল জ্বোলে উঠ্‌লো!"

কষ্টে অশ্রুবেগ সম্বরণ কোরে ব্রাহ্মণ নিরাশস্বরে বোল্লেন, "তা যাক্, যা অদৃষ্টে ছিল, হয়েছে, সর্ব্বস্বের বাড়া দণ্ড নাই, ভেবে কি কোর্‌বো;— এখন তোমার কষ্টের কারণ শুন্‌তে বড় কৌতূহল বাড়্‌ছে। বোধ হোচ্ছে, আমার কষ্টের চেয়েও তোমার কষ্টের কারণ অনেক বেশী। বল দেখি, কেন তুমি এই তরুণবয়সে এ নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছ? কেনই বা এত রোদন কোচ্ছো?"

"কেন আপনি বারম্বার ঐ কথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছেন?—আমার দুঃখের কাহিনী শুনে আপনার কি ফল হবে?—যদি একান্তই শুন্‌তে ইচ্ছা হয়ে থাকে, শুনুন।" এই কথা বোলে বিজয়লাল আগাগোড়া আত্মজীবনের সমস্ত কাহিনী একে একে বর্ণন কোল্লেন। কোথাও থাম্‌লেন,—কোথাও কাঁদ্‌লেন, কোথাও নিশ্বাস ফেল্লেন, কোথাও লজ্জা পেলেন, কোথাও বাষ্পবেগে তাঁর কণ্ঠরোধ হলো, কিন্তু একে একে সকল কথাই বোল্লেন। শুনে ব্রাহ্মণ শিউরে উঠ্‌লেন। তাঁরও চক্ষে আবার জলধারা গড়ালো। তাপিত চিত্ত আরো উত্তপ্ত হলো।— এক দৃষ্টে বিজয়ের মুখপানে চেয়ে নীরবে নিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেন। উভয়েই নীরব।

অনেকক্ষণ পরে বিজয়লাল মৌনভঙ্গ কোরে বিচ্ছিন্নস্বরে বোল্লেন,

বিশ বৎসর! উঃ! বিশ বৎসর! দাদা আমার বিশ বৎসরের জন্য অজ্ঞাতবাসে গিয়েছেন! বোলে গিয়েছেন 'যদি বেচে থাকি, বিশ বৎসরের পরে সাক্ষাৎ হবে; নচেৎ এই পর্য্যন্ত!' তিনিও যদি বেঁচে থাকেন, আমিও যদি ততদিন বেঁচে থাকি, তবেই দেখা হবে! নতুবা সেই দেখাই শেষ দেখা! সেই দেখাই জন্মশোধ! উঃ! বিশ বৎসর! সে কি খাটো সময়! ততদিনে এখনকার কালে কত লোকের জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জ্জন্ম পর্য্যন্ত হয়ে যায়! সে কি খাটো সময়! সবে তার ছ বৎসর ছ মাস গত হয়েছে মাত্র! এই সময়কেই কত দীর্ঘ জ্ঞান হোচ্চে! উঃ! সে কি আজ্‌কের কথা! যে রাত্রে পাটনার বিচ্ছেদকক্ষে বোসে উভয় সহোদরে এই নিদারুণ বিচ্ছেদের প্রথম অঙ্কের অভিনয় করি, যে রাত্রে তিনি আমার সজলনেত্রের উপর সতেজ, সাভিমান, সক্রোধ, আরক্ত চক্ষু নিক্ষেপ কোরে সেই নিদারুণ প্রতিজ্ঞা করেন, যে ভয়ঙ্কর রাত্রে তিনি আমার প্রতিষেধবাক্য অবহেলা কোরে বিশ বৎসরের জন্য অজ্ঞাতবাসী হন, উঃ! সে কি আজ্‌কের কথা! সবে তার ছ বছর ছ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে!—এখনো ১৩ বৎসর ছয় মাস বাকী! উঃ! ততদিন কি আমি বাচ্‌বো!" এই শেষ কথা কটী উচ্চারণ কোরে বিজয়লাল সাশ্রনয়নে পুনঃপুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোত্তে লাগ্‌লেন।

যখন তিনি বিক্রমপুরী ব্রাহ্মণকে এই সকল গুপ্তকথা বলেন, সেই সময় তাদের পশ্চাদ্দিকের কাঠগড়ার গরাদের উপর একখানা মুখ! —প্রকাণ্ড একটা মাথাশুদ্ধ একখানা প্রকাণ্ড মুখ!—ভয়ঙ্কর চাঁপ্‌দাড়ী, —দাড়ীর চুলগুলো কতক শাদা, কতক কটা;—গল্লাচিংড়ীর শোঁয়ার মত লম্বা লম্বা গোফ,—ঠিক যেন চুগাছা ছোট ছোট ঝাঁটা!—মাথার

চুলগুলো তামার শলার ন্যায় ঘোর পিঙ্গলবর্ণ ;—ঝাঁকড়া,—উস্কো খুস্কো। —অতি ঘৃণাকর—অতি ভয়ঙ্কর দৃশ্য !—মুখখানা গোল,—সম্পূর্ণ গোল নয়, ঠাঁইঠাঁই উঁচু নীচু,—ঢিবিঢিবি ;—তার উপর রোদ্‌পোড়া কাল্‌সিটে দাগ ;—নাকটা থ্যাব্‌ড়া,—উপর দিকে বাঁকা ;—চক্ষু দুটো কোটরে বসা, একটা ছোট, একটা বড় ; চক্ষের তারাও পিঙ্গলবর্ণ। ভুরূতে একগাছাও চুল নাই। গোঁফদাড়ীর চুলে ঠোঁট দুখানা একেবারে ঢেকে গেছে ; ঠোঁট আছে কি না, জানাই যাচ্ছে না ; কেবল মাঝখানে দুটো শাদা শাদা বাঁকা দাঁত চুল ফুঁড়ে বেরিয়ে পোড়েছে ; তাতেই বোধ হয়, যে গহ্বরে এই দুই বিরাট দন্তের উৎপত্তি, সেই বিকট গহ্বরটা কর্কশ লোমশ শেয়ালাতে আচ্ছাদিত আছে। মুখখানা সজীব, থেকে থেকে বড় বড় নিশ্বাস পোড়্‌ছে, নাক মুখ চুল এদিকে ওদিকে নোড়্‌ছে। দাড়ীটা গরাদের উপর রেখে হুম্‌ড়ি খেয়ে সেই মুখখানা সম্মুখদিকে ঝুঁকেছে। লোহার গরাদের পরস্পর ব্যবধান অতি অল্প বোলেই তার ফাঁক দিয়ে সমস্ত শরীরের সুস্পষ্ট চেহারা দেখা যাচ্ছে না। বিজয়লাল আর গিরিজাশেখর অন্যমনস্ক হয়ে পরস্পরের দুঃখের কাহিনী বোল্‌ছিলেন, শুন্‌ছিলেন, সে দিকে এতক্ষণ নজর ছিল না। হঠাৎ চেয়ে দেখেই বিজয় কেঁপে উঠ্‌লেন, অর্দ্ধস্ফুট বাক্যে কি গোটা দুই কথা বোল্লেন, কেহই বুঝ্‌তে পাল্লে না। মুখখানা জলদনিস্বনের প্রতিধ্বনির ন্যায় দীর্ঘকালস্থায়ী এক ভৈরব "হুঁ" দিয়েই তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হলো !

ভট্টাচার্য্যও সে মুখখানা দেখ্‌তে পেয়েছিলেন, তিনি বিজয়লালকে সভয়ে অন্যমনস্ক দেখে প্রবুদ্ধস্বরে বোল্লেন, "জেলখানায় কত রকমের কত লোক আছে, ওদিকে চাইতে নাই।"

বিজয়লাল বোল্লেন,—"তা বটে, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের মহাপাতকেই

আমরা এখানে—" সবেমাত্র এই পর্য্যন্ত বোলেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ ঝন্ঝন্শব্দে কপাট খুলে ৪ জন বরকন্দাজ কালান্তকবেশে তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত !—তারা প্রবেশ কোরেই অশনিধ্বনিতে কর্কশ-স্বরে বোল্লে, —" চল্ চল্ ! রাত্রি ফর্সা হয়ে গেছে।—আজ লালমহলের বড় সড়কে খোয়া ডাল্তে হবে !—চমক্ হয় না ?—অ্যাঁ ?—কি মজাই লেগে গেছে !—কি দেলখোসের গপ্পোই লেগিয়ে দিয়েছে ! আঃ !—বড় আয়েসের জায়গা আছে, —না ?—বজ্জাত, বদমাস, শূওর !—দুটোতে আবার এক জায়গায়। আ মোলো! বড় পিরীত বেধে গেছে ;—না ? দ্যাখ্ দিখি, এ কেমন পিরীত আছে,– এ কেমন মজা লাগে !" এই কথা বোলেই তাদের দুজনকে পটাপট্ বেত্রাঘাত কোত্তে লাগ্লো ! তাঁরা উভয়েই পরমেশ্বরকে স্মরণ কোরে নীরবে রোদন কোল্লেন। বরকন্দাজেরা আবার আহ্লাদে হাস্তে হাস্তে ভ্রূকুটী কোরে বোল্লে, " এমন মজা আর কিছুতেই হয় না ! হাঃ ! হাঃ ! হাঃ ! চল্ এখন, বেলা হয়, চল্ তোদের বয়েলের গাড়ীতে জুতে দিই গে ! সেখানে আরো মজা হবে এখন ! সে রকম মজাও হবে, এ রকম মজাও হবে !" ব্যঙ্গস্বরে এই কথা বোলে পুনরায় বেত্রপ্রহার কোল্লে ! তাদের মধ্যে একজন বিজয়লালকে সম্বোধন কোরে বজ্রগর্জ্জনস্বরে আবার বোল্লে, " তুই জালিয়াত, তুই জাল কোরেছিস, সঙ্গীন আসামী, তোর কাছে অন্য কয়েদীকে বোস্তে দিতে নেই, তোকে ভাল কোরে শাস্তি দিতে হবে।" এই কথা বোলে আবার সজোরে প্রহার কোল্লে। তার পর অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে তাদের দুজনকে বেষ্টন কোরে নিয়ে কৃতান্ত-দূতেরা কারাগার থেকে বেরিয়ে গেল।

চতুর্ব্বিংশ কাণ্ড।

তোমরাই কি তারা ?

"ভাল কোরে চাবীটে বন্ধ কোরো। এটা নতন চাবী, দেখো, কেউ যেন খুল্‌তে পারে না।" চুপি চুপি ফুস্ ফুস্ কোরে এই কথা বোলে একজন পুরুষ একটী স্ত্রীলোকের হাত ধোরে একটা বড় বাড়ীর দোতালার সিঁড়ির পাশের একটী ছোট ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। স্ত্রীলোকটী বেশ সুন্দরী ; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ; একটু বেঁটে ;—মুখখানি ঈষৎ লম্বাচাঁদ, ছোট ছোট ঠোঁট, খুব পাত্‌লা ; চুলগুলি ঝাপ্‌টা বাঁচিয়ে ঘাড়ের দিকে খোপা কোরে বাঁধা ;—কপালে একটী টীপ ; একখানি কুসমি রংএর শাড়ী পরা ;—বোধ হলো কিছু লজ্জাশীলা ; মুখে ঘোম্‌টা দেওয়া। কে এরা ? কেন এত রাত্রে এখানে এলো ? রাত্রি দুই প্রহর। একটী স্ত্রী, যুবতী স্ত্রী, কেন একজন পুরুষের সঙ্গে চুপি চুপি অন্ধকারে সদর বাড়ীর সিঁড়ির ঘরে এসে ঢুক্‌লো,—বোধ হলো যেন লুক্কুলো,—কেন এ ভাব, কে জানে ?—এটী কি এর স্ত্রী ?—কে জানে ? কিন্তু যদি স্ত্রী হবে, তবে এত সাবধানে—এত চুপি চুপি অন্ধকার ঘরে লুকোবে কেন ?—ফুস্ ফুস্ কোরে কথাই বা কবে কেন ? গভীর রজনী, সকলেই নিদ্রিত, কেউ কোথাও নাই, লজ্জাই বা কারে ? তবে কি এরা চোর ? চোর হোলে মেয়েমানুষ সঙ্গে কেন ? চাবীই বা দেবে কেন ? কিছুই বোল্‌তে পারি না ;—ভাল কোরে ভিতরের খেওরা না জান্‌লে কিছুই বোল্‌তে পারি না।

অনুগামিনী কামিনী ঘরের ভিতর গিয়েই ঘোম্‌টা খুল্লেন। ঘর

অন্ধকার, আলো জ্বাল্‌বার নামও কোল্লেন না, কিন্তু অন্ধকারেই মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌লেন। নায়কের গায়ের উপর ঢোলে পোড়ে আহ্লাদের স্বরে বোল্লেন, "তুমি একতু তুপি তুপি কতা কও,—কি দানি, দতি কেউ আথে, ধলা পোল্‌বো।"

"সে ভয় কিছুই নাই, সে আজ বাড়ী নাই। দেখ্‌লে না, দরজা খোলা ছিল, আমরা এসে চাবী দিলেম. সে বাড়ী থাক্‌লে আগে-ভাগে বন্ধ কোরে রাখ্‌তো। মাসীর বাড়ী যাবার কথা ছিল, বোধ হয় তাই-ই গেছে। সেইখানেই গেছে।"

"তবু কি দানি, দাথী-তাকল্‌ দতি কেউ আথে, দতি দেথে, বলো ভয়। আমাল্‌ থথুল্‌-থাথুলী বলো দ্বত্তু, তালা আমালে বলো দন্তন্না দেয়, দালিয়ে পুলিয়ে মালে। দতি থোনে, আমি তোমাল ঘলে এথেথি, তা হোলে আল্‌ লক্ষে লাখ্‌বে না।"

"দূর পাগ্‌লি! দাসী-চাকর কি এত রাত পর্য্যন্ত জেগে থাকে? রাত ঢকুর ঝাঁঝাঁ কোচ্ছে, এখনো পর্য্যন্ত কি মানুষ জেগে থাকে? সকলেই ঘুমিয়েছে। কোনো ভয় নাই।"

"তা হোলেই ভাল। কেউ না আথ্‌লেই ভাল। তবু তুমি একতু তুপি তুপি কতা কও। কি দানি, থাব্‌ধানেল্‌ ঘলে মাল্‌ নেই।"

নায়কনায়িকা উভয়ে এই রকমে পূর্ব্বসাবধান হয়ে বাঞ্ছামত আমোদ আহ্লাদে প্রবৃত্ত হোলেন। পাঠক মহাশয়! এখানে আর আমাদের থাকা ভাল দেখায় না, এরা লজ্জা পাবে।—চলুন, আর কোথাও কেউ আছে কি না, দেখি গে। এত বড় বাড়ী, এখানে কি আর কেউ নাই? জনপ্রাণীও নাই? অবশ্যই আছে। অন্বেষণ কোল্লে অবশ্যই দেখ্‌তে পাবো।—চলুন, দেখি গে।

তেতালার একটী সুসজ্জিত গৃহে একটী সুন্দরী কামিনী একাকিনী একখানি কাগজ হাতে কোরে ক্লিওপেট্রা কৌচের উপর বোসে আছেন। মুখখানি বিষণ্ণ, যেন কোনো গভীর দুঃখে,—গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। চক্ষু ফেটে জল এলো, কাত্ হয়ে শুয়ে পোড়্লেন। শুয়ে শুয়ে আপনা আপনি বোল্লেন, "তাচ্ছুল্লি কোল্লে! অপহেলা কোল্লে! আমায় অপগ্রাহ্যি কোল্লে! উঃ! কি অপমান! কি ঘেন্না! কি লাঞ্ছনা! তা আমি আগেই বুঝ্তে পেরেছি! ক মাস যেমন উঠোউঠি এসেছিল, আদর কোরেছিল, এক মাস আর তেমনটী নেই। ৩।৪ দিন অন্তরও আসে না; আস্বো বোলে যায়, আসে না। ক্রমেই ছাড়াছাড়ির পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়ে আস্ছিল। ৪।৫ মাস আমি তার কাছে একটী পয়সাও চাই নি, যেই পত্র লিখে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছি, অম্নি মিছি-মিছি একটা ওজর কোরে জবাব দিয়েছে! হুঁঃ! তার হাতে আবার টাকা নেই! টাকার ঈশ্বর, টাকার জাহাজ, তার হাতে আবার টাকা নেই। এও কি একটা কথা!" এই পর্য্যন্ত বোলে হাতের কাগজখানি আর একবার পোড়্লেন। "লিখেছে,—'একটা মকদ্দমার দায়ে অনেক খরচপত্র হইতেছে, এখন তোমাকে কিছুই দিতে পারিলাম না, বড় দুঃখিত হইলাম।'—হুঁঃ! ওজর মাত্র! ওজর কোরেই আমাকে ছেড়ে দিলে! হাঁ, বেশ বোধ হোচ্ছে, ছেড়েই দিলে! বড় নেমকহারাম!" একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বোল্লেন, "তার দোষ নেই, আমারি দোষ! আমি না কি বড় সরল, বড় বোকা, বড় ভদ্র, তাই জন্যেই এমনটী হলো! এক কথাতেই অম্নি রাজী হয়েছিলেম, এক কথাতেই ছেড়ে দিলে! আর আর মেয়েরা যেমন কথায় কথায় রাগ করে, মান করে, ছলকপট খেলায়, কচ্কচি করে, ঝগ্ড়া করে, আমি তার কিছুই করিনি;

চাতুরী কারে বলে, কিছুই জানি না, তাতেই এমনটী ঘোট্‌লো! আমি একটী বেশ পাখী ধোরেছিলেম, হতভাগী, বুঝ্‌তে না পেরে বিশ্বাস কোরে পিঁজেরার দোর খুলে রেখেছিলেম, ফুক্ কোরে উড়ে গেল! যদি আমি প্যাঁচ দিয়ে চেপে ধোরে কাজের সময় কায়দাকানুন কোত্তেম, যদি মুখ ভারী কোরে পেছন ফিরে বোস্‌তে জান্‌তেম, তা হোলে এমনটী কখনই ঘোট্‌তো না, কখনই পালাতে পাত্তো না! বড় বোকা আমি! যাক্, যে গেল, তার আর কথাই নাই। এখন কি করা যায়? দেখি দেখি, যোগীয়া এসে কি বলে; এবারে যে পত্র লিখেছি, তারিই বা কি জবাব আনে।" রমণী এইরূপ চিন্তা কোচ্চেন, আক্ষেপ কোচ্চেন, থেকে থেকে নানা সন্দেহে আকুলিত হয়ে মনে মনে নানাখানা তর্ক-বিতর্ক কোচ্চেন, এমন সময় একজন পুরুষ সহসা সহর্ষচিত্তে সেই গৃহে প্রবেশ কোল্লেন।

গৃহবর্ত্তিনী কামিনী সেই মূর্ত্তিকে দেখেই বিত্রাসিত ভুজঙ্গিনীর ন্যায় তির্‌বির্‌ কোরে শয্যার উপর থেকে উঠে দশ হাত অন্তরে গিয়ে দাঁড়ালেন। নাসারন্ধ্রে ঘন ঘন উত্তপ্ত নিশ্বাসবায়ু প্রবাহিত হোতে লাগ্‌লো। কম্পিতকণ্ঠে শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"তুমি?—এত রাত্রে তুমি এখানে কেন?"

"পত্র লিখেছিলে কেন?"

"তোমাকে?"

"রাজাকে।"

এই কথা শুনেই রমণীর মুখ শুকাইল। কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তর থেকে মনে মনে কতক শঙ্কা, কতক সন্দেহ আন্দোলন কোত্তে লাগ্‌লেন। "সে কথা এ কেমন কোরে জান্‌লে?—যোগীয়া কি তবে আমাবে

প্রতারণা কোরেছে ?—না, এমন হবে না ;—এরি নষ্টামি অনুমান হোচ্চে।" এইরূপ তোলাপাড়া কোরে ব্যাকুলিনী একটু শঙ্কিত,—একটু বিনম্রস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, " রাজাকে পত্র লিখেছি, তোমাকে কে বোল্লে ?"—আগন্তুক হাস্‌তে হাস্‌তে হস্তবিস্তার কোরে বোল্লেন, " এই সেই পত্র।"

দেখেই চকিতনেত্রার চক্ষুস্থির !—তখন কি করেন, কি বলেন, ক্ষণকাল কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেন না ! আগন্তুক এই মুগ্ধভাব দেখে সাহস পেয়ে সহাস্যমুখে স্নেহের স্বরে যৌনবতীর কর্ণে চুপি চুপি কি বোল্লেন। রমণীর বদন বিষণ্ণ হলো ; নয়নযুগলে যেন অগ্নিকণা নির্গত হোতে লাগ্‌লো ;—সখেদে, সজোরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লেন। মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, " যোগীয়া কোথায় ?"

" আমাদের বাড়ী।"

" কি জন্য ?"

" আজ রাত্রের জন্য।"

" বুঝ্‌তে পাল্লেম না।"

" রজনী অন্ধকার।"

" তা তো বটেই, কিন্তু তাতে কি ?"

" সে আমারে বোল্লে, খিড়্‌কী দরোজা খোলা আছে।"

" তা তো ছিলই, কিন্তু সে এলো না কেন ?"

" আমি সব জান্‌তে পেরেছি।"

" তাও আমি বুঝেছি, কিন্তু যোগীয়া তোমাদের বাড়ীতে কেন ?"

" তা আমি জানি না ;—জান্‌লেও বোল্‌বো না !—বুঝ্‌লে কি না ?"

বিষাদিনী আরো অন্যমনস্ক হোলেন। অন্যমনেই ধীরে ধীরে

গিয়ে শয্যার উপর বোস্‌লেন। আগন্তুকও সেই সুকোমল পর্য্যঙ্কের স্পর্শসুখে বঞ্চিত হোলেন না। পূর্ব্বের ভাব আর নাই। অনেকক্ষণ তাঁরা একত্রে সেই গৃহে থাক্‌লেন। নানাপ্রকার বিশ্রম্ভালাপ চোল্লো. রাত্রি প্রায় ৪ দণ্ডমাত্র অবশিষ্ট।

বিষাদিনী এখন প্রমোদিনী। তিনি সহাস্যমুখে মধুরস্বরে নায়ককে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "দেখ একবার সংযোগখানা! অভাবিনী, অচিন্তনী ঘটনাই এই রকম! যা হোক্, রাত্রি শেষ হয়ে এলো, আজ আর তোমার এখানে অধিক দেরি করা ভাল নয়। চলো, তোমাকে ফটক পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। দেখো যেন, এ সকল কাণ্ড কেউ জান্‌তে না পারে। আর দ্যাখো, রাত্রি ভোর হয়েছে, ভোরবেলা দাসীরা সব ঘুমে থেকে উঠে কাজকর্ম্ম করে, তোমাকে যদি দেখ্‌তে পায়, একে আর ভেবে গণ্ডগোল কোর্‌বে;—খিড়্‌কী দোর দিয়ে যাওয়া হবে না, সদর দরজা দিয়েই তোমাকে বার্ কোরে দিব।"

পাঠক মহাশয়! বিদায়ের সময় কেন আর এখানে থেকে অশ্রুপাত কোর্‌বেন?—আসুন, সিঁড়ির ঘরের যুগল রূপ আর একবার নয়নগোচর করুন।—ইস্! এখানেও যে, বারিবর্ষণের লক্ষণ!—নিশাশেষে নিশাপতি কুমুদিনীকে পরিত্যাগ কোরে যান, দিবাশেষে দিননাথ আপন প্রণয়িনী কমলিনীকে অশ্রুমুখী কোরে চোলে যান, এখানে দেখুন, কুমুদিনী আজ কুমুদকান্তের কাছে নিজেই বিদায় চাচ্চে!— এ কি! প্রথম প্রবেশে আপনি যে অবগুণ্ঠনবতী যুবতীকে এই বাড়ীর সিঁড়ির ঘরে দেখে গেছেন, সেই লজ্জাবতী যুবতী এখন লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে আলুথালু বেশে নায়কের করধারণ কোরে আধ আধ স্বরে বোল্‌ছেন, "কি কোল্‌বো,—ফেলে দেতে ইথে নেই, কিন্তু কি কোল্‌বো বলো, -ভোল

হলো,—ভোল্ আমাদেল্ থত্তুল্ হয়ে এলো,—এখন দাই, তুমি এত্তু দাঁলাও, আমি দাই, তুমি দেয়ো, আমি আথ্‌বো,—লোজ্ লোজ্ আথ্‌বো,—এখন দাই।" এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে নায়কের হাত ধোরে নায়িকাটী ঘর থেকে বেরুচ্চেন।—সবে মাত্র চৌকাঠের বাইরে পা দিয়েছেন, এমন সময় উপরের সিঁড়িতে মানুষের পায়ের শব্দ শুন্‌তে পেলেন। ভয় হলো, উভয়েই থোম্‌কে দাঁড়ালেন। অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না, তথাচ দাঁড়ালেন, ক্রমে সেই পদশব্দ স্পষ্ট শোনা যেতে লাগ্‌লো, —সেই শব্দের সঙ্গে অস্পষ্ট মনুষ্যের কণ্ঠস্বর। ক্রমশঃ আশঙ্কার বৃদ্ধি। নায়ক মনে কোল্লেন, দাসীরা উঠেছে, তারাই নেমে আস্‌চে। এই ভেবে রমণীটীকে পশ্চাতে ঢেকে ঢেকে সিঁড়ির ধার পর্য্যন্ত এগুলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুজন লোক তেতালার সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় নেমে এলো। স্ত্রী কি পুরুষ, অন্ধকারে ভাল দেখা গেল না। পূর্ব্বোক্ত নায়ক যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের দেখে সেখান থেকে সোরে এক কোণে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়ালেন, পশ্চাতে নায়িকা।—নায়িকা জড়সড়।

যাঁরা দুজন তেতালা থেকে নেমে এলেন, তাঁদের মধ্যে একজন সিঁড়ির দরজা টানাটানি কোরে বিরক্তস্বরে বোল্লেন, "আ মলো! হত-ভাগা চাবীটা খোলা যায় না!" যে স্বরে এই কটী কথা উচ্চারিত হলো, সেটী পুরুষের স্বর। দ্বিতীয় স্বরে উত্তর হলো, "সে কি? আমি তো এ চাবী বন্ধ কোত্তে বলি নি, খোলাই তো ছিল, কে বন্ধ কোল্লে?—দেখি দেখি।"—এগুলি সুকোমল কামিনীকণ্ঠের সুমধুর ধ্বনি। সেই সুন্দরী স্বয়ং সেই চাবী কুলুপ টানাটানি কোল্লেন, শিকল ঝন্ ঝন্ কোরে উঠ্‌লো, খোলা গেল না। "রোসো রোসো,—আমি একটা আলো আন্‌চি, তুমি এইখানে একটু দাঁড়াও, কথা কয়ো না, চুপ্‌টী কোরে

দাঁড়িয়ে থাকো, আমি এলেম বোলে।”—কামিনী এই কথা বোলে ত্রস্ত-ভাবে আবার উপর তালায় উঠে গেলেন। প্রথমোক্ত নায়ক-নায়িকা এ পর্য্যন্ত চুপ্ কোরেই দাঁড়িয়ে আছেন, ঘরের ভিতরেও যাচ্ছেন না, কথাও কোচ্ছেন না। যে কথাগুলি শুন্‌লেন, তাতে তাঁদের কিছু সন্দেহ হলো,—শঙ্কার সঙ্গে সন্দেহ।—ভাব্‌ছেন, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত রমণী সত্বরপদে একটী বাতী হাতে কোরে ফিরে এলেন।—আস্‌তে আস্‌তেই সিঁড়ির পাশে দুটী প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তির উপর তাঁর হস্তস্থিত আলোকদীপ্তি নিপতিত হলো,—তিনি যেন ভৌতিক ছায়ার ন্যায় কতক স্পষ্ট,—কতক অস্পষ্টভাবে সেই দুটী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ কোল্লেন,—ত্রাসে হাতখানি কাঁপ্‌লো, আঁউ মাউ কোরে অস্ফুট বাক্যে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, বাতীটী হাত থেকে পোড়ে গেল। যে দুটী মূর্ত্তি এতক্ষণ লুকিয়ে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে যিনি পুরুষ, বাতীটী ভূতলে নির্ব্বাণ হোতে না হোতে তিনি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয়ে তুলে নিলেন। প্রদীপ্ত আলোতে চারটী মূর্ত্তিই স্পষ্ট দেখা যেতে লাগ্‌লো। চারি জনেই সবিস্ময়ে স্তব্ধ। কিয়ৎক্ষণ পরে দীপধারী চমকিত হয়ে বিস্ময়স্বরে বোল্লেন, “এ কি!—তোমরাই কি তারা?—চিন্তামণ! তোমার এই কর্ম্ম?—শশিবালা! তুমি এখানে এ সময়ে এর সঙ্গে কেন?”

শশিবালা নিরুত্তর। চিন্তামণ স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষস্বরে উত্তর কোল্লেন, ধনসুখ! আর তুমি আমার চক্ষে ধূলা দিতে পারো না। যা আমি শুনেছিলেম, সমস্তই সত্য, স্পষ্টই আজ প্রত্যক্ষ হলো, হাতে নোতে ধরা পোড়েছ, এর প্রতিফল অবশ্যই হাতে হাতে পাবে।”

ধনসুখের অনুগামিনী রমণী অধিক ভয় পেয়েছিলেন, ভয়ে বিহ্বল হয়ে আত্মগোপন কোত্তে পারেন নাই, মুখে ঘোম্‌টাও ছিল না, সব ভূব

ভেঙে গেল!—তিনি ধরা পোড়লেন। কে তিনি?—পাঠক মহাশয় পরিচয় পেলে চিন্তামণের ন্যায় বিস্ময়াপন্ন হবেন সন্দেহ নাই;—ঐ রমণী আর কেউ নন, সুচতুর, অন্তর্মনা, আত্মগর্ব্বিত চিন্তামণের পরম প্রণয়িনী বিবাহিতা বনিতা! চিন্তামণ তাঁরে দেখেই লাঙ্গুলমর্দ্দিত বিষধরের ন্যায় গর্জ্জন কোত্তে লাগ্‌লেন। এমন অবস্থায় লোকের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়, উপন্যাসে পাঠ করা অপেক্ষা মনে মনে মানসাঙ্ক পাঠে সহজেই সেটী অনুভূত হোতে পারে।

চিন্তামণের নিজের মন যদি কলুষিত,—সন্দেহ-কলুষিত না হতো, তা হোলে তিনি কখনই ধৈর্য্যধারণ কোত্তে পাত্তেন না, ধনসুখও পাত্তেন না; কিন্তু বিধির বিপাকে উভয়েই এ ক্ষেত্রে সমান ভাবাপন্ন। চিন্তামণ একটু নরম হয়ে ধীরে ধীরে আবার বোল্লেন, "দেখ ধনসুখ! যা তুমি মনে মনে ভেবেছ কি ভাব্‌ছো, বাস্তবিক তা কিছুই নয়। শশিবালা আমার ভগ্নী হন, এঁর সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধ কিছুই নাই;—তবে কি না—তবে কি না, তুমি না কি রোজ রাত্রে এই রকম কোরে পরের মেয়ে ঘরে আনো,—আমি সেটী বিশ্বাস কোত্তেম না,—সেই জন্য—সেইটী আমাকে দেখাবার জন্যই শশিবালা আজ আমাকে এ বাড়ীতে আনিয়াছিলেন, তাই জন্যই আমি এসেছিলেম। এ ছাড়া আর কিছুই নয়। বুঝ্‌লে কি না?"

"হরিবোল হরিঃ!—কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ করি কোলে!—শশিবালা নিজে না কি কলঙ্কিনী, সেই জন্যই ওর মনে এতখানি সন্দেহ! নিজে না কি রাত্রিকালে অনেক খেল্ খেলে, সেই জন্যই পদে পদে আমার ছিদ্র খুঁজে বেড়ায়। এই বৌটী আমাকে শশিবালার আচরণ দেখাবার জন্যই এখানে আজ এসেছেন।" উদাস হাসি হেসে তাচ্ছিল্য-

ভাবে এই রকম দু পাঁচটী কথা বোল্‌তে বোল্‌তে ধনসুখ তাড়াতাড়ি চাবী খুলে বেরিয়ে পোড়্‌লেন, বৌটীও দারুণ লজ্জায় ঘোম্‌টা টেনে দিয়ে ধনসুখের পশ্চাদ্‌গামিনী হোলেন। রাস্তায় গাড়ী হাজির ছিল,—উষাকালে নায়কনায়িকাকে নিয়ে গড়্ গড়্ শব্দে পূর্ব্বমুখে চোলে গেল। এ দিকে চিন্তামণিও বিষণ্ণবদনে শশিবালার কাছে বিদায় না নিয়েই ত্রস্তভাবে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। পাঠক মহাশয় এখন তাঁদের উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন, চতুরচতুরা! তোমরাই কি তারা?

পঞ্চবিংশ কাণ্ড।

সেয়ানে চতুরে।

রাজা দৌলতরাম বিমর্ষভাবে আপন কক্ষে উপবিষ্ট। বাম-পার্শ্বে একটী পীতবর্ণের বাক্স, দক্ষিণে একখানি দর্পণ, সম্মুখে এক-খানি নানাবর্ণে চিত্রিত সুপ্রশস্ত নক্সা। নিকটে জনপ্রাণীও নাই। রাজা এক একবার স্থিরদৃষ্টিতে নক্সাখানি নিরীক্ষণ কোচ্চেন, মাঝে মাঝে সীসক-লেখনী দিয়ে স্থানে স্থানে চিহ্ন দিচ্চেন, এক একবার উর্দ্ধদৃষ্টিতে অন্যমনস্কভাবে যেন কি চিন্তা কোচ্চেন। যাঁদের মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, তাঁদের মনোভাব নিরূপণ করা বোধ হয়, ত্রিকালজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও নিতান্ত দুঃসাধ্য। রাজা দৌলতরাম সেই প্রকৃতির নায়ক। যে সকল সুনিপুণ ডুবুরি অগাধ জলনিধিগর্ভে রত্ন অন্বেষণে সমর্থ, তারাও এই মহাপুরুষের হৃদয়সাগরে প্রবেশ কোত্তে অক্ষম।

নির্জীব নক্সা তাঁর অন্তরে কি ভাবের উদ্দীপন কোচ্চে, তিনি কার সর্ব্বনাশের কৌশল চিন্তা কোচ্চেন, কেবল একা তিনিই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। ঝাড়া এক ঘণ্টা এই ভাবের অভিনয়। হঠাৎ অধর-প্রান্তে একটু হাসি এলো;—কি ভাবে হাস্লেন, সে হাসিতে তার সন্তোষকর পরিচয় পাওয়া গেল না। করাল মেঘ যেমন চকিতমাত্র একবার সৌদামিনী উদ্গীরণ কোরেই তৎক্ষণাৎ জঠরস্থ করে, দৌলতরামের বিষণ্ণভাব সেইরূপে সেই আকস্মিক হাস্যকে সহসা আবৃত কোরে ফেল্লে,—আবার যেন তিনি গাঢ়চিন্তায় নিমগ্ন। এই অবসরে একজন লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ কোরেছে,—প্রবেশ কোরে ধীরি ধীরি এসে নিকটে দাঁড়িয়েছে,—ভ্রূক্ষেপ নাই,—বোধ হয়, জান্তেই পারেন নাই। সেই লোক পার্শ্বে উপবেশন কোরে ২/১ একটী কথায় যখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ কোল্লে, তখন চমকিতভাবে তাঁর মৌনভঙ্গ হলো। ভাব গোপন কোরে প্রসন্নবদনে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে! ধনসুখ্? কতক্ষণ? সংবাদ কি?"

ঈষৎ হেসে ধনসুখ উত্তর কোল্লেন, "আপনি যে যোগীঋষির ন্যায় ধ্যানে নিমগ্ন, মায়াময় সংসারের বিষময় সংবাদে আপনার প্রয়োজন?"

দৌলতরাম হাস্লেন। নক্সাখানি মুড়ে রেখে বিশেষ আগ্রহ জানিয়ে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্লেন, "এ কথার তাৎপর্য্য কি? তোমার মুখে এমন কথা অতি আশ্চর্য্য! সংসার মায়াময়, সংবাদ বিষময়, এ কথার তাৎপর্য্য কি?"

"তা বৈ আর কি মহারাজ! ও কথা না বোলে আর বলি কি? সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়!"

ধনসুখের এই উত্তরে উচ্চ হাস্য কোরে রাজা দৌলতরাম আবার

বোল্লেন, " আমি যোগীঋষি না তুমি যোগীঋষি ? সহসা এরূপ বৈরাগ্য কিরূপে তোমার অন্তরে স্থান পেলে ?"

" বৈরাগ্য মহারাজ ?—বৈরাগ্য নয়, সংসারের গতিই এইরূপ। এই দেখুন, আজ এত ধূমধাম, কাল আর কোথাও কিছু নাই ! তেজ, বীর্য্য, দম্ভ, ঐশ্বর্য্য, সম্ভ্রম, সৌন্দর্য্য, সমস্তই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ! যার নামে এই দিল্লীসহর প্রেমকৌতুকে উন্মত্ত হতো, যার রূপমাধুরীতে সহরের বিলাসিনীকুল লজ্জায় ম্রিয়মাণ হতো, পতিপ্রাণা রতিদেবী নিরন্তর যার সহচরী হয়ে ছিলেন, সেই নগরকুসুম বিরজা এখন তপস্বিনীবেশে শ্রীবৃন্দাবনবাসিনী !" ধনসুখের এই কথা শুনে রাজা দৌলতরাম গম্ভীরভাবে তাঁর মুখপানে চাইলেন, অন্তঃকরণে যেন বিপুল চিন্তারাশি স্তম্ভিত হলো। জিজ্ঞাসা কোল্লেন, " সে কি ? বিরজা দেশত্যাগিনী কেন ?"

" ও দিকের কথা আপনি সব জানেন, তার পর জহরমল আশী হাজার টাকার দাবী দিয়ে বিরজার নামে আদালতে নালিস করেন, সেই মোকদ্দমায় জহরমলের জিত হয়। বিরজার সমস্ত সম্পত্তি সায় ভদ্রাসন নীলামের হুকুম। সেই হুকুম শুনেই বিরজা ঘরবাড়ী ফেলে রাতারাতি বৃন্দাবনে পালিয়ে গেছে। সেই জন্যই বোল্‌ছি মহারাজ ! মায়াময় সংসারে সকলি মিথ্যা, এই আছে এই নেই !"

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দৌলতরাম বোল্লেন, " এই সঙ্গে আমারও অনেকগুলি টাকা গেল। জহরমল এখন কি কোল্লে ?"

" তিনি আর কি কোর্‌বেন ? ফয়সালা গলায় বেঁধে সিংদরজায় ধন্না দিচ্চেন। আর আমাদের হেমন্তরাম কেঁদে কেঁদে দুই চক্ষু লাল কোরে মেয়েটীর শোকে ফতুর হয়ে বেড়াচ্চেন ! তাঁরে দেখ্‌লে —"

কথা সমাপ্ত হোতে না হোতে চিন্তামণ ব্যস্তসমস্ত হয়ে সেইখানে এসে উপস্থিত। ধনসুখ আর দ্বিরুক্তি কোত্তে পাল্লেন না। "বিশেষ প্রয়োজন, আর এক সময়ে এসে সকল কথা বোল্‌বো, শীঘ্রই আমাকে স্থানান্তরে যেতে হোচ্চে।" এই কথা বোলে বিদায় নিয়ে চিন্তামণের দিকে আড়ে আড়ে চাইতে চাইতে তিনি দ্রুতপদে প্রস্থান কোল্লেন। চিন্তামণ বুঝ্‌লেন, কিন্তু দৌলতরাম কিছুই অনুভব কোত্তে পাল্লেন না। চিন্তামণ নিরালস্থ স্বার্থপর। স্বার্থসিদ্ধির জন্য সময় অসময়, পাত্র অপাত্র, মান অপমান, শিষ্টাচার ভ্রষ্টাচার, কিছুই বিবেচনা করেন না,—সে দিকে লক্ষ্যই করেন না। এসেই হাস্‌তে হাস্‌তে রাজাকে বোল্লেন, "মহারাজ! দিল্লীতে আপনি একজন প্রধান মহাজন, সকলেই এ কথা জানে, সকলেই আপনাকে মানে, কিন্তু আপনার যে আবার মহাজন আছে, এ কথা কেউই জানে না। আমি ত কিছুই জানি না; কখন শুনিও নাই। আজ তিন দিন হলো, সেইটী জান্‌তে পেরে এক কালে অবাক্‌,—অবসন্ন হয়ে পোড়েছি।"

দৌলতরামের মুখ গম্ভীর হলো, হঠাৎ যেন কি কথা মনে পোড়্‌লো। উৎকণ্ঠিতস্বরে বোল্লেন, "এতে অবাক্ হবার কি অবসন্ন হবার কোনো বিশেষ কারণ নাই; কারবার কোত্তে গেলে সকলকেই দশজনের সঙ্গে লেনদেন রাখ্‌তে হয়। তা ছাড়া—"

বাধা দিয়ে চিন্তামণ বোল্লেন, "তা নয় মহারাজ! খাসমহল! শ্রীকৃষ্ণ যেমন শ্রীমতী রাধার কাছে দাসখত লিখে আজ্ঞাকারী হয়ে ছিলেন, আপনিও কোনো শ্রীমতীর নিকটে সেই দরের খাতক! সহজ নয়! বুঝ্‌লেন ত? এই দেখুন!" এই পর্য্যন্ত বোলে সহাস্যমুখে একখানি পত্র বার কোরে দেখালেন। দেখেই দৌলতরাম আড়ষ্ট! কিয়ৎক্ষণ মুখে বাক্য

নাই; ললাটে ঘর্ম্ম, বক্ষে বেপথুর আবির্ভাব। অনেকক্ষণ পরে মৃদুস্বরে বোল্লেন, "ভাই চিন্তামণ! তোমার কাছে আমার কিছু গোপন নাই, আমার কাছে তোমারো কিছু গোপন নাই, এখন সত্য কোরে বল দেখি, এ পত্র তুমি কোথায় পেলে?"

"আন্দাজ করুন না।"

চিন্তার অবসর নাই, শঙ্কিতভাবে রাজা দৌলতরাম ধীরে ধীরে বোল্লেন, "বিশ্বাসঘাতক!"

"কে মহারাজ?"

"এমন কেউ না, যার এই পত্র।"

"তার অপরাধ কি?"

"সে তোমারে কেন দিলে?"

"কে দিলে? আপনি বিবেচনা কোরে বলুন দেখি, কে আমাকে দিলে? যার লেখা সেই কি স্বয়ং?"

"সন্দেহ মিট্‌চে না।"

"আমি এক রকম মন্ত্র জানি, তাতে কালসর্পের বিষক্ষয় হয়। আপনার হৃদয় যে সন্দেহবিষে জর্জ্জরিত হোচ্চে, সেটী আমি অনেকক্ষণ জান্‌তে পেরেছি;—শুধু আজ বোলে নয়, সাত আট মাস আগে থেকে জান্‌তে পেরেছি।" এই শেষ কথাটী বোলে এদিক্ ওদিক্ চেয়ে রাজার কাছে সোরে বোসে চিন্তামণ চুপি চুপি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "যোগীয়াকে মনে পড়ে?"

রাজা শিউরে উঠ্‌লেন, শশব্যস্তে চিন্তামণের দুটী হাতে ধোরে বোল্লেন, "ভাই! আমি বুঝেছি, তুমি সব জানো, সব জান্‌তে পেরেছ, মিনতি কোরে বোল্‌ছি, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়।"

অবসর বুঝে চিন্তামণ সকৌশলে নানারূপ বাগ্জাল-বিস্তার আরম্ভ কোল্লেন। "আমার মন আপনি জানেন, প্রকাশ আমা হোতে কখনই হবে না, কিন্তু মহারাজ! ধনসুখ আমার শত্রু হয়েছে।"

"কেন?—সাপে কাম্ড়ালে একজনকে, বিষ উঠ্লো আর একজনের মাথায়, এটী কেমন কথা হলো? ধনসুখ তোমার শত্রু হলো কেন?"

"এ কথাও কি জিজ্ঞাসা কোত্তে হয় মহারাজ! বনে আগুন লাগ্লে বনবাসী কি সেখানে শীতল তরুছায়া প্রাপ্ত হোতে পারে? দেখ্লেন না, আমি আস্বা মাত্র ধনসুখ আমাকে দেখেই মিছিমিছি একটা ছল কোরে এখান থেকে উঠে গেল। যাবার সময় আমার উপর যেরূপ অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ কোরে গেল, তা মনে কোল্লে এখনো আমার গা কাঁপে। বোধ হয়, তার প্রতি দুর্ব্বাসা কি বিশ্বামিত্রের বর থাক্লে সে আমাকে সেই দণ্ডেই নেত্রানলে ভস্ম কোরে যেতো!"

রাজা দৌলতরাম হাস্লেন;—আনন্দের হাসি নয়, কষ্টের হাসি। হাস্তে হাস্তে বোল্লেন, "সে ভয় তোমার নাই, আমি তোমার সহায় থাক্লেম, অর্থে বল, সামর্থ্যে বল, কার্য্যে বল, সকল প্রকারেই আমি তোমার পৃষ্ঠবল থাক্বো, কোনো চিন্তা নাই, কিন্তু দেখো, সাবধান! সাবধান! এ সকল কথা যেন ঘুণাগ্রেও প্রকাশ না পায়।"

এতক্ষণের পর আসল মতলব হাসিল্ হবার উপক্রম হলো;—ঔষধ ধোরে এলো। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ কোরে চিন্তামণ কপট করুণস্বরে বোল্লেন, "চিরদিনই আমি মহারাজের নিকট ঋণী, আমার সহায়সম্পত্তি সকলিই আপনি, কোন্ দিন আমি আপনার সাহায্য ভিন্ন সংসারে মান-সম্ভ্রম রাখ্তে সমর্থ? আপনি যে আমার সাহায্য কোর্বেন, তাতে আর প্রতিজ্ঞাও কোত্তে হয় না, অঙ্গীকারও আবশ্যক করে না। আমি এমন

নরাধম, এমন কৃতঘ্ন, এমন পাষণ্ড নই যে, যাতে আপনার একগাছি কেশ কম্পিত হয়, তেমন কাজে প্রবৃত্ত হব।”

দৌলতরাম সন্তুষ্ট হোলেন, পার্শ্বস্থিত রঙ্গীণ বাক্স থেকে একখানি হাজার টাকার দর্শনী হুণ্ডী বার্ কোরে চিন্তামণের হাতে দিলেন। দিয়ে ঈষৎ হেসে তাঁকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন; “এসো, এই নতুন রকম দাঁড়াদস্তুর শেখো, এই কাগজখানির বিনিময়ে ঐ পত্রখানি আমারে দাও।”

পত্রখানি হাতছাড়া করা চিন্তামণের অভিপ্রেত ছিল না; মতলব ছিল, যখন তখন ঐখানিকে মরণকাটী জীবনকাটীর প্রতিনিধি কোরে বিলক্ষণ মোড় দিয়ে দাঁও মার্‌বেন। কিন্তু দৌলতরামের সরলতায় সে ভাবটী তখন অন্তরেই গোপন কোত্তে হলো। পত্রখানি দিলেও যখন সে অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মাচ্ছে না, তখন প্রথম সূত্রেই কেনই বা অপ্রত্যয়ের ভাজন হন, এই ভেবে প্রফুল্লমুখে পত্রখানি রাজার হাতে দিলেন।—বোল্লেন, “এই নিন্ মহারাজ! মৃত্যুবাণ আপনার কাছেই সযত্নে রাখ্‌বেন, মন্দোদরীর হাতে দিবেন না, কি জানি, কোনো ঘরভেদী বিভীষণের মন্ত্রণায় কোনো কপটবেশী মারুতী এসে অকালে হরণ কোল্লেও কোত্তে পারে।”

রাজা সহাস্যমুখে পত্রখানি গ্রহণ কোরে বাক্সের মধ্যে রাখ্‌লেন. সেই প্রসঙ্গে আরো নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা হলো। কি গতিকে পত্রখানি চিন্তামণের হস্তগত হয়েছিল, প্রথম আড়ম্বরের পর দৌলতরাম আর সে কথা জিজ্ঞাসাও কোল্লেন না, চিন্তামণও বোল্লেন না। পাছে সেই কথা আবার উপস্থিত হয়, এই শঙ্কায় সে সূত্র ঢাকা দিবার অভিপ্রায়ে চিন্তামণ হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, “দেখুন দেখি মহারাজ! অনর্থক আপনি একজন নিরপরাধিনী কুলকামিনীকে বিশ্বাসঘাতিনী মনে কোচ্ছিলেন!”

রাজা দৌলতরাম বিকৃতমুখে সে কথায় ঔদাস্য কোরে গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "থাক্, ও কথায় আর কাজ নাই; যাকে প্রত্যাখ্যান করা গিয়েছে, তার নামের পুনরুল্লেখেও পাপ!" সংক্ষেপে এই কটী কথা বোলে তিনি গৃহান্তরে প্রবেশ কোল্লেন, অভিসন্ধির চরিতার্থতা লাভ কোরে মনে মনে আরো কিছু দুরভিসন্ধি এঁটে চিন্তামগ্ন হুণ্ডীখানি নিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে চোলে গেলেন।

ষড়্‌বিংশ কাণ্ড।

আগরা।—উদয়গিরি।

মোগলকুল-রবি আকবরশাহের প্রিয়রাজধানী আগরা।—তপন-তনয়া যমুনা যেন দুর্গপরিখারূপে এই নগরীর শোভা সম্পাদন কোচ্চেন।—এখানে অনেক সুরম্য হর্ম্ম্য শ্রেণীবদ্ধ, বহুবিধ সম্ভ্রান্ত লোকের বাস। নানা দেশের নানা শ্রেণীর লোক এখানে নানা কার্য্যে সংলিপ্ত। রাজধানীতে যেমন যেমন অঙ্গসৌষ্ঠব আবশ্যক, দিল্লীতে যত প্রকার শোভা সমৃদ্ধি নয়নগোচর হয়েছে, ন্যূনাধিক পরিমাণে এখানে তার সমস্তই বিদ্যমান। বেশীর ভাগে এখানে "তাজমহল" নামে একটী বিশ্ববিখ্যাত সমাধিমন্দির আছে। জগতের মহামূল্য মণিমাণিক্যে এই মন্দিরটী সুসজ্জিত। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে তাজমহল একটী মহাশ্চর্য্য পদার্থ। রাজধানীর যেমন দস্তুর, সেইরূপ এ নগরী এক দিকে নৃত্য কোচ্চে, এক দিকে গালে হাত দিয়ে ভাব্‌ছে, এক দিকে হাস্‌ছে, এক দিকে কাঁদ্‌ছে, এক দিকে আনন্দের তুফান উঠ্‌ছে, অপর দিকে নিরানন্দ-

তরঙ্গে হৃদয় দ্রব কোচ্চে। এইরূপ অসদৃশ ভাবাপন্ন মোগল-রাজপাট আগরা,—নামান্তরে আকবরাবাদ।

এই নগরের যমুনাপুলিনে রাজা উদয়গিরির কুঠী।—উদয়গিরি কেবল নামে রাজা,—উপাধিতে রাজা,—কর্পূরের ভাণ্ড,—কোনো রাজ্যের রাজা নন,—তাঁর রাজত্ব নাই, কিঞ্চিৎ জমীদারী আছে মাত্র; সুতরাং তিনি কাগজী রাজা। আগরা, দিল্লী, মথুরা, প্রয়াগ, লক্ষ্ণৌ, বারাণসী প্রভৃতি নানা স্থানে তাঁর দীর্ঘছন্দের কারখানা আছে। শত শত নামজাদা মহাজন তাঁর আজ্ঞাকারী বশম্বদ।—ষোল আনার উপর চার আনা বেশী বিশ্বাস;—টেক্কার উপর রুপ! রাজার আর একটী মহৎ *গুণ এই যে, তিনি মোহিনীমন্ত্র জানেন। যে সকল নূতন মহাজন তাঁর* সঙ্গে প্রথম পরিচিত হোতে আসেন, তিনি তাঁদের কাণে মোহমন্ত্র দিয়ে এক দণ্ডের আলাপেই চিরবশীভূত কোরে ফেলেন। ছোট খাটো ওজনের লোকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে না; তাদের প্রতি তাঁর বিজাতীয় বিষদৃষ্টি। কোন্ মাছের কিরূপ খাই, কিরূপ টোপ ফেল্লে সেই মাছ চারে আসে, কোন্ পশুর কিরূপ গর্জ্জন, কিরূপ সাবধান হোলে তার আক্রমণ অতিক্রম করা যায়, সেটী তিনি বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। নিরীহ লোকে বিনা রসীদে, বিনা জামীনে, বিনা প্রবোধে তাঁর হাতে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ কোত্তেও সঙ্কুচিত হয় না। ফলাফল যেরূপ হয়, ক্রমে জান্‌বেন।

রাজা উদয়গিরি এক দিবস অপরাহ্ণে গদীতে বোসে চিঠি লিখ্‌ছেন, আল্‌বোলা টান্‌ছেন, এক একবার বাক্স থেকে এক একখানি চিঠি বার কোরে মনে মনে পাঠ কোচ্ছেন, ঘাড় নাড়্‌ছেন, একা একা হাসছেন, মুখ ভারী কোচ্ছেন, নিকটে কেউ নাই।

আট দশখানি চিঠি লেখা হলো, একে একে পাঠ কোল্লেন,—খাম কোরে এঁটে শিরোনাম দিলেন, ডাক্‌লেন, "লাল সিং!"

এইখানে পাঠক মহাশয়ের জানা উচিত, রাজা উদয়গিরি এতক্ষণ ধোরে যে সকল চিঠি লিখ্‌লেন, সেগুলি কার নামে?—শিরোনাম দেখে বুঝ্‌বেন, কাক নামে নয়, নিজের নামে। আপনি জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন, এরূপ চিঠি লেখ্‌বার তাৎপর্য্য কি? যদি লোকের হৃদয়ে প্রবেশ কর্‌বার ক্ষমতা থাকে, যদি সেই ক্ষমতায় উদয়গিরির হৃদয়ব্যূহ ভেদ কোত্তে পারেন, তা হোলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাবেন;—নচেৎ নয়।

যোড়হাতে লাল সিং এসে সেলাম বাজালে। রাজা তার প্রতি কটাক্ষপাত কোরে হাকিমীস্বরে বোল্লেন, "দেখ, আজ আমীর মজঃফর আলী আস্‌বার কথা আছে, যদি আসে, বোলো, আমি বাড়ী নাই; বুঝ্‌লে কি না?"

"হাঁ মহারাজ!"

"মীর সফ্‌দর্‌ জং,—তারেও ঐ জবাব। বুঝ্‌লে কি না?"

"হাঁ মহারাজ!"

"রাজা হরিবল্লভ,—যদি তিনি আসেন, সেলাম জানিয়ে বোলো, সন্ধ্যার পর সাক্ষাৎ হবে। বুঝ্‌লে কি না?"

"হাঁ মহারাজ!"

"বিবি লুসী,—যদি তিনি আসেন, তাঁরে খাসকামরায় বোসিয়ে আমারে সংবাদ দিও। বুঝ্‌লে কি না?"

"হাঁ মহারাজ!"

"পণ্ডিত কিষণলাল,—কাল যিনি এসেছিলেন,—যদি তিনি আসেন, খাতির কোরে আমার কাছে নিয়ে এসো। এখন বিদায় পাও।"

"বহুৎ আচ্ছা মহারাজ!" এই উত্তর দিয়ে লাল সিং পুনরায় সেলাম কোরে প্রস্থানের উপক্রম কোল্লে। লাল সিং পঞ্জাবী শিক,—রাজা উদয়-গিরির বিশ্বস্ত চোপদার। সে দরজার কাছে যেতে না যেতেই রাজা পুনরায় তারে আহ্বান কোরে বোল্লেন, "আর দেখ, এই তিনখানা চিঠি নাও। পণ্ডিত কিষণ্লাল যখন এসে আমার কাছে বোস্‌বেন, তার একটু পরে একখানি এনে আমার হাতে দিও, বোলো, জয়পুরের মহারাজ সওয়ার ডাকে এই চিঠি পাঠিয়েছেন। দিয়েই তুমি চোলে যেও। বুঝেছ?"

"হাঁ মহারাজ!"

"পণ্ডিতজী যখন আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কবেন, সেই সময় আর একখানি চিঠি এনে বোলো, সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের প্রেরিত। বুঝলে কি না?"

"হাঁ মহারাজ!"

"আর আধ ঘণ্টা পরে তৃতীয় চিঠিখানি এনে দিও। সে বারে আর কোনো কথা বোলো না।"

"না মহারাজ!"

চোপদারকে এইরূপ উপদেশ দিয়ে রাজা অন্যমনস্কভাবে যেন কার প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেন, চোপদার বিদায় হলো।

এক ঘণ্টা অতীত। রাজা উদয়গিরি কতকগুলি কাগজ উল্‌টে পাল্‌টে একবার এখানি, একবার ওখানি, একবার সেখানি দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। এক একখানির দুই চারি পংক্তি পাঠ করেন, এক এক স্থানে সুদীর্ঘ লেখনীদ্বারা লোহিত রেখা দেন, এক একখানি কাগজে কেবল উদাস দৃষ্টিপাত কোরেই তাচ্ছিল্যভাবে উল্‌টে ফেলেন, এক একখানিতে

নেত্রপাত না কোরেই ছেড়ে ছেড়ে যান, দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর আধ ঘণ্টা।

ঘরটী বেশ সাজানো। সারি সারি কৌচ কেদারা পাতা, দেয়ালে ছবিসংলগ্ন দেয়ালগিরি, মধ্যস্থলে একটী বেলোয়ারি ঝাড়। রাজার সম্মুখে শ্বেত পাথরের একটী সুপ্রশস্ত মেজ,—মেজের উপর সুগন্ধিকুসুম-পরিপূর্ণ পুষ্পাধার। তার পাশে নানাবর্ণের কাগজ। রাশীকৃত হুণ্ডী, বরাৎ চিঠি আর দর্শনাকাঙ্ক্ষী লোকের নামাঙ্কিত দর্শনী পত্র। সেই সকল পত্রে বড় বড় আমীর, ওমরা, রাজা, রাজ-অমাত্য, সওদাগর, মহাজন ও রাজদরবারের পারিষদ্‌বর্গের নাম লেখা। তার পাশে স্তূপাকার মোহর ছড়ানো। যে দেখে, সেই মনে করে, ধনরত্নে এ রাজার যত্ন নাই। দর্শনী পত্রগুলি দেখে মনে হয়, রাজ্যের সমস্ত বড়লোকের সঙ্গে এঁর ঘনিষ্ঠতা,—সকলেই এঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় লালায়িত। বাস্তবিক এগুলি কেবল বাহ্যশোভা মাত্র, প্রকৃত কিছুই নয়;—নিজের বুদ্ধিবলে জগৎকে প্রতারণা কর্‌বার অভিসন্ধিতে তিনি স্বয়ংই এই সকল শোভার কল্পনা কোরেছেন। দর্শনী পত্রে যে সকল লোকের নাম আছে, হয় ত সে সকল লোকের সঙ্গে তাঁর কস্মিন্‌কালেও চাক্ষুষমাত্র নাই! এমন কি, তার মধ্যে কতকগুলি নামের মনুষ্যই পৃথিবীতে সজীব আছেন কি না সন্দেহ!

পাঠক মহাশয় উদয়গিরির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেয়েছেন, কিন্তু সে পরিচয় এ ক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত নয়। মনে মনে তাঁর ইচ্ছা, সমস্ত জগৎকে অন্ধ কোরে রাখেন! বাস্তবিক জগৎকে তিনি ঘৃণা করেন, সমাজের নামে হাস্য করেন, রাজকীয় বিধি-ব্যবস্থা গ্রাহ্য করেন না, আপনার মতেই,—আপনার দম্ভেই সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করেন। বয়স অধিক

নয়, ত্রিশের সীমা অতিক্রম কোরেছে কি না সংশয় আছে, অথচ এই বয়সে তিনি অনেক অনুগত লোকের যথাসর্ব্বস্ব লুঠ কোরেছেন, পরের ধনে ধনশালী হয়েছেন, অপরের আশা-ভরসার ধ্বংসাবশেষে আপনার ভাগ্যভিত্তি সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপন কোরেছেন! এত কোরেও কখনো কিন্তু আইনের চক্রে ধরা পড়েন নাই, রাজবিধি তাঁকে স্পর্শই কোত্তেই পারে নাই;—কূটবুদ্ধি, চতুরতা, আর স্বার্থপরতা, এই তিনটীই যেন তাঁর পরম-হিতৈষিণী চিরসহচরী। যদি কোনো ব্যক্তি তাঁরে বলে, "তোমার মন্ত্রণায় আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, চিরসঞ্চিত এক কড়া কড়িতেও আমি বঞ্চিত হয়েছি!" তাতে তিনি অম্লানমুখে তৎক্ষণাৎ এই উত্তর দেন যে, "বাঃ! লোকটা বলে কি? ওর জন্যে আমার যে কত ক্ষতি হয়েছে, সে কথা সব ভুলে গেছে, কিছুই মনে নাই! ওর যদি এক শো টাকা গিয়ে থাকে, আমার হাজার গিয়েছে;—টাকাতেও গিয়েছে, সম্ভ্রমেও গিয়েছে। কার-বারেব কথা আর ভাগ্যের কথা কে বোল্‌তে পারে? কোনোটায় ভাল দাঁড়ায়, কোনোটায় লোক্‌সান পড়ে, তা বোলে কি সে অপরাধ আমার? স্ফূর্ত্তি খেলায় যদি কোনো লোকের নামে শূন্য পড়ে, তা হোলে কি যার বাড়ীতে সেই খেলা হয়, কিম্বা যে তার অধ্যক্ষ হয়, তারি শিরে দোষ পোড়্‌বে? তোমার কপালে ছিল, লোক্‌সান হলো. তার জন্যে কি আমি দায়ী হব?—তার জন্যে কি আমি অপরাধী? বাঃ! অপূর্ব্ব বিচার! হুঁঃ!"

লোকের মুখের উপর এইরূপ উত্তর দিয়ে রাজা উদয়গিরি আপনা আপনি কুণ্ঠিত হন না, বরং পরম শ্লাঘা জ্ঞান কোরে চরিতার্থ হন। আজ ঐ সকল গৃহসজ্জা পুনঃপুনঃ অবলোকন কোরে আপনাকে বিশ্ববিজয়ী জ্ঞান কোচ্চেন, জগতের যাবতীয় লোক এই কুহকজালে মুগ্ধ হয়ে ধরা পড়ে, এই ভেবে আত্মানন্দে হাস্য কোচ্চেন, এমন সময় লাল সিং এসে

সংবাদ জানালে, পণ্ডিত কিষণলাল উপস্থিত। রাজা শশব্যস্তে গাত্রোত্থান কোরে দ্বারদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হোলেন, সহর্ষে সমাদরে কিষণলালকে হাত ধোরে এনে বসালেন। সময়োচিত অভ্যর্থনার পর নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সে বিষয়ের কি স্থির হলো? আপনার অংশীরা কিরূপ পরামর্শ দিলেন?"

সন্দেহ অথবা বিবেচনাকে হৃদয়ে স্থান না দিয়েই পণ্ডিত কিষণলাল উত্তর কোল্লেন, "আপনি এ দেশের প্রধান লোক, সেইটী জেনেই আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি, স্বদেশে আমার বাণিজ্যকার্য্যে বিস্তর ক্ষতি হয়েছিল, ভাগ্যে ভাগ্যে মূলধনটী রক্ষা কোরে এখানে এসেছি, আমার অংশীরাও অতি ভদ্রলোক, আপনার পরিচয় পেয়ে তাঁরাও সবিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছেন, আপনার প্রতি আমার অকপট বিশ্বাস। সমস্ত টাকাগুলি আপনার হস্তে অর্পণ কোচ্চি, যাতে সুবিধা হয়, তাতেই আপনি সেই মূলধনের বিনিয়োগ কোত্তে পারেন।"

"না, না, টাকা আমি হাতে কোরে নিতে চাই না। কি জানি, পাঁচ রকমে জড়ানো হয়েছে, যদি কোনরূপে গোলমাল হয়েই যায়। আপনি এক কাজ করুন, এই নগরে জাতিসাধারণ কুঠী নামে যে একটী বিখ্যাত গদী আছে, রাজা হরবল্লভনারায়ণ সেই গদীর অধিনায়ক;—আপনি তাঁরি হাতে তাঁরি গদীতে টাকাগুলি জমা রাখুন, মাসে মাসে দস্তুরমত সুদ পাবেন, প্রয়োজনমত যে কোনো কারবারে সুবিধা দেখি, তাতেই ক্রমে ক্রমে ন্যস্ত করা যাবে;—আমি বরং সেই আমানতী রসীদে সাক্ষী হোতে প্রস্তুত আছি।"

রাজা উদয়গিরি বিশেষ শিষ্টাচারে গম্ভীরভাবে এইরূপ প্রস্তাব কোরে যেন আর কিছু বোল্‌বেন বোল্‌বেন উপক্রম কোচ্চেন, এই

অবসরে লাল সিং এসে একখানি পত্র তাঁর হাতে দিয়ে বোল্লে, "জয়-পুরের মহারাজ এই পত্র পাঠিয়েছেন।"

"আচ্ছা, তুমি যাও।" চোপদারকে এই কথা বোলে রাজা পত্রখানি পাঠ কোল্লেন। পাঠ কোরেই সহর্ষমুখে কিষণলালকে বোল্লেন, "আপনার পত্র আছে, আপনার সঙ্গে একত্রে কাজ করা আমার ইচ্ছা বটে, কিন্তু তহবিলের সব টাকা এখন নানা কার্য্যে বিন্যস্ত আছে, সেইজন্য জয়পুরের মহারাজকে লক্ষ টাকার জন্য লিখেছিলেম, তিনি আহ্লাদপূর্ব্বক সম্মত হয়েছেন, কাল কি পরশু সে টাকা এসে পৌছিবে। আপনি এখন কত টাকা জমা রাখ্তে চান?"

পণ্ডিত কিষণলাল অতি উদারপ্রকৃতির লোক, কিছু হাতে রেখে কথা কওয়া তাঁর স্বভাব নয়, তিনি তৎক্ষণাৎ বোল্লেন, "পঞ্চান্ন হাজার টাকা। মোটে সেই টাকাই আমার সংস্থান, তার কিছুই আমি হাতে রাখ্তে চাই না, আপনি মহৎ লোক, আপনার কাছে থাক্লে টাকাগুলি নিরাপদে থাক্বে, কিছু কিছু লাভও পাব, তা হোলেই যথেষ্ট হলো। বিশেষ আমি বিদেশী, এখানকার চালচলন কিছুই অবগত নই, আপনার সঙ্গে সংস্রব থাক্লে বিস্তর উপকার হবে।"

"আপনি অনুগ্রহ কোরে যা বলেন, ততদূর সম্ভ্রমের যোগ্যপাত্র আমি নই। আপনি মনে কোচ্চেন, আপনার সঙ্গে এই আমার নতুন সাক্ষাৎ, নতুন পরিচয়, তা নয়। মহদ্‌বংশে আপনার জন্ম, অনেক দিন অবধি আমি আপনাদের বংশের যশো-গৌরব শ্রুত আছি, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে সেই শ্রুতি সার্থক হয়েছে।" রাজা উদয়গিরি অতি বিনম্রস্বরে এই কথাগুলি বোল্লেন।

পণ্ডিত কিষণলাল তাঁর সাধুতায় আপ্যায়িত হয়ে বিস্তর সাধুবাদ

প্রদান কোত্তে লাগ্‌লেন। "আপনার কাছে আমি অতি তুচ্ছ ব্যক্তি।" এই কথা বোলে যথোচিত সৌজন্য আর শিষ্টাচার প্রদর্শন কোল্লেন। এই অবসরে চোপদার আর একখানি পত্র এনে উপস্থিত কোল্লে। সেলাম কোরে জানালে, "শাহ্ ঔরঙ্গজেবের এই পত্র।" তারে বিদায় দিয়ে রাজা সেই পত্রখানি পাঠ কোল্লেন,—ডেকে ডেকে বোল্লেন, "বাদ্‌শা আমারে বিরক্ত কোরে তুলেছেন! আজ এ কার্য্য, কাল ও কার্য্য, অমুক দিন সে কার্য্য, সাক্ষাৎ করা আবশ্যক, এই রকমে আমার অনেক সময় নষ্ট হয়। তিনি যে রকম দুর্দ্দান্ত লোক, মুখ ফুটে স্পষ্ট অস্বীকার কোত্তেও পারি না, বিশেষতঃ মাঝে মাঝে তিনিও আমার বাড়ীতে আসেন, এই জন্যই অগত্যা এই বাধ্যবাধকতা। এই দেখুন, আজ আবার লিখেছেন, রাত্রি দশটার পর যেন সাক্ষাৎ হয়, তা ত আমি কোন প্রকারেই পার্‌বো না, আজ আমার হাতে অনেক কাজ, অনেক লোক দেখা কোত্তে আস্‌বে, বিস্তর ঝঞ্ঝাট।"

ক্রমে ক্রমে কিষণলালের আশু বিশ্বাস অধিকতর বিশ্বাসে পরিণত হোতে লাগ্‌লো। তিনি মনে কোল্লেন, রাজা উদয়গিরি যথার্থই এ নগরে একজন মস্তলোক, মহাসম্ভ্রান্ত, ভারী বিদ্বান্, অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ। স্বয়ং দিল্লীশ্বর এঁর কাছে পরামর্শ নিয়ে কাজ করেন, ভাগ্যবলে আমি অতি উৎকৃষ্ট সহায়ই প্রাপ্ত হয়েছি। মনে মনে তিনি এইরূপ সৌভাগ্যের আন্দোলন কোচ্চেন, এমন সময় লাল সিং আর একখানি পত্র দিয়ে চোলে গেল। রাজা আলস্যে,—অযত্নে সে পত্রখানি খুলে দুই চারি পংক্তি পাঠ কোল্লেন, মুখখানি গম্ভীর হলো। কিষণলালকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "বার বার তিনবার! এবারে আর এড়াবার উপায় নাই। এ অনুরোধ লঙ্ঘন করা বড় সহজ নয়। আজ পাঁচ দিন

হলো, মহারাজ কাশীরাজ সস্ত্রীক তাজমহল দর্শন কোত্তে এসেছেন, মহিষীর আগ্রহেই এ যাত্রা তাঁর আসা হয়েছে ; একদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এসেছিলেন, আমি যথারীতি অভ্যর্থনা কোরেছিলেম, —বড় লোক কি না,—সেটী গায়ে কোরে রাখ্‌বেন কেন, আজ রাত্রে আমাকে ভোজের নিমন্ত্রণ কোরে পাঠিয়েছেন, তাঁরি এই পত্র। এ অনুরোধটী রক্ষা কোত্তেই হয়েছে ;—না কোল্লে, মহারাজের সম্ভ্রম রক্ষা হয় না, আমারো কিছু অশিষ্টাচার প্রকাশ পায়। কেমন, কি বলেন ?”

কিষণলাল একটু বিবেচনা কোরে বোল্লেন, “ রাজায় রাজায় কথা, এতে আমার মতামত কোন্ কাজের হবে ?—তবে যদি পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, আমি বলি, কাশীরাজের নিমন্ত্রণটী রক্ষা করাই উচিত। রাত্রিও হয়েছে, আজ আর আমি আপনারে অধিকক্ষণ বিরক্ত কোত্তে ইচ্ছা করি না ; এখন বিদায় হই, কাল সন্ধ্যার পর এসে টাকাগুলি দিয়ে যাব।”

মনে মনে হেসে রাজা বিশেষ শিষ্টাচার জানিয়ে তাঁকে বিদায় দিলেন, পণ্ডিত কিষণলাল চোলে গেলেন। একটু পরে লাল সিং এসে সংবাদ দিলে, “ বিবি লুসী খাসকামরায় অপেক্ষা কোচ্চেন।”—অপূর্ব্ব কৌশলে একটী শিকার হস্তগত হলো, আর একটী পোষা পাখী স্ব-ইচ্ছায় ক্রোড়গত ; আনন্দের সীমা নাই। উদয়গিরি আপনারে অলৌকিক বুদ্ধিমান্, পরম ভাগ্যবান্ জ্ঞান কোরে সহর্ষচিত্তে খাসকামরায় প্রবেশ কোল্লেন। বিবি লুসী সহাস্যমুখে “ এসো রাজা !” বোলে সপ্রণয় প্রিয়সম্ভাষণ জানালেন। পাঠক মহাশয় স্মরণ কোত্তে পার্‌বেন, ইনি সেই দিল্লীর পঞ্চাশ টাকা মূল্যের পতিব্রতা লুসী সতী !

সপ্তবিংশ কাণ্ড।

দুই বৎসর পরে।

যে দিন দিল্লীর বিচারালয়ে জালীয়াতি মোকদ্দমার পাকেচক্রে পোড়ে নিরপরাধ বিজয়লাল দুই বৎসরের জন্য কারাবাস-দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হন, সেই দিন থেকে গণনায় দুই বৎসর অতীত হয়ে গেছে। পরিবর্ত্তনশীল জগতে এই দুই বৎসরের মধ্যে কত প্রকার ঘটনা, কত প্রকার পরিবর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে, নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। চক্ষের উপর যেগুলি দেখা যাচ্ছে, সেইগুলিই কেবল পাঠক মহাশয়ের চিত্তক্ষোভ অথবা মনস্তুষ্টি সম্পাদন কোর্‌বে। মহারাষ্ট্রপতি মহারাজ শিবজী পরলোকগত;—মহারাষ্ট্রের প্রতাপসূর্য্য অস্তমিত;—মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যাবল ঔরঙ্গজেবের কবলিত;—ঔরঙ্গজেব নিষ্কণ্টক;—দাক্ষিণাত্যের তিনটী সংগ্রামে তিনি সদর্পে জয়লাভ কোরেছেন;—রাজকুমারী রোসিনারা শিবজীর শোকে আত্মঘাতিনী হয়েছেন;—বিষাদ-নিমগ্ন, পুত্র-নিপীড়িত বৃদ্ধ সম্রাট্ সাহজাঁহা কারাগারে প্রাণত্যাগ কোরেছেন;—ঔরঙ্গজেব এখন সর্ব্বময় দিল্লীশ্বর। আর্য্যরাজ্য,—আর্য্যজাতির উপর তিনি খড়্গাহস্তে দারুণ স্বেচ্ছাচার চরিতার্থ কোচ্ছেন। রাজ্যের অবস্থা এইরূপ। এ দিকে বিশ্ববঞ্চক দৌলতরাম নূতন অভিসন্ধিতে উদয়গিরি নাম ধারণ কোরে দিল্লী থেকে আগরায় এসেছেন;—তাঁর সহধর্ম্মী,—সমধর্ম্মা পারিষদ্ চেলারা জনকতক সঙ্গে এসেছে, জনকতক ছড়িভঙ্গ হয়ে কে কোথায় গিয়েছে, সন্ধান নাই। নগরবিলাসিনী বিরজা দেশত্যাগিনী হয়েছে;—তার প্রণয়ভাজন দেউলে মহাজন জহরমল অগাধ জলরাশির উপর

হাত পা ছড়িয়ে ভাস্ছেন ;—মন্ত্রদাতা হেম্মতরাম সমস্ত আশা-ভরসা,—সহায়-সম্বলে জলাঞ্জলি দিয়ে পথভিকারী সেজে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছেন ;—তাঁর চক্ষে সমস্তই যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন !

পাঠক মহাশয় এই সকল পরিবর্ত্তনের একটীতেও বোধ হয় সুখী হোলেন না ;—একটী শুভ সমাচার দিই। বিজয়লাল কারামুক্ত হয়েছেন। দিল্লীতে এসে যাদের সঙ্গে মিলেমিশে কারবার কোচ্ছিলেন, যাদের মধ্যে দুজনের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁকে বিনা অপরাধে অভাবনীয় বিপদ্‌গ্রস্ত হোতে হয়েছিল, কারাগার থেকে বেরিয়ে তাদের একজনকেও আর দেখ্‌তে পেলেন না, কারবারের কুঠী কোথায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, তার চিহ্নও নাই ! মুন্সী মন্নুলালের সন্ধানে গেলেন, দেখ্‌তে পেলেন না। নিঃসহায় নিঃসম্বলে কোথায় যান, ভেবেচিন্তে কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেন না। দিল্লীতে থাক্‌তে তাঁর আর প্রবৃত্তিও ছিল না ;—সেখানে ইন্দ্রজালের ন্যায় পদে পদে প্রতারণা,—ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় পদে পদে প্রতারক, সেখান থেকে প্রস্থান করাই পরিত্রাণ। এইটীই তাঁর সংকল্প ;—কিন্তু তখন যেরূপ অবস্থা, একটী পয়সাও সম্বল নাই,—সে অবস্থায় একবস্ত্রে কোথায় কার আশ্রয়ে যান, কেই বা আশ্রয় দেয়, এই চিন্তায় অবসন্ন। একটী বৃক্ষতলে বোসে মাথায় হাত দিয়ে অনেক ভাব্‌লেন, ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, তার উপর দারুণ চিন্তা ;—চক্ষে জল এলো,—মুখে হাত ঢাকা দিয়ে অনেকক্ষণ রোদন কোল্লেন। তার পর সেখান থেকে উঠে একবার দৌলতরামের তত্ত্ব নিলেন, সন্ধান পেলেন না ;—শুন্‌লেন, তিনি দিল্লীতে নাই।—কোথায় যান ?—ঔরঙ্গজেব আগে আগে অনুগ্রহ কোত্তেন, এখন ফৌজদারী অপরাধে অপরাধী হয়েছেন, বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে সাহস কোল্লেন না, সম্রাটও

তখন রাজধানীতে ছিলেন না। নিরুপায় হয়ে নিরীহ বিজয়লাল যমুনা-কূলে একটী বৃক্ষতলে শয়ন কোরে থাক্‌লেন। সে দিন সে রাত্রি উপবাসে গেল। পর দিন প্রত্যুষে তিনি দিল্লী পরিত্যাগ কোরে আগরায় যাত্রা কোল্লেন। সেখানে গিয়ে কোথায় যান, কোথায় থাকেন, এই চিন্তায় বিব্রত।

একজন মহাকবি বোলে গেছেন, সমস্ত জগৎ একটী রঙ্গভূমি;—আমরা বলি, সমস্ত জগৎ একখানি বিচিত্র রথ। এই রথে যুবা এবং বৃদ্ধ,—ধার্ম্মিক এবং অধার্ম্মিক,—ধনী এবং নির্ধন, সকলেই একসঙ্গে নিক্ষিপ্ত হয়ে একত্র মিশ্রিত হয়েছে; তথাচ তাদের সকলেরি স্বস্বস্বার্থ পৃথক্ পৃথক্। কোনো ব্যক্তি সেই রথে একজন বিবস্ত্র দরিদ্রের আনুকূল্যে দানশীল হস্ত বিস্তার কোচ্চেন;—কতকগুলি লোক সমুজ্জ্বল পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হয়ে নিরন্ন ছিন্নবস্ত্র দুর্ভাগাকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরাচ্ছেন;—সেই হতভাগ্য অতি কষ্টে তাঁদের আস্যপার্শ্ব অতিক্রম কোরে রথের এক কেন্দ্রে গিয়ে আত্মগোপন কোচ্চে। ঠিক্ সেই সময়েই একজন ধনী লোক সম্মুখে অগ্রসর হোলে বড় বড় লোকেরা সমাদরে তাঁর হাত ধোরে তুলে নিচ্চেন। রথনেমী ঘর্ঘরশব্দে সুবিস্তৃত পথে গতি কোচ্চে;—স্থানে স্থানে থাম্‌ছে,—স্থলবিশেষে আরোহী নামাচ্চে, কথনো বা কুটীরদ্বারে শ্লথগতি হয়ে কোনো অনাথ-অনাথিনীকে তুলে নিয়ে শূন্য স্থান পূর্ণ কোচ্চে।

ক্রমাগতই চোলেছে,—বজ্রনিস্বনে চক্রনির্ঘোষী সংসারস্যন্দন ক্রমাগতই চোলেছে। পথাপথ বিচার নাই;—শোভাময়, সৌরভময়, মনোহর কুসুমকানন বিদলিত কোরে কর্কশ, কঠোর, বন্ধুর পথে উপস্থিত হোচ্চে, কথনো কথনো স্বেচ্ছাচারী সারথীর কষাস আজ্ঞায় রাস্তাতে নিক্ষেপ

পরস্পর বসন বিনিময় কোচ্চে, সঙ্গে সঙ্গে স্থান-বিনিময়ও হোচ্চে। নিরীহ লোক নিভৃত অন্ধকার স্থানে আর ধূর্ত্তলোক পরম সুন্দর শোভাময় স্থানে অবস্থান কোচ্চে, জগৎরথে শক্তিই প্রবলা, অশক্তিই দুর্ব্বলা!

পান্থনিবাসের মুখে মুখে পৃথ্বীরথ থাম্‌চে, ধনবানেরা বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী উপভোগ কোচ্চেন, হতভাগ্য দরিদ্রেরা কথঞ্চিৎ উচ্ছিষ্টে ক্ষুৎপিপাসার শান্তি কোচ্চে, কোথাও কিছুই নয়! রথ আবার চোলেছে;—সমভাবে সকল ঋতুতে,—বর্ষার বারিধারা, গ্রীষ্মের ধূলিপটল, লোকের কলরব, পুনঃপুনঃ ভেদ কোরে পৃথ্বীরথ চোলেছে। হেমন্তে ভাগ্যবন্তের শরীরে বসনের উপর বসন শোভা পাচ্চে, অভাগা দরিদ্রের অবশিষ্ট ছিন্ন-বস্ত্রখণ্ডও জঠরানলে বিলীন হয়ে যাচ্চে! বিবাদ উপস্থিত হোলে ভাগ্যবানের জয়, অভাগ্যের পরাজয়!

সংসারস্যন্দনের এই প্রকার গতি! এর মধ্যে মনোহর অট্টালিকা, সুজীর্ণ পর্ণকুটীর, উভয়ই আছে। যার যেখানে স্থান, যার যে প্রকার মান, সে সেই স্থানে সেই প্রকার মানে অবস্থান কোচ্চে। একজন স্থান-ভ্রষ্ট হয়ে ভূতলে পোড়ছে, আর একজন তাঁরে রক্ষা কোরে নিরাপদ স্থানে বসাচ্ছেন, সেই লোক আবার তাঁরেই আততায়ী জ্ঞান কোচ্চে! এত লোক একত্র, কিন্তু মতের একতা নাই। প্রায় সকলেই সকলকে ঘৃণা করে,—একজন অপরের নিন্দা করে, চাতুরী ছলনা সৃজন কোরে কলহ করে, পরস্পর হিংসা করে, একজনকে বিপদে ফেলে আনন্দে নৃত্য করে, পূর্ব্ব-পুরুষের গৌরব স্মরণ কোরে অপরকে পদতলে দলন কোত্তে চায়;—সকলেই মনে মনে স্থির জানে, যা আমি করি, সকলি ঠিক, সকলি উৎকৃষ্ট; অপরে যা করে, সমস্তই ভ্রম, সমস্তই অপকৃষ্ট!

মিত্রতা, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম, সরলতা, এগুলি কেবল কথা মাত্র। যদি কাজের হয়, তথাচ এই রথে ভ্রান্তিমায়ার কুক্ষিগত!

সংসার-স্যন্দনের গতিই এইরূপ! সারথী যেখানে অতি সাবধানে রাস্ ধোত্তে জানে, সেখানে খানিক দূর বরং ঠিক পথে চলে; যেখানে ইচ্ছার প্রভুত্ব, আলস্যের প্রভুত্ব, সেখানে চক্রগতির দিগ্‌বিদিক্ থাকে না, সংসার-স্যন্দনের গতিই এইরূপ !!!

সংসারস্যন্দন এইরূপেই চোলেছে,—অনবরতই চোলেছে,—অনন্তকাল পর্য্যন্ত এইরূপেই চোল্‌বে। শ্মশানের সম্মুখে,—সমাধিক্ষেত্রের নিকটে মুহূর্ত্তকাল দাঁড়িয়ে আবার সমভাবেই চোল্‌বে। সংসারস্যন্দনের গতিই এইরূপ! পক্ষবান্ কালকেতন এই রথের চূড়ার উপর অবিরাম দ্রুতগতিতে উড়্‌চে।

দুই বৎসর অতীত হয়ে গেছে, পৃথ্বীরথ বিজয়লালকে পুনরায় সকলের দর্শনপথে এনে উপস্থিত কোরেছে। বিজয়লাল এখন আগরায়। একাকী নগরপ্রান্তে উপবিষ্ট হয়ে কত কি ভাব্‌চেন, ভাবনার স্থিরতা নাই। তাঁর বদনের সেই অকলঙ্ক সৌন্দর্য্য যেমন তেমনিই আছে, কিন্তু সেই যৌবনসুলভ প্রসন্নতা আর একটুও নাই,—বোধ হয় যেন, চিরদিনের মত অস্তমিত! দুর্ভাগ্যের শৈশবসখী চিরসঙ্গিনী বিষণ্ণতা সেই প্রসন্নতার স্থান অধিকার কোরেছে! সতেজ সাহস ভগ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু মতের স্থিরতা আর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। যদিও তিনি এখন কারামুক্ত, তথাচ লোকালয়ে মুখ দেখাতে লজ্জিত হোচ্চেন। মনে মনে এই ভয়, পাছে লোকে তাঁরে কয়েদখালাসী বোলে ঘৃণা করে।

বোসে বোসে ভাব্‌চেন, বেলা প্রায় এক প্রহর অতীত, শীতকাল,

হেমন্ত-রবিকর গাত্রে সুখস্পর্শ বোধ হোচ্চে, এমন সময় একজন বৃদ্ধ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত। তারে দেখেই বিজয়লালের চক্ষে জল এলো, শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠে সাশ্রুনয়নে তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হিতলাল! তুমি এখানে?"

হিতলালও বাষ্পবেগ সম্বরণ কোত্তে পাল্লে না;—অবনতমুখে কাতর-বচনে উত্তর কোল্লে; "মুন্সী মন্নুলালের সঙ্গে প্রায় এক বৎসর হলো, আমি এখানে এসেছি,—আপনাকে না দেখে আমরা যে কত অসুখে ছিলেম, বোলে জানাবার নয়! আপনি এখানে এসেছেন, মুন্সীজী কার মুখে সেই সংবাদ পেয়ে আজ দুদিন নগরময় কত জায়গায় তত্ত্ব কোরে-ছেন, আমিও কত খুঁজেছি, কিছুই সন্ধান পাই নি;—এখন চলুন, মুন্সীজী আপনার জন্যে বড় উতলা হয়ে আছেন, চলুন।"

না গেলেও নয়, যেতেও লজ্জাবোধ হোচ্চে;—অনেকক্ষণ মনে মনে নানা-প্রকার তোলাপাড়া কোরে বিজয়লাল ধীরে ধীরে হিতলালের সঙ্গে চোল্লেন। যে গৃহে মুন্সী মন্নুলাল উপবিষ্ট ছিলেন, হিতলাল সেই গৃহে বিজয়লালকে নিয়ে গেল। পাঠক মহাশয় এক্ষণে এই দুটী লোকের পরিচয় জানতে ব্যগ্র হোতে পারেন। মুন্সী মন্নুলাল দিল্লীর একজন প্রসিদ্ধ মহাজন। বিজয়লাল তাঁরি বাড়ীতে দিল্লী নগরে অব-স্থান কোত্তেন। যখন তাঁর মোকদ্দমা হয়, সেই সময় তিনি সমস্ত নগদ সম্পত্তি এই মুন্সীর হাতে গচ্ছিত রেখে যান; তার পর দৈবদুর্ব্বিপাকে মন্নুলাল বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে আগরায় এসে রয়েছেন, সে পরিচয় পশ্চাৎ পাবেন। আর এই বৃদ্ধ হিতলাল একজন মহারাষ্ট্রবাসী। বিজয়লাল যখন চয়নসুখ নামে মহারাষ্ট্রে ছিলেন, সেই সময় হিতলালের সঙ্গে তাঁর জানা-শুনা; হিতলাল তাঁর পরম প্রিয়পাত্র বিশ্বাসভাজন ভৃত্য। তাঁর সঙ্গেই

দিল্লীতে আসে, তিনি কারাবাসী হোলে শোকসন্তপ্তচিত্তে মন্নুলালের বাড়ীতেই ছিল, তার পর একসঙ্গে আগরায় এসেছে।

বিজয়লালকে মুন্সীজীর কাছে রেখেই হিতলাল চোলে গেল। বিজয়লাল দেখ্‌লেন, মন্নুলালের আর সে ভাব, সে চেহারা কিছুই নাই, শরীর জীর্ণশীর্ণ, শিরা বহির্গত, বর্ণ কালী, বদন বিষণ্ণ। তিনি বিজয়লালকে দেখে পূর্ব্বের ন্যায় হর্ষ প্রকাশ কোল্লেন না, বোস্‌তেও বোল্লেন না, উভয় হস্তে মুখমণ্ডল আবৃত কোরে রোদন কোত্তে লাগ্‌লেন, ঘন ঘন বিষাদ-নিশ্বাসে বক্ষঃস্থল দূর দূর কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো, অঙ্গুলীরন্ধ্র দিয়ে দরদরধারে অশ্রুধারা নির্গত হলো।

বিজয়লাল বিস্ময়াবিষ্ট হোলেন। ভাব বুঝ্‌তে না পেরে গদ্‌গদস্বরে বোল্লেন, "হা পরমেশ্বর! এ কি!" এইরূপ আক্ষেপোক্তিতে মন্নুলালকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "মহাশয়! এ কি? আপনার এ ভাব কেন? আপনার শরীর এত শীর্ণ কেন? আপনি রোদন করেন কেন?"

"বিজয়! বৎস! প্রাণাধিক! তুমি এসেছ? তুমি—এখন—ভয়ঙ্কর দিন উপস্থিত হয়েছে!" বাষ্পকণ্ঠে থেমে থেমে মুন্সী মন্নুলাল এই কটী কথা বোল্লেন।

"ভয়ঙ্কর দিন! এ কি ভয়ঙ্কর কথা! আপনিও আমাকে ঘৃণা করেন? আমি জানি, আপনি আমারে সন্তানের মত ভালবাসেন, আপনি জানেন, আমি নির্দ্দোষ,—সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ;—মনে কোরেছিলেম, আমারে দেখে আপনি হাস্‌তে হাস্‌তে আদর অবেক্ষা কোর্‌বেন, সে আশা ফুরুলো, আমার অদৃষ্টে সকলিই বিপরীত!" বিষণ্ণভাবে এই কথাগুলি বোল্‌তে বোল্‌তে বিজয়লাল মাথা হেঁট কোল্লেন;—নেত্র অশ্রুপূর্ণ হলো।

"প্রাণাধিক! বিজয়! পরমেশ্বর জানেন, তোমার মুক্তিলাভে আমার

কতখানি আনন্দ হয়েছে। তুমি বোসো, ক্রমে ক্রমে আমি সকল কথাই বোল্‌ছি। সেই সর্ব্বান্তর্যামীই সাক্ষী, যথার্থই আমি তোমাকে পুত্রের মত ভালবাসি। আর সেই সর্ব্বশক্তিমানই জানেন, আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, তুমি নির্দ্দোষ। তোমার জন্যে আমি জলে, অনলে, এই অকিঞ্চিৎকর জীবন বিসর্জন দিতে পারি, তোমার উপকারে আমি যথাসর্ব্বস্ব পণ কোত্তে পারি, কিন্তু হা বৎস! তুমি এসেছ, তোমারে দেখে আমি ধৈর্য্যধারণ কোত্তে পাচ্চি না, অন্তর্দ্দাহে আমার হৃদয় দগ্ধ হয়ে যাচ্চে! উঃ! নিদারুণ যন্ত্রণা!"

অপরে শোন্‌বার আশঙ্কা ছিল না, নিকটে কেহই ছিল না, তথাচ বিজয়লাল আস্তে আস্তে মন্নুলালের গা ঘেঁসে দাঁড়ালেন;—দাঁড়িয়ে চুপি চুপি কাণে কাণে বোল্লেন, "বুঝেছি,—আমি বুঝেছি; এ হোতেই পারে, এ হয়েই থাকে। যে ব্যক্তি ফৌজদারী অপরাধে আসামী হয়েছে, আসামী হয়ে কয়েদ হয়েছে, তাকে আপনি ঘৃণা করেন, অবশ্যই কোত্তে পারেন, এটী স্বাভাবিক, খুব স্বাভাবিক;—কিন্তু মহাশয়! যে ব্যক্তি কখনো আপনার কিছু অনিষ্ট করে নি, তার মনে ব্যথা দেওয়া কি আপনার উচিত?"

"না, না,—না বিজয়! তা নয়,—তুমি কখনই আমার কিছু অনিষ্ট করো নি, সেটী আমি এখন আরো ভালরূপে বুঝ্‌তে পাচ্চি, কিছুমাত্র না;—বলি শোনো;—পরমেশ্বরের নাম কোরে বোল্‌চি, আমি তোমাকে সন্তানের মত ভালবাসি, তুমি যা মনে কোচ্চো, সেরূপ অনুদার ভাব আমার মনে কখনই উদয় হয় না, কস্মিন্‌কালে হবেও না। তোমার অকলঙ্ক চরিত্রের উপর আমার অকপট বিশ্বাস।—এটী তুমি ঠিক জেনো, তোমার প্রতি আমার কিছুমাত্র ভাবান্তর নাই।"

"হা জগদীশ্বর! এ সব কথার ভাব কি?—মহাশয়! আপনি কি পীড়িত হয়েছেন?—কিছু কি অমঙ্গল ঘটনা হয়েছে?—যদি তা হয়, তবে আমাদের এ সকল কথা এখন থাক্, আপনার শরীর সুস্থ হোলে আর এক সময় তখন এ তর্কের মীমাংসা হবে।"

"পীড়া?—না বিজয়! আমি পীড়িত নই! অন্তঃকরণ ব্যাকুল থাক্‌লে সঙ্গে সঙ্গে শরীরও বিশীর্ণ হয়ে পড়ে,—আমার পক্ষে সেই দশাই ঘোটেছে।—বিজয়! এই দু বছরকাল তুমি যতদূর কষ্ট পেয়েছ, আমিও ঠিক তেম্‌নি ক্লেশ পেয়েছি। তবে আমাদের উভয়েরই একই প্রবোধ,—একই সান্ত্বনা;—আমরা উভয়েই নির্দ্দোষ!"

"সে কি মহাশয়! আপনি যে, অঘটন কথা বলেন! স্বপ্নেও আপনি কখনো কোনো প্রাণীর মন্দ করেন নি, আপনার পক্ষে দোষ নির্দ্দোষ কি প্রকার কথা? পবিত্র হৃদয়ে কলঙ্ক কল্পনার প্রয়োজন কি?"

এই প্রশ্নে মন্নুলালের মুখের ভাব যেরূপ হলো, তা দেখে বিজয়লাল এককালে চমৎকৃত, বিস্মিত ও শঙ্কিত হোলেন;—সংশয় আর আশঙ্কা তাঁর নিরাতঙ্ক হৃদয়কে আকুল কোরে তুল্লে;—ভয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসাও কোত্তে পাল্লেন না।

সহসা উত্তেজিতস্বরে মন্নুলাল বোল্লেন, "ভয়ানক কথা!—বড় ভয়ানক! বিজয়! সে কথা আমি তোমার কাছে কি কোরে বোল্‌বো?"

"ভয়ানক কথা?—তবে কি আমার ভায়ের কথা? তাঁর কি তবে কিছু অমঙ্গল ঘোটেছে?" উৎকণ্ঠিতস্বরে এই প্রশ্ন কোরেই বিজয়লাল সাগ্রহে সবিস্ময়ে মন্নুলালের মুখপানে চেয়ে রইলেন। ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরে গেল;—বিশুষ্ককণ্ঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। মন্নুলালকে নিরুত্তর দেখে ব্যগ্রভাবে আবার বোল্লেন, "বলুন মহাশয়! শীঘ্র বলুন,

তাঁর কি হয়েছে? তিনি কেমন আছেন? কোথায় আছেন? শীঘ্রই আমাকে বলুন, আর আমাকে সংশয়ে রাখ্‌বেন না। যদি নিতান্ত অশুভ হয়, একেবারে এখনিই আমি তা শুন্‌তে চাই। আমি সব সহ্য কোত্তে পারি, সংশয়ের ভার সহ্য কোত্তে পারি না!"

প্রকম্পিত ত্রস্তস্বরে মন্নুলাল বোল্লেন, "না,—তোমার ভায়ের সংবাদ আমি কিছুই জানি না;—তিনি আছেন কি নাই, তাও জানি না।"

"বাঁচ্‌লেম! তবে সে কথা কিছুই নয়! তাঁর মঙ্গল অমঙ্গল আপনি কিছুই শোনেন নাই; জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ! সে আশঙ্কা তবে কিছুই নাই! তবে আবার কি ভয়ানক কথা মহাশয়? আমি জানি, তাঁর মঙ্গল ছাড়া জগতে আমার মঙ্গল আর কিছুই নাই, তাঁর অমঙ্গল ছাড়া কোনো ভয়ানক কথাও আর নাই!"

"হাঁ, তাও আমি জানি। তবে আমি তোমাকে আর সংশয়ে রাখ্‌তে ইচ্ছা করি না। যে নির্ঘাত বাক্য উচ্চারণ কোত্তে আমার হৃদয় বিকম্পিত হোচ্চে, তুমি যদি সেটীকে ভয়ানক কথা মনে না করো, তবে শোনো। তোমার সমস্তই নষ্ট হয়েছে!"

"সমস্তই নষ্ট!" এই দুটী কথা কর্ণে প্রবেশ কর্‌বামাত্র বিজয়লাল চোম্‌কে উঠ্‌লেন। সমস্তই নষ্ট!—এ কথাতে ত একটী অমঙ্গল বুঝাচ্ছে না,—যথার্থই নির্ঘাত বাক্য! মনে মনে কত কি আন্দোলন কোত্তে লাগ্‌লেন। নিকটে একগাছি তৃণ পোড়ে ছিল, ধীরে ধীরে সেইগাছি তুলে নিয়ে অবনতমস্তকে একটু একটু কোরে ছিঁড়্‌তে লাগ্‌লেন। মৃদুস্বরে বোল্লেন, "সমস্তই নষ্ট!—এ কথা,—এ দারুণ কথা কেন আপনার মুখ থেকে নির্গত হলো? আমি সঙ্গীন্ মোকদ্দমায়

কয়েদ হয়েছিলেম, তাতে কোরে আমার নামসম্ভ্রম সমস্তই নষ্ট হয়েছে, আপনি কি সেই কথা বোল্‌ছেন?"

মন্নুলাল আর বিজয়ের মুখপানে চাইতে পাল্লেন না;—নতশিরে সাশ্রুনয়নে ধীরে ধীরে বোল্লেন, "সে কথা আমি ভ্রমেও মনে করি না; —তুমি নিরপরাধ,—আজ হোক্, কাল হোক্, দশ দিন পরেই হোক্, এ কথা অবশ্যই প্রকাশ হবে, জগতের চক্ষে কোনো ব্যক্তি ধূলা দিতে পারে না; সেজন্য কিছু চিন্তা নাই,—তোমার নামসম্ভ্রম কখনই নষ্ট হবে না;—এটী নিশ্চয়।—তবে কি না,—তবে কি না, আমি তোমার সর্ব্বনাশ কোরেছি! আমার হাতে তুমি যা কিছু সম্পত্তি গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলে, সমস্তই গিয়েছে!—সমস্তই আমি জলে দিয়েছি!"

বিজয়লাল কপালে হাত দিলেন। তাঁর মাথা ঘূর্‌তে লাগ্‌লো। দাঁড়িয়ে ছিলেন, একখানি দীর্ঘবাহু বেত্রাসনে বোসে পোড়্‌লেন। অন্ধকারময় নিশীথ সময়ে লোকে যেমন চতুর্দ্দিকে কেবল নিবিড় নিশ্চল তিমিররাশিই নিরীক্ষণ করে, বিজয়লাল সমস্ত জগতে আপন ভাগ্যের ভবিষ্যৎ আশাকে সেইরূপ তমোময় অবলোকন কোত্তে লাগ্‌লেন! নামসম্ভ্রম ছিল, তাও গিয়েছে;—তা থাক্‌লেও বরং আবার অল্পে অল্পে ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নবদন দর্শন কর্‌বার প্রত্যাশা থাক্‌তো,—ফৌজদারী লেঠায় পোড়ে তাও ঘুচে গেছে, কোনো উপায়ই আর নাই! এককালে ফকীর!—হতাশ হোলেন;—সমস্ত আশা-ভরসা জলশায়িনী!

উভয়েই বহুক্ষণ নিস্তব্ধ।—ঘর নিস্তব্ধ;—গভীর নিস্তব্ধ!—অনেকক্ষণ পরে বিজয়লাল মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কিরূপে এ সকল ঘটনা উপস্থিত হলো?—স্থির হয়ে বলুন, কিরূপ ঘটনায় এই আকস্মিক বিপদের সংঘটন?"

মন্নুলাল আকুলিতকণ্ঠে বোল্লেন, "সে কথা বড় বেশী নয়। তা শুন্‌লে তুমি আমাকে দোষী কোর্‌বে না, বরং আমার উপর তোমার দয়া হবে। তোমার সেই অভাবনীয় বিচারের বহুপূর্ব্বে আমি কতকগুলি ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছিলেম। গ্রহবৈগুণ্যবশে সকলগুলিতেই আমি ঋণজালে জড়িয়ে পড়ি। তোমার দণ্ডাজ্ঞা হবার প্রায় এক মাস পরে অনেকগুলি বড় বড় কুঠীর মহাজন দেউলে হয়, সেই সময় আমার সর্ব্বস্ব যায়! সেই অবধি ৪।৫ মাস আমি মনের দুঃখে নিশ্চেষ্ট হয়েই ছিলেম। কপালে না কি আরো অনেক দুঃখ আছে, সেই জন্যেই হোক্, কিম্বা আমা হোতে তোমার সর্ব্বস্বান্ত হওয়া বিধিলিপি, সেই জন্যেই হোক্, অকস্মাৎ আর এক সংযোগ ঘটনা হলো। অলিবর নামে একজন গুজরাটী মহাজন আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে এলেন;—তাঁর সঙ্গে পূর্ব্বে আমার জানাশুনা ছিল, স্বদেশের বাণিজ্য তাঁর পক্ষে বিশেষ অনুকূল নয় বোলে আমার সঙ্গে দিল্লীতে কারবার কোত্তে চাইলেন। কেমন ঘটনা, আমারো প্রবৃত্তি হলো। অর্থ ছিল না, তথাপি তাঁর কথায় রাজী হোলেম। তোমার টাকা থেকে কিছু টাকা বার কোরে অলিবরের অংশী হই। দু তিন মাস কাজ কোরেই প্রায় দ্বিগুণ লাভ দাঁড়ালো, তোমার টাকা পরিশোধ কোল্লেম; কারবারের টাকাতেই কারবার বেশ চোল্‌তে লাগ্‌লো, বিলক্ষণ লাভ হলো। একদিন অলিবর আমাকে বোল্লেন, 'একজন বড় সওদাগর লক্ষ টাকা ঋণ চান, ছমাস পরে মায় সুদ দেড়গুণ প্রদান কোর্‌বেন।'—কেমন কুবুদ্ধি, খাতকের নামধাম কিছুই জিজ্ঞাসা কোল্লেম না, কথা পড়্‌বামাত্রেই সম্মত হোলেম! আমাদের নিজের কারবারে তত টাকা জমা ছিল না, বিশেষতঃ তোমার টাকাগুলি বৃদ্ধি কোত্তে পাল্লে একটী উপকার হয়, এই ভেবে দুই তহবিল জড়িয়ে লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হলো। কোনো

ঝঞ্চাট নাই, অথচ ছমাসের মধ্যে একজন বড়লোকের কাছে দেড়গুণ পাওয়া যাবে, এ সুবিধায় কার না লোভ হয়? অলিবরের হাতেই টাকাগুলি দিলেম। সেই সময় সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আমি শয্যাগত,—খাতক সওদাগরকে চক্ষেও দেখ্‌লেম না, অলিবরের হাতেই লক্ষ টাকা দিলেম! যে দেওয়া, সেই দেওয়া! সে টাকা আর ফিরে এলো না! কোথায় বা সুদ! কোথায় বা আসল! লাভেমূলে জলসই! যখন আমি ব্যাধিমুক্ত হয়ে উঠ্‌লেম, তখন সন্ধান কোরে দেখি, সে খাতকও নাই, আমার সে অংশী অলিবরও নাই! সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন! তখন যেন পাগলের মত হোলেম। কি ভাবি, কি করি, কিছুই জ্ঞান ছিল না। এ অবস্থায় লোকের যেরূপ মতি হয়, আমারো সেইরূপ কুমতি ঘোট্‌লো;—জুয়াখেলায় মত্ত হোলেম! যখন জিতি, তখন পুনঃপুনঃ লোভ বাড়ে,—যখন হারি, তখনো ভয়ানক উৎসাহ বাড়ে! সে লোভের,—সে উৎসাহের দমন হয় না! বাড়ীখানি পর্য্যন্ত বিক্রী কোরে জুয়া খেল্লেম! শেষে হিতলালের পরামর্শে আর ইলাবতীর রোদনে একটু চৈতন্য হলো, শেষ দিনের জিতের টাকা হস্তগত কোরে দিল্লী থেকে পালালেম। এখানে এসে তোমারি নামে এই বাড়ীখানি কিনে যোগেযাগে দিন গুজ্‌রাণ কোচ্চি।"

বিজয়লাল একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোল্লেন। একটু ভেবে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সমস্তই গিয়েছে? কিছুই নাই?"

"কিছুই না;—আমার নিজের কিছুই নাই! তোমার যৎকিঞ্চিৎ ছিল, সেইটী আমি এক জায়গায় জমা রেখেছি, তাই থেকে মাসে মাসে কুড়ীটী টাকা সুদ পাওয়া যায়, তাতেই যো যা কোরে দিন চোল্‌ছে। আর আমার ইলাবতী সূচীকর্ম্ম কোরে যথাসাধ্য আনুকূল্য করেন।"

"জগদীশ দয়াময়! তিনি আমারে পথের ভিকারী করেন নাই! বাড়ী আছে, কুড়ী টাকা আছে, ইলাবতী আছে, আপনি আছেন, আমি আছি, কোনো চিন্তা নাই। মাথা গুঁজে থাক্‌তে পার্‌বো, কষ্টেশ্রেষ্ঠে দিন-যাপন হোতে পার্‌বে, এ হোলেই যথেষ্ট হলো। যা হবার, হয়ে গেছে,—অদৃষ্টে যা ছিল, ঘোটেছে, তার জন্যে অনুতাপ করা বৃথা। শোকতাপে প্রয়োজন নাই,—শোকতাপে সে টাকাও ফিরে আস্‌বে না;—জুয়া-চোরে নিয়েছে, আপনার দোষ কি?—আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, এ অবস্থায় তুচ্ছ টাকার জন্য অন্তঃকরণকে কষ্ট দিবেন না।" এই সব কথা বোলে মন্নুলালকে নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়ে বিজয়লাল আপনা আপনি প্রবুদ্ধ হোলেন। স্নানাহার কোরে উভয়েই নিরুদ্বেগে বিশ্রামলাভ কোল্লেন। সন্ধ্যার পর ইলাবতী বিজয়লালের সঙ্গে নির্জ্জনে দেখা কোত্তে এলেন।

ইলাবতী সুন্দরী। গড়ন খর্ব্ব, একটু কাহিল, মুখখানি বিষাদের উপর প্রসন্ন, ঠোঁট একটু পুরু, চক্ষু ডাগর,—ভাসা ভাসা,—নাসিকা সরল, কেশ কুঞ্চিত কৃষ্ণবর্ণ;—বর্ণ ঈষৎ শ্যামল;—বয়স পঞ্চদশ।—বিবাহ হয় নাই,—কুমারী। মুন্সী মন্নুলালের অবিবাহিতা কুমারী।

রূপেও ইলাবতী সুন্দরী,—গুণেও সুন্দরী।—সরলতা মাখা, কথা-গুলি অতি মিষ্ট, দয়ার প্রবাহিণী। তিনি একখানি অর্দ্ধসমাপ্ত ফুলকাটা রুমাল হাতে কোরে বিজয়লালের ঘরে প্রবেশ কোরেছেন,—ম্লানমুখে ঈষৎ ঈষৎ হাস্‌তে হাস্‌তে শয্যাপার্শ্বে একটু দূরে বোসেছেন,—যেন ঊষাকালের পদ্মফুল।

ম্লানমুখের হাসি! পাঠক মহাশয় প্রসন্নবদনের হাস্য অনেক দেখে-ছেন, ম্লানমুখের হাসি কখনো দেখেছেন কি? যদি না দেখে থাকেন, ইলাবতীর বদন নিরীক্ষণ করুন,—আর আপনার ভগিনী যদি কখনো

আপনার অদর্শনে বিষাদিনী হয়ে অনেক দিনের পর আপনাকে দেখে আহ্লাদে মুখ টিপে টিপে হেসে থাকেন, সেইটী মনে করুন,—বুঝ্‌বেন, ম্লানমুখের হাসি কেমন সুন্দর! সে হাসিতে মাধুরী আছে, জ্যোতিঃ আছে, আরক্তিম রেখা আছে, পরম সুন্দর হাসি।—দেখ্‌লে দয়াও হয়, আহ্লাদও হয়। সেই হাসি হেসে ইলাবতী মধুর বচনে বিজয়লালকে সম্বোধন কোরে আধ আধস্বরে বোল্লেন, "দাদাবাবু! তুমি ফিরে এসেছ? —অকলঙ্ক চাঁদ! অন্ধকার আকাশে হাসিমুখে উদয় হয়েছ?—আর আমাদের কোনো দুঃখ নাই,—কোনো কষ্টও নাই;—আমরা রক্ষা পেলেম! আর আমাদের কোনো ভয় নাই! অমানিশি প্রভাত হয়েছে, তমোরাশি দূরে গেছে, ঘরবাড়ী আলো হয়েছে, সমস্ত জগৎ যেন আমি আলোময় দেখ্‌ছি! ভাই! তোমারে না দেখে আমি যে কি কষ্টে,—কি অসুখে দিন কাটিয়েছি, তা আমিই জানি, আর সেই অন্তর্যামী ভগবানই জানেন!—দুটী বৎসর যেন দুটী যুগ জ্ঞান হয়েছিল! দু বছর আমি তোমার এই মুখখানি দেখি নি,—দু বছর এই মুখে মধুময় হাসি দেখি নি,—দু বছর আমি তোমারে বাতাস করি নি,—দু বছর আমি তোমার খাবার কাছে বসি নি! সংসারের সব সুখ,—সব আনন্দ আমার ফুরিয়ে গিয়েছিল!—বাবা আমার এই বৃদ্ধ বয়েসে দিবানিশি চক্ষের জল ফেলেছেন! ভাই! তুমি জানো, আমি সব সইতে পারি, তাঁর কষ্ট সইতে পারি নি,—তাঁর চক্ষের জল দেখ্‌তে পারি নি! বুক যেন ফেটে যায়! মা জানি না,—ভগ্নী জানি না,—সংসারে পিতাই আমার সর্ব্বস্ব, পিতাই আমার স্বর্গ, পিতাই আমার সুখ; পিতাই আমার দেবতা! আর বিধাতার করুণায় তুমিই আমার আনন্দ!"

এই রকম অনেক কথা বোলে ইলাবতী ধীরে ধীরে বিজয়ের দিকে

একটু সোরে বোস্‌লেন ;—ভ্রমরকৃষ্ণ নেত্র দুটী ভেদ কোরে ফোঁটা ফোঁটা জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো। বিজয়লাল ব্যস্তভাবে সস্নেহবচনে বোল্লেন, "ইলা! তুমি কাঁদ্‌ছো ?—এ কি ?—কেন দিদি! কান্না কেন ?—আমি এসেছি,—তোমার ভাবনা কি ?—কেঁদো না ! চুপ্ করো !—সরলতার প্রতিমা! তুমি ধরাধামে সুরবালা !—তোমার চক্ষের জল আমার অসহ্য ! তোমার পিতৃভক্তি তোমাকে দেবলোকের আদরিণী কোরেছে ! তোমাকে দেখে আমি দু বৎসরের যত দুঃখ,—যত কষ্ট,—সব ভুলে গেছি। তুমি আমারে যতখানি ভালবাসো, তা আমি বেশ জানি ;—তুমি সুরসুন্দরী, তোমার গুণ আমি এক মুখে গান কোত্তে পারি না! চুপ্ করো,—শান্ত হও,—তুমি কেঁদো না,—তোমার কান্না দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়! অতীত ঘটনা ভুলে যাও ;—শান্ত হও,—কপালে দুঃখ ছিল,—বিধাতা দুঃখ দিলেন, কি কোর্‌বো বলো !"

ইলাবতী নেত্র মার্জ্জন কোরে করুণস্বরে বোল্লেন, "আহা! তুমি বিনাদোষে ধরা পোড়েছিলে ! তারা তোমারে বিনাদোষে কয়েদ কোরেছিল !"

"তা ত বটেই ! কিন্তু সে সব কথা ভুলে যাও। অদৃষ্টের লেখা,—কে খণ্ডাবে বলো !—এখন আমি এসেছি ; সব আবার ফিরে আস্‌বে। ভাবনা কি ?"

"পরমেশ্বর তাদের ভাল করুন!—তারা ভাল থাক্! তোমারে যারা কয়েদ কোরেছিল, তারা যেন শীঘ্র মরে না !"

বিজয়লাল হাসি রাখ্‌তে পাল্লেন না। সরলার সরল কথায় উচ্চ হাস্য কোরে বোল্লেন, "তোমার আশীর্ব্বাদ পাওয়া তাদের পরম ভাগ্য !"

"কি বলি বলো!—পৃথিবীতে যার পশুপক্ষীও শক্র নাই, যার গুণে চরাচর বশীভূত,—তার কি না পরম শক্র হলো মানুষ?"

"হলো হলো, তাতে পরিতাপ কি? আমি ত ধর্ম্মের কাছে,—ঈশ্বরের কাছে খাঁটি আছি, মনে আমার ত জানতপক্ষে একটুও অধর্ম্ম নাই,—যারা আমার মন্দ কোরেছে, এখনো তাদের মন্দ কোত্তে আমার মন চায় না, তবে আর পরিতাপ কি?"

"তা তো নাই বটে, কিন্তু মন বোঝে কৈ? সৎপথে থাক্‌লে যখন এত দুর্গতি, তখন বলো দেখি, সৎপথের নামে কার না ভয় হয়?—কার না ঘৃণা জন্মে?"

"না ইলা! এ কথাটী তুমি ভাল বোল্লে না!—এটী তোমার মনের কথা নয়। ধর্ম্মপথ ঠিক রাখ্‌বো,—ধর্ম্মের দোরে খাঁটি থাক্‌বো,—দুষ্ট লোকে যত পারে করুক, হেল্‌বো না দুল্‌বো না, এই কথাই কথা।"

তাঁদের এইপ্রকার কথা হোচ্ছে, এমন সময় মুন্সী মন্নুলাল এক খানি কাগজ হাতে কোরে সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। এসেই ইলাবতীকে দেখে সহাস্যমুখে বিজয়লালকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "মা আমার সাক্ষাৎ দয়াময়ী! তুমি এসেছ শুনে অবধি কতখানি আহ্লাদ, এক মুখে তা আমি বোল্‌তে পারি না?" এই কথা বোলে ইলাবতীর চিবুক ধোরে স্নেহস্বরে আবার বোল্লেন, "দু বৎসর আমি এই চাঁদমুখে হাসি দেখি নি। আজ আর মুখে হাসি ধরে না, এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে আহ্লাদও আর ধরে না। তোমার উপর যত খানি টান, যত খানি মায়া, তা তুমি স্পষ্ট জান্‌তেই পাচ্চো। এই দুই বৎসর তোমার নামে যে দিন না চক্ষের জল ফেলেছে, সে দিনই নয়।"

"তা আমি বেশ জানি। আপনি আমার অকারণ মিত্র, আমার

প্রতি আপনার যত দূর অনুগ্রহ, স্নেহময়ী ইলাবতীর তত দূর স্নেহ। এই বন্ধনেই আমি আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। মনে কোরেছিলেম, একটী সুপাত্রে ইলাকে সমর্পণ কোরে সুখী হব, কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় তাতে বিলম্ব পোড়্লো!” এই কথা বোলে বিজয় সস্নেহ-নয়নে ইলাবতীর বদনে কটাক্ষপাত কোল্লেন।

ইলাবতী লজ্জায় মুকুলিতাক্ষী হয়ে নম্রমুখী হোলেন।—মন্নুলাল সহাস্যবদনে বিজয়ের মুখপানে চেয়ে সকৌতুকে বোল্লেন, “আমারো মনের কথা ঐ;—কিন্তু বিধাতা যদি দিন দেন, সে শুভকর্ম্মে অধিক বিলম্ব হবে না;—অতি সুপাত্রই আমার সন্ধানে আছে।”

ইলাবতীর লজ্জাবিনম্র বদনে ঈষৎ লোহিত রেখার আবির্ভাব হলো।—তিনি একবার নয়নপ্রান্তে বিজয়লালের বদনে কটাক্ষপাত কোরেই আবার নতমুখী হোলেন। মুন্সী মন্নুলাল সেই ভাব নিরীক্ষণ কোরে আত্মানন্দে পুলকিত। বিজয়লালের আগমনে যে অতুল আনন্দ,—বিষাদের উপর যে বিপুল আনন্দ,—কুমারীর কৌতুকাভিনয়ে সেই আনন্দের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে এককালে যুগল আনন্দস্রোত প্রবাহিত হলো। সময়ের প্রতীক্ষায় সে ভাবটী তখন মনে মনেই গোপন কোরে রাখ্লেন, প্রকাশ কোল্লেন না। লজ্জাশীলা ইলাবতী তেমনি মুগ্ধভাবে,—তেমনি সসম্ভ্রমে সেখান থেকে উঠে গেলেন। সে প্রসঙ্গ চাপা পোড়্লো।

অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর বিজয়লাল অবসরক্রমে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “মহাশয়! যারা আমাদের ঠকালে, তাদের কি হলো? এ পর্য্যন্ত আপনি কি তার কিছুই জান্তে পারেন নি? আপনার সে অংশী অলিবর কোথায় গেলেন?”

"আমি জান্‌তেম, অলিবর খুব খাঁটিলোক। সেই জন্যই বিশ্বাস কোরে তাঁর হাতে লক্ষ টাকা দিয়েছিলেম। যাকে সেই টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয়, সে যে খত লিখে দিয়েছিল, সেখানি খামের ভিতর আঁটা, —মোহর করা।—অলিবর এক মাস পরে সেইখানি খুলে দেখেন, সমস্তই অন্ধকার! আমাদেব টাকার উল্লেখ মাত্রই ছিল না,—খাতকের নাম ঠিকানা তাতে কিছুই ছিল না, সকলিই বিপরীত! খতে এইরূপ লেখা যে, একজন অপর লোকের কাছে অলিবর লক্ষটাকা কর্জ্জ নিলেন, এক বৎসরে দুই লক্ষ দিবেন!—অলিবর তাই দেখে উন্মত্তের ন্যায় সেই প্রতারকের সন্ধানে গেলেন, কিছুই ঠিকানা কোত্তে পাল্লেন না! এত বড় প্রতারণার পর কে আর তার দেখা পায়? সে যে কোথায় পালিয়ে গেছে, তার আব ঠাই ঠিকানা হলো না!—হতভাগ্য অলিবর এইরূপে হতাশ হয়ে আপন জীবনেও হতাশ হোলেন! আগাগোড়া সকল কথা ভেঙে আমার নামে একখানি পত্র লিখে সেই দিনেই তিনি আত্মহত্যা কোরেছেন! এই দেখ, তাঁর সেই শেষপত্র!" এই কথা বোলে মন্নুলাল যে কাগজখানি হাতে কোরে এনেছিলেন, সেইখানি বিজয়লালের হাতে দিলেন।

পত্র পাঠ কোরেই বিজয়লাল যেন উন্মাদগ্রস্ত হোলেন।—তাঁর শরীরের সমস্ত শিরায় শিরায় যেন বিদ্যুতের আগুন ছুট্‌তে লাগ্‌লো,—মুখ রক্তবর্ণ হয়ে এলো,—প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যেন আগুন বেরুতে লাগ্‌লো।—তিনি শশব্যস্তে আসন থেকে উঠে দ্রুতপদে ঘরের এ দিক ও দিক পায়চারি কোত্তে লাগ্‌লেন,—পত্রখানা ছুড়ে ফেলে দিলেন।—"দৌলতরাম!—দৌলতরাম!—আবার দৌলতরাম?—উঃ! ভয়ঙ্কর নাম!—ভয়ঙ্কর লোক!—দারুণ পাপিষ্ঠ!—দারুণ নরাধম!—ভয়ানক

জুয়াচোর!"—ক্রোধে,—ঘৃণায় পুনঃপুনঃ এই সব কথা বোলে ধরাতলে পদাঘাত কোত্তে লাগ্‌লেন।

মন্নুলাল বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তবে কি তুমি দৌলতরামকে চেনো?"

"না মহাশয়!—তারে আমি চিনি না। আপনিও যেমন তারে কখনো চক্ষে দেখেন নাই, আমিও তেমনি সে প্রতারকের চেহারা কখনো দেখি নাই;—কিন্তু তার নাম শুনেছি, চাতুরী শুনেছি, শঠতা শুনেছি, কাজকর্ম্ম,—চাল্‌চলন অনেক শুনেছি;—অনেকের মুখেই শুনেছি।—ভয়ঙ্কর লোক!—অতি ভয়ঙ্কর!" এই সব কথা বোলে বিজয়লাল স্তম্ভিতভাবে আপনার ভাগ্যসংযোগ আগাগোড়া চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন। নীলকুমারীকে মনে পোড়্‌লো;—নীলকুমারীর কথাগুলি মনে পোড়্‌লো,—মনে মনে সিদ্ধান্ত কোল্লেন, সমস্তই সত্য;—সে লোক যথার্থই বিশ্ববঞ্চক!—উৎকণ্ঠা আরো বৃদ্ধি হলো; মন্নলালকে কিছু না বোলেই দ্রুতগতি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অষ্টাবিংশ কাণ্ড।

অভিনব সম্বন্ধ।

দুই মাস বিজয়লাল আগরায় থাক্‌লেন। মুন্সী মন্নুলাল বৃদ্ধ হয়েছেন, কাজকর্ম্ম কিছুই কোত্তে পারেন না, বিজয়লালও মনের কষ্টে কোনো লোকের সঙ্গে দেখা কোত্তে যান না, কাজেই খরচপত্রের টানাটানি। ইলাবতী শিল্পকর্ম্মে যা কিছু পান, বিজয়ের কুড়ী টাকার উপর

সেগুলিও যোগ হয়, তথাচ চলে না। বিজয়লাল মনে কোল্লেন, "আমি এখন এঁদের গলগ্রহ হয়েছি, একটা কিছু অবলম্বন না কোল্লে আর চলে না। কিন্তু করি কি?—কার কাছে যাই?—কি উপায়ে কিছু উপার্জ্জন করি?—মূলধন নাই, কারবার করাও অসম্ভব;—কোনো লোকের সঙ্গে মিলেমিশে শূন্যভাগী হোতে পাল্লে হয়, কিন্তু লোকে কি আমাকে আর বিশ্বাস কোর্‌বে?—যারা শুনেছে, তারা ত কাছেই ঘেঁস্‌তে দেবে না। করি কি?"—এইরূপ যত ভাবেন, মন ততই চঞ্চল হয়। এক দিন অপরাহ্নে তিনি যমুনাতীরে এক উদ্যানসমীপে ভ্রমণ কোচ্ছেন,—পাছে কোনো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে, এই আশঙ্কায় কুণ্ঠিত-ভাবে গা ঢেকে ঢেকে, মুখ লুকিয়ে লুকিয়ে রাস্তার ধার ঘেঁসে ঘেঁসে বেড়াচ্ছেন, বদন বিষণ্ণ। রাস্তা দিয়ে কত লোক চোলে যাচ্ছে,—হাস্‌ছে, গান গাচ্ছে, কত রকম গল্প কোচ্ছে, তাঁর দিকে কেউ ভ্রূক্ষেপই কোচ্ছে না। হঠাৎ একজন ভদ্রলোক তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হোলেন, তাঁরে দেখেই বিজয়লাল চকিতভাবে মুখ ফিরিয়ে চোলে যাবার উপক্রম কোচ্ছেন, এমন সময় সেই ভদ্রলোক দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে তাঁরে সরল-ভাবে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "বাপু! তুমি কি এ সহরে নূতন এসেছ?—তোমার কি কিছু অশুভ ঘটনা হয়েছে?—বদন এত বিমর্ষ কেন?"

বিজয়লাল বিনীতভাবে ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে উত্তর কোল্লেন, "হাঁ মহাশয়! আমি এ সহরে নূতন এসেছি। আপনার সদয় ব্যবহারে বাধিত হোলেম। আপনি ঠিক অনুমান কোরেছেন, আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ;—অদৃষ্টের দোষে জগৎসংসারে সমস্তই আমার অশুভ!"

"আহা! এমন আকৃতিও অশুভের শিকার হয়!—সংসারের গতি অতি বিচিত্র!" সংক্ষেপে এই কটী কথা বোলে সেই ভদ্রলোক একটী

নিশ্বাস ত্যাগ কোল্লেন। হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হলো;—বোধ হলো যেন, নেত্র দুটী বাষ্পভারে অবরুদ্ধ।—স্তম্ভিতস্বরে,—স্তম্ভিত অথচ করুণস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বাপু! তোমার নাম কি? নিবাস কোথায়?—এখানে তুমি কোথায় থাকো? কি জন্য তুমি আপন অদৃষ্টকে অশুভ জ্ঞান কোচ্চো?—যদি কিছু বাধা না থাকে, পরিচয় দিলে আপ্যায়িত হই। সেইগুলি শোন্‌বার জন্য আমার বিশেষ আগ্রহ,--বিশেষ কৌতূহল জন্মাচ্ছে। বল শুনি, এমন মধুর প্রকৃতিতে কিসের উপদ্রব?"

প্রশ্নকর্ত্তার অমায়িক সরল স্বভাবের পক্ষপাতী হয়ে বিজয়লাল নম্রভাবে একে একে আপন বংশপরিচয়, ভাগ্যপরিচয়, সমস্তই তাঁরে জানালেন। স্বভাবসিদ্ধ অপকট শিষ্টাচারে সকল কথাই বোল্লেন; কেবল পাছে অশ্রদ্ধা করেন, এই সংশয়ে কারাবাসের কথাটী বোল্লেন না। শুনে তিনি অশ্রুপাত কোল্লেন,—স্নেহ, দয়া, যুগপৎ তাঁর হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হলো;—সস্নেহবচনে বোল্লেন, "বাপু! তোমাকে দেখে আমার মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল, পরিচয় পেয়ে প্রতীতি হলো, সে অনুমান তবে নিঃসংশয় সত্য। তুমি অতি মহৎ বংশের সন্তান,—তোমার প্রকৃতিও দেখ্‌ছি, অতি কোমল। বাপু! আমি তোমাকে একটী অনুরোধ করি, সেটী রক্ষা কোল্লে পরম সন্তুষ্ট হই। যদি কোনো বিশেষ কার্য্যের ব্যাঘাত না হয়, ক্ষণকালের জন্য একবার আমার বাড়ীতে চলো। দুটী চারটী কথাবার্ত্তা কোয়েই চোলে আস্‌বে। কেমন, কি বলো?"

অনুরোধের ভাবে,—আগ্রহের ভাবে বিজয়লাল মায়াবদ্ধ হয়ে পোড়্‌লেন। অস্বীকার কোত্তে পাল্লেন না,—সম্মত হোলেন। অকুণ্ঠিতভাবে বোল্লেন, "মহাশয়! বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আপনার বড় দয়ার শরীর!—পথের লোককে দেখে আপনার দয়া হলো,—স্নেহ হলো,—অচেনা

পথিকের কষ্ট শুনে আপনি রোদন কোল্লেন! আপনার হৃদয় দেবতুল্য পবিত্র! আপনার অনুরোধ রক্ষা করা,—অনুমতি পালন করা আমার সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য।" বিনম্রভাবে এই সব কথা বোলে বিজয়লাল সেই আগন্তুকের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে চোল্লেন।

পাঠক মহাশয় চিন্‌তে পার্‌বেন, যিনি সমাদরে বিজয়লালকে সঙ্গে কোরে আপন বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছেন, গুণে বশীভূত হয়ে বিজয়লাল যাঁর সঙ্গে চোলেছেন, তিনি আপনার অপরিচিত নন। ইতিপূর্ব্বে যাঁরে আপনি উদয়গিরির বৈঠকখানায় দেখেছিলেন, যিনি উদারভাবে উদয়-গিরির হস্তে পঞ্চান্ন হাজার টাকা গচ্ছিত রেখে এসেছেন, ইনিই সেই তিনি! আপনার কাছে আগন্তুক নন;—ইনিই সেই পণ্ডিত কিষণ-লাল।

কিষণলাল কাশ্মীরনিবাসী।—বর্ণ গৌর;—গড়ন দীর্ঘ;—আকার স্থূল;—মহাদেবের মত ভুঁড়ি;—বদন গম্ভীর,—গম্ভীর অথচ প্রসন্ন;—মাথার চুলগুলি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ছিল, এখন তার অর্দ্ধেকগুলি শ্বেতবর্ণ ধারণ কোরেছে;—গোঁফের চুলগুলি বেশ কালো আছে;—বয়স চল্লিশ বৎসর।

বিজয়লাল নির্ভয়হৃদয়ে পণ্ডিত কিষণলালের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছিলেন। তখন সন্ধ্যা হয়েছে;—মাঘ মাস, বাড়ীর সম্মুখস্থ পুষ্পকাননে নানাজাতি সুগন্ধি কুসুম প্রস্ফুটিত হয়ে চতুর্দ্দিক্ সৌরভময় কোচ্চে। সেই সুরভি পরিমল বিজয়লালের তাদৃশ বিষাদিত চিত্তকেও আমোদিত কোরে তুল্লে।

পণ্ডিত কিষণলাল যে বাড়ীতে থাকেন, তার চারিদিকে, শোভাময় উদ্যান।—উদ্যানের চতুর্দ্দিক্ অনেক দূর পর্য্যন্ত উচ্চ উচ্চ প্রাচীর দিয়ে

ঘেরা। মধ্যস্থলে বাড়ী।—বাড়ীখানি খুব বড় নয়,—নিতান্ত ছোটও নয়,—মাঝারি। চতুর্দ্দিকেই ছোট ছোট বারাণ্ডা,—দোতালা,—চক-বন্দী। তিন দিকে গেরিমাটীর রং দেওয়া,—এক দিকে চূণকাম করা। সদর দরজার সম্মুখে বড় বড় থাম দেওয়া গাড়ী বারাণ্ডা।—গাড়ী বারাণ্ডার উভয় পার্শ্বে রাস্তার ধারে ধারে শ্রেণীবদ্ধ পুষ্পোদ্যান। চতুর্দ্দিকেই সুপ্রশস্ত,—সুপরিষ্কৃত রাস্তা।—বাড়ীর উত্তর দিকে পার্শ্বতরু-বিরাজিত সুদীর্ঘ বর্ত্মের প্রান্তভাগে আর একখানি ছোট বাড়ী। সেই বাড়ীর চারি দিকে মণ্ডলাকার পরিখা।—দুই ধারে দুটী সুদীর্ঘ মনোহর সরোবর।—সরোবরতীরে সুশীতল লতাকুঞ্জ,—সুন্দর সুন্দর পুষ্পকুঞ্জ।—বাড়ীখানি গোলাকার,—বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।—বহির্দেয়ালে চূণসুরকী দিয়ে গড়া নানাবিধ আর্য্য দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি। প্রত্যেক প্রতিমার পাশে পাশে সবুজ রং দেওয়া এক একটী খড়্‌খড়ি। বাইরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে গাড়ী-খানি অতি চমৎকার দেখায়। বোধ হয় যেন, একখানি বিচিত্র বর্ত্তুলা-কার তরণী আপনা আপনি জলের উপর ভাস্‌ছে। প্রাচীন ইতিহাসে রাজারাজ্‌ড়াদের যে, হিমগৃহের বর্ণনা পাঠ করা যায়, এটীও সেই প্রকার হিমগৃহ। সরসীকূলের লতাকুঞ্জ আর কুসুমকুঞ্জ দর্শন কোল্লে শান্তরসা-স্পদ তপোবনের ন্যায় আরো মনোহর বোধ হয়। ঝিলের দক্ষিণ দিকে একটী ক্ষুদ্র সেতু আছে, সেই সেতুর উপর দিয়ে ঐ হিমগৃহে যাওয়া আসার পথ।—বন্দোবস্ত অতি পরিপাটী।

পণ্ডিত কিষণলাল হিমগৃহে বাস করেন না, উদ্যানের মধ্যস্থলে প্রথমে যে বাড়ীখানি নেত্রগোচর হয়েছে, সেই বাড়ীতেই তিনি থাকেন। সেই বাড়ীর দোতালার একটী বৈঠকখানায় বিজয়লালকে বোসিয়ে তিনি যথোচিত সমাদরে প্রথমে কিছু জলখাবার আনিয়ে দিলেন।

বিজয়লাল খাতিরে পোড়ে কিছু আহার কোল্লেন। তার পর উভয়ে নানাপ্রকার বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হোলেন। আলাপের কৌশলে কিষণ-লাল বুঝ্লেন, বিজয়লাল যেমন সুচতুর, তেমনি সরল;—যেমন গুণ-শালী, তেমনি গুণগ্রাহী;—যেমন মিষ্টভাষী, তেমনি রসজ্ঞ;—যেমন মিতভাষী, তেমনি নীতিজ্ঞ;—যেমন অনুসন্ধিৎসু, তেমনি অভিজ্ঞ;—যেমন উপস্থিতবাদী, তেমনি সারজ্ঞ;—যেমন শাস্ত্রালাপন-পটু, তেমনি বিষয়জ্ঞ। এই সকল গুণের পরিচয় পেয়ে পণ্ডিত কিষণলাল আরো অধিক সন্তুষ্ট হোলেন। প্রসন্নবদনে মধুরবচনে বোল্লেন, "বিজয়লাল! তোমার আকৃতি প্রকৃতি যেমন সুন্দর, গুণরাশিও তেমনি মধুময়। এই বয়সে তুমি সংসারের সমস্ত তত্ত্বে বহুদর্শিতা লাভ কোরেছ। তোমার গুণে আমি পরম প্রীত হয়েছি। তুমি মনে কোচ্চো, আমি তোমার কাছে অপরিচিত, তুমিও আমার কাছে অচেনা,—বাস্তবিক তা নয়। তোমার স্বর্গীয় পিতার সঙ্গে আমার বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল্ল, তোমার পিতৃব্য ভূপেন্দ্রসিংহও আমাব পরমবন্ধু। তুমি আমার পর নও।" এই কথা বোলে কিষণলাল সংক্ষেপে আপনার পরিচয় দিয়ে আবার বোল্লেন, "আমি ব্রাহ্মণ নই,—আমাদের বংশে শাস্ত্রালোচনার বাহুল্য আছে বোলেই আমবা পণ্ডিত উপাধিতে প্রসিদ্ধ;—ফলে আমরাও ক্ষত্রিয়। তুমি আমাকে আত্মীয়কুটুম্ব জ্ঞান কোরো। তোমাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, ক্রমে সমস্তই তুমি জান্তে পার্বে।" এই রকম অনেক কথাবার্ত্তা,—অনেক আত্মীয়তা হলো, বিজয়লাল আশাতীত কৃতার্থতা লাভ কোল্লেন। বোল্লেন, "বিশেষ অনুগৃহীত হোলেম,—প্রত্যহই সন্ধ্যাকালে এসে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্বো। রাত্রি অধিক হয়, এখন বিদায় হই।"

কিষণলাল বোল্লেন, "হাঁ বাপু! আজ আর তোমায় অধিকক্ষণ রাখ্‌বো না, তাঁরা ভাবিত হবেন;—রোজ রোজ তুমি এসো,—কুণ্ঠিত হয়ো না,—কোনো সঙ্কোচ কোরো না,—রোজ রোজ এসো। তোমাকে দেখ্‌লে আমি পরমসুখী হবো;—আর যাতে কোরে তুমি তোমার হৃতসৌভাগ্য পুনঃ প্রাপ্ত হও, সাধ্যমত আমি তার উপায় কোর্‌বো।" এই সব কথা বোলে কিষণলাল একজন লোক সঙ্গে দিলেন, রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় বিজয়লাল সহর্ষচিত্তে বিদায় হোলেন।

তিন সপ্তাহ অতীত।—বিজয়লাল প্রতিদিন কিষণলালের বাড়ীতে আসেন, অনেক রকম কাজকর্ম্মের কথা হয়। উভয় পরিবারের পরস্পর যেরূপ কুটুম্বিতা, সেইটী জান্‌বার জন্যে বিজয়লাল দিন দিন সমধিক সমুৎসুক হোতে লাগ্‌লেন, কিন্তু সে আশা তখন পূর্ণ হলো না। অথচ দিন দিন অধিক ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হোতে লাগ্‌লো। কিষণলাল আপন পত্নীকে বিজয়ের কথা বোল্লেন,—রূপগুণেরও অনেক প্রশংসা কোল্লেন। গৃহিণী তাঁরে দেখ্‌বার জন্য আগ্রহ জানালেন, বিজয়ের অন্দরে যাওয়া আবশ্যক হলো। কিষণলাল পরদিন বিজয়লালকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "বৎস বিজয়! তোমার গুণের কথা শুনে গৃহিণী তোমাকে দেখ্‌তে চেয়েছেন, একবার অন্তঃপুরে চলো। মনে করো, এ তোমার নিজেরিই বাড়ী, তোমার পিতা কতবার আমাদের বাড়ীতে গিয়েছেন,—তোমরা যখন খুব শিশু, তখন আমিও তোমার পিতৃব্যের সঙ্গে দেখা কোত্তে তোমাদের বাড়ীতে গিয়েছি, এতে কোনো বাধা নাই,—কোনো সঙ্কোচও নাই,—সচ্ছন্দে তুমি আমার সঙ্গে এসো।"

কিষণলালের সঙ্গে বিজয়লাল অন্তঃপুরে প্রবেশ কোল্লেন। গৃহিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো।—গৃহিণী স্বামীর চেয়ে দু বছরের ছোট;—দেখ্‌তে

বেশ সুন্দরী। কালো মেঘের মত এক ঢাল চুল; মুখখানি হাসি হাসি;—গড়ন নাতিদীর্ঘ;—পরম সুন্দরী। তিনি বিজয়লালকে দেখে আধ ঘোমটায় অর্দ্ধবদন আবৃত কোরে একখানি আসন এনে দিলেন, বিজয়লাল বোস্‌লেন। কিষণলালও স্বতন্ত্র একখানি আসনে উপবেশন কোল্লেন। তাঁর সহধর্ম্মিণী কপাটের কাছে দাঁড়িয়ে প্রফুল্লবদনে সস্নেহ-বচনে বিজয়লালকে বাড়ীর খবর জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন। "কে কেমন আছেন, কার কি সন্তানসন্ততি, কাকা কেমন আছেন, দাদা কোথায়, তুমি এখানে কতদিন এসেছ?"—নারীস্বভাবসুলভ মায়ামুগ্ধ-ভাবে গৃহস্বামিনীর মুখে উপর্য্যুপরি এই প্রকার স্নেহসূচক প্রশ্ন।—বিজয়লালের নানা বিষাদ একত্র হলো। তিনি বাষ্পকণ্ঠে বিনম্রভাবে মৃদুবচনে বোল্লেন, "অনেক দিন আমি বাড়ীর সমাচার পাই নাই,—অনেক দিন হলো, দাদা আমার বিবাগী হয়ে দেশত্যাগী হয়েছেন, সেই অবধি কত দেশে,—কত জায়গায় আমি তাঁর অনুসন্ধান কোরে বেড়াচ্ছি, কোথাও কোনো সন্ধান পাচ্ছি না। তিনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কিছুই জানি না;—বাড়ীর কে কেমন আছেন, তাও জানি না।" এই কথা বোলে বিজয়লাল অবনতবদনে নেত্রমার্জ্জন কোল্লেন।

আহা! তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ!—অনেক দিন অবধি বিদেশে বিদেশে বেড়িয়ে অনেক কষ্ট পেয়েছ, এখনো পাচ্চো!—কর্ত্তার মুখে তা আমি সব শুনেছি। তোমার দাদার এমন মতি কেন হলো?—আহা! ছেলে মানুষ, এখন কি তার সংসারে উদাসীন হবার সময়? যা হোক্, পরমেশ্বর অবশ্যই শুভদিন দেবেন,—অবশ্যই আমাদের ভাল হবে,—আবার সব এক ঠাঁই দেখ্‌তে পাবো,—আমরা কারো মন্দকারী নই,—

আমাদের এমন দিন থাক্‌বে না,—কখনই থাক্‌বে না।—তুমি ভেবো না, —অচিরেই আমরা সুখের মুখ দেখ্‌তে পাবো।”—স্ত্রীর এই কথাগুলি শুনে কিষণলালও মাথা নেড়ে নেড়ে সায় দিলেন।

সুখময়ী আশাকে স্মরণ কোরে বিজয়লাল প্রফুল্লমুখে বোল্লেন,—“আহা! সেই আশীর্ব্বাদই করুন!” সংক্ষেপে এই চারটী কথা বোলে তিনি যেন কিছু অন্যমনস্ক হোলেন;—ভাব্‌লেন, “ইনি এমন কথা বলেন কেন?—‘আমরা একঠাঁই হব,—আমাদের ভাল হবে,—আমাদের এমন দিন থাক্‌বে না।’—এ সকল কথার ভাব কি?—দেখ্‌লেম, পণ্ডিত কিষণলালও তাইতে সায় দিলেন। এঁরা কি তবে আমাদের খুব আত্মীয়?—কিছুই ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।”—তিনি এইরূপ ভাব্‌ছেন, এমন সময় গৃহিণী আবার বিমুগ্ধস্বরে বোল্লেন,—“বাছা বিজয়! আমি তোমারে একটী কথা বলি। সেই কথাটী বল্‌বার জন্যেই আজ আমি তোমারে ডেকেছি। কর্ত্তার মুখে শুনে অবধি আমি বড় উতলা হয়ে রয়েছি। তুমি আমাদের পর ভেবো না,—তুমি আমাদের পর নও;—তুমি এক কাজ করো,—আমাদের এই বাড়ীতেই তুমি থাকো।—এইটীই আমার ইচ্ছা,—আন্তরিক ইচ্ছা।—যাঁর বাড়ীতে তুমি আছ,—শুনেছি, তাঁর এখন সময় ভাল নয়,—কেন তবে কুণ্ঠিত হয়ে সেখানে থাকা?—তিনি খুব ভালমানুষ শুনেছি, কিন্তু হোলে কি হয়?—তোমার টাকা কটীতে যদি তাঁদের সচ্ছলে চলে, তাতে কি তোমার আহ্লাদ হবে না?—রোজ রোজ গিয়ে দেখা কোরে এসো,—যদি পারি,—আমরাও সময়ে সময়ে তাঁর কিছু সাহায্য কোর্‌বো, তা হোলেই তিনি সুখী হবেন। কি বলো?—এ কি মন্দ কথা?—তুমি তাই-ই করো,—আমি বলি, তুমি তাই-ই করো,—এইখানেই থাকো।—বেশ হবে,—আমরা বেশ থাক্‌বো।—মনে কিছু

ভিন্নভাব নাই,—এ বাড়ী তোমারি।—মনে করো যেন, তোমার বাড়ীতেই আমরা আছি।—কেমন?—কি বলো?"

পণ্ডিত কিষণলালও এই সকল বাক্যে সুবাতাস দিয়ে সহর্ষচিত্তে পোষকতা কোল্লেন। বিজয়লাল দেখ্লেন, তাঁরে বাড়ীতে রাখ্বার জন্য এঁদের উভয়েরিই অনুরোধ;—উভয়েরি বিশেষ আগ্রহ। কি বলেন, কি উত্তর দেন, ক্ষণকাল কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেন না। অবশেষে গৃহিণীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন,—"জননি! আপনার স্নেহ, দয়া, আর অনুগ্রহে আমি কৃতার্থ হোলেম! কর্ত্তা মহাশয় হঠাৎ আমারে পথে দেখ্তে পেয়ে ভালবেসেছেন,—পুত্রস্নেহেই সঙ্গে কোরে বাড়ীতে এনেছেন;—আপনারো দেখ্ছি, সেইরূপ ভাব;—বরং আরো বেশী;—কিন্তু দয়াবতি! আজ আমি আপনার অনুরোধে হাঁ—না কিছুই উত্তর দিতে পাচ্ছি না। মুন্সী মন্নুলাল,—যাঁর বাড়ীতে আমি রয়েছি, তাঁরে আমি পিতৃতুল্য মান্য করি,—তিনিও আমারে যথেষ্ট ভালবাসেন, তাঁরে জিজ্ঞাসা না কোরে এ কথার উত্তর করা আমার সাধ্য নয়। অপরাধ লবেন না, ক্ষমা কোর্বেন;—যদি আমার এই কথাগুলি কিছু রূঢ় বোধ হয়, ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

বিজয়লাল যখন এই সকল কথা কন, ঠিক সেই সময়ে পাশের ঘরের জানালা দিয়ে একটী সৌদামিনী-মূর্ত্তি উঁকি মার্ছিলেন। সহসা বিজয়লালের চক্ষু সেই দিকে নিক্ষিপ্ত হলো। তিনি চকিতমাত্র সেই মোহিনী-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ কোল্লেন। নয়নে নয়নে সঙ্গতি হলো,—অমনি সেই চারু-প্রতিমা অদর্শন হোলেন: যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, জানালা বন্ধ কোরে সেখান থেকে সোরে গেলেন। বিজয়লাল আর সে মূর্ত্তি দেখ্তে পেলেন না;—দেখ্তে পেলেন না বটে, কিন্তু তাঁর হৃদয়দর্পণে সেই সৌদামিনী-প্রভা প্রতিফলিত হয়ে থাক্লো!

তন্মনস্কভাবে বিজয়লাল সেই চপলামূর্ত্তির ধ্যান কোচ্ছেন, স্বপ্ন কি ছায়া, সংশয়াকুল মনে পুনঃপুনঃ সেইটী আন্দোলন কোচ্ছেন, এমন সময় গৃহিণী সস্নেহবচনে বোল্লেন, "দেখ বিজয়! আমরা বড় হতভাগ্য! একটী কন্যা ছাড়া জগৎসংসারে আমাদের আর কেউ নাই।—তোমার নাম শুনে অবধি আমি তোমাকে দেখ্‌বার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলিনী হয়েছিলেম, সে আশা আজ পূর্ণ হলো। তোমাকে আমি সন্তানের তুল্য দেখ্‌লেম। আমার একান্ত ইচ্ছা, তুমি আমাদের বাড়ীতেই থাকো। মেয়েটী আছে, তাকে আমি প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসি, তুমি আমাদের বাড়ীতে থাক্‌লে বড় সুখী হই। সন্তানের মতন থাক্‌বে, কোনো কষ্ট হবে না।" পণ্ডিত কিষণলালও এই সম্বন্ধে দুটী চারটী কথা বোলে মধুরস্বরে ডাক্‌লেন, "বেলা!"

উত্তর নাই। কারে ডাক্‌লেন, বিজয়লাল সেটী বুঝ্‌তেও পাল্লেন না। গৃহিণী সহাস্যমুখে ঘরের দিকে চেয়ে ডাক্‌লেন, "বেল! একবার এই দিকে এসো তো মা!—বিজয়কে কিছু খাবার দিয়ে যাও!"

উত্তর নাই।—কেউ আসেও না,—উত্তরও দেয় না।—দুই তিনবার ডাক্‌লেন, উত্তর পেলেন না। শেষে মৃদুগামিনী, লজ্জানম্রমুখী, অর্দ্ধমুকুলিতাক্ষী একটী কুমারী নানাসামগ্রীপূর্ণ একখানি রূপার থাল হাতে কোরে সেইখানে উপস্থিত হোলেন। পাত্রখানি রেখেই ধীরে ধীরে ঘরের দিকে অগ্রগামিনী।—হাত ধোরে ফিরিয়ে গৃহিণী সহর্ষবদনে বোল্লেন, "কেন মা! যাচ্ছিলে কেন?—লজ্জা কি?—বিজয় আমাদের পর নন, সে কথা তো কর্ত্তার মুখে শুনে তোমাকে আমি সব বোলেছি, তিনিও বোলেছেন;—এঁকে আমরা আমাদের বাড়ীতে রাখ্‌বার জন্য যত্ন কোচ্ছি, তুমি এঁর কাছে কত রকম লেখাপড়ার কথা,—জ্ঞানের

কথা শিখ্‌তে পার্‌বে;—লজ্জা কি?—বোসো।"—কতক ইচ্ছায়,—কতক অনিচ্ছায় লজ্জায় জড়সড় হয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে কন্যাটী জননীর নিকটে বোস্‌লেন। দৃষ্টি নিরবচ্ছিন্ন নিম্নদিকেই নিক্ষিপ্ত থাক্‌লো। বিজয়লাল জল খাবেন কি, এই মনোহারিণী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ কোরেই স্পন্দশূন্য হোলেন,—ক্ষুৎপিপাসা দূরে গেল, অন্তঃকরণ প্রণয়পুলকে পরিপূর্ণ। স্থিরদৃষ্টিতে অবনতমুখীর অবনত বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেন।

কন্যাটী পরমসুন্দরী;—শুদ্ধ এই কথাটী বোল্লে বাস্তবিক কিছুই বলা হয় না;—রূপমাধুরীর অবমাননা করা হয়। এ রূপ অতি মধুময়।—ফুট্‌ গৌরবর্ণ;—গড়ন অতি সুঠাম;—না স্থূল, না কৃশ;—না দীর্ঘ, না খর্ব্ব;—হস্তপদ মোলায়েম,—মৃণালের মত মোলায়েম; উরসের পূর্ণতায় সমস্ত অবয়বটী নিটোল গোল;—মুখখানি নবপ্রস্ফুটিত পদ্মের মত ঢল্‌ঢলে;—নাসিকা সরল;—চক্ষু দুটী নীলোৎপলের ন্যায় দীপ্তিমান্‌,—ভাসা ভাসা;—ভুরূ দুটী বেশ টানা;—কপাল চৌরস;—উভয় পার্শ্বে ভ্রমরপংক্তির ন্যায় সুকুঞ্চিত অলকশ্রেণী;—পৃষ্ঠদেশে নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ সুদীর্ঘ চিকুরে বিচিত্র বিনিবদ্ধ বেণী ঠিক ভুজগাকারে বিলম্বিত। বোল্‌তে গেলে এই লাবণ্যবতীর লাবণ্য ধরাতলে অতুল সুন্দর;—নিখুঁত সুন্দর।—এখানে এইটী হোলে ভাল হতো, ওখানে ওটী দিলে বেশ সাজ্‌তো, এমন কথা বল্‌বার অবসর নাই। রূপের সঙ্গে মনোহর মাধুরীমাখা।—সতেজ সমুজ্জ্বল নয়নে দৃষ্টিপাত কোল্লে স্পষ্ট বোধ হয়, সে দুটী যেন নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতার সুপবিত্র স্বচ্ছ দর্পণ। সেই নেত্রযুগল যখন নীচের দিকে,—মাটীর দিকে ঝুঁকে থাকে, বড় বড় চক্ষের পাতাগুলিতে সেই দর্পণখানি তখন ঢাকা পড়ে;—সে দৃশ্য আরো মনোহর। বোধ হয় যেন, নেত্রাবরণে প্রসন্নবদনী আপনার সুপ্রসন্ন মনোভাবগুলি

ঢেকে রাখ্‌ছেন! বাস্তবিক চক্ষে চক্ষু দিলেই মনের ভাব বেশ জান্‌তে পারা যায়। এই সুন্দরীর চক্ষে চন্দ্রের অমৃত, সূর্য্যের প্রখরতা, ভুজঙ্গের গরল, তিনই আছে, কিন্তু ভালরূপে নিরীক্ষণ কোল্লে স্পষ্ট অনুভব হয় যে, সেই দর্পণে অন্তরের সাধুভাব সুস্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হোচ্ছে। নম্রতার সঙ্গে মধুরতা,—সাধুতার সঙ্গে পবিত্রতা;—নিষ্পাপ,—নিষ্কলঙ্ক। যৌবনে স্বভাবতঃ যে একটু তেজস্বিতা জন্মে,—সেটী আছে, সুবিমল দীপ্তি আছে,—কিন্তু অন্তরে কলুষ নাই,—বয়োধর্ম্মের চাঞ্চল্য নাই, কুসুমে কীট নাই;—অনাঘ্রাত পদ্মফুল!—বয়স ষোড়শ বৎসর;—পূর্ণ ষোড়শী। প্রশান্তমূর্ত্তি, করুণার আধার। নাম বেলকুমারী।

বেলকুমারী রূপেগুণে সুন্দরী। যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি জ্ঞানবতী। যেমন কার্য্যপটু, তেমনি বাক্যপটু। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি একটীও কথা কইলেন না। বিজয়লাল যে দুটী চারটী কথা কইলেন, বিশেষ মনোযোগ দিয়ে সেগুলিও শুন্‌লেন,—লক্ষণে জানালেন, হৃদয় পুলকিত হলো।

প্রায় এক ঘণ্টা এইরূপ অভিনয়ের পর পণ্ডিত কিষণলাল সহর্ষে বিজয়লালকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "বিজয়! বেলা আমার বড় আদরিণী,—বড় অভিমানিনী। আমি অনেক যত্ন কোরে এটীকে লেখা-পড়া শিখিয়েছি;—কাব্য আলোচনায় মা'র আমার বড় আনন্দ। তুমি অবকাশমতে এরে কিছু কিছু কাব্যের উপদেশ দাও, সেই রকমের গল্প করো, এইটী আমার মনের ইচ্ছা। তা হোলে দুজনেই তোমরা মনের সুখে থাক্‌তে পাব্‌বে।—পুনরায় তোমাকে বোল্‌ছি, তুমি আমাদের অপর নও,—ঘরের কথা, নিকট সম্বন্ধ, কোনো আপত্তি নাই, কোনো লজ্জা নাই, কোনো বাধা নাই,—কুণ্ঠিত হবারও প্রয়োজন করে না। সচ্ছন্দে তোমরা উভয়ে বিশুদ্ধ আমোদে সময়যাপন কোত্তে পারো।"

এই পর্য্যন্ত বোলে কিষণলাল মনের দ্বার বিমুক্ত কোল্লেন, উভয় বংশের যেরূপ পরস্পর সম্বন্ধ, সমস্তই বিজয়লালকে একে একে বোল্লেন। শুনে বিজয়লাল চমৎকৃত। চমৎকারের সঙ্গে হর্ষ। চরণ বন্দন কোরে বিশেষ সম্ভ্রম সমাদর প্রদর্শন কোল্লেন, " অজ্ঞাতে যদি কিছু অমর্য্যাদার কথা বোলে থাকি, ক্ষমা কোর্‌বেন।" এই কথা বোলে অনেক শিষ্টাচার জানালেন। আত্মীয়তা, কুটুম্বিতা, ঘনিষ্ঠতা আর উভয়ের অমায়িকতায় সে গৃহ তখন যেন আনন্দনিকেতনের ভাব ধারণ কোল্লে। তৎকালোচিত বিশ্রম্ভালাপের পর অনেকক্ষণ থেকে বিজয়লাল সে দিন বিদায় হোলেন। বিদায়কালে বেলকুমারীর পানে একবার সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত কোরে তৎক্ষণাৎ অন্যদিকে চাইলেন;—এই অবসরে বেলকুমারী অমনি পিপাসিনী চকোরীব ন্যায় ক্ষণমাত্র চক্ষুচঞ্চুপুটে নবোদিত সুধাকরের অনাস্বাদিত অমৃত পান কোরে নিলেন। সে দিন উভয়ের সেই পর্য্যন্তই দর্শন, সেই পর্য্যন্তই সন্তোষ।

ঊনত্রিংশ কাণ্ড।

অকারণ বৈরী !

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পর প্রায় তিন মাস অতীত হয়ে গেছে; গ্রীষ্মকাল উপস্থিত। বিজয়লাল নূতন আশ্রমে আশ্রমী। মুন্সী মনুলালের অনুমতি নিয়ে তিনি এখন কিষণলালের বাড়ীতেই রয়েছেন। কিষণলাল সময়ে সময়ে তাঁরে কিছু কিছু সাহায্য করেন, তাতে কোরে তাঁর অবস্থারও কিছু পরিবর্ত্তন হয়ে এসেছে। থাক্‌তে থাক্‌তে

বেলকুমারীর প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মালো। মধুর স্বর, প্রণয়বাক্য, সুমধুর কবিতা, মনোরম সঙ্গীত, ধর্ম্মের কাহিনী, সুনীতির সমাদর, বেলার এই সকল গুণে তিনি অচিরেই মুগ্ধ হয়ে পোড়্লেন। বেলকুমারীও বিজয়ের রূপগুণের একান্ত পক্ষপাতিনী;—পরম অনুরাগিণী। সময়ে সময়ে নির্জ্জনেও তাঁদের উভয়ের দেখাসাক্ষাৎ,—আলাপকুশল হয়। বেলের জনকজননী তাতে পরম উল্লাসিত,—পরম পরিতুষ্ট। বিজয় প্রত্যহ এক একবার মনুলালের বাড়ীতে গিয়ে সাক্ষাৎ কোরে আসেন, কিষণলালের কাছে তিনি যেমন সুখে আছেন, সে কথাও বলেন, ইলাবতী ছল ছল চক্ষে নিকটে বোসে কত কথা জিজ্ঞাসা করেন, সরলভাবে তার উত্তর দেন, এই রকমে আরো এক মাস যায়। একদিন অপরাহ্নে বিজয়লাল বেলকুমারীর সঙ্গে উদ্যানে ভ্রমণ কোচ্ছেন, উদ্যানে নানাজাতি কুসুম বিকসিত হয়ে তাঁদের প্রীতিবিধান কোচ্ছে, সুশীতল সমীরে সমস্ত দিবসের নিদারুণ উত্তাপ নিরাকরণ কোচ্ছে, গাছে গাছে পাখীরা আপন আপন স্বরে মনোহর গীত ধোরেছে,—গাছেরা পবন হিল্লোলে শাখাপল্লব সঞ্চালন কোরে যেন তাদের তালে তালে বাহবা দিচ্ছে;—নবীন নায়ক-নায়িকা এই সকল দেখে শুনে বিশ্বপতির বিশ্বমহিমায় আমোদিত হোচ্ছেন। কোন্ গাছের কেমন শ্রী, কোন্ ফুলের কেমন সুবাস, কোন্ পাখীর কেমন স্বর, কোন্ দিকের কেমন শোভা, উভয়ে সহাস্যবদনে তারিই তর্কবিতর্ক কোচ্ছেন। সে তর্কে তর্কশাস্ত্রের রহস্যও আছে, ফাঁকিও আছে।

বেলকুমারী বোল্লেন, "ঐ ফুলটী দিনের বেলা ফোটে, রাত্রে মুদিত হয়, সেই জন্যে ওর নাম সূর্য্যমুখী।"

বিজয়লাল হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "না, তা নয়, দিনের বেলা

বেলফুল ফোটে না, সেই জন্যে বেলের নাম চন্দ্রমুখী ;—আর সেই দুঃখে ওর নাম রোদ্‌পোড়া সূর্য্যমুখী !"

বেলকুমারী রহস্য বুঝ্‌তে পেরে ঈষৎ হেসে বোল্লেন, "চাঁদ বড় বেরসিক !"

বিজয় সকৌতুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—" কেন ? "

" কেন নয় ?—দেখ দেখি, রাত্রিকালে কত ফুল ফোটে,—চন্দ্র কোন্ ফুলের আদর করে ?—রাতফোটা ফুলেরা তাকে আকাশে দেখে মন খুলে খুলে হাসে, আর সে কি না একটা জলফোঁপ্‌রা কুমুদিনীকে নিয়ে তারিই বুকের উপর ভাসে ! এ কি ভাই সুরসিকের কাজ ?—এই তুমি এইমাত্র যে ফুলকে চন্দ্রমুখী বোলে মান বাড়ালে, চন্দ্র তো তাকে ছেড়ে সচ্ছন্দে জলে ঝাঁপ দিতে চোলে যায় ! এতে কি চন্দ্রমুখীর মনে দুঃখ হয় না ?"

" তা হয় বটে, কিন্তু চন্দ্র যে, চন্দ্রমুখীকে ভালবাসে না, চন্দ্রমুখী তা কেমন কোরে জান্‌লে ? ভাল না বাস্‌লে ফোটাবে কেন ?"

" এই তো বিভ্রাটের কথা !—ফোটাবে কেন ?—ফোটাবে কাঁদাবার জন্যে !"

সুমধুর হাস্য কোরে বিজয়লাল বোল্লেন,—" ঠেকেছ, ঠেকেছ !—যে ফুল আপনা আপনি হাসে, যার হাসি দেখ্‌লে জগৎসংসারকে হাস্‌তে হয়,—যে হাসিতে পূর্ণচন্দ্র হেসে ঢোলে জলে পড়ে, সে হাসিতে চাঁদ কি তাকে কাঁদায় ?—কাঁদাতেও কি পারে ?—এটী ভাই তোমার রচা কথা।—চন্দ্রমুখীকে চন্দ্র কাঁদায় না,—হাসায় গো হাসায় ;—হাসিয়ে হাসিয়ে রঙ্গ দেখে !"

" তা হোলে হলো কৈ ?—যদি রঙ্গ দেখা হয়, তা হোলে কাঁদানো

হলো বৈ আর কি হলো ?—আর মনে করো, যে আপনা আপনি হাসে, তাকে লোকে পাগল বলে,—পাগলের হাসি দেখেই জগৎসংসার হাসে। চাঁদের কি তবে এই কাজ ?—এম্‌নি কোরে পাগল নাচানো ?”

বিজয়লাল অধিক অনুরাগে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর হৃদয়ে আশালতা কতদূর পল্লবিতা হলো, সেটী তিনি নিজেই মনে মনে জান্‌তে পাল্লেন।—বোল্লেন, “এই গুণেই তুমি জগতে সকলের আদরিণী! একটী বনফুলের প্রতিনিধি হয়ে তুমি যে রকম লড়াই কোল্লে, ফুলের যদি বাক্‌শক্তি থাক্‌তো, তা হোলে ঐ বেলফুলটী এই চন্দ্রমুখী বেল ফুলটীকে প্রাণসই বোলে শত শত আলিঙ্গন দিতো! আহা! পরের জন্যে তোমার প্রাণ যখন এতখানি কাতর, তখন চন্দ্র অবশ্যই অরসিক!—হাজার বার অরসিক!”

এইরূপ কৌতুকপ্রসঙ্গে তাঁরা উদ্যানের অনেক দূরপর্য্যন্ত গেলেন;—একটী সরোবরতীরে উপনীত।—মরুতহিল্লোলে সরসীর স্বচ্ছসলিলে সুনীল লহরী খেল্‌ছে,—মাছেরা যেন নিদাঘ-দাহে দগ্ধগাত্র হয়ে সায়াহ্ন-সমীর সেবনের আশায় তরঙ্গের কোলে কোলে ঢেউ খেলিয়ে ভাস্‌ছে; সূর্য্যদেব পাটে বস্‌বার উপক্রম কোচ্ছেন,—সম্পূর্ণ সূর্য্যমণ্ডল পশ্চিমাকাশে লোহিতমূর্ত্তি ধারণ কোরেছে,—বোধ হোচ্ছে যেন, সমস্ত দিন নিজ করে দগ্ধ হয়েই সর্ব্বাঙ্গ রক্তবর্ণ হয়েছে,—সরসীনীরে সেই রাগের ছায়া পোড়ে জলতল রক্তবর্ণ দেখাচ্ছে;—জলচর মীনগুলিও রাঙা হয়ে গেছে;—বড় বড় গাছের মাথাগুলি,—অট্টালিকার শিখরগুলি যেন সুবর্ণমণ্ডিত বোধ হোচ্ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যা হলো। তরুবাসী বিহঙ্গমেরা জগৎপিতার বন্দনার জন্যই যেন একরবে কলরব কোরে উঠ্‌লো;—কিষণলালের দেবালয়ে শঙ্খঘণ্টার বাদ্যের সঙ্গে সর্ব্বমঙ্গলা

ও মাধবীশিলার আরতি হলো ;—বিজয়লাল অনিচ্ছায় বেলকুমারীর সঙ্গছাড়া হয়ে মন্নুলালের বাড়ীতে যাবার জন্য ব্যস্ত হোলেন। উভয়েই তখন মৃদুপাদচারে গৃহের দিকে অগ্রসর। বেলকুমারীকে বাড়ীর ভিতর পাঠিয়ে দিয়ে বিজয়লাল একাকী উদ্যান থেকে বেরুলেন। তখন একটু একটু অন্ধকার হয়েছে, গগনে দুটী চারটী উজ্জ্বল নক্ষত্র ঝিক্ মিক্ কোরে জ্বোলছে,—দূরে দূরে শেয়াল ডাকছে। বিজয় সবেমাত্র ফটকের বাইরে পা দিয়েছেন, এমন সময় হঠাৎ দেখ্লেন, দক্ষিণদিক্ থেকে একজন লোক হন্ হন্ কোরে সেই দিকে চোলে আস্ছে।

লোকটার আকার খর্ব্ব,—প্রকাণ্ড মাথা ;—মাথার চুলগুলো কটা,—লম্বা লম্বা ;—নাকটা থ্যাব্ড়া ;—কপালের বাঁ দিকে ঢিবির মতন উঁচু একটা আব ;—একটা চোক ছোট, একটা বড় ;—গোঁফ দাড়ীতে অর্দ্ধেক মুখ ঢাকা ;—বাকী মুখে কাল্সিটে পড়া ;—সাম্নে দুটো বড় বড় দাঁত বেরোনো ;—ঘাড়ে গর্দ্দানে এক ;—বুক পিট ছোট,—কিন্তু চওড়া ;—হাত পা ছোট ছোট,—গেঁটে গেঁটে ;—বর্ণ হাঁসা ;—ঠাঁই ঠাঁই দাদ্ ;—সর্ব্বাঙ্গে শির ওঠা।—অতি কদাকার,—অতি ভয়ঙ্কর চেহারা! দেখ্লে ভয়ও হয়, ঘৃণাও জন্মে। মালকোঁচা কোরে কাপড় পরা ;—গা আদুড় ;—বগলে একগাছা লোহার গুলবাঁধা লাঠী। বয়স অনুমান চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর।

বিজয়লাল তারে দেখেই থোম্কে দাঁড়ালেন। বিশেষরূপে নিরীক্ষণ কোরে দেখ্লেন, মনে হলো, সে মুখ যেন কোথায় দেখেছেন। ভাব্‌ছেন,—ঠিক স্মরণ কোত্তে পাচ্ছেন না। লোকটা পায়ে পায়ে এগিয়ে এগিয়ে নিকটে এলো।—এসেই একটা পা পেছন দিকে বেঁকিয়ে, একটা পা সম্মুখে রেখে, বুকে হাত বেঁধে দাঁড়ালো। বিজয়লাল তখন

তার স্পষ্ট চেহারা দেখ্‌তে পেলেন;—চিন্‌তে পাল্লেন। মনে আতঙ্ক হলো,—শিউরে উঠ্‌লেন;—আতঙ্কের সঙ্গে ঘৃণা। ভাব্‌লেন, এ আপদ্‌ আবার এখানে কোথা থেকে এলো!—মুখে কিছু বোল্‌তে পাল্লেন না। উভয়েই চোকো চোকী কোরে নিস্তব্ধ।

সেই লোক বিকট চক্ষে কটমট্‌ কোরে বিজয়ের পানে চেয়ে, বিকট হাসি হেসে, কর্কশস্বরে বোল্লে, "হি হি হি! ওগো মানুষটী! তুমি কি তোমার সেই পুরোণো সাথী মানুষটীকে চিন্‌তে পাচ্চো না?—হি হি হি!—চিন্‌তে পাচ্চো না?—হাম্বির খাঁ,—হাম্বির খাঁ;—পাঠান!"

বিজয় আবার চোম্‌কে উঠ্‌লেন, মুখখানি বিবর্ণ হয়ে এলো। ধীরে ধীরে বোল্লেন, "হাঁ, চিনেছি, হামির খাঁ।"

"হি হি হি! হাম্বির খাঁ,—হাম্বির খাঁ!—হাম্বির খাঁ তোমার জেল-খানার সঙ্গী!"

"তুমি কি চাও?—কেন তুমি ও সব কথা তুল্‌ছো?—কেন তুমি এখানে এসেছ?—যাচ্ছই বা কোথা?"

"হি হি হি! কি চাই?—কেন তুলি?—কেন এসেছি?—কোথায় যাচ্ছি?—হি হি হি!—তুমি বলো দেখি, ঐ যে মেয়েমানুষটীর সঙ্গে তুমি বেড়াচ্ছিলে, কথা কোচ্ছিলে, হাস্‌ছিলে, ঠাট্টা কোচ্ছিলে, ওটী কে?"

বিজয়লাল বিরক্ত হোলেন। কথাকটী যেন তাঁর শিরায় শিরায় বিদ্ধ হলো। বিরক্তস্বরে বোল্লেন, "বলো দেখি, ও কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে তোমার কি অধিকার?"

"অধিকার?—হি হি হি! আমি তোমার সাথী আছি কি না, তাই বলি গে!—তাই যাচ্ছি!—তাই দেখ্‌ছি!—হি হি হি!"

বিদ্রূপস্বরে এই উত্তর দিয়ে হামির খাঁ বিজয়কে পশ্চাৎ কোরে দ্রুতপদে ফটকের দিকে চোল্লো।—বিজয়লাল ত্রস্তপদে তারে বাধা দিয়ে, পথ আগ্‌লে ত্রস্তস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোথায় চোলেছ ?"

"চোলেছি ?—কেন ?—ভিক্ষে মাংতে ;—এই বাড়ীতে ভিক্ষে মাংতে চোলেছি। হপ্তায় হপ্তায় আমি আসি। এরা খুব বড়লোক,—খুব খাঁটি লোক ;—আমি ওদের বলি গে !—ঐ কথা বলি গে !—সরো সরো,—যাই, বলি গে ! তুমি জেলখানার জালসাজ কয়েদী, আমি চিনি, আমি জানি, আমার সাথী কয়েদী ;—তুমি ওদের বাড়ীর মেয়ের জাত নষ্ট কোত্তে চাও, কুল মজাতে চাও, তাই বলি গে ! হি হি হি !"

লাঠীয়াল দস্যু এই সব কথা বোলে পাশ কাটিয়ে পুনরায় ফটকের দিকে অগ্রসর হোতে লাগ্‌লো। বিজয়লাল কাঁপ্‌লেন,—মুখ শুষ্ক হয়ে এলো। আবার তার পথরোধ কোরে কাতরবচনে বোল্লেন, "কেন তুমি আমার সর্ব্বনাশ করো ! আমি তোমার কি কোরেছি ? বলো তুমি কি চাও ?—কি হোলে তুমি খুসী হও ?"

"কিছুই আমি চাই না ;—আমি কেবল ঐ কথা ওদের বোল্‌তে চাই !—বলি গে !—পথ ছাড়ো, তাই আমি বলি গে !"

"না—না,—এখন যেও না,—এখান থেকে সোরে চলো ;—কি বোল্‌তে চাও, একটু তফাতে গিয়ে শুনি। এখানে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা কইলে ওঁরা জানালা থেকে শুনতে পাবেন !"

"বা ইয়ার ! বেশ বোল্‌ছো ! দম দিচ্ছো না কি ? ওরা শুন্‌তে পাবে ! উঃ ! আমার তাতে কি ?—আমি তা গ্রাহ্য করি না ! শুন্‌তে পাবে বোলেই তো বোল্‌তে যাচ্ছি ! তুমি জাল কোরেছিলে, কয়েদ হয়েছিলে, এখন আবার মেয়েমানুষ পটাচ্ছো, এসব সত্য কথা বোল্‌তে

আবার ভয় কি ?—পেটে একখানা, মুখে একখানা আমার নেই! সে ছুঁড়ীটাকে বার্ কোত্তে তুমি কখনই পার্‌বে না!—দেখো, দেখো,—পার্‌বে না, পার্‌বে না!"

বিজয়ের মনে ক্রোধের আবির্ভাব হলো,—তিনি মনে মনে গুম্‌রে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন;—কষ্টে সে ভাব গোপন কোরে মৃদুবচনে বোল্লেন, "ভাই! তুমি আমাকে ক্ষমা করো! একটু সোবে চলো, তুমি যা বোলবে, তাতেই আমি রাজী আছি।"

হামির একটু নরম হলো। কিষণলালের বাড়ীর কাছ থেকে একটু তফাতে গিয়ে দুজনের কথাবার্ত্তা হোতে লাগ্‌লো। বিজয়লাল জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এখন ঠিক কোরে বলো দেখি, তুমি চাও কি ? কি হোলে তুমি তুষ্ট হও?—টাকা ?"

"হুঁ—হুঁ—হুম্!—টাকা!—টাকাই আমি চাই! জেলখানায় তুমি একজন কয়েদীর সাক্ষাতে বোলেছিলে যে, খালাস হবার পর অনেক টাকা,—অনেক বিষয় তুমি পাবে। এখন—"

"পাবো বোলেছিলেম বটে, পাবার আশাও ছিল বটে, কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় সে সব নষ্ট হয়ে গেছে! যাঁর কাছে আমি গচ্ছিত রেখেছিলেম, জুয়াচোরে তাঁরে সব ঠকিয়ে নিয়েছে! এখন কেবল মাসে কুড়ীটী টাকা আমি পাই। তাইতে সব গুজ্‌রাণ কোত্তে হয়।"

"হি হি হি! ওসব ন্যাকা কথা আমি শুন্‌তে চাই না। দেবার সময় অনেক লোকে অমন অনেক কথা বলে! তা আমি শুন্‌তে চাই না! আমি রোক ৫০০ খানি টাকা চাই! এই টাকা দিয়ে তুমি মানুষ মারো, জাল করো, দাঙ্গা করো, মেয়ে বার্ করো, যা ইচ্ছে তাই করো, আমি তার খবরও নেবো না,—খুঁজ্‌বোও না,—একটী কথাও বোল্‌বো না।

আমার মুখ বন্ধ কোত্তে পাল্লে পৃথিবীতে তোমার আর কেউ কিছু কোত্তে পার্‌বে না। আমাকে ৫০০ টাকা দিলেই সব গোল চুকে যাবে।"

"৫০০ টাকা!—ও পরমেশ্বর! ক্ষমা করো! ক্ষমা করো! ৫০০ টাকা! অত টাকা আমি কোথায় পাবো! বৎসরে আমার ৫০০ টাকার অর্দ্ধেকও আয় হয় না! দোহাই ধর্ম্মের! আমি—"

কথায় বাধা দিয়ে দাঁত খিচিয়ে হামির খাঁ রেগে রেগে বোল্লে,—"রাখ্ তোর দোহাই ধর্ম্ম! জাল কোরেছেন, কয়েদ হয়েছেন, নাম ভাঁড়িয়েছেন, দম্‌বাজী খেলেছেন, মেয়ে বার্ কোচ্চেন,—ওঁর আবার দোহাই ধর্ম্ম! হুঁঃ। কে তোর ও কথায় বিশ্বাস করে?—কে ওতে ভোলে?—হুঁঃ। অত টাকা কোথায় পাবো!—কেন?—বাড়ী আছে, ঘর আছে, জমী আছে, তাই বাঁধা দিয়ে জোগাড় কর্ না!—আর না হয়, যে ছুঁড়ীটাকে ফুস্‌লে ফাস্‌লে হাত কর্‌বার চেষ্টা কোচ্ছিস্, তাকে বল্ না, সে যদি তোকে ভালবাসে, তোকে যদি চায়, তা হোলে তার বাপের কাছে, মায়ের কাছে, খুড়োর কাছে, খুড়ীর কাছে, মাসীপিসীর কাছে, যেখানে পায়, জোগাড় কোরে দিক্!"

"অসম্ভব! অসম্ভব! ও রকম কোনো গতিকেই আমি ৫০০ টাকা জোগাড় কোত্তে পার্‌বো না!"

"তবে আমি ও কথা না বোলে থাক্‌তে পার্‌বো না। যাই, বলি গে!—এই চোল্লেম!"

"না,—না,—যেও না;—আমি ২০০ টাকা দিব। তাই নিয়ে তুমি আমাকে দয়া কোরে ক্ষমা করো।"

"হুস্!—২০০ টাকা!—ভিক্ষে আর কি!—৫০০ টাকার এক কড়া কড়ীও কম নেবো না! হয় ৫০০ নেবো, নয় তো কিছুই নেবো না!—

দয়া করো! আরে ঢের দয়া কোরেছি!—ঢের কম কোরে বোলেছি! ৫ হাজার টাকা দিলেও এত বড় কাজ হয় না! যদি ছুঁড়ীটাকে পেতে চাস্,—যদি সে ইচ্ছা থাকে, তবে আর দু কথা নেই, ৫০০ টাকা দিতেই হোচ্চে!”

“কেন তুমি আমাকে দগ্ধ করো!—কেন আর ফকীরের উপর ফকীর করো! আমি তোমার কাছে কি অপরাধ কোরেছি! কেন আর মরার উপর খাঁড়ার ঘা দাও! কোন ক্ষমতা,—কোন্ আইন অনুসারে তুমি আমার এমন কোরে সর্ব্বনাশ কোত্তে চাও বলো দেখি?”

“ক্ষমতা?—আইন?—হি হি হি! আমার ক্ষমতাতেই আমি চাই! জোরের লাঠী ক্ষীণের উপর ঠনাঠন্ বাজে, এই আমার ক্ষমতা!—আর আমার নিজের আইনমতেই আমি পৃথিবী জব্দ করি! যার ঠাঁই জোর কোরে যা চাবো, সে তাতে মুখ মুড়্তে পার্‌বে না,—নারাজ হোতে পার্‌বে না,—এই আমার আইন!—এ আইনে দুনিয়াশুদ্ধ লোকে ভয় করে!”

বিজয়লাল ফাঁফরে পোড়্লেন। কি করেন, কোথায় অত টাকা পান, কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেন না। না দিলেও নিস্তার নাই। অনেক ভেবে চিন্তে শেষকালে পীড়নকারী পাষণ্ডকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, “আচ্ছা, যদি একান্তই না ছাড়ো, তবে তাই-ই দিব। ১৫ দিন সময় দাও, তাই-ই পাবে।—কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা আমি যেমন পালন কোত্তে সঙ্কোচ কোর্‌বো না, তেমনি তোমার প্রতিজ্ঞাটী যেন তোমার মনে থাকে।”

“মনে?—বেশ মনে থাক্‌বে। ৫০০ টাকা পেলে আর আমি কখনো তোমাকে খুঁজ্তে আস্‌বো না। যদি কখনো দৈবাৎ তুমি

আমার চক্ষে পড়ো, তা হোলে তখন আমি এমনি ভাবে চোলে যাবো, যেন তোমাকে আমি কখনো চিনিও না। ১৫ দিন!—আচ্ছা, ১৫ দিন। দেখো যেন মিথ্যা হয় না। মিথ্যা হোলে একদণ্ডেই তোমায় আমি জাহন্নবে দেবো। এটী যেন ঠিক মনে থাকে। আজ আপাতক আমাকে কি দেবে দাও; বউনি করো!"

"আজ?—আজ আর কি দিব? আজ আমার কাছে আছেই বা কি?"

এই কথা বোলে বিজয়লাল একটী ছোট বগ্‌লী বার্ কোল্লেন। দেখ্‌লেন, তাতে ২৭টী টাকা। সাতটী নিজে রেখে ২০টী তার হাতে দিলেন।

হস্তগত কোরেই দুরাচার নৃশংস পিশাচ খিল্ খিল্ কোরে হেসে উল্লাসে লাফিয়ে উঠ্‌লো। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্লে, "হি হি হি!—এই, একেই বলে কাজের কথা!—বেশ বায়না দিয়েছ! তুমি বেশ লোক! আজিই তুমি,—এই আজিই তুমি ঐ ছুঁড়ীটাকে নিয়ে সট্‌কান দাও! কে তোমায় এক কথা বলে! কার সাধ্য?—হি হি হি! কার সাধ্য?—কিন্তু আমার বাকী টাকা?"

"তুমিই বলো, কোথায় কোন্ সময়ে গেলে আমি তোমার দেখা পাবো?—১৫ দিন পরে সেইখানে গিয়েই বাকী টাকা দিয়ে আস্‌বো।"

"তুমি আলি-আখ্‌ড়া চেনো?"

"না।—সেখানে কি হয়?—সেটী কিসের আখ্‌ড়া?—কোন্ দিকে, কতদূরে সে আখ্‌ড়া?"

"চেনো না?—বড় তাজ্জব! সকলেই চেনে।—আলি-দরি প্রজাবর্গাণ,—হর্‌কসম্‌দারাণ, সকলেই সেখানে যায়। বিবির রওজার

সরাসর পশ্চিমে খানিকদূর গিয়ে সাম্‌নে একটা বড় মস্‌জিদ দেখ্‌তে পাবে,—সেইখান থেকে বাঁ দিকে হেল্‌বে ;—হেলে, ডাইনে বাঁয়ে দুটো গলি পার হয়েই আলি-আখ্‌ড়া।—যাকে জিজ্ঞাসা কোর্‌বে, সেই-ই বোলে দেবে। নামজাদা আখ্‌ড়া। সেখানে খেলা হয়, আমোদ হয়, আয়েস হয়, সব হয়। সেইখানে তুমি রাত্রি একপর পর্য্যন্ত থেকো, আমি যাবো। যদি না দেখ্‌তে পাও, আরো খানিক-ক্ষণ দেরি কোরো ; তখনো যদি আমি না যাই, তবে পরদিন রাত্রে আবার যেও ; ঠিক দেখা পাবে। আর দ্যাখো, যদি আলি-আখ্‌ড়ার নাম মনে না থাকে, জিজ্ঞাসা কোরো, গেঞ্জিফা।"

শেষ কথাটী শুনে বিজয়লাল শিউরে উঠ্‌লেন। ভাবলেন, "আবার গেঞ্জিফা!—কি সর্ব্বনাশ! না জানি, আবার বা কি ফ্যাঁসাত উপস্থিত হয়! যা হোক্, এবার আমি সতর্ক হয়েছি, ঠেকে শিখেছি, এবারে আর ফাঁদে পা দিব না, বেগতিক দেখ্‌লেই সোরে পোড়্‌বো।" ভেবে চিন্তে বোল্লেন, "আচ্ছা, তাই-ই হবে; ১৫ দিন পরে সেইখানে গিয়েই তোমায় টাকা দিয়ে আস্‌বো।"

"দেখো, দেখো;—সাবধান! ভুলো না,—ভুলো না!—নেমক-হারামী কোল্লেই তুমি গেছ!—যদি ছুঁড়ী চাও, প্রাণ বাঁচাতে চাও, খবরদার ভুলো না!"

এই রকমে পুনঃ পুনঃ শাসিয়ে,—সাবধান কোরে মূর্ত্তিমান্ নর-পিশাচ হামির খাঁ মন্দমন্দ গতিতে পূর্ব্বমুখে চোলে গেল। বিজয়লাল তখন নিশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লেন।

পাঠক মহাশয় এখন জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন, লোকটা কে? বিজয়-লাল তারে কেমন কোরে চিন্‌লেন?—সেই বা বিজয়কে কিরূপে

চিন্‌লে?—স্মরণ করুন, দিল্লীর কারাগারে বিজয়লাল যখন বিক্রমপুরী ব্রাহ্মণের সঙ্গে আপন ভাগ্যের পরিচয় দিয়ে দুঃখের ভার কতক লাঘব কোচ্ছিলেন, সেই সময় পেছনদিকের গরাদের উপর যে একটা প্রকাণ্ড মাথা দেখা গিয়েছিল, ঐ দুরাচার হামির খাঁই সেই মাথাটা বহন করে। তারিই সেই মাথা! পাষণ্ড তৎকালে বিজয়ের সমস্ত পরিচয় শুনেছিল, এতদিনের পর কুচক্র মতলবে তাবে খুঁজে খুঁজে এসে ধোরেছে। ক্রমে এই নৃশংস দস্যুর স্বভাবচর্য্যার আরো অনেক পরিচয় পাবেন।

সে বিদায় হোলে বিজয়লাল ক্ষুণ্ণমনে ভাব্‌লেন, "বিষম উৎপাত! কত অভাবনীয়, অচিন্তনীয় বিপদ্ যে, বিপৎকালে এসে উপস্থিত হয়, স্বপ্নেও তা অনুভব করা যায় না।" ভাব্‌তে ভাব্‌তে চিন্তাকুল অন্তরে তিনি মন্নুলালের বাড়ীর দিকে চোল্লেন। চিন্তার উপর চিন্তা, তার উপর আরো অধিক চিন্তা;—নিদারুণ চিন্তা। "টাকাগুলি কেমন কোরে সংগ্রহ হয়! না দিলেও নিস্তার নাই। নরাধম পাপিষ্ঠ পিশাচ চির-শত্রু হয়ে থাক্‌বে,—মনে কোল্লেই এক নিমেষে আমার সমস্ত শুভ আশায় জলাঞ্জলি দিতে পাব্‌বে;—বেলকুমারী লাভের আশা ত যাবেই, তা ছাড়া অপরাপর ভরসাও অবসান হবে। কিষণলাল বিশ্বাস কোর্‌বেন না; অদৃষ্টের সকল কথাই তাঁকে আমি বোলেছি, কেবল কারাবাসের কথাটা বলি নি; এখন যদি সেটা প্রকাশ হয়, তা হোলে তাঁর কাছে আর এক দণ্ডও মুখ পাবো না। কথায় কথায় এক দিন তিনি বোলে-ছেন, জেলখালাসী লোকের উপর তাঁর বড় ঘৃণা;—এমন কি, তার ছায়া মাড়াতেও পাপ মনে করেন। আমি সেই দোষে দোষী, অথচ গোপন কোরেছি, এটা জান্‌তে পাল্লে লাঞ্ছনা কোরে, ঘৃণা কোরে তখনি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন। আর বেলকুমারী?—রূপেশ্বরী বেলকুমারীকে

মনে মনে আমি বড় ভালবেসেছি, কেন যে ভালবেসেছি, তা জানি না, কিন্তু বেসেছি। বেলকুমারীও আমাকে বোধ হয় ভালবাসেন। এ দোষের কথা শুন্‌লে আপনাকে ধিক্কার দিয়ে তিনিও আমারে ঘৃণা কোর্‌বেন; সে বিড়ম্বনা আমি যে সহজে সহ্য কোত্তে পার্‌বো, এমন বোধ হয় না। একবার নীলকুমারীর প্রতি আমার অনুরাগ জন্মেছিল, কিন্তু সে এক কথা, আর এ এক কথা! দেহলাবণ্যে নীলকুমারী সুন্দরী, অন্তর্লাবণ্যে কিছুই নয়। কথার মধুরতায় আর অসার সৌন্দর্য্যে মন চঞ্চল হয়েছিল মাত্র। অনেক দিন সে চাঞ্চল্য দূর কোরেছি। নীলকুমারী কোথায়, এখন আর তা জান্‌তেও ইচ্ছা হয় না। বেলকুমারী রূপে গুণে পবিত্র। বিনা যত্নে সেই পবিত্র রত্নটী লাভের উপায় হয়েছে, হৃদয়ে পবিত্র প্রণয়সঞ্চারেরও অঙ্কুর হয়েছে; যদি বিচ্ছেদ ঘটে, পৃথিবীর আধিপত্য লাভ হোলেও তার পূরণ হবে না। বেলের মনস্তুষ্টি, মনের শান্তির জন্য আমি জগতের সমস্ত সুখ পরিত্যাগ কোত্তে প্রস্তুত, তাঁর কাছে অপরাধী হয়ে জীবনধারণ আমার বিড়ম্বনা। এখন উপায় কি? টাকা তারে দিতেই হয়েছে। বিশেষ যখন অঙ্গীকার কোরেছি, তখন যদি না দিই, কিম্বা সেখানে না যাই, তা হোলে ধর্ম্মের কাছে অপরাধী ত হবই;—তা ছাড়া সেই নরাধমের দৌরাত্ম্যে,—তার ভয়ঙ্কর উপদ্রবে লোকালয়েও মুখ দেখাতে পার্‌বো না। টাকা তারে দিতেই হয়েছে;—কিন্তু পাই কোথা? যা হোক্, ভগবান্ যা করেন, যেমন কোরে হয়, মান রক্ষা কোত্তেই হবে।”

এইরূপ নানাখানা ভাব্‌তে ভাব্‌তে বিজয়লাল রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময় মুন্সী মন্নুলালের বাড়ীতে পৌঁছিলেন। সে রাত্রে আর সেখান থেকে কিষণলালের বাড়ীতে গেলেন না, পাছে সেই পাষণ্ড

দস্যু অধিক রাত্রে পথে আবার কোনো চক্র ফেঁদে বসে, সেই আশঙ্কায় সে রাত্রি তিনি মন্নুলালের বাড়ীতেই থাক্‌লেন।

এক সপ্তাহ অতীত। বাড়ীখানি বন্ধক দিতে হলো না, অন্য উপায়ে দরকার মত টাকাগুলির যোগাড় হলো। কেউ কিছু জান্‌তে পাল্লেন না, মন্নুলালকেও কিছু বোল্লেন না, কেবল ইলাবতী তাঁর বিষণ্ণভাব দেখে মনে মনে কিছু বিপদ্ আশঙ্কা কোরেছিলেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করেন নাই। অন্য অন্য কর্ম্মে আর সাত দিন কেটে গেল, প্রতিশ্রুত পক্ষান্ত আগত। সেই দিন সন্ধ্যাকালে কারেও কিছু না বোলে বিজয় একাকী টাকাগুলি নিয়ে কিষণলালের বাড়ী থেকে বেরুলেন। হামির খাঁ যেমন যেমন ঠিকানা বোলে দিয়েছিল, তাজমহলের নিকট থেকে ঠিক সেই পথ ধোরে তিনি পশ্চিমমুখে যেতে লাগ্‌লেন, মস্‌জিদ পার হয়েই বাঁ দিকে একটা অন্ধকার গলি। এত অন্ধকার যে, দু তিন হাত তফাতে সমুখে মানুষ আস্‌ছে, দেখা যায় না। বিজয় শঙ্কিতচিত্তে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছেন। পথ উঁচু নীচু, আঁকা বাঁকা, সাপ খেলানো। ঠাঁই ঠাঁই এক একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত, দারুণ গ্রীষ্মকালেও ঠাঁই ঠাঁই আজানু-কর্দ্দম। এক এক জায়গায় রাশীকৃত পচা গোবর কাঁড়ি করা, দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। কোথাও পচা খড়, জঞ্জাল, আবর্জ্জনা, ভাঙা হাঁড়ী, মরা ইঁদুর, রোগা কুকুর, মরা সাপ, পচা বেরাল ছড়াছড়ি! পথ অতি দুর্গম। বিজয়লাল সেই অন্ধকার গলিতে অনেকদূর গেলেন, পথে একটী জনমানবের সঙ্গেও দেখা হলো না। দু পাশে যে সকল লোকের বাড়ী, তারা আছে কি নাই, তার কোনো লক্ষণও জান্‌তে পাল্লেন না ;—অন্তঃকরণে ক্রমশই আতঙ্কের বৃদ্ধি। পথের যে প্রকার দুর্দ্দশা, তাতে শীঘ্র শীঘ্র চল্‌বারও উপায় নাই। অতি কষ্টে,—নাকে মুখে কাপড় দিয়ে আরো খানিকদূর

অগ্রসর হোলেন। সেইখান থেকে লোকের চেঁচামেচি শুন্‌তে পেলেন। যেতে যেতে দেখ্‌লেন, কতকগুলো জীর্ণ বাড়ী, তার জানালা দরজা খোলা, অনেকগুলোই ভাঙা,—সেই সকল ঘরে কত রকমের স্ত্রীপুরুষ,—ছোট ছোট ছেলে মেয়ে হুড়োহুড়ি কোচ্চে। ঘরে মিট্ মিট্ কোরে এক একটা প্রদীপ জ্বোল্‌ছে,—সেই আলোতে অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে, মানুষগুলো রোগা, পেট ফোলা, চুল উস্কো খুস্কো, এক মুখ রুক্ষ দাড়ী, ময়লা কাপড়, মুখ কদাকার। সমস্ত দিন গাঁজা খেয়েছে, পেটে অন্ন যায় নি, এখন ঝগ্‌ড়া কোত্তে এসেছে। একটু গোণে চুরি কোত্তে বেরোবে। স্ত্রীলোকেরাও জীর্ণকায়, ছিন্নবস্ত্রা,—বিষণ্ণমুখী।—কেউ কেউ বক্তমুখী।—চীৎকার কোচ্ছে, গালাগালি পাড়্‌ছে, সমান উত্তর কোচ্ছে, দিব্যি গাল্‌ছে, আঙুল মট্‌কোচ্ছে, ডুকরে ডুক্‌রে কাঁদ্‌ছে।—কোথাও ঝটাপট্ মারামারিও চোলেছে, রক্তগঙ্গা হয়ে যাচ্ছে! ছেলেগুলি উলঙ্গ। রোগা, ট্যাপা, রুক্ষচুল, ধূলোবালীমাখা, পেটের জ্বালায় ধূলোয় পোড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। এরা বড় হয়ে ভাবিকালে দস্যুতস্করের দলপুষ্টি কোরবে। —ঘরের ভিতর কালো কাপড়, ছেঁড়া কম্বল, খেলো হুঁকো, ভাঙা গুড়্‌গুড়ি, মাটীর বদ্‌না, কালো হাঁড়ী, ভেড়ার মাথা, মুরগীর ঠ্যাঙ্, আর পাখীর পালক ছড়াছড়ি,—গড়াগড়ি যাচ্ছে! এই সকল দেখে বিজয়লাল মনে কোল্লেন, "আকবর শাহের প্রধান রাজধানীতে এমন নরককুণ্ডও বিদ্যমান আছে। ওঃ! কি বীভৎস দৃশ্য! এখানে দেখ্‌ছি মূর্ত্তিমান্ পাপ আর দুরাচার কোলাকুলি কোরে বিরাজমান! এটা কেবল কলহ, দাঙ্গা, উপবাস, আর পাপাচারেরিই পল্লী!"—মনে ভয় হলো,—কষ্টও হলো। সে দিকে আর না চেয়ে অন্যমনে লক্ষ্যস্থলে চোল্লেন। সম্মুখে আলি-আগড়া।

আলি-আগ্ড়া একটা বাড়ী নয় ;—একখানা ঘরমাত্র ;—মস্ত একখানা ঘর। বিজয়লাল গায়ে মুখে কাপড় ঢেকে ধীরে ধীরে সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। এক নরক অতিক্রম কোরে আর এক নরকে উপস্থিত! দেখ্লেন, ঘরটা ধোঁয়ে ধোঁয়াকার! নানা রকমের লোক ঠাঁই ঠাঁই দল বেঁধে কিল্‌বিল্ কোচ্চে। এক দল গাঁজা টিপ্‌ছে, এক দল গাঁজা টান্‌ছে,—কোথাও এক একখানা ভাঙা চৌকীর উপর সবাপের মজ্‌লিস্ বোসেছে, এক দিকে কতকগুলো লোক হল্লা কোরে জুয়া খেল্‌ছে,—এক জায়গায় ২০।২৫ জন লোক কেবল মিছামিছি কচ্‌কচি বকাবকি কোরে গালাগালি,—ঠেলাঠেলি কোচ্চে ;—এক দিকে খন্‌খনে ঝন্‌ঝনে হাসির তুফান উঠেছে,—একধারে এক চাঁপদাড়ী কাণ উঁচু কোরে ঘাড় বেঁকিয়ে বোসে প্রকাণ্ড একটা তম্বুরার কাণ মোল্‌ছে। সকলেই আপনার আপনার কথায়,—আপনার আপনার আমোদে উন্মত্ত! সকল লোকেরই মলিন বসন, বিকট চেহারা! ঘরটা বিজাতীয় পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ। বিজয়লাল নিঃশব্দে একটী কোণে নিভৃত অন্ধকারে গিয়ে বোস্‌লেন। ভাব্‌লেন, " কি পাপ! অদৃষ্টে এত ভোগও ছিল!"—চারি দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌লেন, হাসির খাঁকে দেখ্‌তে পেলেন না ;—যারা সেখানে আছে, তাদের তিনি জন্মেও কখনো দেখেন নি। মন একটু সুস্থির হলো,—বোসে বোসে এই নরককুণ্ডের নারকী কীটদের রঙ্গভঙ্গ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

একটু পরে কতকটা গোল থাম্‌লো। ঘরটা যেন থম্‌থমে। সেই স্তম্ভিত অবসরে বিজয়লাল একটী স্বর শুন্‌তে পেলেন। বোধ হলো, সে স্বর আর কোথাও শুনেছেন। একজন লোক ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা কোচ্ছিল। বিজয়লাল সেই দিকে দৃষ্টিক্ষেপ কোল্লেন।

গৃহস্থিত সকল লোকেরিই চক্ষু সেই দিকে, সকলেই একমনে তার কথা শুন্‌ছে। বিজয় দেখ্‌লেন, স্বরও চেনা,—লোকটাও চেনা। আগে তারে যে অবস্থায় দেখেছিলেন, এখন আর সে অবস্থা নাই! বর্ণ কালো হয়ে গেছে, গায়ে খড়ি উড়্‌ছে, মাথার সব চুলগুলি পাকা,—বিশেষরূপে নিরীক্ষণ কোল্লে এক একগাছি কাঁচা দেখা যায়;—চোমরা গোঁফ আছে, কলপের অভাবে সেগুলিও ধবলবর্ণ। বিজয়লাল যখন তারে দেখ্‌লেন, তখন সে একপাত্র সরাপে চুমুক দিচ্ছে। একজন মেথরের হুকুমে সেই পানপাত্রটী তার হস্তখানি পবিত্র কোরেছে। লম্বা এক ছড়া কালো কালো তুলসীর মালা বাঁ হাতে ঝুল্‌ছে। সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেলেই পাঠক মহাশয় এই লোককে চিন্‌তে পার্‌বেন। দিল্লীতে তালজঙ্ঘ নামে যে একজন অতুল্য দাতা ছিল, সেই মহা-দানশীল মহাসিংহই এখন অধঃপতনে এই বেরালরূপী ভিক্ষুক! হাজার টাকার ন্যূনে যার দান ছিল না, সেই মহাবদান্য ধনপতিই এখন পরের দাতব্যে জীবনধারণ কোচ্ছে! এই গেঞ্জিফার আখ্‌ড়ায় যে সকল লোক গতিবিধি করে, তারাই কখনো কখনো একে দুটা একটী পয়সা, দু এক পেয়ালা মদ, আর দুই এক ছিলিম গাঁজা দেয়, তাতেই সে সকলের কাছে অনুগত। যে মেথর অনুগ্রহ কোরে আজ তারে একপাত্র সুরা দিয়েছে, সে ভ্রূকুটীভঙ্গী কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লে, " কেমন ধরমরাজ! পৃথিবী কেমন চোল্‌ছে ?"

পাঠক মহাশয় স্মরণ রাখবেন, তালজঙ্ঘের প্রকৃত নাম ধরমদাস, জেতে ব্রাহ্মণ;—লোকে তারে আদর কোরে ধরমরাজ বোলে ডাকে। তার পিতামহ পূর্ব্বে জাঁহাগীর শাহের সেনাদলে হাওলদার ছিল, তদবধি এরা পুরুষানুক্রমে হাওলদার উপাধিতে প্রসিদ্ধ। ধরমরাজ কাঁচুমাচু মুখ কোরে বোল্লে, „ পৃথিবী বড় নিষ্ঠুর!—আমার পক্ষে দারুণ নিষ্ঠুর! তিন বৎসর

আমি পথের ভিখারী হয়েছি! সকাল বেলা উঠি, রাত্রে আবার কোথায় নিদ্রা যাবো, তাই ভেবেই অস্থির! পরমশত্রুও যেন এমন বিপদে না পড়ে!"

মেথর আবার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তিন বৎসর আগে তুমি কি কোত্তে? কোথায় থাক্‌তে? কাজকর্ম্ম তোমার কি ছিল?"

"সে অনেক কথার কথা! আগে আমি রংবেজগিরী কাজ কোত্তেম;—নমুনায় যেমনটী দেখ্‌তেম, ঠিক তেমনিটী চিত্র কোরে ঠিক তেমনি রকম রং ফলানো আমার অভ্যাস হয়েছিল। তাতে যা কিঞ্চিৎ আয় হতো, একটী স্ত্রী আর দুটী কন্যা নিয়ে বেশ সচ্ছন্দে থাক্‌তে পাত্তেম; কোনো দেনার ছিল না, কারো কাছে খাতকও ছিলেম না। হঠাৎ সর্প-দংশনে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়, সেই অবধি আমি প্রায় এক বৎসর কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে সন্ন্যাসীর মত হয়েছিলেম;—নানা স্থান, নানা তীর্থ ভ্রমণ কোরে বেড়িয়েছি;—মেয়ে দুটী শ্বশুরবাড়ীতেই আছে। যখন আমি কুরুক্ষেত্রে যাই, সেই সময় খিন্তামণ না চিন্তামণনামে একজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়। ওঃ! ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্কর! সেই দিন থেকেই আমার ভাগ্যের অধঃ-পাতের সুরু। চিন্তামণ আমার পেসার পরিচয় পেয়ে আমারে দিল্লীতে এনে একজন বড়লোকের সঙ্গে দেখা করালে, তার নাম ধনসুখতুলাল। তখন আমি জান্‌তেম, তারা দুজনেই বড়লোক! তারা আমাকে আদর অবেক্ষা কোরে বাড়ীতে রাখ্‌লে। হাবা গোবা দেখে আশ্বাস দিয়ে বোল্লে, 'বেশী পরিশ্রম কোত্তে হবে না, এক পা নোড়তে হবে না, বেশ দশ টাকা রোজগার হবে, এমন এক ফন্দী আছে;—তুমি সেই কাজ করো, বেশ সুখে থাক্‌বে, ছ মাসের মধ্যে বড়মানুষ হয়ে যাবে।' কেমন কুমতি হলো, তাদের আশ্বাসেই ভুলে গেলেম, ফন্দীতেই জোড়িয়ে পোড়লেম।

হা পরমেশ্বর! সেই ফন্দীই আমার কাল হলো! কত লোকের সর্ব্বনাশ কোরেছি, কত পরিবারকে অনাথ কোরেছি, কত লোককে জেলে দিয়েছি, আমার পাপের পার নাই! সেই দুজন জুয়াচোর আমার ইহকাল পরকাল নষ্ট কোরেছে! আহা! শেষকালে একটী নিরীহ নির্দ্দোষ ভদ্রসন্তানকে ফাঁদে ফেলেছি।" এই সব কথা বোলে ধরমরাজ দুই হাতে চোকমুখ ঢেকে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।

সকলেই একমনে তার কথাগুলি শুনছে, সকলের অপেক্ষা বিজয়-লালের অধিক মনোযোগ, অধিক আগ্রহ। তার কান্না দেখে সকলেরি দয়া হলো। কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে মেথর তারে অনুরোধ কোল্লে, "আর এক পাত্র খাও!" ধরমরাজ মদ খেলে,—খেয়ে গা ঝাড়া দিয়ে চক্ষুমার্জ্জন কোরে আবার বোল্লে, "আহা! সেই ভদ্রসন্তানটী আমার জন্যে কত কষ্টই পেয়েছে! প্রাণ থাক্‌তে সে কথা আমি ভুল্‌তে পার্‌বো না! যত কাল বাঁচ্‌বো, তত কাল সেই পাপে অনুতাপ কোত্তে হবে! সেই পাপেই আমার এত দুর্দ্দশা ঘোটেছে! আহা! সে যে ভালমানুষ গো! শুন্‌লে তোমরা আমার মতন হায় হায় কোর্‌বে! মায়ের পেটে সন্তান যেমন নির্দ্দোষ থাকে, তেমনি নির্দ্দোষ!"

মেথর জিজ্ঞাসা কোল্লে, "একজনের ফন্দীতে দশজন বিপদে পড়ে, এমন ফন্দী কি? তারা তোমাকে কি রকম কাজে নিযুক্ত কোরেছিল?" একটী নিশ্বাস ফেলে ধরমরাজ বোল্লে, "সে বড় ভয়ানক কথা! মহাজনী হুণ্ডী জাল করা! ঘরে বোসে বোসে আমি সেই কাজ কোত্তেম, জুয়া-চোরেরা তাই নিয়ে লোকের সর্ব্বনাশ কোত্তো! হায় হায়! নিরীহ চয়নসুখ সেই ফাঁদে জোড়িয়ে পোড়েছিল! বোধ করি, তোমাদের মনে হোতে পারবে, তিন বৎসর হলো, সেই মকদ্দমা হয়, বিচারে,—

বিচারেই বলো, আর অবিচারেই বলো, সেই নির্দ্দোষ বেচারার দুই বৎসর মেয়াদ হয়েছিল!"

বিজয়লাল চোম্‌কে উঠ্‌লেন, তাঁর সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হলো, দারুণ বিষাদের উপর অভাবনীয় আনন্দে শরীর পুলকিত। প্রবেশকালে যে স্থানকে তিনি নরককুণ্ড মনে কোরে ঘৃণা কোরেছিলেন, সেইটীকে এখন পীঠস্থান জ্ঞান কোরে পদতলের সমল দুর্গন্ধময় ভূমি চুম্বন কোল্লেন। এতদিনের পর যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ হবার উপায় হলো;—আপনাকে নির্দ্দোষ বোলে দশের কাছে প্রতিপন্ন হোতে পার্‌বেন, তার সূত্রপাত হলো। মনে কোল্লেন, দৌড়ে গিয়ে জালিয়াত বন্ধুকে আলিঙ্গন দেন, কিন্তু সহসা সেটী কোল্লেন না। অন্ধকার কোণে অলক্ষিতভাবে চুপটী কোরে বোসে ছিলেন, তালজঙ্ঘ ওরফে ধরমরাজ তাঁকে দেখ্‌তে পায় নি। যারা দেখেছিল, তারা চেনে না, সুতরাং ভ্রূক্ষেপ করে নি। বিজয়লাল সেখান থেকে তখন নোড়্‌লেন না; কথা আরো কতদূর গড়ায়, সেই প্রতীক্ষায় সেই ভাবেই বোসে রইলেন।

ধরমরাজ আর এক পাত্র টান্‌লে। তিন পাত্রের পর একবার দস্তুরমত চাবুক বসালে! রসজ্ঞ পাঠক মহাশয় বোধ হয় জান্‌তে পারেন, সুরাপানের পর গাঁজা খাওয়াকে চাবুক খাওয়া বলে। চাবুকে উত্তেজিত হয়ে ধরমরাজ রেগে রেগে, মুখ বিকট শিকট কোরে, দাঁত খিচিয়ে ডেকে ডেকে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "যা থাকে কপালে! আজ যদি আমি তাদের পাই, লাথীর চোটে হাড়গোড় গুঁড়ো কোরে ফেলি! ভয়ঙ্কর বদ্‌মাস!—নরকের ময়লা! আজ আমি তাদের পেলে আচ্ছা কোরে তুম্‌তড়াকী শিক্ষা দিই! মাসখানেক হলো, পথে তাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। মনে কোল্লেম, ওরাই আমার এই দুর্দ্দশার মূলীভূত, কিছু ভিক্ষা চাইলে বোধ

হয় দিলেও দিতে পারে। এই ভেবে নিকটে গিয়ে দুঃখের কথা জানিয়ে কিছু ভিক্ষা চাইলেম। দুলালটা আমাকে দেখেই রেগে উঠে দূরদূর কোরে তাড়িয়ে দিলে! বোল্লে, ‘ কে তুই ?—আমি তোকে চিনি না,—দূর হ! বিরক্ত কোল্লে এখুনি চৌকীদার ডেকে ধোরিয়ে দেবো।’ চিন্তামণ একটা চোক বুজিয়ে একটা চোকে চস্‌মা দিয়ে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বোল্লে, “ খোস্‌নামীর নিদর্শনপত্র না দেখালে আমরা ভিক্ষা দিই না।’ আমি অমনি ঘৃণায় মাটী হয়ে গেলেম ;—মনের দুঃখে লজ্জা পেয়ে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চোলে এলেম। আজ একবার পেলে হয়! নখে চিরে নাড়ীভুঁড়ী বার্‌ কোরে ফেলি!”

এই সব কথা বোলে ধরমরাজ আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা একে একে বর্ণন কোল্লে। সেগুলি পাঠক মহাশয় আগেই অবগত হয়েছেন, সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তার কথা শুনে বিজয়লালের ক্রমশই উৎসাহ,—ক্রমশই আনন্দবৃদ্ধি।—মনে কোচ্ছেন, “ রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত এখানে থাক্‌বার কথা ছিল, দেড় প্রহর হয়ে গেল, এখনো হামির খাঁ এলো না ;—হলো ভাল ;—বোধ হয়, আজ আর আস্‌বে না। এই লোকটার পেটে যত কথা আছে, বোলে যাক্‌,—এখন আমি প্রকাশ হবো না। ভগবান্‌ মুখ তুলে চাইলেন ;—দেখ্‌ছি, এ হোতেই আমার ইষ্টসিদ্ধি হবে ;—আমি নির্দ্দোষ, এরিই কথার প্রমাণে সকলকে আমি সেটী জানাতে পার্‌বো।” তিনি এইরূপ চিন্তা কোচ্ছেন, এমন সময় কট্‌ কট্‌ শব্দে দরজা ঠেলে বড় বড় লাঠীহাতে, জামাজোড়া পরা দুজন লোক চুরোট খেতে খেতে তাড়াতাড়ি আখ্‌ড়া-ঘরে প্রবেশ কোল্লে।—এসেই উচ্চরবে হাস্‌তে হাস্‌তে দুখানা খালি চৌকীর উপর বোসে পোড়্‌লো।—ঘাম্‌তে লাগ্‌লো।

একজন বোল্লে, “আর কোনো ভয় নাই,—আমরা বেঁচে গেছি! থানার লোক অনেক দূর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছিল,—আমরা যে, এদিকে এসেছি, তা তারা জান্‌তেও পারে নি, দেখ্‌তেও পায় নি। এখানে তারা আস্‌বেও না!”

দ্বিতীয় লোক থতমত খেয়ে বোল্লে, “এ তুমি কোথায় নিয়ে এলে? —এখানে কখনো আমি পথ ভুলেও আসি নি;—আগরা সহরের ভিতর এমন গুপ্তস্থান আছে, তা আমি জান্‌তেমও না। এটা কিসের আড্ডা?”

প্রথম বক্তা তার কাণে কাণে চুপি চুপি কি বোল্লে।—বোলেই খিল্‌খিল্ কোরে হেসে উঠ্‌লো,—উভয়েই বুক নাচিয়ে নাচিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লো। এই অবসরে ধরমবাজ আপনার আসন থেকে উঠে টিপি-টিপি ঐ দুজন নূতন লোকের নিকটে উপস্থিত!—নিকটে গিয়েই তাদের দিকে ঝুঁকে কুঁজো হয়ে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বোল্লে, “কি গো বড়-মানুষের ছেলে! তোমরা কেমন আছ? তোমরা কৃপা কোরে এই দুঃখী লোকেদের আখ্‌ড়াটী পবিত্র কোল্লে! আমরা কৃতার্থ হোলেম! তুমি কেমন আছ চিন্তামণ?—গিয়েছিলে কোথা?—বুড়োটীকে দেখ্‌তে বুঝি?—তিন দল বাইনাচ!—না?—অ্যাঁ?—তারা বুঝি তোমাদের আঙুল দ্যাখালে?—অ্যাঁ?”

খয়রাতদার মেথর এই কথায় হো হো কোরে হেসে উঠ্‌লো;—আস্‌পাশের মৌতাতীরাও হল্লা কোরে হাততালি দিয়ে সেই হাসির সঙ্গে যোগ দিলে।

আগন্তুকেরা এই আকস্মিক ব্যাপারে থতমত খেয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল কোরে চেয়ে রইলো। প্রথম বক্তা কৌশলে একটু সাম্‌লে নিয়ে ধরম-রাজের দিকে আরক্ত চক্ষে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, “কে তুই? পাজি!—

তুই কি আমাদের চিনিস ?” ধরমবাজকে ঘৃণার স্বরে এই কথা বোলে গম্ভীরভাবে আপন সহচরকে সম্বোধন কোবে বোল্লে,“তাই তো ! লোকটা বলে কি ?—অ্যাঁ ?—তুমি কি কিছু বুঝ্‌তে পাল্লে দু—ল ?—আঁ্যা ?”

দ্বিতীয় লোক গম্ভীবভাবে বিড়বিড় কোরে বোল্লে, “ মাইরি না !—কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। মাইরি !—লোকটা নিশ্চয়ই ভুলেছে।” ঠিক মনে নিচ্ছে, এ আমাদের চিন্‌তে পারে নি। আব কেউ মনে কোরে ও কথা বোলে থাক্‌বে।”

পাঠক মহাশয় বোধ হয় বুঝ্‌তে পাল্লেন, আপনার বহুপরিচিত চিন্তামণ আর ধনসুখদুলাল, উভয়েই এই আখ্‌ড়া প্রাসাদে উপস্থিত।

দুলালের উদাস উত্তর শুনে ধরমরাজ ঠাট্টাব স্বরে বোল্লে, “ হাঁ—হাঁ,—ভুলেছিই বটে !—এতখানি ভুলেছি সে, এই মাত্র আমি এঁদের সকলের কাছে তোমাদের নাম কোচ্ছিলেম !—বুদ্ধির কথা,—ফন্দীর কথা,—আর সব রকম গুণের কথা বোল্‌ছিলেম ! তোমরা বোল্‌ছো, আমি তোমাদের চিন্‌তে পারি নি,—তোমরাও আমাকে চিন্‌তে পাচ্চো না ; কিন্তু অতি আশ্চর্য্য ঘটনায় তোমরা এখানে উপস্থিত হয়েছ !”—তাদের এই কথা বোলে অন্যান্য লোকেদের সম্বোধন কোরে বোল্লে, “এই, এরাই তারা !—এদেরিই কথা তোমাদের আমি বোল্‌ছিলেম। এই, এরাই আমার সর্ব্বনাশ কোবেছে ! এখন কেমন ছলনা কোরে বোল্‌ছে, আমাকে যেন এরা চেনেও না !”

প্রতারক বহুরূপীরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মাথা হেঁট কোরে নিস্তব্ধ। —এত লোকের সাম্‌নে হঠাৎ এ রকমে অসম্ভ্রম হোতে হবে, ঘরে প্রবেশ কর্‌বার আগে এটা তারা ভ্রমেও ভাবে নি, সুতরাং বিপাকে পোড়ে নতমুখে নিস্তব্ধ।

উত্তেজিত হয়ে উত্তেজিতস্বরে ধরমরাজ বোল্লে, "শোন্ প্রবঞ্চক!—কে আমি, শোন্!—যাকে দিয়ে হুণ্ডী জাল করিয়ে তোরা ফাঁকে ফাঁকে দেশের লোকের সর্ব্বনাশ কোত্তিস্, সেই আমি!—যার জাল করা হুণ্ডী দিয়ে তোরা চয়নসুখ বেচারাকে দু বছরের জন্য জেলে দিয়েছিলি,—সেই আমি!—দিল্লীতে যাকে তোরা তালজঙ্ঘ নামে জান্তিস্, সেই আমি!—আর তুই চিন্তামণ!—তুই ঠিক জানিস্, আমাদের পাপেই বিনাদোষে চয়নসুখের মেয়াদ হয়েছিল!"

চিন্তামণ আর দুলাল, উভয়েরি মুখ শুকিয়ে গেল। সচরাচর দোষী লোকের মুখের উপর গুপ্তদোষের কাহিনী গাইলে তাদের মুখে যেমন বিবর্ণভাব ক্রীড়া করে, ঐ দুই প্রবঞ্চক দাগাবাজের মুখেও তেম্নি ভাবের আবির্ভাব হলো। অনেকক্ষণ নীরব থেকে একটু সাম্লে চিন্তামণ গম্ভীর স্বরে বোল্লে, "পাগল না কি!—কি বলো তুমি?—কারে তুমি চিন্তামণ বোলে ডাক্‌ছো?—আমার নাম চিন্তামণ নয়।—তোমার ভুল হয়েছে,—নিশ্চয়ই তুমি আমাদের চিন্‌তে পারো নি।"

"মিথ্যাবাদি! আবার প্রতারণা! আমি তোদের এতদূর চিনি যে, দশলক্ষ লোকের ভিতর থেকে চিনে বার্ কোত্তে পারি!"

"আমিও পারি!"—ধীরে ধীরে এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে বিজয়লাল সেই অন্ধকার কোণ থেকে উঠে মৃদুগতিতে তাদের সম্মুখে অগ্রসর হোলেন। তাঁকে দেখেই ঐ তিনজন লোক চোম্‌কে উঠ্‌লো। অন্যান্য লোকেরাও অবাক্ হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাক্‌লো। বিজয়লাল পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "বহুদিনের পর আমরা একসঙ্গে মিলিত হয়েছি! আজ বড় সুখের দিন! সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর আমার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ কর্‌বার জন্যই আজ এদের এখানে উপস্থিত কোরেছেন!"

ঘরের সকল লোক সভয়ে শিউরে উঠে একদৃষ্টে বিজয়লালের পানে চেয়ে রইল। এই কৃমিময় নবককুণ্ডে ভুলেও কেউ পরমেশ্বরের নাম মুখে আনে না,—যে লোক এখানে সাহস কোরে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ কোল্লে, সে সামান্য লোক নয়! এই ভেবে সকলেই এই কৌতুকাবহ নাটকের পরিণাম-দর্শনপ্রতীক্ষায় নির্ব্বাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লো। সকলের হৃদয়েই সমান কৌতূহল সমুজ্জ্বল।

বিজয়লাল সকলের দিকে চেয়েই বোল্লেন, " দেখ, ভাইসকল! আমি এখানে এসেছি, তোমাদের ধরমরাজ তা জানে না, দেখেও নাই, আমার কাছে কিছু পুরস্কার পাবারও প্রত্যাশা করে নাই, অথচ আপনার মুখে দোষ স্বীকার কোরে আমার নির্দ্দোষিতা প্রকাশ কোরেছে ;—আমি ওর প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি।—এই দুজন দাগাবাজ লোক,—চিন্তামণ আর ধনসুখদুলাল,—ওকে কুপথে লইয়ে পরের মাথায় বজ্রাঘাত কোত্তো! আমি ওদের একদিনের বধ্য মেষ!—আমারি নাম চয়নসুখ।—কোনো বিশেষ কারণে আমি তখন ঐ নামে পরিচিত ছিলেম, আমার প্রকৃত নাম বিজয়লাল।"

ধনসুখের থরহরি কম্প। তিনি চিন্তামণকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, " এ কি ভাই?—এ—এ—এ সব কি?—কিছুই ত বোঝা যাচ্ছে না!—তুমি আমাকে কোথায় এনেছ?—এটা পাগলা-গারদ!—চলো আমরা এখান থেকে যাই,—শীঘ্র চলো!"

বিজয়লাল উত্তেজিতস্বরে বোল্লেন, " হাঁ,—যাও,—শীঘ্রই এখান থেকে চোলে যাও।—এখুনি চোলে যাও।—বিলম্ব হোলে বোধ হয় আমি ক্রোধসম্বরণ কোত্তে পার্‌বো না। শীঘ্র চোলে যাও! কিন্তু এ কথা মনে কোরে যেও না যে, আমা হোতে তোমাদের কিছু অনিষ্ট হবে।

তা যদি হতো, তা হোলে চৌকীদার ডেকে এখুনি আমি তোমাদের ধোরিয়ে দিতে পাত্তেম। তা আমি কোর্‌বো না,—সে মন আমার নয়। অনেক দিন আমি তোমাদের ক্ষমা কোরেছি, এখনো ক্ষমা কোল্লেম। যিনি ইহ জগতে চারি যুগের সাক্ষী, যিনি সর্ব্বদর্শী সর্ব্বশক্তিমান্, যিনি সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মের অপক্ষপাতী ফলদাতা, তিনিই তোমাদের উপযুক্ত পাপের প্রতিফল দিবেন। এখন তোমরা সচ্ছন্দে এখান থেকে চোলে যাও!"

ধরমরাজের পানপাত্রদাতা মেথর এই কথা শুনে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে গম্ভীরস্বরে বোল্লে,—"না—না,—যাবে কোথা ?—শুধু শুধু যাওয়া হবে না!—যখন এখানে আসা হয়েছে, তখন কিছু জলযোগ কোরে যেতে হবে! আমার বেশ নেসা হয়েছে, বড় ফূর্ত্তি লেগেছে, এ সময় অতিথসেবা না কোরে কখনই ছেড়ে দেবো না!" এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে ঘূর্ণিতচক্ষে ঘুসী পাকিয়ে ভিড় ঠেলে ক্রমশই অগ্রসর হোতে লাগ্‌লো। গতিক দেখে বিজয়লাল উৎকণ্ঠিতস্বরে বোল্লেন, "হাঁ হাঁ, করো কি!—করো কি!—ক্ষান্ত হও!—মেরো না!—মেরো না! —জব্‌রাণ কোরো না! ঠাণ্ডা হও!—বিনয় কোরে বোল্‌ছি, জবর্‌দস্তি কোরো না!"—বোল্লেন বটে, কিন্তু কোনো ফল হলো না;—থামাতে পাল্লেন না। হাত ধোরে ফিরোবার পূর্ব্বেই ক্রোধোন্মত্ত মদমত্ত মেথর গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে ধনসুখের গায়ের উপর বাঘের মতন লাফিয়ে পোড়্‌লো! বিরেনবাবু্ই সিক্কার ওজনে দুই গালে দুই ঘুসী মেরে চৌচাপটে জোড়িয়ে ধোরে চীৎকার কোরে বোল্লে, "আমি এটাকে খেয়েছি;—ওটাকে কে ধোর্‌বি ধর্‌! শীগ্‌গির আয়,—শীগ্‌গির ধর্‌!"

একজন দোসাদ্ কট্‌মট্ কোরে চেয়ে ছিল, সে একপাত্র দোকানী

(মৌও) সরাপে চুমুক দিয়ে দাঁতখামাটী কোরে বোল্লে, "রও রও ! ওটা আমার ভার !"—এই কথা বোলে দৌড়ে গিয়ে চিন্তামণকে জাপ্‌টে ধোল্লে।—ঘুসী,—ঘুসীর উপর ঘুসী !—নাকে, মুখে, কাণে, বুকে, পিঠে, যেখানে পায়, সেইখানেই ঘুসী,—দমাদম কীল ! চিন্তামণ বিস্তর হুড়ো-হুড়ি,—ঝটাপটি কোল্লেন,—কিছুতেই হাত ছাড়াতে পাল্লেন না। ওদিকে ধনসুখ ঝেঁকে উঠ্‌লেন।—আক্রমণকারী তাঁর গলা টিপে পায়ের নীচে ফেলে বুকে হাঁটু দিয়ে চেপে বোস্‌লো। কীলের বিশ্রাম নাই !—দোসাদও দেয়ালের গায় চিন্তামণের মাথা ঠুকে,—মুখ রোগ্‌ড়ে রক্তগঙ্গা কোরে ফেল্লে ! শেষে আছাড় মেরে মাটীতে ফেলে গুম্ গুম্ শব্দে লাথী মার্‌তে লাগ্‌লো। আখ্‌ড়াধারীরা হাততালি দিয়ে হো হোঃ শব্দে রল্লা কোরে হেসে আখ্‌ড়াঘর মাতিয়ে তুল্লে ! বিজয়লাল ক্ষুব্ধচিত্তে বোল্লেন, "ক্ষান্ত হও ! ক্ষান্ত হও ! মেরে ফেলো না !—খুন কোরো না ! ছেড়ে দাও !—আমার কথা রাখো,—ছেড়ে দাও !—তোমাদের ভাল হবে !" নেসাখোর অসুরেরা তখন তাঁর কথায় কর্ণপাতও কোল্লে না। ধমাধম লাথী জুড়ে দিলে !—লাথীর উপর লাথী !—উলুটী পালুটী লাথী !—লাথী মার্‌তে মার্‌তে দুটো শরীর কুম্‌ড়োর মতন গোড়িয়ে গোড়িয়ে আখ্‌ড়াঘরের বাইরে ফেলে দরজা বন্ধ কোরে দিলে ! তারা বেদম হয়ে রাস্তার কাদার উপর পোড়ে রইলো !

এই আসুরিক ব্যাপার বর্ণন কোত্তে যতক্ষণ লাগ্‌লো, বাস্তবিক কাজ নির্ব্বাহ হোতে তার দশাংশের একাংশ সময়ও লাগে নি। এই প্রকারে মল্লযুদ্ধের উপসংহার হবার পর বিজয়লাল ঐ দুই রণজয়ী বীরপুরুষকে ৫টী কোরে ১০টী টাকা বক্‌সিস দিয়ে তাদের বিক্রমের বিস্তর তারিফ কোল্লেন। একটু পরে ধরমরাজকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "তুমি

জেনেছ, আমি নির্দ্দোষ, এখন সেই কথাগুলি লিখে একখানি পত্রে দস্তখৎ কোরে দিতে পারো ?”

“না বাপু! তা আমি পারি না! তবে যদি সে পত্র দেখিয়ে আপনি আমার কোনো মন্দ না করেন, তা হোলে পারি।”

ঈষৎ হেসে বিজয়লাল বোল্লেন, “আ নির্ব্বোধ! তা যদি হতো, তা হোলে কি আমি এখুনি তোমাকে ধোরিয়ে দিতে পাত্তেম না ?—তুমি এত লোকের কাছে সমস্ত দোষের কথা কবুল কোরেছ, এখুনি কি আমি তোমায় থানায় চালান দিতে পারি না ?”

অপ্রস্তুত হয়ে ধরমরাজ বোল্লে, “না—না,—ও কথা বলায় আমার অপরাধ হয়েছে ;—আমি বুঝ্‌তে পারি নি; —আপনি অতি মহৎ লোক! —এখুনি আমি লিখে দিচ্ছি।—কি লিখ্‌তে হবে বলুন!”

“আমি আর বেশী কি বোল্‌বো ?—যা যা তুমি জানো, তাই ঠিক ঠিক লিখে সই কোরে দাও।”

আখ্‌ড়াঘরে দোয়াতকলম কাগজ ছিল, ধরমরাজ তাই নিয়ে চিন্তামণের সঙ্গে মিলন অবধি বিজয়ের কারাবাস পর্য্যন্ত সমস্ত কথা লিখে সত্যপাঠে আপনার নাম স্বাক্ষর কোরে বিজয়লালের হাতে দিলে। বিজয়লাল সানন্দচিত্তে সেইখানি গ্রহণ কোরে তার হাতে ৫০টী টাকা দিলেন। বোল্লেন, “তুমি আমার উপকার কোল্লে, সেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন, আর আমি তোমাকে ক্ষমা কোল্লেম, তারি নিদর্শন এই টাকা কটী গ্রহণ করো। আমার অবস্থা এখন তত ভাল নয়, সেইজন্য মনের মত পুরস্কার দিতে পাল্লেম না। এতেই এখন তুষ্ট হও।—আর দেখ, এখন অবধি সাবধান হয়ে সৎপথে চোলো, আর কোনো দুষ্টলোকের কুমন্ত্রণায় দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়ো না। সে পথে অনেক বিপদ, অনেক যন্ত্রণা।—যদি কিছু

আবশ্যক হয়, আমাকে বন্ধু বোলে বিশ্বাস কোরে অসঙ্কোচে জানিও, আমি যথাসাধ্য সাহায্য কোর্‌বো।”

ধরমরাজ হর্ষবিস্ময়ে জড়ীভূত হয়ে সাশ্রুনয়নে তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো,—আহ্লাদের আতিশয্যে মুখে তখন বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো না। বিজয়লাল আথ্‌ড়া থেকে বেরুলেন। যাবার সময় আথ্‌ড়াঘরের সকলেই হাত তুলে তাঁকে নমস্কার কোল্লে।

সেই অন্ধকার গলিপথে বিজয়লাল একাকী।—রাত্রি দুই প্রহর।—বিজয় একাকী। পথে জনমানবের সঞ্চার নাই। রাত্রি অন্ধকার;—ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার।—মাঝে মাঝে এক একটা গম্ভীরে পেঁচা ঝটাপট্‌ শব্দে উড়ে ভয়ানক চীৎকারে সেই ভয়ানক অন্ধকারকে আরো ভয়ানক কোরে তুল্‌ছে। আস পাশের ভাঙা বাড়ী থেকে এক একটা ভুন্দুল ভুঁদো শেয়াল সেই পথ দিয়ে ছুটোছুটী কোচ্ছে। বিজয়লাল আতঙ্কে আতঙ্কে খানিকদূর গেলেন। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, গলিটা আঁকাবাকা, সাপ-খেলানো। অন্ধকারে ঠাওরাতে না পেরে তিনি উত্তরদিকের আর একটা গলির ভিতর গিয়ে পোড়্‌লেন। সেটা আরো সঙ্কীর্ণ,—আরো ম্লেচ্ছ, আরো খালা উঁচু।—অজানা লোকের পক্ষে সে পথ রাত্রিকালে নিতান্ত দুর্গম। টক্কর খেতে হয়,—খানায় পোড়্‌তে হয়,—দঁকে পা বোসে যায়, বিষম বিভ্রাট!—রসীখানেক গিয়েই বিজয়লাল হাঁফিয়ে পোড়্‌লেন;—অতিশয় ক্লান্তিবোধ হলো;—দম রাখ্‌বার জন্য একটা বাড়ীর দেয়ালে ঠেস্‌ দিয়ে দাঁড়ালেন। কিয়ৎক্ষণ ঐভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় দেখ্‌লেন, মুস্কিল-আসানের আলোর মতন একটা বাতী হাতে কোরে একজন লোক সেই দিকে আস্‌ছে।—বগলে একগাছা মানুষভোর লাঠী, চলন দ্রুত।—মুহূর্ত্তের মধ্যে সম্মুখে হামির খাঁ।

মুখের কাছে আলো ধোরে হামির খাঁ তাঁরে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তুমি ?—আখ্‌ড়া থেকে ফিরে আস্‌ছো ?—বোধ হয় আমার জন্য বোসে বোসে তোমার অনেক কষ্ট হয়েছে। অ্যাঁ ?"

উদাসভাবে বিজয়লাল উত্তর কোল্লেন, "আমি মনে কোরেছিলেম, আজ আর তুমি এলে না।"

"না আসার চেয়ে দেরি হওয়াও ভাল। দেখা হয়ে বেশ হলো ;—কাল আর তোমায় কষ্ট কোরে আস্‌তে হলো না ;—বেঁচে গেলে !—জান্‌লে কি না ?—এখন কি কোর্‌বে বলো !—আলি-আখ্‌ড়া সমস্ত রাত খোলা থাকে, সেইখানে ফিরে যাবে, না এই রাস্তাতেই টাকা দেবে ?—বোধ করি তুমি রসীদ চাও না !—অ্যাঁ ?"

মনে মনে হেসে বিজয়লাল ত্বরিতস্বরে বোল্লেন, "না,—রসীদ তোমায় দিতেও হোচ্ছে না। কিছুই আবশ্যক কোচ্ছে না।"

"বেশ কথা ! আমিও তাই বলি !—চোরে চোরে সড়্‌গড় বিশ্বাস ! অ্যাঁ ?—মাপ্ কোরো ভাই !—গা সোঁকাসুঁকি হোলে ও কথাটা বোল্‌তে হয় ! জান্‌লে কি না ?— যাক্, সব টাকাই তোমার সঙ্গে আছে ?"

"ছিল বটে,—যখন আমি আখ্‌ড়াঘরে প্রবেশ করি, তখন সব টাকাই আমার কাছে ছিল, হঠাৎ আবশ্যক হওয়াতে তার মধ্যে ৬০টী টাকা খরচ হয়ে গেছে।"

"খরচ ?—অ্যাঁ ?—তুমি জানো, আমি বোলে রেখিছি, এক কড়াও কম নেবো না ;—তা জেনেও তুমি কি সাহসে আমার টাকা থেকে অত খরচ কোল্লে ?"

"তা জান্‌তেম বটে, কিন্তু কোনো এক অভাবনীয় সূত্রে আমার

নির্দ্দোষিতার প্রমাণ পেলেম, তাতেই ঐ টাকা দিয়ে এসেছি। পৃথিবীতে আমার যা কিছু আছে, ঐ কথাগুলি জান্‌বার জন্যে সমস্তই ব্যয় কোত্তে আমি কুণ্ঠিত হোতেম না!"

একটু দোমে গিয়ে হামির খাঁ বোল্লে, "আচ্ছা, তবে বাকী টাকাগুলি এখন দাও, কাল তখন ঐ ৬০টাকা দিয়ে যেও।"

"এক পয়সাও না!—যার জন্যে তুমি আমাকে পেড়াপীড়ি কোরে ধোরেছিলে, তার আমি নিগূঢ় তথ্য জান্‌তে পেরেছি;—সমস্ত সত্যই প্রকাশ হয়েছে; এখন আর আমি এক পয়সাও দিব না!—এই কথাটী বল্‌বার জন্যই এতক্ষণ আমি আখ্‌ড়াঘরে তোমার অপেক্ষা কোরেছিলেম।"

ঔদাস্য আর অস্বীকার দেখে হামির খাঁ দম্ভ কোরে বোল্লে, "দেবে না?—আচ্ছা, আচ্ছা! কাল ভোরেই আমি কিষণ পণ্ডিতের বাড়ী গিয়ে সব কথা বোলে দেবো!—সেই ছুঁড়ীটা কে, তাও আমি জেনেছি, তোমার দফা সার্‌বো!"

"সে কষ্টও তোমায় কোত্তে হবে না;—আমি নিজেই সমস্ত সত্য কথা কিষণলালকে বোল্‌বো। অন্ধকারে ছিলেম বোলেই নির্ব্বোধের মত সকলের কাছে সেটা গোপন কোরেছি, এখন আর গোপন কোর্‌বো না। তোমাকে আমার আর ভয় নাই! তুমি যেতে হয় যেও,—বোল্‌তে হয় বোলো;—যা ইচ্ছা, তাই কোরো! আমি তাতে ডরাই না!"

হামির খাঁর মুখ কুঁচ্‌কে গেল।—আসল মতলবে নিরাশ হয়ে নরম কথায় বোল্লে, "দ্যাখো ভাই! আমরা অনেক দিন দুজনে এক জায়গায় একসঙ্গে ছিলেম, তুমি আমার অনেক দিনের সঙ্গী,—আমার একটী উপকার করো,—আমাকে না হয় ১০০ টাকা ধার দাও!"

"এক পয়সাও না!—ধার কেন,—সহজে চাইলে আমি তোমায় কিছু সাহায্য কোত্তে পাত্তেম; কিন্তু যখন তুমি ভয় দেখিয়ে, দমবাজী কোরে আমার সাধ্যাতীত টাকা দাবী কোরেছ, আমায় নষ্ট করবার জন্য জোর কোরেছ, তখন তুমি আর দয়ার পাত্র হোতে পার্বো না।"

"হাঃ হাঃ হাঃ!—সে কথা কিছু মনে কোরো না!—সে আমি তামাসা কোরেছিলেম! মনের কথা তা নয়! সে কথা আমি পণ্ডিতকে বোল্তেম না!"

"তা হোতে পারে, কিন্তু আমার বোধ হয়, পৃথিবীতে তোমার অসাধ্য দুষ্কর্ম্ম কিছুই নাই!"

"তবে তুমি দেবে না?—অ্যাঁ?"

প্রত্যেক কথার উপর জোর দিয়ে দিয়ে বিজয়লাল গম্ভীরস্বরে বোল্লেন, "—না,—না,—না!—সেলাম!"

সংক্ষেপে এই উত্তর দিয়ে তিনি ৫।৭ পা অগ্রসর হয়েছেন, নাছোড় দস্যু আবার নিকটস্থ হয়ে কর্কশস্বরে বোল্লে, "দেবে না?"

বিরক্ত হয়ে বিজয়লাল উত্তর কোল্লেন, "কেন আর বারম্বার ত্যক্ত কর্যো!—চোলে যাও!—আর তুমি অমন কোরে আমার পেছু লেগে থেকো না!—চোলে যাও!"

এই কথা বোলে পেছনদিকে না চেয়েই তিনি আপনার মনে উত্তর মুখে যেতে লাগ্লেন। হামির খাঁ দাঁত কিড়্মিড়্ কোরে ডেকে ডেকে বোল্লে, "আচ্ছা!—দিলে না?—আচ্ছা!—এর প্রতিফল তুমি পাবেই পাবে।—আমি এর শোধ নেবোই নেবো!"

বিজয় তার কথায় কর্ণপাত কোল্লেন না।—পাপাচার যবন স্তম্ভিত-ভাবে সেইখানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা কি মতলব আঁট্লে।

তার পর ফু দিয়ে আলোটা নিবিয়ে ফেলে গুপ্তভাবে বিজয়লালের অনুসরণ কোল্লে।

পথভ্রান্ত বিজয়লাল অন্ধকারে একাকী অন্যমনে চোলেছেন। দিগ্‌বিদিক্‌ নির্ণয় হোচ্ছে না, আতঙ্কে হৃদয় বিকম্পিত হোচ্ছে, হঠাৎ পশ্চাতে মানুষের পায়ের শব্দ;—কে যেন অতি সাবধানে টিপি টিপি পা ফেল্‌ছে, এমনি শব্দ। নূতন ভয়ের সঞ্চার। পেছনদিকে চাইলেন, কিছুই দেখ্‌তে পেলেন না;—থোম্‌কে দাঁড়ালেন, ভাল কোরে নিরীক্ষণ কোল্লেন, অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হলো না। আবার চোল্লেন, আবার সেই রকম শব্দ; আবার ফিরে চাইলেন, পূর্ব্ববৎ অন্ধকার! দ্রুতপদে,—সেরূপ অন্ধকারে অজানা দুর্গম পথে যেরূপ দ্রুতগতি সম্ভব, তেমনি দ্রুতপদে আরো খানিকদূর অগ্রসর হোলেন, অকস্মাৎ পশ্চাদ্দিক্‌ থেকে পিঠে একটা লাঠী পোড়্‌লো! বোধ হলো, কোনো গুপ্তহন্তা ঠিক মস্তক লক্ষ্য কোরেই লাঠী মেরেছিল, অন্ধকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে লাঠী সজোরে পিঠের উপরে বাজ্‌লো! কঠোর হস্তের প্রহার! আঘাত নির্ঘাত! বিজয়লাল দারুণ প্রহারে তাল সাম্‌লাতে না পেরে ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পোড়্‌লেন! একটা বাড়ীর দেয়ালে মাথা লাগ্‌লো, সেখান থেকে ঠিক্‌রে একটা গর্ত্তের ভিতর পোড়ে গেলেন! এককালে সংজ্ঞাশূন্য! বোধ হয়, এস্থলে বলা অনাবশ্যক যে, দুরাত্মা হামির খাঁরই সেই আঘাত! লাঠী মেরেই সে উচ্চস্বরে "মাহ! মাহ!" বোলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। কারু উত্তর না পেয়ে রেগে উঠে আরো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "আছিস না মোরেছিস! একটা পাখী ধরা পোড়েছে! পাখী! পাখী! পাখী! আলো নিয়ে শীগ্‌গির দৌড়ে আয়! শীগ্‌গির আয়!"—সে যখন এই কথা বলে, সেই সময় ছাতের সিঁড়ির

আলসের গায়ে একটা সজীব কঙ্কাল মিট্ মিট্ কোরে উঁকি মারছিলো! তার শরীরে মাংসের লেশ নাই, চক্ষু গহ্বরে নিহিত, উদর অন্ত্রসার, বিলম্বিত স্তনদ্বয় বিশুষ্ক, দন্ত বহির্গত, মস্তকের চুল রুক্ষ; একরাশ ঝাঁক্ড়া চুলের নীচে একখানা চামড়া ঢাকা কয়েকখানা অস্থিমাত্র! অতি কদাকার দৃশ্য! পাঠক মহাশয় শুনে আপ্যায়িত হবেন, এই পিশাচীমূর্ত্তি আপনার নূতন পরিচিত দুরাত্মা হামির খাঁর গর্ভধারিণী। দুরাশয় পুত্রের পুনঃপুনঃ আহ্বানে সেই অস্থিময়ী পিশাচী একটা আলো হাতে কোরে নেমে এলো। হামির খাঁ চুপি চুপি তার কাণে কাণে কি বোল্লে, আঙুল হেলিয়ে ইসারা কোরে কি জানালে, অস্থিবাহিনী আহ্লাদে সেই ঝাঁক্ড়া চুল নেড়ে নেড়ে তাতে সায় দিলে। এই অবসরে আর দুজন লোক দু গাছা লাঠী নিয়ে সেইখানে এসে দাঁড়ালো। হামির খাঁর সঙ্গে জঙ্গলী ভাষায় কিচ্ মিচ্ কোরে কি বলাবলি কোল্লে, হামির খাঁ আর একবার তার গর্ভধারিণীকে ইসারায় তালিম দিয়ে সেই দুজন লাঠীয়ালের সঙ্গে আর একদিকে চোলে গেল।

পিশাচী এখন বিজয়লালের নিকটে। প্রথমে আস্তে আস্তে মুখের কাছে গিয়ে কাণ পেতে রইলো। তার পর ধীরে ধীরে গা হাত নাড়া দিলে, আবার মুখের কাছে গেল, নাকের কাছে হাত দিলে;—বোধ হলো, নিশ্বাস পরীক্ষা কোল্লে। অবশেষে দুই হাত দিয়ে গাত্রবস্ত্রের মধ্যে যেন কি অন্বেষণ কোত্তে লাগ্‌লো! এই সময় বিজয়লাল যেন একটু চৈতন্য পেয়ে হাত নাড়্‌লেন, পাশ ফের্‌বার চেষ্টা কোল্লেন; বুড়ী অমনি সভয়ে তটস্থ! বিজয় মৃদুস্বরে গেঙিয়ে গেঙিয়ে কি দুটী কথা বোল্লেন, বুঝা গেল না। পিশাচী তাঁর মুখের কাছে বোসে সরু গলায় চিঁচিঁ কোরে বোল্লে, "আহা! কে তোমায় এমন কোরে মেরেছে!"

স্বরে বোধ হলো, যেন একটা কূপের ভিতর থেকে আওয়াজ আস্‌ছে! বিজয় কথা কইলেন না। বুড়ী আবার বোল্লে, "তুমি বেঁচে আছ, ভয় কি? উঠ্‌তে পার্‌বে? চলো আমি তোমায় বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাই। আজ রাত্রে আমার বাড়ীতে থেকে আরাম হয়ে কাল সকাল বেলাই ঘরে যেও।"

তখন বিজয়ের অল্প অল্প জ্ঞানসঞ্চার হয়েছে। কি ঘটনা হয়েছিল, অল্প অল্প স্মরণ হোচ্ছে, প্রহারের বেদনা,—দেয়ালের আঘাত অনুভব কোচ্ছেন, পাশমোড়া দিয়ে উঠে বোস্‌লেন। বুড়ীকে অবলম্বন কোরে অতিকষ্টে গর্ত্তের ভিতর থেকে রাস্তার উপর এলেন, মাথা ঘুর্‌তে লাগ্‌লো। গলি পূর্ব্ববৎ অন্ধকার! হামিরের গর্ভধারিণী তাঁরে ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর নিয়ে চোল্লো। বাড়ীখানা দোতালা, সেই দোতালার একটা ঘরে নিয়ে তুল্লে;—গায়ের কাপড়গুলি ছাড়িয়ে দিয়ে বিছানায় শুতে বোল্লে, বিজয় শয়ন কোল্লেন। পিপাসা!—দারুণ পিপাসা! মৃদুস্বরে বোল্লেন, "জল!" বুড়ী একপাত্র জল দিলে, পান কোরে বিজয় একটু সুস্থ হোলেন। "একটু ঘুমোও!" সংক্ষেপে এই কথা বোলেই বুড়ী সেখান থেকে চোলে গেল।

নিদ্রার অবসর কোথায়? ডাকাতের কবলে পোড়েছেন, ডাকাতের আঘাতে মূর্চ্ছাপন্ন হয়েছিলেন, আবার ডাকাতের বাড়ীতেই এসেছেন! এ অবস্থায় কি নিদ্রা হয়? মনে মনে কত কি তোলাপাড়া কোরে ঘরের চারদিকে চাইতে লাগ্‌লেন। মিট্‌ মিট্‌ কোরে একটা আলো জ্বোল্‌ছিল, তাতেই দেখ্‌লেন, ঘরের এক কোণে কতকগুলো কম্বল জড় করা। দেয়ালের গায়ে বড় বড় ছোরা ঝুলোনো, একদিকে একখানা ভাঙা চৌকীর উপর গোটাকতক কিসের মাথা রক্তমাখা! সম্মুখে দেখেন, আর

একটা কামরায় কালো কাপড় জড়ানো যেন একটা মরা মানুষ ঝুল্‌ছে! ঘর দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ! এই সকল দেখে শুনে বিজয়লাল শিউরে উঠ্‌লেন। শুয়ে ছিলেন, উঠে বোস্‌লেন; তখনো মাথা ঘুরছে! ভাব্‌লেন, "এ সকল কি কাণ্ড! এটা নিশ্চয়ই ডাকাতের বাড়ী! খুনে ডাকাত! এরা এই অন্ধকার পল্লীতে মানুষ মেরে তাদের যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করে! উঃ! এখানে আর এক দণ্ডও থাকা নয়! এখুনি আমি এখান থেকে চোলে যাই! কিন্তু আমার গায়ের কাপড়?—সেগুলি এরা কোথায় রাখ্‌লে? চুরি কোরেছে! তা আর পাবো না। অমনিই যাই!" ভাবছেন, বুড়ী উপস্থিত। সে এসেই বিজয়কে সেই ভাবে দেখে মৌখিক হাসি হেসে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কি গো! উঠেচো? বোসেচো? ভাল হয়েচো? বেশ হয়েচে! আর একটু শোও! এখন ঢের রাত, ভারী অন্ধকার!"

ত্রস্তস্বরে বিজয়লাল বোল্লেন, "হাঁ, আমি ভাল হয়েছি, আর আমি এখানে থাক্‌বো না;—আমার কাপড়?"

"সে কি গো? এখন যাবে কোথা? ঢের রাত, বড় অন্ধকার!"

ঘৃণিতস্বরে বিজয়লাল উত্তর কোল্লেন, "হাঁ, হাঁ! পথ দেখিয়ে দাও! এখুনি আমি যাবো;—আমার কাপড়?"

বিকট হাসি হেসে পিশাচী মুখ বেঁকিয়ে বোল্লে, "একান্তই যেতে চাও, যাও,—এসো. আমার সঙ্গে এসো, কাপড় নেবে!"

বিজয়লাল উঠ্‌লেন, বুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে সে ঘর থেকে বেরুলেন। ডানদিকের একটা ছোট ঘরের দরজার কাছে থোম্‌কে দাঁড়িয়ে তাঁর পথদর্শিকা একটা আঙুল হেলিয়ে ঘরের দিকে দেখিয়ে বোল্লে, "যাও, এই ঘরের ভিতর যাও, ন্যাও গে, ঐ দড়ীর উপর তোমার সব কাপড় ঝুল্‌ছে, ন্যাও গে!"

বিজয়লাল তখন শঙ্কায়, বিস্ময়ে, সন্দেহে জড়ীভূত! দিগ্বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য! সত্বর প্রস্থানের জন্য ব্যতিব্যস্ত! তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেন। সবে মাত্র চৌকাঠ পার হয়ে দুটী পা ঘরের ভিতর দিয়েছেন, তৎক্ষণাৎ খট্ খট্ কোরে শব্দ হয়ে যেন একখানা তক্তা নীচের দিকে বোসে পোড়্লো! আবরণটা সোরে গিয়ে ফাঁক হয়ে গেল! নিকটে ধর্‌বারও কিছু পেলেন না, অসাবধানে ঝুপ কোরে একটা অন্ধকার কূপের ভিতর পোড়ে গেলেন! হো হোঃ শব্দে হেসে করতালি দিয়ে পিশাচী সেই তক্তাখানা আবার তেমনি ভাবে গর্ত্তের মুখে চাপা দিয়ে রাখ্‌লে! কূপের ভিতর একরাশ নুড়ি নুড়ি পাথর পোড়েছিল, বিজয়লাল তারি উপর মুখ থবড়ে পোড়ে থাক্‌লেন!!!

ত্রিংশ কাণ্ড।

পিঞ্জরে বিহঙ্গিনী!

যে রাত্রে অকারণ-বৈরিচক্রে বিজয়লাল অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হন, সেই দিন সন্ধ্যাকালে নগরের আর এক স্থানে আর এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য উপস্থিত।

ঝাউবাগানের সম্মুখ রাস্তায় একখানা গাড়ী।—একটু তফাতে দুজন লোক আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাত্রি প্রায় ৪ দণ্ড।—অন্ধকার।—একটী অবগুণ্ঠনবতী রমণী একাকিনী দক্ষিণের একটা বাড়ী থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি উত্তরমুখে চোলেছে;—বোধ হলো, বেড়াতে বেরিয়েছিল, রাত্রি হওয়াতে দ্রুতগতি বাড়ী ফিরে যাচ্ছে।

যেখানে গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে ছিল, তারি কাছ বরাবর আস্‌তে আস্‌তে পেছন থেকে একজন লোক দৌড়ে এসে তার মুখ চেপে ধোল্লে !—দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর একজন ছুটে এসে একখানা কাপড় দিয়ে সেই কামিনীর মুখ চোক বেঁধে ফেল্লে !—বেঁধেই দুজনে ধরাধরি কোরে তারে শূন্যে শূন্যে সেই গাড়ীর উপর তুল্লে !—তুলেই গাড়ীখানা হাকিয়ে দিলে !—ঘোড়া দুটো চার পা তুলে বেগে দৌড়ুলো।—গাড়ীর ভিতর যে দুজন লোক সেই কামিনীটীকে ধোরে বোসে ছিল, তারা পরস্পর একটীও কথা, কইলে না,—কেবল একজন মাঝে মাঝে গাড়োয়ানকে লক্ষ্য কোরে "হাঁকাও ! জোর্‌সে হাঁকাও !—জোর্‌সে চালাও !" বোলে চীৎকার কোত্তে লাগ্‌লো। গাড়ীখানা নক্ষত্রবেগে ছুট্‌লো।—সম্মুখে বসন্ত-উদ্যান।—পাঁচ সাত বেষ্টনের পরেই বসন্ত-উদ্যানের ফটকে গাড়ী পৌঁছিল।—ফটকে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, সে দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "হাঁসিল্ ?

"আল্‌বোৎ !"

এই কথা বোলেই একজন লোক তড়াক্ কোরে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পোড়্‌লো। দুজনে ফুস্ ফুস্ কোরে কি বলাবলি কোল্লে। ফটকের দ্বারপাল তার হাতে একটা থলি দিলে, সে মাথা নেড়ে সেলাম কোরে পশ্চিমদিকে চোলে গেল। দ্বারপাল গাড়ীর ভিতর থেকে দ্বিতীয় লোকের সঙ্গে সেই মুখবদ্ধা যুবতীকে নামালে। নামিয়ে তার মুখের বাঁধন খুলে দিলে। যুবতী নিশ্বাস ফেলে চারিদিকে চেয়ে অশ্রুপাত কোত্তে লাগ্‌লেন।—অবরুদ্ধস্বরে বোল্লেন, "আমি কোথায় ?"

গাড়ীতে তাঁর সঙ্গে যে এসেছিল, সে হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, সুখের বাসায় ! হাঃ হাঃ হা !—বাসন্তী-বাগীচায় !"

দ্বারপাল কিছু উত্তর কোল্লে না, যুবতীর পানে একদৃষ্টে চেয়ে দ্বিতীয় লোককে সম্বোধন কোরে বোল্লে, " তুমি এঁরে বৈঠকখানায় নিয়ে যাও, আমি এলেম বোলে।"

যাকে লক্ষ্য কোরে এই উপদেশ দেওয়া হলো, সেই সঙ্গীও একজন স্ত্রীলোক;—এতক্ষণ গাত্রাবরণে প্রচ্ছন্ন ছিল, অন্ধকারে ভাল দেখাও যায় নাই, সে দিকে তাদৃশ দৃষ্টিও ছিল না, এখন জানা গেল, সেই সঙ্গীও একজন স্ত্রীলোক;—বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক। সে ঐ অশ্রুমুখী যুবতীর কম্পিত হস্ত আকর্ষণ কোরে ত্বরিতপদে বাড়ীর ভিতর নিয়ে চোল্লো; যুবতী তখন অনন্যোপায় হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেন।—মনে কোল্লেন, " এখন জোরজবরী কোল্লে আরো বিপদ্! পালাবাব উপায় নাই, অন্ধকারে একাকিনী যাবই বা কোথা?—ভগবান্ যা করেন, তাই ঘটুক!" এই ভেবে সাহসে ভর কোরে নিরুত্তরে অনুগামিনী। বৃদ্ধা তাঁকে সঙ্গে কোরে উপরতালার একটী নির্জ্জন ঘরে নিয়ে বসালে।

দ্বারপাল অন্য পথে অন্য কক্ষে আপন প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লে। তিনি সহাস্যবদনে সাগ্রহবচনে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, " কি গজানন! সংবাদ কি?—মাছ পোড়েছে?"

" আজ্ঞা হুজুর!—আপনার অনুগ্রহে ফোস্‌কে যাবে, এমন টোপ্ ফেলি না!—আপনার কত বড় পয়!—আমাকে জলে নাম্‌তে হয় নি, মাছ আপনি এসে ডাঙায় উঠেছে! বেশ মাছটী!—খুব সুন্দর!"

" হাঃ হাঃ হা!—তুমি আমার বিপত্তির কাণ্ডারী! বুঝ্‌লে কি না গজানন?—তুমি আমার বিপত্তের মধুসূদন! বুঝ্‌লে কি না?—লাল সিং ভাল বটে, বিশ্বাসীও বটে;—কিন্তু এ সকল কাজে সে তত মজবুত নয়! বুঝ্‌লে কি না?—সে যেন একটু বোকা,—যেন একটু বেতালিম!

আর তাও বলি, মেয়েমানুষ ভুলিয়ে আনতে পঞ্জাবীরা না পারে এমন নয়, তবে কি না, তোমরা যেমন পারো,—যেমন সুন্দর পরিষ্কার কৌশলে তোমরা এনে দাও, তেমনটী পারে না!—নেপালীরাই এ কাজের স্পর্শমণি!"

পাঠক মহাশয় বুঝ্‌লেন, গজাননের নিবাস নেপালরাজ্য,—গজানন নেপালী।—আকার দীর্ঘ,—সাত ফীট দীর্ঘ;—বাহু আজানুলম্বিত;—বক্ষঃস্থল পীবর;—মুখ প্রসন্ন;—বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। বসন্ত-উদ্যানের প্রধান রক্ষক। সে অভিবাদন কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "মাছের গাড়ী কি বিদায় করা যাবে?"

কর্ত্তা মস্তক সঞ্চালন কোরে উত্তর দিলেন, "হাঁ, বিদায় করো। আর তাকে বোলে দাও গে, কোথা থেকে এসেছে, কি নিয়ে এসেছে, কোথায় এসেছে, কারু কাছে না বলে। বুঝ্‌লে কি না?"

"যে আজ্ঞা!" বোলে গজানন বিদায় হলো। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে গাড়োয়ানকে বোল্লে, "দ্যাখো, তুমি এক কর্ম্ম করো; বাগানের পশ্চিম-দিকে যে ছোট গলি আছে, বরাবর সেই গলি ধোরে যাও; ডানদিকে একটা খামার দেখ্‌তে পাবে, সেইখানে গিয়ে দাঁড়াও, ঘোড়াকে ঘাস জল খাওয়াও, জোত খুলে দিও না; যতক্ষণ আমি না যাই, ততক্ষণ তুমি সেইখানে বিশ্রাম কোরো, বোধ করি আমার বেশী দেরীও হবে না।" গাড়োয়ান চোলে গেল, গজানন আপন দেউড়ীতে ফিরে এলো।

ওদিকে সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোক অশ্রুমুখী যুবতীকে কাছে বোসিয়ে নানা রকম প্রলোভন দেখাচ্ছে, আশা দিয়ে স্বর্গে তুল্‌ছে, নীচ প্রবৃত্তির পোষক দু একটী গল্প কোরে পাপে প্রবৃত্তি লওয়াবার চেষ্টা কোচ্ছে, যুবতী নীরব। বৃদ্ধা তাঁর চিবুক ধোরে আদরের স্বরে হাস্‌তে হাস্‌তে

বোল্লে, "কথা কও না! অমন চুপ্‌টী কোরে থাক্‌লে হবে কেন? লজ্জা কোল্লে চোল্‌বে কেন? তিনি এসে দেখে কি মনে কোর্‌বেন? আজ ভাই তোমার বড় সুখের দিন! আজ আমি তোমায় বড় ভাল জায়গায় বড় ভাল লোকের কাছে এনেছি;—আজ তোমার বড় সুখের দিন!"

ছল ছল চক্ষে সান্তলীর মুখপানে চেয়ে যুবতী গদ্‌গদ বচনে বোল্লেন, "সত্য সত্য যদি তুমি আমার সুখের দিন দেখ্‌তে চাও, তা হোলে বলো, কি উপায়ে কেমন কোরে আমি এই যমালয় থেকে উদ্ধার পাই! তুমিই উপায় কোরে দাও, তুমিও আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমায় খুসী কোর্‌বো,—যা চাও, তাই দিব!"

"পালাবে?—ও কথা কি বোল্‌তে আছে? টাকা দেবে? কত টাকা তোমার আছে? তোমাকে পালিয়ে দিলে যা আমি পাবো, এখানে রাখ্‌তে পাল্লে তার দ্বিগুণ পাবো! আর—"

"আমায় ধোরে আন্‌বার জন্যে,—আমার সর্ব্বনাশ করবার জন্যে কত তুমি পেয়েছ, বলো, আমি তার চতুর্গুণ দিব!"

"হাঃ হাঃ হা! তা তুমি পার্‌বে না; কখনই পারবে না! যদিও পারো, তাও আমি নেবো না! কেন না, তোমাকে আমি বড় ভালবাসি, আমি তোমার ভালই চাই, যাতে তোমার ভাল হয়, আমি তাই চাই! কি তোমার পক্ষে ভাল, তা কি আমি জানি না? অবিশ্যি জানি! তুমি রাজরাণী হবে, ভাল ভাল গাড়ীঘোড়া চোড়্‌বে, দামী দামী গয়নাবস্ত্র পোর্‌বে, ক্লেশ কারে বলে, জন্মেও তা জান্‌বে না!—ইস্! তোমার সুখ দেখে আমার হিংসে হোচ্চে! আমি যদি আজ তুমি হোতেম, তা হোলে—উঁঃ!—" এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে পাপীয়সী অট্ট অট্ট হেসে যুবতীর গায়ে ঢোলে পোড়্‌লো।

"দূর্ হ হতভাগি! তুই আর কথা কোস্ নে! তোর কথা শুনে নরকের কীটেরাও ঘৃণা করে! তোর মাথায় বজ্রাঘাত হোক্!" স্তম্ভিত-স্বরে এই কটী কথা বোলে পিঞ্জরবদ্ধা বিহঙ্গিনী সজল কুটিলনয়নে সেই পাপিষ্ঠার প্রতি যেন অগ্নিবর্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেন।

পাপমতি দূতী তাঁর কথা শুনে কপট হাসি হেসে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বোল্লে, "আহা হা! মোরে যাই আর কি! তুমি যা বলো, যতই গাল্ দাও, কিছুতেই আমার রাগ হয় না! তোমার কথাগুলি বড় মিষ্টি! আহা হা! তোমায় আমি বড় ভালবাসি! তুমি এতবড় সুন্দরী, কিন্তু রূপের ব্যাভার জান্‌চো না, এই বড় দুঃখ! আমিও এক সময় তোমার মতন সুন্দরী ছিলেম, এক সময় আমারও যৌবন ছিল, কত লোকের লোভের সামিগ্রী ছিলেম,—সবই আমার ছিল, সকলি আমি ছিলেম, কিন্তু তোমার মতন বোকা ছিলেম না! তুমি আপনার ভাল আপনি বুঝ্‌তে পারো না! ছি ছি ছি! এখন আমার গায়ের মাংস নোলী হয়ে গেছে, গাল তুবড়ে গেছে, দাঁত পোড়ে গেছে, চুল পেকে গেছে, তা বোলে কি চিরদিন আমি এমনি ছিলেম? রামঃ! কত দিন আমি—কত বছর আমি মনের সুখে বাদ্‌শাজাদীর মতন্ পায়ে পা দিয়ে কাটিয়েছি! কত দিন, ভগবান্ জানেন, এখন আমি আর তা গুণে বোল্‌তে পাচ্ছি না; কিন্তু অনেক দিন,—অনেক দিন! সে সব সুখের কথা মনে কোত্তেও এখন আর ইচ্ছে হয় না! কত টাকা আমি কামিয়েছিলেম, মনে কোল্লে কত টাকা আমি জমাতে পাত্তেম, কিন্তু একটী পয়সাও রাখি নি;—যেমন রোজগার, তেমনি খরচ! জলের মতন রোজগার, জলের মতন খরচ! সে সব কথা এখন যাক্, সে সব এখন স্বপ্ন হয়ে পোড়েছে! তুমি এখন ছেলেমানুষ, কাঁচা বয়েস, উঠ্‌তি বয়েস, এই বেলা দিন কিনে ন্যাও,

আমার পরামর্শো শোনো, এই বেলা দিন কিনে ন্যাও! রাজা উদয়গিরি যা বলে, তাতেই রাজী হও! সে খুব সুশ্রী পুরুষ, রাজার মতন খরচ করে, রাজার মতন চালচলন! তাকে ধোরে থাক্‌তে পাল্লে তুমি খুব সুখী হবে!” বুড়ী এই সব কথা বোলে গম্ভীরভাবে বৈদ্যনাথের গরুর মতন দুই তিন বার মাথা নাড়লে; মনে কোল্লে যেন, মস্ত প্রবীণের ন্যায় দীর্ঘছন্দে এক ধর্ম্মকাহিনী গেয়ে দিলে!! আরো কিছু বল্‌বার ইচ্ছা ছিল, সময় হলো না, অবকাশ পেলে না, রাজা উদয়গিরি প্রবেশ কোল্লেন। বৃদ্ধা শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠে মুখ টিপে টিপে হেসে উভয়ের দিকে চাইতে চাইতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

যুবতী দাঁড়ালেন। উজ্জ্বল সতেজ চক্ষু সেই আগন্তুকের সহাস আননে নিক্ষিপ্ত। চক্ষে জল নাই। এতক্ষণ কেঁদে কেঁদে যে চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ কোরেছে, ফুলে ফুলে কেঁদে যে চক্ষু ফুলেছে, সে চক্ষু এখন অশ্রুশূন্য। ঘাড় বেঁকিয়ে ভ্রূকুটীভঙ্গীতে সেই চক্ষু ঘুরিয়ে দু পা পেছিয়ে গিয়ে সম্মুখবর্ত্তী পুরুষকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, “তুমিই বুঝি এই ভীরু কুচক্রের স্বষ্টিকর্ত্তা?”

গৃহস্বামী হাস্‌তে হাস্‌তে একটু নীচু হয়ে কম্পিতস্বরে বোল্লেন, “কুচক্র?—ও কথা বোলো না;—তুমিই এই বাড়ীর ঈশ্বরী!—তুমি আমারিই হবে!—জগতে কেবল একমাত্র আমারি তুমি হবে! আমি কে?—কেউ না!—আমি একান্তই তোমারি!”

বিহঙ্গিনী যেন ভুজঙ্গিনীর মত গর্জ্জন কোত্তে লাগ্‌লেন। নাক চোক দিয়ে যেন কালানল নির্গত হোতে লাগ্‌লো। ঘৃণায়,—ক্রোধে,—তেজোগর্ব্বে ফুলে উঠে সতেজস্বরে বোল্লেন, “কুচক্র!—ভয়ানক কুচক্র!—ভয়ানক দৌরাত্ম্য!—অবলা কুলবালার সতীত্বনাশে অভিলাষ!

তুমি ঠিক জেনো, এ কু-অভিলাষ তোমার কখনই পূর্ণ হবে না!—তোমার মতলব আমি বুঝেছি, ছলে বলে কুলকামিনীর সর্ব্বনাশ করাই তোমার পুরুষত্ব!—আমি———”

“চুপ্ চুপ্! অত জোর জোর কথা কইতে হবে না! আমি রাজা, যা মনে করি, তাই কোত্তে পারি! এখুনি আমি তোমাকে সকল সুখের ঈশ্বরী কোত্তে পারি,—মনে কোল্লে এখুনি আমি তোমাকে রসাতলে দিতে পারি!—এই দণ্ডেই পারি!—আমি রাজা,——দিল্লীর বাদশাও যা, আমিও তা!—স্বাধীন রাজা——”

“পাপের রাজা!—পিশাচের রাজা!—নরকের বাদশা!—আমি তোমাকে জানি, লোকের মুখে শুনেছি, তুমি অনেক লোকের সর্ব্বনাশ কোরেছো, অনেক সতীর পরকাল খেয়েছো! আমি দুঃখিনী, অনাথিনী, অসহায়িনী কুমারী;—আমার উপর দৌরাত্ম্য কোরো না,—জোর-জবর কোরো না,—কোল্লে ভাল হবে না,—তোমার সব গুণ বার্ কোরে দিব,—সব চাতুরী বেরিয়ে পোড়্বে! আমি সব জানি, তোমার চাল-চলন আমি বেশ জানি!—আমারে———”

“আমিও জানি!—আমিও তোমায় বেশ জানি!—তোমার বাপ এখন তোমার রোজগারে সংসার চালাচ্ছে, সে গরিব হয়ে এখন তোমায় উদম ছেড়ে দিয়েছে! জেনেও জানে না, দেখেও দেখে না!—কে এক-জন বিজয়লাল আছে, তাকেও জুটিয়ে দিয়েছে! কি আমি না জানি?—সব জানি!—আমার কাছে চালাকী খেল্ছো যাদু!—আমি সাপের পা গুণে বোল্তে পারি! কেন আর অমন করো?—কেন আর কপট খেলা খেলো!—রাজী হও!—সব দিকে সুবিধা হবে, তোমার বাপেরও কষ্ট থাক্বে না, তুমিও রাজার হালে থাক্বে! এখনো——”

"দ্যাখো, সাবধান হয়ে কথা কও! আমি কুমারী,—দুঃখিনী কুমারী;—আমার নামে কলঙ্ক দিও না! জিব খোসে যাবে,—ঠোঁট খোসে পোড়্‌বে, সাবধান হও!—বাবার নামে গালাগালি দিচ্ছো?—শিবের অপমান! এ কখনো ধর্ম্মে সবে না,—এ পাপের ফল তুমি পাবেই পাবে!—বাবা আমার গরিব হয়েছেন!—রাক্ষস! তাঁকে গরিব কর্‌বার হেতু কে?—তুমিই তো তার মূলীভূত!—বজ্জাতের জড়্!—তুমি আবার তাঁর নামে কলঙ্ক দাও!—তিনি আমার একমাত্র ইষ্ট-দেবতা!—তাঁকে সুখে রাখ্‌বার জন্যে আমি প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারি! দাসীবৃত্তি কোরেও তাঁকে আমি সুখী কোর্‌বো! তোমার লোভে,—তোমার টাকায় আমি ভুলি না;—সে মেয়ে আমি নই! পাপের ধন আমি পথের ধূলোর চেয়েও তুচ্ছ মনে করি। তুমি সাক্ষাৎ পাপ। সাক্ষাৎ পিশাচ! সাক্ষাৎ কলি! সাক্ষাৎ নরক!—যদি ভাল চাও, এখুনি আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও! এক তিলও আর আমাকে এখানে রেখো না!—তোমার পায়ে পড়ি! আমায় রক্ষা করো!"

"বাঃ! দিব্বি মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি!—দু দণ্ড কাণ পেতে শুন্‌তে ইচ্ছা করে!—আবার বলো ত ভাই! 'এখুনি আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও! এক তিলও আর আমাকে এখানে রেখো না!'—আর একবার ঐ কথাটী বলো ত!—হাঃ হাঃ হা!—খুব আন্দাজ কিন্তু তোমার! দু মাস ধোরে চেষ্টা পেয়ে কেবল গুটীকতক মিষ্টি কথা শোন্‌বার জন্যই তোমাকে এখানে এনেছি!—না?—হাঃ হাঃ হা!—ঠিক অনুমান কোরেছ! খুব রসিক মেয়েমানুষ!—যা হোক্ ভাই! তুমি আজ রাত্রে যেতে পার্‌ছো না। আমি তোমাকে একটী দিন মাত্র দেখেছিলেম, এক চাউনিতেই তুমি আমায় পাগল কোরেছ!—তখনি আমি তোমায় মনের

সঙ্গে গেঁথেছি! এ জন্মে আর ছাড়াছাড়ি নাই!—তোমার বাপকে পত্র লেখো, তুমি ভাল জায়গায় ভাল আছ, কোনো ভয় নাই। আমার লোক গিয়ে এখুনি সেই পত্র দিয়ে আসুক।”

যুবতীর হঠাৎ ভাবান্তর উপস্থিত। তিনি আকর্ণ বিস্তৃত নয়নযুগল সম্পূর্ণ বিকাস কোরে বক্তার মুখের দিকে চেয়ে করুণস্বরে বোল্লেন, “তবে কি তুমি আমায় বিয়ে কোত্তে চাও? যদি সে ইচ্ছা হয়, তা হোলে আমার পিতাকে জানালে না কেন?—বিজয়লালকে বোল্লে না কেন?—তাঁদের রাজী কোল্লেই তো সব ঠিকঠাক হোতে পাত্তো। তা না কোরে রাত্রিকালে অন্ধকারে চোরের মতন আমায় চুরি কোরে আন্‌লে কেন? এতে তোমার কি পুরুষত্ব বাড়্‌লো?—তাঁদের জানালেই তো সব গোল চুকে যেতো।”

“বিয়ে?—মহাভারত!—তোকে?—রাধামাধব!—স্বৈরিণী, গণিকা, তোকে আবার আমি বিয়ে কোব্‌বো?—তোর বাপ দুঃখী, আমি রাজা, তোকে আমি বিয়ে কোর্‌বো?—কি জাত, ঠিক নাই, তুই আবার আমার রাণী হবার যোগ্য হবি?—আশাও কম নয়! ‘বাবাকে জানাও, বিজয়লালকে জানাও, রাজী করো!’—উঃ! কি অহঙ্কার!—কি জানাবো?—কি রাজী কোর্‌বো?—ওঁর জন্যে আবার ওঁর বাপের কাছে,—ওঁর বিজয়ের কাছে উমেদারী কোত্তে হবে!—স্পর্দ্ধাও কম নয়!—তোর বাপকে কি এই কথা জানাবো যে, তোমার মেয়েকে রোজ রোজ রাত্রে আমার কাছে পাঠিও, অনেক টাকা দিব;—আর আর জায়গায় যা পায়, এখন সে যাদের কাছে যায়, তাদের চেয়ে আমি অনেক বেশী দিব! এই কথাই কি লিখ্‌তে বলিস্? তোর বিজয়লালকে কি এই কথা জানাবো যে, তোমার গুপ্ত মেয়েমানুষটীকে চুপি চুপি আমার

কাছে পাঠাও?—হাঃ হাঃ হা!—আমি হোলেম রাজা, তারা হলো সামান্য লোক, তাদের কাছে আমি ছোট হোতে যাবো?—কি বলিস তুই?—রূপ দেখে তোবে আমি ভালবেসেছি, তুই আমার নজরে পোড়েছিস্, ভাল কোরবো বো'লেই ধোরিয়ে এনেছি, টাকা দেবো, গয়না দেবো, যা চাস্, তাই দেবো,—ভাগ্য বোলে মানিস্ না?—মনে কোল্লে এখুনি আমি তোর সব জারীজুরী ভাংতে পারি;—তা আমি কোচ্ছি না।—মুখে লজ্জা, মনে আহ্লাদ, তা কি আমি জানি না?—মেয়েমানুষের স্বভাব কি আমি জানি না? দুষ্ট মেয়েব চাতুরী কি আঁমি বুঝি না? হাত ধোল্লে এখুনি হেসে ফেল্‌বি, তা কি জান্‌ছি না? জানি,—সব বুঝি,—কিন্তু জোর কোত্তে এখন মন চাচ্ছে না।—তা কোল্লে ধর্ম্মের কাছে দোষী হবো, পতিত হবো, এই ভয় করি! এটাও তোর পরম ভাগ্য!—আবশ্যক হোলে তাতেও আমি অপ্রস্তুত হবো না, এটা তুই জানিস্?—এখনো বোল্‌ছি, রাজী হ! তোর সঙ্গে আমার বিয়ে হোতে পারে না,—রাজারা স্বৈরিণীকে বিয়ে করে না। তবুও তা আমি পাত্তেম, কিন্তু একবার আমার বিয়ে হয়েছে, আবার একটা কোল্লে ব্রজপতি গোপীনাথ কি মনে কোর্‌বেন?—কাল সকালে দেখা হোলে তিনি আমাকে কি বোল্‌বেন?—গোপীনাথ নিজে অনেক গোপিনীর কুল মজিয়েছিলেন, সকলকে বিয়ে করেন নি;—আমিও তাই কোত্তে চাই! তিনি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, গোপনে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়;—লীলাখেলার কথাও চলে;—তাঁর লীলা আর আমার লীলা এক রকম হোলে তিনি খুসীই হবেন;—তুই রাজী হ!—তিনি এই পাশের ঘরেই আছেন, আমাদের সব কথা শুন্‌তে পাচ্ছেন, শুনে শুনে হাসতেছেন; তুই রাজী হোলে তিনি তোর উপর ভারী খুসী হবেন!

এতক্ষণ আমি এত কাকুতিমিনতি কোচ্ছি, তুই কথা রাখ্‌ছিস্ না, এতে তিনি কোপ কোল্লেও কোত্তে পারেন। হয় ত একটু গৌণে তিনি আমাকে তোর উপর হাত চালাতে হুকুম দিবেন! জোর কোত্তে আদেশ কোর্‌বেন!—বুঝ্‌লি কি না?—রাজী হ!”

কুমারীর সতেজ নয়নে এককালে সলিল ও অনলের আবির্ভাব!—স্তম্ভীভূত উভয় নেত্রে যুগপৎ বাষ্পযন্ত্রের দুইটী মহাভূত একত্র! সহসা যেন তাঁর দুর্ব্বল শরীরে দেবদত্ত ভৌতিক বলের সঞ্চার হলো! আরো দু'পা পেছিয়ে গিয়ে তর্জ্জনী উঁচু কোরে বক্রনয়নে গর্ব্বিতস্বরে বোল্লেন, “চুপ্ পাপিষ্ঠ!—জোর কোর্‌বে তুমি?—দ্যাখো, কুলকামিনীর উপর জোর কর্‌বার কেমন ফল হয়, একবার দ্যাখো!—এখনো আমি তোমার মান রেখে কথা কোচ্ছি, কিন্তু আর সাম্‌লাতে পারি না,—আর সহ্য হয় না!—পবিত্র কুমারী আমি, পাপের নামও জানি না,—আমার নামে কলঙ্ক?—আমার আশুতোষ পিতার নামে কলঙ্ক?—দেবতুল্য বিজয়ের পবিত্র হৃদয়ে কলঙ্ক?—স্বৈরিণী আমি?—গণিকা আমি?—লম্পট! এতবড় আস্পর্দ্ধা তোমার?—এখনো তোমার মাথায় বজ্রাঘাত হোচ্ছে না?—তোমার গোপীনাথ আমার মাথায় থাকুন! তিনি যদি আমার সর্ব্বনাশ কোত্তে বলেন, এখুনি আমি তাঁর পায়ে জীবন আহুতি দিব! প্রাণের প্রতি আমার কিছুমাত্র মায়া নাই! ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে এ অবলার অসম সাহস!—গোপীনাথ যদি পাশের ঘরে থাকেন, তাঁকে সাক্ষী রেখে ডেকে ডেকে আমি বোল্‌ছি,—যাক্ প্রাণ, থাক্ মান! এই আমার ব্রত!—এই আমার প্রতিজ্ঞা!—তুমি রাজা হও, বাদ্‌শা হও, গোপীনাথের ভক্ত হও, আর যেই হও, আমি গ্রাহ্য করি না!—তোমার টাকা থাক্, ঐশ্বর্য্য থাক্, পরাক্রম থাক, যা কিছু থাক্, আমি গ্রাহ্য করি না!—

লোকজন থাক্, দরোয়ান থাক্, লেঠেল থাক্, যা-ই থাক্, আমি গ্রাহ্য করি না!—চাতুরী থাক্, ছলনা থাক্, কুচক্র থাক্, পাল্লায় চোরডাকাত থাক্, যা-ই থাক্, তাও আমি গ্রাহ্য করি না! প্রাণে যার মায়া নাই, মর্‌বার যার ভয় নাই, সে কি কিছু গ্রাহ্য করে?—তার কিসের ভয়?—জোর কোর্‌বে তুমি?—কুলাঙ্গার লম্পট! জোর কোর্‌বে তুমি?—করো না!—করো!—কোরে দ্যাখো, এই অবলা—এই ক্ষুদ্রপ্রাণ অবলা তখন কি কোত্তে পারে দ্যাখো!—কি কোরে সতীত্ব রক্ষা করে, দ্যাখো!—গায়ে হাত দাও,—এগিয়ে এসো! দ্যাখো, কি নরক তোমার জন্যে সাজানো হয়!—আকাশ খোলসা,—আকাশের বাতাসও খোলসা,—সতীস্ত্রীর জীবনও খোলসা!—যে মাত্র তোমার ঐ পাপিষ্ঠ হস্ত আমার এই পবিত্র শরীরে স্পর্শ হবে, যে মাত্র তোমার ঐ পাপ-রসনা আর একবার আমার কাণে পাপমন্ত্র উচ্চারণ কোর্‌বে, সেই মাত্র আমি তীরের মতন ছুটে গিয়ে ঐ ছাতের উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পোড়্‌বো। কেউ রক্ষা কোত্তে পার্‌বে না! মনে জ্ঞানে এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেমন আমি নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক রয়েছি, এই মুহূর্ত্তেই তেমনি নিষ্পাপে নিষ্কলঙ্কে পৃথিবীর পবিত্র মাটীতে মিশিয়ে যাবো!—চক্ষের নিমিষে মিশিয়ে যাবো!—পাষণ্ড!—পাষণ্ডের রাজা!—বদ্‌মাসের রাজা! যদি তোমার স্ত্রীহত্যার ভয় থাকে, ধর্ম্মের নামে যদি তোমার আত্মা কখনো বিন্দুমাত্র কম্পিত হয়, তোমার গোপীনাথের নামে যদি তোমার একটুমাত্র ভক্তি, একটুমাত্র ভয়, একটুমাত্র বিশ্বাস থাকে, তা হোলে সাবধান! —এখুনি,—এই মুহূর্ত্তেই আমার বাড়ী পাঠিয়ে দাও! আপনার কবজে পেয়েছ, চুরি কোরে ধোরে এনে খাঁচায় পূরেছ বোলে আস্ফালন কোরো না! চক্ষের নিমিষে আমি তোমার সকল দম্ভ,—সকল দর্প বিফল কোত্তে পারি!”

এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে তেজস্বিনী কামিনী ঘন ঘন উত্তপ্ত নিশ্বাস ত্যাগ কোত্তে লাগ্‌লেন। ক্ষোভে,—ক্রোধে,—অভিমানে অভিমানিনীর সমস্ত শরীর যেন কদলীদলের ন্যায় কম্পিত হোতে লাগ্‌লো। হেমচম্পক মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়ে এলো।—মদগর্ব্বিত পাপবুদ্ধি রাজা কিছু ভয় পেলেন। তাঁর জ্ঞানশূন্য—ধর্ম্মশূন্য হৃদয়ে যেন কিছু আঘাত লাগ্‌লো। খানিকক্ষণ নির্ব্বাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আপনার নাকের কাছে একটী আঙুল এনে সদর্পে ভীষণস্বরে বোল্লেন, "আচ্ছা, আচ্ছা! থাকো তুমি!—আজ আর আমি তোমায় কিছু বোল্‌বো না,—বলপ্রকাশও কোর্‌বো না। থাকো তুমি!—এই ঘরেই আমি তোমায় কয়েদ কোরে রাখ্‌লেম। যদি পালাবার চেষ্টা করো, অসম্ভব!—কোনমতেই পালাতে পার্‌বে না! বাড়ীর চতুর্দ্দিকে আমার সব চর ফির্‌ছে;—রাতদিন তারা যমদূতের মত পাহারা দিচ্চে;—আট ঘাট বন্ধ!—বেরুলেই মারা পোড়বে!—এই ঘরেই কয়েদ থাকো!—যা যখন আবশ্যক হবে, ডেকো, দাসীরা এসে সমস্ত প্রস্তুত কোরে দেবে। সকলেই তোমার আজ্ঞাকারী থাক্‌বে। কোনো কষ্ট থাক্‌বে না। ঐ সুকোমল শয্যা আছে, শয়ন কোরো;—ঐ স্বর্ণপাত্রে গোলাপজল আছে, মেখো;—ঐ আতরদানে আতর আছে, চুলে দিও;—ঐ দেয়ালের গায়ে আর্শী আছে, মুখ দেখো;—ঐ খঞ্চেতে গোপীনাথের প্রসাদ ঢাকা আছে, খেও;—ঐ রূপোর কল্‌সীতে সুশীতল জল আছে, পান কোরো;—আর আর যা কিছু দরকার হয়, খাবার সামগ্রী,—বিলাস-সামগ্রী, যা কিছু দরকার হয়, চেও, তৎক্ষণাৎ তারা দিয়ে যাবে। কোনো অভাব নাই, কোনো সঙ্কোচ নাই, সচ্ছন্দে জানিও,—থরে থরে, হাতে হাতে দাসীরা সব যুগিয়ে দেবে। কেবল এখান থেকে বেরুতে পার্‌বে না, পালাবার চেষ্টা কোর্‌বে না,

এই আমার আদেশ,—এই আমার পণ! বুঝ্লে কি না?—কয়েদ থাকো, একটু জব্দ হও; এই আমার ইচ্ছা! কত দিন তোমাকে এ ভাবে থাক্‌তে হবে, তা আমি এখন জানি না! যত দিন তুমি আমার মনের মতন না হও,—আপন ইচ্ছায় যত দিন না তুমি আমার ইচ্ছার দাসী হও, তত দিন কয়েদ!—যে দিন তুমি আপনা হোতে আমার উপাসনা কোরে আমাকে চরিতার্থ কোর্‌বে,—যে দিন তুমি সুমধুর হাসি হেসে সুমধুর বচনে আমায় বোল্‌বে, 'আমি তোমারি!'—সেই দিনেই,—সেই দণ্ডেই,—সেই লহমাতেই খালাস!—পাটরাণীর মতন স্বাধীন!"—এই সব কথা বোলে কামিনীর উত্তর শোন্‌বার প্রতীক্ষা না কোরে কেবল ভঙ্গীক্রমে একটীবার মাত্র তাঁর পানে চেয়েই রাজা মৃদুপদে ঘর থেকে বেরুলেন। বাইরের দরজায় চাবী পোড়্‌লো।

বিহঙ্গিনী এখন বন্দিনী;—একাকিনী একটী নির্জ্জন গৃহে বন্দিনী; এ অবস্থাও তাঁর পক্ষে এখন অনুকূল। নিকটে একজন পাপাশয় কামুক বারম্বার পাপগাথিকার আস্তাই ভাঁজ্‌ছিল, থেকে থেকে চিত্তেন ধোর্‌ছিল, সে এখন অন্তরে;—এ সময় নির্জ্জনবাস অবশ্যই তাঁর পক্ষে অনুকূল। একখানি কৌচের উপর বোসে মুখে হাত ঢাকা দিয়ে অনেকক্ষণ হাপুস্‌নয়নে রোদন কোল্লেন। আপনার অবস্থা ভেবে বিস্তর অনুতাপ কোল্লেন। পিতা-অন্ত প্রাণ,—পিতার সুখে সুখ, পিতার দুঃখে দুঃখ;—সেই পিতা,—সেই বৃদ্ধ পিতা একাকী এখন কি কোচ্ছেন, কত কি ভাব্‌ছেন, কে তাঁরে আহার দেবে, উপবাসী থাক্‌বেন, এই ভাবনায় অস্থির হোচ্ছেন, চক্ষে আর জল রাখ্‌তে পাচ্ছেন না। যে বিপদ্ উপস্থিত, পিতা তার কিছুই জান্‌ছেন না,—মনে কত কি সন্দেহ,—কত কি আশঙ্কা কোচ্ছেন, এই চিন্তা অন্তঃকরণকে নিতান্ত

আকুল কোরে তুল্‌ছে! নিজের ভাবনা এখন দূরে গিয়েছে, পিতৃবৎসলা সরলা কুমারী কেবল পিতার ভাবনায় শোকাকুলা উতলা। বিজয়লালও কিছু জান্‌তে পাচ্ছেন না;—কি হবে, কেমন কোরে এ যমালয় থেকে নিস্তার পাবেন, ভেবেচিন্তে কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেন না। একাকিনী শত্রুপুরীতে বোসে বোসে কাঁদ্‌লেই বা কি হবে! কেই বা শুন্‌বে?—উদ্দেশে বিপদ্‌সাগরের কাণ্ডারীকে স্মরণ কোল্লেন। "মধুসূদন! রক্ষা করো!" বোলে চঞ্চলনয়নে কৌচের উপর থেকে উঠ্‌লেন। বিষণ্ণবদনে, উৎকণ্ঠিতমনে, মন্থরগমনে ঘরের এ দিক্ ও দিক্ বেড়ালেন, কোনো দিকে কিছু পালাবার উপায় দেখ্‌লেন না। পূর্ব্বদিকে একটী সুদীর্ঘ গবাক্ষ ছিল, ধীরে ধীরে সেই গবাক্ষের কাছে গেলেন। জানালার আগা গোড়া একটা কালো পর্দ্দা দিয়ে ঢাকা। আস্তে আস্তে সেই পর্দ্দাটী খুলে দেখ্‌লেন, সে জানালায় গরাদে নাই। নীচের দিকে এক হাত উঁচু বদ্ধ খড়্‌খড়ি, উপরটা অনাবৃত খোলা। একটু সাহস এলো;—হতাশের উপর একটু সাহস! উৎসাহে উৎসাহে নীচের দিকে চাইলেন, উৎসাহ কোমে গেল! অনেক উঁচু,—লাফ দিয়ে পোড়্‌লে অনেকটা নীচে পোড়্‌তে হয়! সেখানে কতকগুলো ছোট ছোট জঙ্গল, লতাগুল্মে আচ্ছন্ন। লাফিয়ে পোড়্‌তে ভরসা হলো না। কম্পিত হস্তে পর্দ্দাটী টেনে দিয়ে বিমর্ষভাবে আবার সেই কৌচে এসে বোস্‌লেন।

রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড অবশিষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে অসহায়িনী বন্দিনীর আশারও প্রায় অবসান। নৈরাশ্যকে অবলম্বন কোরে মনে মনে তিনি সনাতন দীনবন্ধুকে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন। করপুটে করুণাময়ের করুণা ভিক্ষা কোল্লেন। হৃদয় একটু শান্ত হলো। আবার চতুর্দ্দিকে চাইলেন,

হঠাৎ সেই গবাক্ষের দিকে তাঁর চক্ষু পোড়্লো। দেখ্লেন, পর্দ্দা ফাঁক কোরে এক দীর্ঘাকার নরমূর্ত্তির ছায়া সেইখানে দাঁড়িয়ে!—আতঙ্কে কেঁপে উঠ্লেন,—দুটী হাতে চোকমুখ ঢেকে মাথা হেঁট কোল্লেন। অভিনব আশঙ্কার আবির্ভাব!—একটু পরে আড়ে আড়ে আবার সেই দিকে কটাক্ষপাত কোল্লেন। দেখ্লেন, তখনও সেই মূর্ত্তি সেইখানে!—আবার হৃৎকম্প!—কম্পিতপদে কম্পিতভাবে আসন থেকে উঠে সাহসে ভর কোরে রূক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি আবার কি সর্ব্বনাশ কোত্তে এসেছ?—কে তুমি?"

"ভয় নাই!—চুপ্ করো!—এই দিকে এসো;—ভয় পেও না!—আমি তোমায় উদ্ধার কোত্তে এসেছি!—এই দিকে এসো;—কোনো ভয় নাই,—এখুনি আমি তোমায় মুক্ত কর্বার উপায় কোচ্চি!"

সেই লোক প্রসন্নবদনে অনেক রকম আশ্বাস দিয়ে সাহস দিতে লাগ্লো। বন্দিনী বিহঙ্গিনী কতক উৎসাহে,—কতক সন্দেহে ধীরে ধীরে গবাক্ষের দিকে অগ্রসর হয়ে পূর্ব্ববৎ রূক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, কে তুমি?"

"আমি যে হই, সে পরিচয় এখন আবশ্যক কোচ্চে না;—মনে করো, তুমি আমার মা, আমি তোমার সন্তান;—তুমি এক কাজ করো;—ঐ বিছানার চাদর দুখানা একত্র কোরে লম্বে লম্বে গেরো দাও,—দিয়ে—একটা খুঁট ঐ খাটের ক্ষুরোতে বাঁধো,—আর একটা খুট তোমার নিজের কোমরে জড়াও,—খুব শক্ত কোরে বাঁধো।—দেরী কোরো না, এখুনি স্যাও,—শীঘ্র!—আর রাত নাই!—আমি যে বাঁশের সিঁড়িখানা এনেছি, সাবধানে আমার সঙ্গে সঙ্গে এই সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসো;—এখুনি তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিব!"

যুবতী তাই কোল্লেন। ক্ষণেকের মধ্যেই উভয়ে বৈঠকখানার নীচে জঙ্গলে উপনীত। পাঠক মহাশয় স্মরণ কোর্‌বেন, যে লোক এই কৌশলে অবলাটীকে নীচে নামালে, সে ঐ বসন্ত-উদ্যানের দ্বারপাল গজানন।— গজানন তাড়াতাড়ি সিঁড়িখানা ঘাড়ে কোরে খানিক দূরে রেখে এলো, তার পর কারামুক্ত কামিনীটীকে সঙ্গে কোরে চক্ষের নিমিষে উদ্যানের বাইরের রাস্তায় উপস্থিত। যুবতী তখনো কাঁপ্‌ছেন;—আর কোনো ভয়ে নয়,—গজানন মাতৃসম্বোধন কোরেছে, অন্য ভয় কিছুই নাই,— রাস্তায় পাছে, আবার ধরা পড়েন, সেই ভয়ে কাঁপ্‌ছেন,—কাঁপ্‌তে কাঁপতে দ্রুতপদে গজাননের আগে আগে চোলেছেন। দেখতে দেখতে একটা খামারে উপস্থিত;—গজাননের পূর্ব্ব বন্দোবস্তে যেখানে সেই গাড়ীখানা হাজির ছিল, সেই খামারেই উপস্থিত।—গজানন বোল্লে, "দ্যাখো মা! আমি এই বাড়ীর দরোয়ান, আমার নাম গজানন;— দুরন্ত বাঘের গ্রাস থেকে হরিণছানা উদ্ধার করাই আমার ধর্ম্ম। এই রকমে আমি অনেক সতীস্ত্রীর জাতমান রক্ষা কোরেছি। তুমি এই গাড়ীতে উঠে বোসো, গাড়োয়ান তোমার হুকুম তামিল কোরবে।"— কামিনীকে এই পর্য্যন্ত বোলে গাড়োয়ানের হাতে আবার দুটী টাকা দিয়ে চুপি চুপি তাকে বোল্লে, "ইঁনি যেখানে বলেন, সেইখানে এঁকে পৌঁছে দাও। সাবধান, এ সব কথা কিছু যেন প্রকাশ না হয়।" গাড়োয়ান ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে। এই অবসরে যুবতী মধুরস্বরে গজাননকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "গজানন! আর একটী কথা! অতবড় পাষণ্ড পাপিষ্ঠ মনিবের এমন দয়ালু ধর্ম্মিষ্ঠ ভৃত্য! এ যোগাযোগ কেমন কোরে ঘোট্‌লো?"

গজানন উত্তর কোল্লে, "সে ঢের কথা! উত্তরদেশ থেকে একজন

রাজা সম্প্রতি এখানে এসেছেন, আমি তাঁরি মহিষীর আদেশ পালন করি! আবার যদি কখনো দেখা হয়, সকল কথা বোল্‌বো। কখনো আমার সহায়তা আবশ্যক হোলে স্মরণমাত্রই আমি হাজির হবো! রাত্রি শেষ হয়, আর না!"

"গজানন! তুমিই সাধু!" এই কথা বোলে কামিনী শকটারোহণ কোল্লেন, নির্দ্দেশক্রমে গাড়ী তাঁর বাড়ীর দরজায় পৌঁছিল। হারানিধি ঘরে এলেন। "যেখানে গিয়েছিলেম, হঠাৎ অসুখ হওয়াতে সেই বাড়ীতেই থাক্‌তে হয়েছিল!" এইরূপ স্তোকবাক্যে পিতাকে প্রবোধ দিয়ে পিতৃবৎসলা কুমারী আপন কক্ষে প্রবেশ কোল্লেন।

পাঠক মহাশয় এখন জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন, ঐ ভীক কুচক্রজালে যারা যারা গুপ্তভাবে লিপ্ত ছিল, সেই দুরাচার পাপিষ্ঠেরা কে?—যে অবলার উপর ঐ লোমহর্ষণ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হোচ্ছিল, সেই অভাগিনী অসহায়িনী কামিনীটাই বা কে?—এগুলি জান্‌তে অবশ্যই আপনার কৌতূহল জন্মাতে পারে। সংক্ষেপে আমরা এই অন্ধকার রহস্যের আবরণ মোচন কোচ্ছি। যে দুজন লোক প্রথমে ঐ বিহঙ্গিনীটে পথের মাঝখানে অন্ধকারে ধোরে বেঁধে গাড়ীতে তোলে, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বসন্ত-উদ্যানের দ্বারপাল গজাননের হাত থেকে একটা থলি নিয়ে নিঃশব্দে প্রস্থান করে, সেই লোক দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ দুরন্ত বদ্‌মাস হামির খাঁ। দ্বিতীয় সহচরী আপনার বহুপূর্ব্বপরিচিতা পাটনাবাসিনী কুহকিনী জটাবতী।—পাটনা সহরে যারে আপনি একবার এক ভয়ানক ষড়্‌যন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী নায়িকারূপে দর্শন কোরেছিলেন, এই সেই জটাবতী।—তণ্ডুলকণার লোভ দেখিয়ে যে পাপীয়সী একটী কপোতিনীকে ফাঁদে ফেলেছিল, এই সেই ভাক্তহিতৈষিণী মায়াবিনী জটাবতী।

তখন আমরা পাটনায় আপনাকে সঙ্কেত কোরে বোলেছিলেম, একটীবার মাত্র তার সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে আপনার সাক্ষাৎ হবে; কিন্তু বিশ্বচক্রীর ঘটনাচক্রে আবার এই আগরানগরে অকস্মাৎ অভাবনীয় সংঘটন হলো। আরো আবার অপর কোনো সূত্রে আর কোথাও এই জটাবতী আপনার নয়নবর্ত্তিনী হবে কি না, কে বোল্‌তে পারে? —যিনি এই ঘৃণিত প্রেতপুরীর ঘৃণিত প্রেতরূপী সর্ব্বময় অধিনায়ক, তিনি আর কেউ নন, মানবস্বভাবের ধুরন্ধর বহুরূপী রাজাধিরাজ উদয়গিরি।—তিনি পাপবুদ্ধিতে পাপসহায় হানিরখাঁকে হাজার টাকা আর পাপীয়সী জটাবতীকে ৫০০ টাকা ঘুস দিয়ে এই নূতন পাপ-সাগরে অবতরণ কোরেছিলেন! আর সেই পবিত্রা কুমারীটী আমাদের ভক্তিভাজন মুন্সী নন্দলালের স্নেহময়ী অবিবাহিতা সতীলক্ষ্মী কুমারী ইলাবতী।—ইলাবতী একদিন বিজয়লালের মুখে শুনেছিলেন, দিল্লীর দৌলতরাম আগরায় এসে উদয়গিরি নাম ধারণ কোরেছেন। দৌলতরামের চক্রান্তে তাঁর বৃদ্ধ পিতা সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন, ইলাবতী সেটী জান্‌তেন, দৌলতরামের নামও তাঁর মনে ছিল। জটাবতীর মুখে উদয়গিরির নাম শুনে সেই সব কথা তাঁর মনে হয়; তাতেই তিনি চোট্‌পাট জবাব কোরে উদয়গিরির নির্ভয় হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার কোরে দেন।—উদয়গিরি মনে কোরেছিলেন, তাঁর সব লুকোচুরিখেলা কেউ কিছু জান্‌তে পারে নি। ইলাবতীর মুখে রহস্যভেদের কতক কতক আভাস পেয়ে তিনি কিছু ভয় পান। সেই ভয়েই তিনি ইলাবতীকে কয়েদ কোরেছিলেন। এখন বিড়ালতপস্বীর গ্রাস থেকে কুররী বিহঙ্গিনী মানে মানে মুক্ত হয়ে ঘরে এলেন, এ অঙ্কের যবনিকা পতিত হলো।

———

একত্রিংশ কাণ্ড।

মুক্তিলাভ।—গুপ্তহত্যা!

বিজয়লাল অন্ধকূপে।—পাথরের আঘাতে প্রায় আধ ঘণ্টা অচৈতন্য!—একটু সম্বিৎ পেয়ে ধীরে ধীরে চেয়ে দেখ্‌লেন, ঘরটা ভয়ানক অন্ধকার! কোন্ দিকে দেয়াল, কোন্ দিকে পথ, কিছুই দেখা যায় না। কষ্টে একটু কাত্ হয়ে উঠে বোস্‌লেন। দেখ্‌লেন, কোনো দিকে পালাবার পথ নাই!—বোসে বোসে এগিয়ে গেলেন, আবার দেয়ালে মাথা লাগলো, কপালটা ঝন্ ঝন্ কোরে উঠ্‌লো!—কপালে দুই হাত দিয়ে যন্ত্রণায়, হতাশে, মনের আবেগে সাশ্রুনয়নে নিশ্বাস ফেলে কাতরস্বরে বোল্লেন, "হা জগদীশ! আমি এদের কি কোরেছিলেম!—কেন এরা এমন কোরে আমায় মেরে ফেল্লে! আমি এমন কি পাপ কোরেছিলেম যে, তরুণ বয়সে এমন নিষ্ঠুর ডাকাতের হাতে বিঘোরে আমার প্রাণ গেল! দয়াময়! আমি ত ভুলেও কখনো তোমার নাম পরিত্যাগ করি নি! এত যন্ত্রণা পেয়েছি, এত কষ্ট সয়েছি, এত বিপদে পোড়েছি, তবু ত কখনো ভুলেও তোমার পবিত্র করুণায় অবিশ্বাস করি নি! দীননাথ! তবে আমার অদৃষ্টে এমন নিদারুণ অপমৃত্যু কেন ঘোট্‌লো! বিশ্বময়! তোমার এই বিশাল বিশ্বসংসারে কি আমার মতন একটী ক্ষুদ্র কীটেরও স্থান হলো না! আমি কি এমনি হতভাগা যে, তোমার বিশ্বব্যাপিনী করুণার ছায়ায় একটুমাত্রও স্থান পেলেম না!—এই অল্প বয়সে বিনা দোষে কি আমায় আজ তোমার মহিমাক্ষেত্র কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ কোরে যেতে হলো! ভাইবন্ধু আত্মীয়পরিজন, কারু সঙ্গেই দেখা

হলো না! ইলাবতী কোথায় রইলেন, বেলকুমারীই বা কোথায় রইলেন! জগতে বান্ধবশূন্য,—আশ্রয়শূন্য অভাগার ন্যায় এই অন্ধগহ্বরে আমার প্রাণ যায়!—বনের শেয়ালকুকুরও আমার মতন সঙ্কটে পোড়ে একা একা মরে না। হা জগজ্জীবন! আমার জীবনের এই রকম পরিণাম কি তোমার ইচ্ছা!—ইচ্ছাময়! আমাকে শিশুকালে মাতৃপিতৃহীন কোরে এই রকমে ধ্বংস করাই কি তোমার ইচ্ছা!—ওঃ!—না—না! মঙ্গলময়-নামে সন্দেহ!—কখনই না!—আমি পাপী,—মহাপাপী!—আপনার পাপেই আপনি আমি অকালে সংসারলীলা পরিত্যাগ কোরে যাচ্ছি! ভাই! স্নেহময় ভাই! এ জন্মে আর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না! জন্মের মতন সংসারে আমার খেলাধূলা ফুরুলো!" এইরূপ বিলাপ কোত্তে কোত্তে ক্রমশঃ নিদারুণ আবেগে অস্থির হোতে লাগ্‌লেন। মর্ম্মান্তিক বেদনা!

আরো আধ ঘণ্টা। উদ্ধারের কোনো উপায়ই স্থির হলো না! বিজয়লাল নিরুপায়! তাদৃশ অগাধ ধৈর্য্যশালী প্রশান্ত হৃদয়েও শান্তির লেশ নাই! অধীর বালকের ন্যায় মুখ ঢাকা দিয়ে রোদন কোল্লেন। অনেকক্ষণ রোদন!—কেউ দেখ্‌ছে না, কেউ শুন্‌ছে না,—অন্ধকারে কেউ সেখানে আস্‌ছেও না, কে তাঁর রোদন শোনে?—কে তাঁর বিলাপে কর্ণপাত করে?—যিনি সর্ব্বকাল সর্ব্বত্র সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশ্রোতা, যাঁর অপার অসীম করুণা আকাশে, ভূলোকে, পাতালে, আলোকে, অন্ধকারে, সর্ব্বত্র বিরাজমান, সেই সর্ব্বসাক্ষীই সব দেখ্‌লেন, তিনিই সে বিলাপ শুন্‌লেন। সহসা বিজয়লালের মনে যেন কি এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হলো। শরীরেও যেন একটু বল পেলেন। যেখানে বোসে ছিলেন, চক্ষুমার্জ্জন কোরে সেখান থেকে উঠে অন্ধকারে আর

একবার সেই গহ্বরের চারি পাশের দেয়াল হাঁচা কোত্তে লাগ্‌লেন। তিন দিকে বিফলযত্ন হয়ে পূর্ব্বদিকের এক কোণে হঠাৎ যেন একখানা ভাঙা ইট হাতে ঠেক্‌লো,—যেন একটা ছোট গর্ত্তে হাত পোড়্‌লো। সেই ইটখানা ধোরে নাড়া দিলেন, খুলে এলো! আবার নাড়্‌লেন, আর একখানা! শূন্য হৃদয়ে আশার সঞ্চার!—ক্রমশঃ চাড় দিতে দিতে পাঁচ সাত্‌খানা ইট খোসে পোড়্‌লো,—সহজে আরো খানকতক সোরিয়ে ফেলে বিজয়লাল গুঁড়ি মেরে মেরে সেই ফাঁক দিয়ে বেরুলেন। আন্দাজে বুঝ্‌লেন, একটা ধাপের উপর পা পোড়্‌লো। অন্ধকারে বোসে বোসে দুই তিনটে ধাপ বেয়ে নাম্‌লেন। তখনো নিরাপদ্ নয়। যেখানে এলেন, সেটাও একটা চোরা কামরা। সেটারও চারি-দিক্ বন্ধ। আন্দাজে আন্দাজে পূর্ব্বমুখে এগুলেন। এক ধারে এক-খানা তক্তাতে পা ঠেক্‌লো। স্থির কোল্লেন, দরজা। এক লাথীতে দরজাটা ভেঙে ফেলে এক লাফে রাস্তায়। গহ্বরের ভিতর গড়াগড়ি খেয়ে গায়ে হাতে আঁচড় লেগেছিল, কপালে আঘাত লেগে ফুলে উঠে-ছিল, রাস্তার বাতাস পেয়ে সেগুলি সুস্পষ্ট অনুভূত হলো। উদ্দেশে জগদীশ্বরকে নমস্কার কোরে খোলসা বাতাসে নিশ্বাস ফেল্লেন। কিন্তু সেখানে আর দাঁড়ালেন না। উত্তরমুখে ফিরেই দৌড়!—ভোঁ দৌড়! পশ্চাতে যেন বাঘে তাড়া কোরেছে, এমনি দৌড়!—অন্ধকার, দুর্গম পথ, কিছুই ভ্রূক্ষেপ নাই!—খানাডোবায় পোড়্‌ছেন, ইটের গাদায় হোঁছট্ লাগ্‌ছে, এক হাটু কাদায় ডুবে যাচ্ছেন, ভ্রূক্ষেপ নাই!—কোথা থেকে বেরিয়েছেন, কোন্ দিক্ থেকে এসেছেন, কোন্ দিকে যাচ্ছেন, রাস্তা ঠিক কোত্তে পাচ্ছেন না,—তাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই!—ক্রমাগত দৌড়!—তিনটে বাঁকা বাঁকা গলি ছাড়িয়ে আর একটা গলির মোড়ে

উপস্থিত। সেটা দিয়ে গেলে কোন্ দিকে যাবেন, জানেন না, তথাচ ভ্রূক্ষেপ নাই!—দৌড়!—অনবরত দৌড়!

দৌড়!—দৌড়!—অবিশ্রাম দৌড়!—নূতন গলিটার মাঝামাঝি এসে হাঁফিয়ে পোড়্লেন। আর এগুতে পাল্লেন না। হাঁফাতে হাঁফাতে একটা দোকানের পাটার উপর বোসে পোড়্লেন। একটু বিশ্রামের পর অনেক কথা স্মরণ হলো। সর্ব্বাঙ্গে ছড়্ গেছে, ফুলেছে, রক্তপাত হয়েছে,বস্ত্রগুলি ডাকাতে কেড়ে নেছে, সঙ্গে যে টাকাগুলি ছিল, তাও চুরি কোরেছে, প্রায় উলঙ্গ হয়ে পালিয়ে এসেছেন, সাঙ্ঘাতিক বিপদে বিশ্বপতি কূল দিয়েছেন, আসন্ন পৈশাচমৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার কোরেছেন! জগদীশ্বর দয়াময়!—হঠাৎ আর একটা কথা মনে পোড়্লো।—নিদর্শনপত্র?—ধরমরাজ যে সততার নিদর্শনপত্র দিয়েছিল,—সেখানি কোথায়?—মনে হলো, আছে; যত্নের সামগ্রী অতি যত্নেই রেখেছেন, আছে, হারায় নি। পরিধানবস্ত্রের খুটে বেঁধে রেখেছিলেন, দেখ্লেন, তেমনিই আছে, পোড়ে যায় নি! এত বিপদ্ হয়েছে, টাকাগুলি গিয়েছে, তাতেও কষ্ট নাই, ঐখানি পেয়েই প্রচুর আনন্দ! মাথা হেঁট কোরে বোসে আছেন, নিকটে মানুষের পদশব্দ। চেয়ে দেখেন, একজন চৌকীদার। সে ব্যক্তি গজেন্দ্রগমনে ধীরে ধীরে গুণে গুণে গুম্ গুম্ কোরে পা ফেল্ছে, খাতির নদারত! ঐ দণ্ডধারীকে দেখেই বিজয়লাল শশব্যস্তে ত্রস্তস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আমি কোথায় এসেছি? এটা কোন্ জায়গা? এখান থেকে বড় রাস্তা কতদূর?"

প্রহরী গম্ভীরস্বরে উত্তর কোল্লে, "পাঠানমহল্লা; সহরের লোকে এই জায়গাকে গলাকাটা গলি বোলে জানে। বড় রাস্তা এখান থেকে আন্দাজ আধ ক্রোশ।"

"এখনো আমি ডাকাতের পল্লী ছাড়াতে পারি নি! কি সর্ব্বনাশ! এটার নাম গলাকাটা গলি! ওঃ! কি ভয়ানক নাম! এখনো পর্য্যন্ত আমি তবে নিরাপদ্ নই!" মনে মনে এইরূপ আন্দোলন কোরে বিজয়-লাল সন্দিগ্ধচিত্তে সন্দিগ্ধস্বরে চৌকীদারকে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "রাত্রি কত?"

"প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তুমি এমন সময় এই ভয়ানক জায়গার এমন অবস্থায় কেন? কে তুমি?"

"সে সব কথা তোমায় আমি এখন বোল্‌তে পার্‌ছি না। থানা এখান থেকে কতদূর? তুমি আমার সঙ্গে চলো। এই বেলা জোগাড় কোল্লে এখুনি একদল বদ্‌মাস ধরা পোড়্‌বে।—খুনে বদ্‌মাস!"

চৌকীদার আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি কোল্লে না; আগে আগে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে বিজয়লালকে সঙ্গে কোরে কোতোয়ালীতে নিয়ে গেল। সহর-কোতোয়াল তখন সুকোমল খাটিয়ার উপর মহিষের মত নাক ডাকিয়ে অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছেন! অনেক ডাকাডাকিতে তাঁর সুখনিদ্রা ভঙ্গ হলো! একজন বরকন্দাজ একটা দীর্ঘলাঙ্গুল আল্‌বোলাতে খামিরা সেজে হাজির কোল্লে, কোতোয়াল চক্ষু বুজে ঝিমুতে ঝিমুতে বক্রমুখে পুঞ্জপুঞ্জ ধূম উদ্গীরণ কোত্তে লাগ্‌লেন। দীর্ঘ দীর্ঘ গোঁফদাড়ীর ভয়ে ধোঁয়ারা মণ্ডলাকারে চার পাশ দিয়ে পালাবার পথ দেখ্‌তে লাগ্‌লো! এই অবসরে বিজয়লাল উত্তেজিতস্বরে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিশাঘটনা এজেহার কোল্লেন। দারোগা বিরক্ত হোলেন। কুটিলনয়নে তাঁর পানে একবার কটাক্ষপাত কোরে ঘৃণিতস্বরে বোল্লেন, "যা যা! আপনার কাজ দেখ্ গে যা!—অন্ধকার হলো, একজন এলো, লাঠী মাল্লে, তিনজন এলো, মাগী এলো, গর্ত্তে পুঁত্‌লে, ওঁর মাথা কোল্লে! পাগল কাঁহাকা! দূর হ! আরে

তা যদি হতো, তা হোলে কি তুই বেঁচে এসে সেলাহেৎ কোত্তে পাত্তিস্? কোথায় পাগ্‌লামী কোরে মার্ খেয়েছে, কাদায় ডুবে নেয়ে এসেছে, এখন আবার কোতোয়ালীতে ঢুকে ন্যাক্‌রা আরম্ভ কোরেছে! দূর হ! থানার ভিতর ঠাট্টা? এটা বুঝি আউলে বাউলের ঠাট্টা তামাসার জায়গা?—দূর হ!"

বিজয়লাল গম্ভীরভাবে মিনতি কোরে বুঝিয়ে বুঝিয়ে অনেক কথা বোল্লেন; এখুনি গেলেই তারা ধরা পড়ে, নিশ্চয় কোরে এ কথাও জানালেন। দারোগা হেসে উঠ্‌লেন। আমীরী ওজনে মস্ত একটা হাই তুলে দাঁত খিচিয়ে বোল্লেন, "আরে কাঁহাকা উল্লুক! পাগল এক জাত আলাদা!—রাখ্ রাখ্, তোর পাগ্‌লামী রাখ্!—চোলে যা!—আরিঙ্গিম বাদ্‌শার মুল্লুকে চোরডাকাত নেই, খুন খারাপী নেই! চোলে যা! ফের যদি গোলমাল করিস্, এখুনি হাতকড়ি দিয়ে হাজতে ঠুক্‌বো! এটা পাগ্‌লাগারদ নয়,—থানা! থানা! কোতোয়ালীর থানা! চোলে যা!" কোতোয়াল এই কথা বোলে বাঁ দিকে একবার ইসারা কোল্লেন।

একজন বরকন্দাজ বিজয়ের হাত পাখ্‌ড়ে ধাক্কা দিয়ে থানা থেকে বার্ কোরে দিলে! বিজয়লাল ক্রোধে,—অপমানে, মনের ঘৃণায় একটীও চুঁ শব্দ না কোরেই সেখান থেকে ফিরে চোল্লেন। ভাব্‌লেন, "কি অরাজক!—এরাই আবার শান্তিরক্ষার আস্ফালন করে!—চোর ডাকাতের নামে এরা ঠাট্টাও করে, ভয়ও পায়! ভালমানুষ দেখ্‌লেই চেপে ধরে! চোর ডাকাতেরা এদের দেখে ভয় করে না, নিরীহ ভদ্র-লোকেরাই ভয় করে! হায় হায়! একেই কি শান্তিরক্ষা বলে?—এই সকল লোকের হাতেই কি শান্তির অপমৃত্যু নয়? ওরঙ্গজেবশাহ কি

এই সুশাসনের গর্ব্ব করেন ? হায় হায় ! মোগলকেশরী আকবরশার প্রধান রাজধানীর এ কি দুর্দ্দশা !”

ভাব্‌ছেন,--ভাব্‌তে ভাব্‌তে চোলেছেন, ফর্সা হলো।—রজনী প্রভাত। বিজয়লাল সদর রাস্তায় উপনীত। সূর্য্যপ্রভায় আপনার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ কোরেই তিনি বিষাদে লজ্জিত হোলেন। লোকালয়ের দিকে না গিয়ে অন্য পথে বরাবর সটান যমুনাতীরে উপস্থিত। সেখানে গা হাতের ধূলোকাদা,—রক্তের দাগ ধুয়ে নদীর ধারে ধারেই যেতে লাগ্‌লেন। খানিকদূর যেতে যেতে দেখেন, একটা বাড়ীর দরজার সাম্‌নে বেজায় ভিড় ;—অনেক রকমের অনেক লোক একত্র। সকলেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা কোচ্ছে। পাঁচ সাতজন কোতোয়ালীর লোকও সেখানে জমা হয়েছে। বিজয় নিকটবর্ত্তী হয়ে একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “ব্যাপার কি ? এখানে এত লোক জড় হয়ে কি বকাবকি কোচ্ছে ?”—সেই ভদ্রলোক একটু ধারে সোরে এসে উদাসস্বরে বোল্লেন, “খুন !—এই বাড়ীতে খুন হয়েছে ! মাসখানেক হলো, দিল্লী থেকে একজন রাজা এখানে এসে এই বাড়ীতে ছিলেন, তাঁর নাম রাজা রঘুপ্রসাদ। তাঁর সঙ্গে একটী স্ত্রীলোক এসেছিল, তার নাম নীলকুমারী।—হঠাৎ গত রাত্রে কে সেই রাজাকে কেটে ঘরে আগুন দিয়ে গেছে ! দাউ দাউ কোরে আগুন জ্বোলে উঠ্‌লে বাড়ীর একজন চাকর হঠাৎ জেগে উঠে চীৎকার আরম্ভ করে। অন্যান্য দাসীচাকরেরাও আতঙ্কে জাগরিত হয়ে চীৎকার কোত্তে থাকে। তাদের হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে প্রতিবেশীরা এসে উপস্থিত হয়। তারা তাড়াতাড়ি অগ্নি নির্ব্বাণ কোরে দেখে, রাজা রঘুপ্রসাদ আধপোড়া হয়ে বিছানায় পোড়ে আছেন, তাঁর গলার নলির মাঝামাঝি ছুরি দিয়ে কাটা !

বিছানা, বালিশ, মশারি, সমস্তই প্রায় ভস্মশেষ! ঘরের জিনিসপত্র কিছুই যায় নি, যেথানকার যা, সব ঠিক ঠাক রয়েছে। স্ত্রীলোকটী যে, কোথায় চোলে গেছে, ঠিকানা নাই। থানার লোকেরা অনেক অনুসন্ধান কোরেছে, কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। দাসীচাকরেরা লাসের সঙ্গে কোতোয়ালীতে চালান হয়েছে। সকলেই মনে কোচ্ছেন, সেই স্ত্রীলোকেরই এই কাজ! সেই নীলকুমারীই খুন কোরেছে! উঃ! মায়াবিনী স্বৈরিণীদের কি দুর্জ্জয় সাহস!"

শুনে বিজয়লাল চমকিত হোলেন। "নীলকুমারীর এই কর্ম্ম!—অ্যাঁ!—আমি তারে ভালমানুষ মনে কোরেছিলেম!—নারীবেশে কালভুজঙ্গিনী! তারা এখানে এসেছিল, আমি এর কিছুই জান্‌তেম না। নীলকুমারীই কি খুন কোরেছে?—আমার ত এমন বোধ হোচ্ছে না। বোধ হয়, খুনে ডাকাতেরা তারে ধোরে নিয়ে গেছে! তাই-ই হবে!—তা নইলে নীলকুমারীর যে রকম স্বভাব দেখেছিলেম, তাতে ত তারে এমন দুষ্কর্ম্মের নায়িকা বোলে কখনই বিশ্বাস হয় না। হোতেও পারে! নষ্ট স্ত্রীর চরিত্র দেবতারাও জান্‌তে পারেন না!"

এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে বিজয়লাল সেথান থেকে বেরিয়ে বিষণ্ণমনে মন্নুলালের বাড়ীর দিকে চোল্লেন। এদিকে কোতোয়ালীর লোকেরা খুনের তদারকে ক্লান্ত হয়ে অনিশ্চিত গুপ্তহত্যার সিদ্ধান্ত কোরেই থানায় ফিরে গেল। বিজয়লাল মন্নুলালের বাড়ীতে পৌঁছিলেন। প্রথমেই ইলাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাঁকে তদবস্থায় এলো গায় খালি পায় দেখেই ইলাবতী বিস্মিতমনে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এ কি দাদাবাবু! তোমার এমন অবস্থা কেন?—গায়েময়ে আঁচড়, কপালে কাটা দাগ, কাপড়-চোপড় নাই, তোমার এমন দশা কে কোল্লে?"

"ভারী বিপদে পোড়েছিলেম!—একটু ঠাণ্ডা হয়ে সকল কথা তোমায় বোল্‌ছি।" এই কথা বোলে বিজয়লাল সকাল সকাল স্নানাহার কোল্লেন। মুন্সীজীর সঙ্গে দেখা কোরে এসে নির্জ্জনে ইলাবতীকে সমস্ত ঘটনা জানালেন; শুনে তাঁর হৃৎকম্প হলো। ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে দেবতাদের নাম কোরে স্নেহবতী কুমারী অনেক মঙ্গলাচার কোল্লেন। বেলা অবসান হলো। বিজয়লাল বোল্লেন, "ইলা! এ সকল কথা এখন তোমার পিতাকে বোলো না;—গ্রহের ফের,—দৈবাৎ ঘোটে গেছে, এ সব কথা তাঁকে জানাবার আবশ্যক নাই।" বিজয় কেন এ কথা বোল্লেন, ইলাবতী সেটী বুঝ্‌তে পাল্লেন না; কিন্তু অনুরোধে সম্মত হোলেন। সূর্য্য অস্ত হলো;—মন্নুলালের কাছে বিদায় নিয়ে, ইলাবতীকে পুনরায় একটু ইসারা কোরে বিজয়লাল সন্ধ্যার আগেই পণ্ডিত কিষণলালের বাড়ীতে যেতে উদ্যত। পিতার সম্মুখ থেকে সোরে এসে বিজয়ের দুটী হাতে ধোরে স্নেহময়ী সরলা সজলনয়নে করুণস্বরে বোল্লেন, "না,—তা হবে না;—আজ আর তোমার যাওয়া হবে না! শত্রু যখন পেছু লেগে রয়েছে, প্রাণের উপর যখন তাদের লক্ষ্য রয়েছে, তখন আজ আমি তোমায় কখনই যেতে দেবো না! উঃ! সাঙ্ঘাতিক শত্রু!—টাকার জন্যে প্রাণে মাত্তে চায়!—ভয়ানক রাক্ষস! এ জেনেও তুমি এমন সময় একা যেতে চাও!—কখনই তা হবে না! সন্ধ্যা হলো, সমুখ অন্ধকার,—নিরিবিলি পথ!—সে পথে কি এ সময় বেরুতে আছে! এই দ্যাখো, রাত্রের কথা মনে কোরে এখনো আমার গা কাঁপ্‌ছে!" এই শেষ কথাটী বোল্‌তে বোল্‌তে ইলাবতী চঞ্চলনয়নে অশ্রুপাত কোত্তে লাগ্‌লেন। রাত্রের কথা মনে কোরে এখনো আমার গা কাঁপ্‌ছে,—এই কথাটীতে ইলাবতীর মনের কথা বেরিয়ে পোড়েছে!

তাঁর নিজের সম্বন্ধে রাত্রে যে ঘটনা হয়েছিল, সেটী বিজয়লালের সাক্ষাতে বল্‌বার ইচ্ছা থাক্‌লে তখনি তিনি সেটী ফুটে ফেল্‌তেন, কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁর ছিল না,—সাবধানে সে লজ্জা,—সে অপমান,—সে সঙ্কট চেপে রাখাই তাঁর ইচ্ছা, সুতরাং সাম্‌লে গেলেন। মুখখানি বিবর্ণ হয়ে উঠ্‌লো। বিজয় সেই মুখ দেখে প্রকাশ্যভাবটাই বুঝ্‌লেন, অন্তরের গুপ্তভাব,—গুপ্তবিষাদ অনুভব কোত্তে পাল্লেন না। অগত্যা ইলাবতীর অনুরোধেই সম্মত হোলেন,—উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠায় মন্নুলালের বাড়ীতেই নিশাযাপন কোল্লেন।

পরদিন প্রত্যূষে কিষণলাল পণ্ডিতের বাড়ীতে উপস্থিত। একদিন দু রাত্রি অনুপস্থিতির কারণ কি, প্রথমদর্শনে পণ্ডিত কিষণলাল সে কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন না, বেলকুমারীও কিছু বোল্লেন না। পাছে জিজ্ঞাসা করেন, এই ভেবে বুদ্ধিমান্ নায়ক বুদ্ধির কৌশলে আগেই প্রকারান্তরে কিষণলালকে আর বেলকুমারীকে প্রবোধ দিয়ে আস কথা পাশ কথা উত্থাপন কোল্লেন। তাঁরা বিজয়লালের কথার কৌশলে এমনি বিমোহিত হোলেন যে, সমস্ত দিনের মধ্যে আকার ইঙ্গিতেও কোনপ্রকার বিপদের আভাস তাঁদের মনে উদয় হলো না। বিজয়লাল উৎসাহে উৎসাহে সে সংশয়ের তুফান থেকে উদ্ধার পেলেন। দিবা অবসান, রজনী আগত। পুনরায় নূতন সূর্য্য, পুনরায় কৌমুদী;—এই রকমে চন্দ্রসূর্য্যের আহ্নিক পরিবর্ত্তনে সেই ভয়ঙ্করী বিভাবরীর ভীষণ স্মৃতিটী অনেক দূরে গিয়ে পোড্‌লো। অন্ধকারে ডুবে গেল না, বিজয়লালের হৃদয়গহ্বরেই গুপ্তভাবে নিহিত থাক্‌লো। ইলাবতী ছাড়া জগতে আর তৃতীয় প্রাণী সেটী জান্‌তে পাল্লে না।

দ্বাত্রিংশ কাণ্ড।

ইন্দ্রজাল!—বীরাঙ্গনা।

একমাস অতীত।—গ্রীষ্মের অবসান, বর্ষার প্রারম্ভ। একদিন প্রাতঃকালে বিজয়লাল একাকী পণ্ডিত কিষণলালের উদ্যানে ভ্রমণ কোচ্ছেন, রাত্রে ভারী একপস্‌লা বৃষ্টি হয়ে গেছে, ছোট ছোট তরুগুলি সেই জলে স্নান কোরে সুন্দর সুন্দর বেশ ধারণ কোরেছে;—মধুমুখী ফুলেরা সমস্ত রাত ভিজে মধুহারা হয়ে অবনতমুখে অবনতনয়নে যেন অশ্রুধারা বর্ষণ কোচ্ছে, মধুলোভী মধুপেরা ঝাঁক বেঁধে এ ফুলে ও ফুলে উড়ে উড়ে বিফল আশায় ফুলে ফুলে ফিরে যাচ্ছে;—পাখীরা বড় বড় গাছের পাতার ঝোপে বোসে ঝটাপট্‌শব্দে পাখা ঝাড়া দিচ্ছে, সূর্য্যদেবকে দেখে যেন আহ্লাদে স্তবস্তুতি কোরে ওড়্‌বার উপক্রম কোচ্ছে।—বিজয়লাল এই সকল শোভা দেখ্‌ছেন, আর ধীরে ধীরে আপনার মনে পায়চারি কোচ্ছেন, এমন সময় দেখেন, একজন খোট্টাবালক সম্মুখে।—সেই বালক দস্তুরমত সেলাম কোরে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "বাবুসাব! বিজয়বাবু কার নাম?—তিনি কি এই বাড়ীতে থাকেন?"

বিজয়লাল হঠাৎ একজন অপরিচিত বালকের মুখে আপনার নাম শুনে খানিকক্ষণ তার মুখপানে চেয়ে থেকে সকৌতুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেন?—তুমি কোথা থেকে আস্‌ছো?—তাঁর কাছে তোমার কি দরকার?"

বালক তেমনি সম্ভ্রমে উত্তর কোল্লে, "তাঁর কাছে আমার দরকার আছে, আমি তাঁর ভাইয়ের কাছ থেকে এসেছি।"

"ভাই ?—ভাইয়ের কাছ থেকে এসেছ ?—কোথায় তিনি ?—তুমি তাঁকে কোথায় দেখ্‌লে ?—তুমি তাঁকে কেমন কোরে চিন্‌লে ?—তিনি এখানে এলেন না কেন ?—বলো,—শীঘ্র বলো !—আমারি নাম বিজয়লাল।"

আহ্লাদে, বিস্ময়ে,—কৌতূহলে বিজয়লাল পুনঃপুনঃ ঐ বালককে ঐরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন। বালক বিনম্রস্বরে বোল্লে, "আজ তিন দিন হলো, তিনি এই সহরে এসেছেন, একজন মহাজনের গদীতে বাসা কোরে আছেন, আপনি যে, তাঁর ভাই, সে কথা তিনি কাউকেই বলেন নি ;—সহরে সর্‌পোট বেরুতেও তিনি ভালবাসেন না। আমাকে বোলে দিলেন, যমুনামায়ীর পশ্চিমকূলে যে একটা বুড়ো বটগাছ আড় হয়ে পোড়ে আছে, সেইখানে তিনি থাক্‌বেন, আজ সন্ধ্যার পর আপনি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা কোর্‌বেন।"

বালকের কথায় কিছুমাত্র সন্দেহ হলো না ;—মনে কোল্লেন, "হয় ত কোনো কাজের গতিকে সহরে বেরুতে চাচ্ছেন না, কাজেই এ পর্য্যন্ত এসে আমার সঙ্গে দেখা কোত্তেও পার্‌ছেন না। এসেছেন, তার আর সন্দেহ নাই ! আঃ ! ভগবান্‌ ! তুমিই সত্য !—তিনি এসেছেন, তাতে আর একটুও সন্দেহ নাই !" মনে মনে এইরূপ তর্কবিতর্ক স্থির হলো, তথাচ কৌশলে একটু পরীক্ষা কর্‌বার জন্য বালককে সম্বোধন কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আচ্ছা বলো দেখি, আমার ভায়ের নাম কি ?"

বালক সপ্রতিভের ন্যায় স্পষ্ট স্পষ্ট উত্তর কোল্লে, "নাম ?—তাঁর নাম পদম্‌লাল। দশ বছর তিনি আপনাকে দেখেন নি, পাটনা থেকে ছাড়াছাড়ি হবার পর কোনো খবরো পান নি ;—বাণারসের বাড়ীর কোনো খবরো তিনি জানেন না, সেই জন্যে আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন।

যে গদীতে তিনি রয়েছেন, সেই গদীতেই আমি কাজকর্ম্ম করি। রাত ছ দণ্ড পর্য্যন্ত তিনি সেই বটতলায় থাক্‌বেন, সেই যে নস্ত একটা বালীর ঢিবি আছে, তারি কাছে সেই বটগাছ।"

"আচ্ছা, তুমি যাও ;—তাঁকে বলো গে,—আজ সন্ধ্যার পর সেই-খানে গিয়েই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কোর্‌বো। ছ দণ্ড কেন, চার দণ্ডের মধ্যেই আমি যাবো ;—সন্ধ্যা হোলেই বেরোবো। তুমি যাও,—শীঘ্র গিয়ে তাঁকে খবর দাও!"

সহর্ষচিত্তে এই কথা বোলে বিজয়লাল সেই বালকের হাতে একটী টাকা দিলেন ; বালক চোলে গেল। বিজয়ের আনন্দ অসীম। বর্ষা-প্রভাতকে সুপ্রভাত জ্ঞান কোরে মনে মনে কতই হর্ষ প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লেন। কিষণলালকে কিছু না বোলে আগেভাগেই ইলাবতীকে সংবাদ দিতে চোল্লেন। মনের উৎসাহে সচরাচর পদক্ষেপ যেমন দ্রুত হয়, তেমনি দ্রুতগতিতে মুন্সী মন্নূলালের বাড়ীতে উপনীত। মুন্সীজী তখনো নিদ্রা যাচ্ছিলেন, ইলাবতী আলু থালু বেশে সংসারের কাজকর্ম্ম কোচ্ছেন, বিজয়লাল সম্মুখে।—দেখেই লজ্জাশীলা কুলবালা ব্যস্তভাবে গাত্রবস্ত্র সম্বরণ কোরে সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, 'এ কি! এত সকালেই যে দেখা হলো?—মুখখানি হাসিহাসি দেখ্‌চি,—কিসের এ আনন্দ?—অনেক দিন তোমার মুখে এমন সুন্দর হাসি দেখি নি!"

বিজয়লাল পুলকিতচিত্তে উৎসাহস্বরে উত্তর কোল্লেন, "আজ তোমাকে একটী খোস্ খবর দিতে এসেছি! দাদা এসেছেন!"

"কোথায়?—কখন এলেন?—তোমার সঙ্গেই কি এসেছেন?—কৈ তিনি?—বাড়ীর ভিতর এলেন না কেন?—তুমি তাঁরে সঙ্গে কোরে আন্‌লে না কেন?"

"না ;—এখানে নয়,—এখানে আসেন নি।—শুন্‌লেম, তিন দিন হলো সহরে এসেছেন, আজ সন্ধ্যাকালে আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা কোত্তে যেতে বোলেছেন!"

"দেখা কোত্তে যেতে?—সন্ধ্যাকালে?—সে কি?—কার মুখে শুন্‌লে?—কে তোমাকে এ খবর দিলে?—তিনি নিজে এখানে এলেন না কেন? তোমাকে সন্ধ্যাকালে যেতে বোল্লেন কেন?"

"তা জানি না। একজন বালক আজ সকালে এসে ঐ কথা বোলে গেল। তিনি কোনো কারণে সহরে সর্‌পোট বেরুতে পারেন না, সেই জন্যই আমায় যেতে বোলেছেন। যমুনাতীরে সিদ্ধবটের কাছে বালীর চড়ায় তিনি থাক্‌বেন, রাত্রি ছয় দণ্ডের সময় সেই বটবৃক্ষের তলায় তিনি আস্‌বেন, সেইখানে গেলেই দেখা হবে!"

"পত্র লিখেছেন?"

"না।—যখন লোক পাঠিয়েছিলেন, তখন আর পত্র লেখা বোধ হয় তত আবশ্যক মনে করেন নি।"

ইলাবতী বোস্‌লেন।—বোসে বোসে একটু ভেবে বিজয়কে সম্বোধন কোরে মৃদুস্বরে বোল্লেন, "তুমি বোসো,—আমার মন কেমন কোচ্ছে, কথাটা ভাল লাগ্‌ছে না। বোধ হয়, কোনো দুষ্টলোকে তোমায় ভুলিয়েছে। তুমি প্রতারিত হয়েছো! যে শত্রু তোমার পেছু লেগে আছে, আমার মনে নিচ্ছে যেন, তারিই কোনো কুচক্র! তুমি বেশ কোরে বিবেচনা করো। হঠাৎ যেও না! আমার মনে যেন কোনো মন্দ গাচ্ছে। বিবেচনা করো, যদি তিনি সত্যই এসে থাকেন, যদি তিনি সত্যই তোমার সঙ্গে দেখা কোত্তে চান, তা হোলে পত্র লিখ্‌লেন না কেন?—সত্য সত্য তিনি এলে অবশ্যই নিজে এখানে আস্‌তেন, না হয়, পত্র

লিখ্তেন। আমার কেমন আশঙ্কা হোচ্চে;—কে যেন বোল্‌ছে, নিশ্চয়ই কোনো দুষ্টলোকের কুচক্র!—ভাল কোরে সন্ধান না জেনে কদাচ তুমি সেখানে যেও না! আমার কথা রাখো, উতলা হয়ো না;—আগে ভাল কোরে জানো শোনো, তার পর যা হয় কোরো। আজ হুঁকোশাঙ্গে কখনই যেও না!"

অস্থিরভাবে বিজয়লাল বোল্লেন, "তুমি এত সন্দেহ কোচ্চো কেন? নিশ্চয়ই তিনি এসেছেন;—না এলে আমার মনে এত আহ্লাদ হবে কেন?—নিশ্চয়ই তিনি এসেছেন! যে বালক খবর দিয়ে গেল, সে আমাদের সব ঘরাও কথা বোলেছে;—ঠিক ঠিক বোলেছে!—দশ বৎসর দেখা হয় নি, দশ বৎসর আমার খবর পান নি, কাশীর খবরও জানেন না, এ সব ভিতরের খবর একজন বিদেশী ছোক্‌রা কেমন কোরে জান্‌বে? দাদার নাম পর্য্যন্ত সে জানে;—সে কথা আমি জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম, তাও সে ঠিক বোলেছে। এতেও কি আর সন্দেহ হয়? তুমি আর বাধা দিও না। আমার মন বড় উতলা হয়েছে, তাঁকে দেখ্‌বার জন্য আমি নিতান্ত অস্থির হয়েছি,—তুমি আর বাধা দিও না!—আমি আজ যাবোই যাবো,—প্রতিজ্ঞা কোরেছি, সংকল্প কোরেছি, যাবোই যাবো!"

"তা আমি বুঝিছি!—উতলা হয়েছ, তা আমি বেশ বুঝিছি! মানুষের মনে যখন হঠাৎ বেশী আহ্লাদ হয়, তখন বুদ্ধিশুদ্ধি ঠিক থাকে না। সেই জন্যই আরো এত কোরে সন্ধান নিতে বোল্‌ছি। সন্দেহ না থাক্‌তে পারে,— নাইও বোধ হয়; তবু,—তবুও একবার ভাল কোরে জানা ভাল। পায়ে পায়ে শত্রু আছে বোলেই আমি এত সাবধান হোতে বোল্‌ছি।"

"আর তুমি বাধা দিও না! ভাল কোরে না জেনেই কি আমি সাহস কোরে যেতে চাচ্ছি? বেশ কোরে জেনেছি। তিনি এসেছেন! আর,—দেখ ইলা!—এ কথাটীও তোমার পিতাকে বোলো না। সন্ধ্যার পর সেখান থেকে ফিরে এসে সকল কথা নিজেই আমি তাঁকে বোল্‌বো। বুঝ্‌লে কি না?"

"বুঝ্‌লেম;—কিন্তু আমার মন বুঝ্‌ছে না! তুমি বেশ কোরে বিবেচনা করো. হঠাৎ এমনধারা একটা কাজে সাহস কোত্তে ভয় হয়। বেশ কোরে বিবেচনা করো!"

অস্থিরভাবে বিজয়লাল বোল্লেন, "আমি বেশ বিবেচনা কোরেছি; তুমি আর বাধা দিও না, তোমার পিতাকেও এখন এ কথা বোলো না। আমি চোল্লেম, ফিরে এসে রাত্রে আবার দেখা কোর্‌বো; হয় ত তাঁকে সঙ্গে কোরেই আন্‌বো!—এখন চোল্লেম, তুমি আর বাধা দিও না! আমার মন বড় অস্থির হয়েছে! দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছি;—বেশ বিবেচনা কোরেছি!"

"তবু!—তবুও একবার আগাগোড়া ঘটনাটা ভেবে দ্যাখো!—সে রাত্রে তোমার প্রাণ যেতে যেতে রয়েছে! ভগবান্ অদ্ভুত উপায়ে সে রাত্রে রক্ষা কোরেছেন! আবার তুমি রাত্রে একলা বেরুতে সাহস করো?—আরো একটা কথা!—যদি সত্যই তিনি গোপনে নির্জ্জনে দেখা কোত্তে চান,—মান্‌লেম, তাই-ই যেন তাঁর ইচ্ছা;—কিন্তু তা হোলে দিনের বেলা সময় নিরূপণ কোল্লেন না কেন?—রাত্রে কেন? এটাও তো ভাব্‌তে হয়!"

একটু মুচ্‌কে হেসে বিজয়লাল মধুরবচনে বোল্লেন, "ইলা! তুমি আমার পরমহিতৈষিণী, জগদীশ্বর তোমার ভাল কোর্‌বেন। কিন্তু

তুমি আমার মন বুঝ্‌তে পার্‌ছো না ;—তাঁকে দেখ্‌বার জন্য আমার মনের ভিতর যে, কি হোচ্ছে, তা তুমি কিছুই জান্‌তে পার্‌ছো না! তাই জন্যই বার বার ও রকম আল্‌গা আল্‌গা কথা কোচ্ছো!—একে স্ত্রীলোক, তায় বালিকা, তায় অত্যন্ত স্নেহ, সেই জন্যই রাত্রের নামে ভয় পাচ্ছো! এটী তোমার সৎস্বভাবেরি পরিচয়! স্নেহকাতর মনে স্বভাবতই অমঙ্গল আশঙ্কা আগে আসে! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, কোনো ভয় কোরো না ; কোনো ভয় নাই! রাত্রে আমরা দুই ভাইতে হাস্‌তে হাস্‌তে এসে তোমাকে আহ্লাদিনী কোর্‌বো!" উত্তেজিতভাবে এই সব কথা বোলে বিজয়লাল নক্ষত্রগতিতে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। ইলাবতী আর দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ কর্‌বার অবকাশ পেলেন না।

ইলাবতী বিষণ্ণ।—কাজকর্ম্ম কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না, অন্যমনস্ক হয়ে নানাখানা কুতর্ক ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। ভাল কথা মনে করেন, হয় ত কোনো বিপদ্ হবে না ভাবেন, কিন্তু বিপদের শঙ্কাই অগ্রে উদয় হয়! বোসে বোসে অনেকক্ষণ ভাব্‌লেন। "করি কি!—কি উপায়ে সন্ধান জানি! মেয়েমানুষ, কি কোরেই বা উপায় করি!" এই রকম অনেক ভাব্‌লেন। হঠাৎ মুখখানি গম্ভীর হলো। মাথা নেড়ে একটু হেসে বুদ্ধিমতী কুমারী আপনা আপনি বোল্লেন, "ঠিক হয়েছে! তাই ভাল ; হাঁ,—তাই-ই ভাল! সেই উপায়েই আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে!" এইরূপ স্থির কোরে তৎক্ষণাৎ একখানি পত্র লিখ্‌লেন। লিখে বাইরে এসে চুপি চুপি হিতলালকে ডেকে তার হাতে সেই চিঠিখানি দিলেন। বোল্লেন, "দ্যাখো হিতু! আমার একটী উপকার করো!—রাজা উদয়গিরির বাড়ী যাও! রাজার সঙ্গে দেখা কোরো না, তাঁর কাছে

তোমার দরকারও নাই,—গজানন নামে তাঁর যে একজন নেপালী দরোয়ান আছে, তারি হাতে গোপনে এই চিঠিখানি দিয়ে এসো। গজাননকে তুমি দেখো নি, কিন্তু গেলেই চিন্‌তে পার্‌বে। খুব লাণ্ডা, মোটাসোটা, লম্বা লম্বা চুল, বেশ জোরে জোরে হিন্দি কথা কয়,—মুখখানি হাসি হাসি, দেখ্‌লেই চিন্‌তে পার্‌বে। চিঠিখানি দিয়েই চোলে এসো। মুখে কিছু বোলো না, কাউকেই বোলো না,—বাবাকেও না!"—চিঠি নিয়ে হিতলাল চোলে গেল, ইলাবতী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হোলেন।

মুন্সীজী উঠ্‌লেন। তাঁর সেবাশুশ্রূষার পর আহারান্তে সরলা কুমারী পিতার কাছে বোসে বাতাস কোত্তে কোত্তে মৃদুবচনে বোল্লেন, "সেদিন যেখানে গিয়েছিলেম, আজ আবার একটা দরকার পোড়েছে, সেইখানে একবার যেতে হবে। যদি একটু রাত্রি হয়, ভাবিত হবেন না। যত শীঘ্র পারি, ফিরে আস্‌বো।"

তনয়ার স্বভাবচর্য্যার প্রতি কোনো সন্দেহ ছিল না, পবিত্রতার উপর অকপট বিশ্বাস ছিল, সুতরাং বিনা আপত্তিতে মন্নুলাল সম্মত হোলেন। সন্ধ্যার একটু আগে গুটীকতক টাকা সঙ্গে নিয়ে ইলাবতী একাকিনী বাড়ী থেকে বেরুলেন। অদূরে একখানা কাটা কাপড়ের দোকান ছিল, প্রথমে সেই দোকানেই প্রবেশ কোল্লেন। দোকানী একটী স্ত্রীলোক;—য়িহুদির মেয়ে। ইলাবতী তারে বোল্লেন, "আমার গায়ের মাপে একসুট পুরুষের পোশাক চাই, যত দাম হয়, দু কথা নেই, ভাল দেখে বেছে দাও, শীঘ্র প্রয়োজন। তোমার দোকানের একটী খালি ঘরে আমি সেইটী পোরে দেখে নিয়ে যাবো।"

কেন ছদ্মবেশ আবশ্যক, দোকানী সে কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে না;—

তাতে তার কিছু প্রয়োজনও নাই ;—ফর্‌মাসমত পায়জামা, কামিজ, চাপ্‌কান, টুপী, আর যা যা তার অঙ্গ, বার্ কোরে দিলে, ইলাবতী পাশের ঘরে গিয়ে নারীবেশ পরিত্যাগ কোরে পুরুষবেশ ধোল্লেন। আর্শীতে মুখ দেখে নূতন সাজের সৌন্দর্য্যে ফিক্ কোরে একটু হাস্‌লেন ; বেরিয়ে এসে দোকানীর দাম চুকিয়ে দিয়ে সেখান থেকে বেরুলেন। সদর রাস্তায় না গিয়ে ছোট ছোট গলিপথে একটা ভাঙা মস্‌জিদের কাছে উপস্থিত। সেটার নাম বেগম-মস্‌জিদ। ইলাবতী প্রচ্ছন্নভাবে তারি এক পাশে দাঁড়ালেন। তখন গোধূলি। প্রায় দণ্ডখানেক দাঁড়িয়ে আছেন, সম্মুখে দেখ্‌লেন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ একটা আল্‌খাল্লা মুড়ী দিয়ে একজন লোক সেই দিকে আস্‌ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিকটে।---ইলাবতী মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, " গজানন ? "

" হাঁ মায়ি !—আমি তোমার হুকুম পালন কোরেছি !"

ইলাবতী সহর্ষচিত্তে পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে বোল্লেন, " গজানন ! তুমি ধন্য ! তোমার সদয় ব্যাভারে আমি বাধিত হোলেম। সে রাত্রে তুমি আমারে যে রকম বিপদ্ থেকে উদ্ধার কোরেছ, সে উপকার আমি এ জন্মে কখনই ভুল্‌বো না। তুমিই সাধু !—তোমার বড় দয়ার শরীর ! দ্যাখো, আমার পুরুষবেশ দেখে তুমি আশ্চর্য্য বোধ কোরো না,—তোমার কাছে কিছুই গোপন থাক্‌বে না।"

" সে সব কথার সময় আছে, এখন আদেশ শুন্‌তে চাই।"

" দুটী পিস্তল আন্‌তে বোলেছিলেম, এনেছ ?"

" চিঠির একটী কথাও ভুলি নি।"

" গুলি পোরা আছে ?"

" সব ঠিক !"

"একটী আমাকে দাও!"

গজানন চোম্‌কে উঠ্‌লো। স্ত্রীলোকে গুলিপোরা পিস্তল চায়, এ বড় আশ্চর্য্য কথা!—সন্দেহে সন্দেহে নেপালী বীরপুরুষ সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা কোল্লে,—"মায়ি!—তুমি——"

ইলাবতী তার মনের ভাব বুঝ্‌তে পাল্লেন; ঈষৎ হেসে উত্তর কোল্লেন, "হাঁ গজানন! আমি ছেলেবেলা থেকে ছোট ছোট বন্দুক ছুড়তে শিখিছি। তুমি দাও!"—গজানন আদেশ পালন কোল্লে। ইলাবতী গাত্রবস্ত্রমধ্যে সেটী লুকিয়ে নিয়ে তেমনি টিপে টিপে হেসে মধুরবচনে বোল্লেন, "গজানন! এই অবলা এখন অস্ত্রধারী বীরপুরুষ! —এসো,—আমার সঙ্গে চলো!—আর দেরী করা হবে না, শীঘ্র যেতে হবে।"

উভয়েই সিদ্ধবটমূলে বালীর চড়ায় উপনীত। এ দিক্ ও দিক্ চেয়ে আস্তে আস্তে গুপ্তভাবে উভয়েই সেই বটবৃক্ষে আরোহণ কোল্লেন। গাছটী নদীর দিকে কাত্ হয়ে শুয়ে আছে। একটী ডাল নতমুখে যমুনার জলের উপর ঝুঁকেছে, পল্লব-অঙ্গুলে নদীর জল ছোঁয় ছোঁয় হয়েছে, ছোঁয় নি। ইলাবতী আর গজানন উভয়ে নিবিড় পল্লবে গা ঢাকা হয়ে নিঃশব্দে সেই গাছের উপর থাক্‌লেন।

ওদিকে বিজয়লাল অস্থির।—থেকে থেকে ঘনঘন আকাশপানে চাচ্ছেন, সূর্য্যদেব কতক্ষণে অস্ত যাবেন, কেবল তারিই প্রতীক্ষা কোচ্ছেন, মনে একটুও ধৈর্য্য নাই! হর্ষভরে কত কথা মনে কোচ্ছেন, দেখা হোলে কি বোল্‌বেন, স্থির কোরে রাখ্‌ছেন, তিনি কতই আনন্দিত হবেন, আশা কোচ্ছেন, হৃদয়ে আনন্দলহরী প্রবলবেগে ক্রীড়া কোচ্ছে!—অসীম উৎসাহ! অসীম আনন্দ!—ভাব্‌ছেন, "আজ

আমার কি আনন্দের দিন! কি শুভক্ষণেই রাত্রি প্রভাত হয়েছে! দাদার সঙ্গে দেখা কোত্তে যাচ্ছি!—এ উৎসবে কে আমায় ছলনা কোর্‌বে?—কেন কোর্‌বে?—তাতে তাদের কি লাভ? শত্রু আছে বটে, কিন্তু এর সঙ্গে তাদের সংস্রব কি?—এ উৎসবের বিন্দুবিসর্গও তারা জানে না,—যদিও জান্‌তে পেরে থাকে, কেনই বা তারা আমার প্রাণ নষ্ট কোর্‌বে? সে সব শঙ্কা কিছুই নয়! দাদা আমার সময় পূর্ণ হোতে না হোতে দেখা দিয়েছেন, এমন কি হোতে পারে না?—কেন পার্‌বে না?—অবশ্যই পারে!—এ ত আর পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস নয় যে, কালপূর্ণ না হোতে উদয় হোলে আবার দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হোতে হবে!—আমি ত আর রাজা দুর্য্যোধন নই যে, আবার তাঁকে বারো বছরের জন্যে বনে পাঠাব! আমি তাঁর সহোদর,—স্নেহাস্পদ প্রিয়তম সহোদর! আমা হোতে কখনই তাঁর মন্দ হবে না, এ তিনি জানেন;—বেশ জানেন! হয় ত তাঁর কোনো বিপদ্ ঘোটেছে, হয় ত খরচপত্রের অভাব হয়েছে, হয় ত প্রবাসকষ্ট তাঁর অসহ্য হয়েছে, সেই জন্যই নিয়মপূর্ণ হবার আগেই দর্শন দিয়েছেন! আমি তাঁরে হৃদয়ে হৃদয়ে আলিঙ্গন কোর্‌বো, আর ছেড়ে দিব না! যদি আবার অজ্ঞাতবাসে যেতে চান, কখনই ছেড়ে দিব না! সঙ্গে কোরে মন্নুলালের বাড়ীতেই নিয়ে আস্‌বো!—ইলাবতী তখন জান্‌বে যে, এ উৎসবে কোনো দুষ্টলোকের ছলনা নাই!—যদি একান্তই না আসেন, যদি খরচপত্রের দরকার হয়ে থাকে, দিয়ে আস্‌বো। আমার টাকা নাই,—সত্য;—তবু যা আছে,—পৃথিবীতে আমার যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁকে আমি দিতে পারি! আঃ! আজ আমার কি আনন্দের দিন!—আমি দাদার সঙ্গে দেখা কোত্তে যাচ্ছি! জগদীশ! তুমিই সত্য! দয়াময়! তোমার অনন্ত দয়া!"

ভাব্‌ছেন, সন্ধ্যা হলো। যা কিছু টাকা সঞ্চিত ছিল, সঙ্গে কোরে নিয়ে ত্বরিতপদে তিনি বাড়ী থেকে বেরুলেন। পথে যেতে যেতেও জ্বলন্ত উৎসাহ, জীবন্ত আশা, প্রদীপ্ত আনন্দ! উৎসাহানন্দে হৃদয় পুলকিত!——দ্রুতপদে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত। স্থানটা ভীষণ নির্জ্জন।—তখন সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়েছে, অন্ধকারে আরো ভীষণ বোধ হোচ্ছে! বালীর চড়া প্রায় সাত আট হাত উঁচু। ঠাঁই ঠাঁই খানা, ঠাঁই ঠাঁই ঢিবি, ঠাঁই ঠাঁই ঢালু, এক ধারে সিদ্ধবট।—বর্ষাকাল, যমুনা কাণায় কাণায় ফুলে উঠে বায়ুহিল্লোলে নৃত্য কোচ্ছেন। আকাশে মেঘ আছে, মেঘের পাশ থেকে পাণ্ডুবর্ণ অর্দ্ধচন্দ্র বৃথা হাস্য কর্‌বার আকিঞ্চন কোচ্ছেন, জলদমালা তাঁরে বিদ্রূপ কোরে নিবিড় অন্ধকারে ঢেকে ফেল্‌ছে! অন্ধকারে যমুনার জল তক্ তক্ কোরে যেন সেই জলধরসখা অন্ধকারকেই আলিঙ্গন কোত্তে ছুটেছে! বর্ষার স্রোতে চড়ার নীচে দুই তিনটা মোহানা হয়ে যেন ছোট ছোট খাল বেরিয়ে এসেছে;—ভয়ঙ্কর স্থান কোনো দিকে জনমানবের সঞ্চার নাই, দূরস্থ লোকালয়ের একটী মিট্ মিটে আলোও দেখা যাচ্ছে না;—কেবল অগুন্তি জোনাকিপোকা অমানিশার দীপমালার ন্যায় সেই বটবৃক্ষটা ঘিরে রেখেছে, তাতেই যা কিছু আলোর অস্তিত্ব অনুভূত হয়। এই পর্য্যন্ত! রাত্রিকালে এমন জনশূন্য নদীকূলে অতি সাহসী পুরুষের মনেও ভয়ের সঞ্চার হয়। বিজয়ের হৃদয়ে ভয় নাই! ভাইয়ের সঙ্গে দেখা কোত্তে এসেছেন, পূর্ণ উৎসাহ,—পূর্ণ আনন্দ! উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠায় তিনি একাকী সেই বালীরাশির উপর পায়চারি কোত্তে লাগ্‌লেন। রাত্রি চারি দণ্ড।

নিকটে মনুষ্যের পদশব্দ। উঁচু নীচু চড়া বেয়ে বেয়ে একটী ক্ষুদ্র নরমূর্ত্তি নিকটে। সে এসেই বিজয়লালকে সম্বোধন কোরে জিজ্ঞাসা

কোল্লে, "কি গো বাবু! আপনি এসেছেন? বাঃ!—বেশ হয়েছে!—বাঃ! আপনার কথা খুব ঠিক!"

বিজয়লাল স্বরে বুঝলেন, যে বালক প্রাতঃকালে সংবাদ দিতে গিয়েছিল, এ সেই বালক। উৎকণ্ঠিতস্বরে উত্তর কোল্লেন, "হাঁ, আমিই বটে!—আমার দাদা কোথায়?—তিনি এলেন না?—কৈ তিনি?—তুমি যে আগে এলে?—তোমাকে কি তিনি আগে পাঠালেন?—কোথায় তিনি?—তোমার সঙ্গে সঙ্গেই কি আস্‌ছেন? কৈ?—কখন আস্‌বেন?—কত দূর?"

"উতলা হবেন না, তিনি এলেন বোলে।" সংক্ষেপে এই উত্তর দিয়ে বালক মুখ ফিরিয়ে একটু হাস্‌লে। একটু পরেই দ্বিতীয় লোক সম্মুখে! তার সর্ব্বাঙ্গ একখানা মোটা কম্বলে ঢাকা।—"এই আমার দাদা এসেছেন। দাদা!—আজ দশ বৎসরের পর তোমায় দেখ্‌লেম!" উত্তেজিতস্বরে এই কথা বোলে বিজয়লাল দৌড়ে তাঁরে আলিঙ্গন দিতে গেলেন!—গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি হবামাত্রই সেই কম্বলী লোক দাঁত-খামাটী কোরে বিকটস্বরে বোল্লে, "হুঁ! হুঁ!—দাদাই বটে! আজ তোরে নিকেস্ কোরেছি! সে দিন বড় দমবাজী কোরে ভাঙা কামরা থেকে পালিয়েছিলি। আজ আর পালাতে হবে না! আজ তোরে যমে ডেকেছে!" এই কথা বোলেই বাঘের মত লাফ দিয়ে দুই হাতে তাঁকে শক্ত কোরে জাপ্‌টে ধোল্লে!—বালকের হাতে একগাছা রসী ছিল, সে সেই অবকাশে সেই দড়ীগাছটা বিজয়ের দুই পায়ে বেড় দিয়ে বেঁধে ফেল্লে!—বিজয়লাল কেঁপে উঠ্‌লেন। স্বরে বুঝ্‌লেন, ডাকাতের হাতে পোড়েছেন! সেই দুরন্ত খুনে ডাকাত! হামির খাঁ!—যথাশক্তি হুড়ো-মুড়ি কোরে হাত ছাড়াবার চেষ্টা কোল্লেন, কোনমতেই পাল্লেন না!

প্রাণ উড়ে গেল!—পায়ে দড়ী বাঁধা ছিল, হুম্‌ড়ি খেয়ে পোড়ে গেলেন! বালীর গহ্বরে মুখ বোসে গেল। বালকটা হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো। হাম্মির খাঁ সেই দড়ীগাছটা ধোরে হিড়্ হিড়্ কোরে টেনে নদীর দিকে এগুতে লাগ্‌লো! ঠিক এই সময় বটগাছ থেকে একজন ঝুপ্ কোরে লাফিয়ে পোড়ে তীরের মত দৌড়ে এলো। এসেই পিস্তলের বাঁট দিয়ে ডাকাতের মাথা তেগে ধাঁ কোরে এক আঘাত!—খুব সজোরে এক আঘাত!—ফের আর এক ঘা!—মেরেই তাড়াতাড়ি বিজয়লালের পায়ের বাঁধন খুলে দিলে। হামির খাঁ থতমত খেয়ে দড়ীগাছটা ছেড়ে দিয়ে নক্ষত্রবেগে আঘাতকারীকেই সবলে আক্রমণ কোল্লে! এক চাপনেই ভিজে বালীর উপর উবুড় কোরে ফেলে পিঠের উপর চেপে বোস্‌লো! পাঠক মহাশয়! বুঝ্‌তে পাল্লেন, গজাননেরই এই সঙ্কট উপস্থিত! নাকে মুখে বালী, নিশ্বাসরোধ হয়ে প্রাণ হাঁইফাঁই কোচ্ছে! অসাবধানে আপনা আপনি পিস্তলটার আওয়াজ হয়ে গেল! ছোঁড়াটা তফাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছিল, সেই গুলি তার বুকে লেগে অজ্ঞান হয়ে পোড়্‌লো। অকস্মাৎ আর একটা পিস্তলের আওয়াজ! গুলিটা সন্ সন্ কোরে হামির খাঁর কাণের কাছ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল! সেই সঙ্গে পাপিষ্ঠের একটা কাণও উড়ে গেল! চকিতা কুরঙ্গিণীর মত লাফিয়ে এসে বীরাঙ্গনা ইলাবতীই সেই গুলি মেরেছিলেন। হামির খাঁ কাণের জ্বালায় অস্থির হয়ে রেগে গজাননকে ছেড়ে ঠেলা মার্‌তে মার্‌তে গোড়িয়ে গোড়িয়ে বিজয়লালকে চড়ার উপর থেকে যমুনার জলে ঠেলে ফেল্লে! ফেলেই দৌড়!—উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়!—পড়ে ত মরে, পেছনদিকে চাওয়া নাই,—বনজঙ্গল,—নালাখালায় ভ্রূক্ষেপ নাই,—চোঁচা দৌড়!—এক দৌড়ে চক্ষের নিমিষে চক্ষের অন্তর হয়ে গেল! গজানন

হাঁফাতে হাঁফাতে ধড়্‌মড়িয়ে উঠে বোস্‌লো। ইলাবতী করুণস্বরে চীৎকার কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "রক্ষা করো! রক্ষা করো!—সর্ব্বনাশ হলো! সর্ব্বনাশ হলো!—পাপিষ্ঠ ডাকাত তাঁকে ডুবিয়ে মাল্লে! বিজয়লালকে গোড়িয়ে গোড়িয়ে জলে ফেলে দিয়েছে! বাঁচাও! বাঁচাও!—শীঘ্র বাঁচাও!"

গজানন আপনার আঘাত ভুলে গিয়ে মরিয়া হয়ে ঝুপ্‌ কোরে যমুনায় ঝাঁপিয়ে পোড়্‌লো! "কোথায়?—কোথায়?" পুনঃপুনঃ এইরূপ চীৎকার কোত্তে কোত্তে অনবরত ডুব দিতে লাগ্‌লো। চড়ার উপর দাঁড়িয়ে কম্পিতা কুমারী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সাহস দিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "ঐখানে!—ঐখানে!—আর একটু এগিয়ে!—কোনো ভয় নাই!—ডাকাত পালিয়েছে!—কোনো ভয় নাই! বাঁচাও!—শীঘ্র বাঁচাও! তোমার কাছে আমি জন্মের মত কেনা হয়ে থাক্‌বো! শীঘ্র বাঁচাও"

গজানন একবার মাথা তুলে হতাশস্বরে বোল্লে, "সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না!—কোথাও দেখ্‌তে পাচ্ছি না! অনেক দূর গেছে!"

"ওগো! ও কথা বোলো না!—ও কথা বোলো না!—বাঁচাও!—বাঁচাও!—পরমেশ্বর! রক্ষা করো! বিপদ্‌ভঞ্জন রক্ষা করো!—মধুসূদন! রক্ষা করো! কি হলো গজানন!—কি হবে গজানন!—হায় হায়! আমার কি সর্ব্বনাশই হলো!—তুমি আবার ডুব দাও!—আবার দ্যাখো!—ঐখানেই আছে! ঐখানেই ফেলেছে!—ওগো ঐখানেই ডুবেছে! ঐখানেই পাবে! হায় হায় হায়! কি হবে, কি হবে!"

যতক্ষণ ইলাবতী এইরূপ রোদন কোচ্ছিলেন, গজানন ততক্ষণে আরো পাঁচ সাতবার ডুব মেরেছে! ডুব মেরে মেরে একটা কৃষ্ণবর্ণ দেহ মাথার উপর তুলেছে! আবার পোড়ে গেল, আবার ডুব মাল্লে!

ডাকাতেরা যে দড়ী দিয়ে বিজয়কে বেঁধেছিল, সে গাছটা চড়ার উপর পোড়ে ছিল, ইলাবতী তাড়াতাড়ি সেই দড়ীগাছটা জলে ফেলে দিলেন, গজানন হাত পেতে ধোল্লে। একটু পরে সেই দড়ী জোড়িয়ে বিজয়-লালের অস্পন্দ অচৈতন্য শরীর পিঠে কোরে সাঁত্‌রে সাঁত্‌রে চড়ার উপর নিয়ে এলো! ইলাবতী সাশ্রুনয়নে ছুটে গিয়ে নাকে হাত দিয়ে দেখ্‌লেন, নিশ্বাস নাই! ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠ্‌লেন। সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলুলেন, সমস্ত শরীর করকার মত ঠাণ্ডা!—অসাড়,—অস্পন্দ!—বুকে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ কাণ পেতে থাক্‌লেন, অল্প অল্প শোণিতসঞ্চার বোধ হলো! আহ্লাদে বোলে উঠ্‌লেন, "আছে গো! আছে! ভয় নাই, বেঁচে আছেন! বুক নোড়্‌ছে! আ! ভগবান্ মুখ তুলে চাইলেন! গজানন! সত্বর হও,—সত্বর হও! এ সময়ের যা যা ব্যবস্থা থাকে, করো, বাঁচাও!—তুমিই এ যাত্রা প্রাণ দিলে!"

অনেক চেষ্টায় গজানন তাঁর অল্প অল্প চৈতন্য করালে। বিজয় মিট্ মিট্ কোরে চেয়ে অতি ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আমি কোথায়?"

ইলাবতী আহ্লাদে যেন নেচে উঠে সজলনয়নে উত্তর কোল্লেন, "কথা কোয়ো না!—তুমি এইখানেই আছ!—তোমার আপনার লোকেরাই তোমার কাছে বোসে আছে!—আর কেউ না!"

বিজয়লাল আবার অল্প অল্প নেত্রবিকাস কোরে স্বরের আভাসে আশ্বস্ত হয়ে তেমনি ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "ইলাবতি!—ভগ্নি!—তুমি?—ইলা!—তুমি কি এখানে?—না!—তুমি কেন?—সত্যই কি তুমি?—সত্যই কি ইলা?—না!—তা কেন?—আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি!"

"না!—স্বপ্ন নয়!—সত্যই আমি ইলাবতী।—তোমার কাছেই আমি আছি!—এই বীরপুরুষটী তোমারে উদ্ধার কোরেছেন!"

"তুমি!—হাঁ!—ভগ্নি!—তুমিই আমায় বাঁচিয়েছ!—এই বীর-পুরুষের কাছে আমি কেনা থাক্‌লেম!" এই কথা বোলে বিজয়লাল ঘাড় বেকিয়ে গজাননের পানে একবার চাইলেন,—চিন্‌তে পাল্লেন না;—অন্ধকারে চেহারাও দেখ্‌তে পেলেন না।—অন্ধকারেও বটে, চক্ষের দুর্ব্বলতাতেও বটে, দেখ্‌তে পেলেন না;—চিন্‌তে পাল্লেন না।

ইলাবতী ম্লানমুখী।—হঠাৎ যেন সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হলো,—তিনি কাঁপ্‌লেন। মনে মনে বোল্লেন, "ভগ্নী!—আমি ওঁর ভগ্নী!—দুবার উনি ভগ্নী বোলে সম্বোধন কোল্লেন! এ আবার কি ভাব!—আমি ওঁকে এক একবার দাদাবাবু বোলে ডাকি,—কেন যে ডাকি, তা উনি জানেন না!—আমার মনের যে কি ভাব,—কি আগুন যে, আমার বুকের ভিতর লুকিয়ে আছে, তা উনি কিছুই জানেন না! যা হোক্, সে কথা এখনকার নয়;—সময় আসুক, বুক চিরে দেখাবো!" তড়িতের ন্যায় এই রকম চিন্তা কোরে স্থির হয়ে বোস্‌লেন। মুখখানি বিবর্ণ।

গজানন ব্যস্তভাবে বিজয়লালকে চুপ কোত্তে বোলে ইলাবতীকে বোল্লেন, "মায়ি! এখানে আর দেরী করা ভাল নয়! অনেক লোক আমাদের সঙ্গে এসেছে মনে কোরেই ডাকাতটা ভয় পেয়ে পালিয়েছে, জানি কি, বেশী লোক জুটিয়ে দল বেঁধে ফিরে এলেও আস্‌তে পারে। এখানে আর দেরী করা হবে না। চলো, আমরা এঁকে নিয়ে নিকটের একটা লোকালয়ে যাই।"

ইলাবতী সম্মত হোলেন। বিজয়কে ধরাধরি কোরে তুলে দাঁড় করালেন। বিজয়লাল বোল্লেন, "আমার জ্ঞান হয়েছে, আমি একটু শক্তি পেয়েছি, আস্তে আস্তে হেঁটে যেতে পার্‌বো। তোমাদের অত

কষ্ট পেতে হবে না।" এই কথা বোলে ইলাবতীর কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। গজানন এই অবসরে সেই ছোঁড়াটার কাছে ছুটে গিয়ে তার গায়ে দু একটা পায়ের ঠোকর মাল্লে। ঠোকর দিয়ে দিয়ে একটু গোড়িয়ে দিলে। সেটা গোঁ গোঁ কোরে উঠ্‌লো। "আছে! আছে! মরে নি!—বাঁচ্‌লেও বাঁচ্‌তে পারে!" গজাননের এই কথায় ইলাবতী আহ্লাদ কোরে বোল্লেন, "আছে!—আহা! থাক থাক্!—বাঁচুক!—ছেলেমানুষ, ওকে মেরে ফেলা আমার ইচ্ছা নয়!"—গজাননও বোল্লেন, "আমারো ইচ্ছা ছিল না। দৈবাৎ গুলিটা বেরিয়ে গেছে, জান্‌তে পারি নি!—যা হোক্, বাঁচ্‌লেই ভাল!"

ছোঁড়াটাকে বালক বোলে পরিচয় দেওয়া গেছে বোলে সে যে, আমাদের দেশের পাড়াগেঁয়ে ঝুটীবাঁধা পাততাড়ি বগলে পঞ্চমবর্ষীয় বালক, পাঠক মহাশয় এমন মনে কোর্‌বেন না, অতিকম পোনেরো বছরের বদ্‌রাসী ডান্‌পিটে ছোঁড়া!—ডাকাতের বাচ্ছা!

সেটা সেই অবস্থায় সেইখানে পোড়ে থাক্‌লো, ইলাবতী গজাননের সাহায্যে বিজয়লালকে নিয়ে নিকটবর্ত্তী এক দোকানে উপস্থিত হোলেন। সেখানে খানিকক্ষণ সেবাশুশ্রূষার পর একটু সুস্থ হয়ে বিজয়লাল ইলাবতীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "ইলা! তুমিই আমার প্রাণ দিলে! এই সাহসী বীরপুরুষের অনুগ্রহেই আমি প্রাণ পেলেম! তোমাদের গুণ আমি এ জন্মে ভুল্‌তে পার্‌বো না! ইনি আজ অবধি আমার প্রাণদাতা প্রিয়বন্ধু হোলেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কে ইনি?"

"ইনি বিদেশী।—তুমি অসমসাহসিক কাজে রাত্রিকালে একাকী বেরুলে, পাছে কিছু বিপদ্ ঘটে, এই ভেবে আমি এই ছদ্মবেশে এই দিকে আস্‌ছিলেম, পথে এঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়, কথায় কথায়

আলাপও হয়, ইনি আপনা হোতেই আমার সাহায্য কোত্তে চাইলেন, তাতেই তুমি রক্ষা পেলে! ইনি বড় দয়ালু মানুষ।"

বিজয়লাল কপালে হাত দিয়ে বিদেশীর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানালেন। গজানন কুণ্ঠিত হয়ে বোল্লে, "জগদীশ্বরই আপনাকে রক্ষা কোরেছেন,—আমি অতি সামান্য লোক, আমার কি সাধ্য?—এখন আমি একখানি গাড়ী ডেকে আন্‌ছি, আপনি বাড়ী চলুন।"

গাড়ী এলো,—বিজয়লাল ধীরে ধীরে গাড়ীতে উঠ্‌লেন। গজানন জিজ্ঞাসা কোল্লে, "বাড়ী এখান থেকে কত দূর?"

ইলাবতী হাত নাড়া দিয়ে ইসারা কোরে গজাননকে বিদায় দিবার সময় সহাস্যমুখে বোল্লেন, "সে এখান থেকে অনেক দূর! তোমাকে আর কষ্ট পেয়ে তত দূর যেতে হবে না। আমিই নিয়ে যেতে পার্‌বো।" ইলা কেন এ কথা বোল্লেন, কেন তিনি অপরিচিতের মত ঔদাস্যভাবে গজাননকে বিদায় কোল্লেন, এর উত্তর তিনিই জানেন। বাস্তবিক বিজয়ের নামধাম তার কাছে প্রকাশ করা ইলাবতীর ইচ্ছা ছিল না।

গাড়ীতে বোসে বিজয়লাল বিদেশীর উদ্দেশে বিনম্রস্বরে বোল্লেন, "ধন্য তোমার সাহস! ধন্য তোমার দয়া! ধন্য তোমার বীরত্ব!—আমি তোমার কাছে চীরজীবনের জন্য ঋণী থাক্‌লেম!" যখন তিনি এই সকল কথা বলেন, তখন গজানন অনেক দূর চোলে গেছে। মুখের কটী কথা ছাড়া অন্য কোন রকমে বিজয় তার কাছে কিছু কৃতজ্ঞতার চিহ্ন দেখাতে পাল্লেন না। কিছু ক্ষুণ্ণ হোলেন।

ইলাবতী প্রফুল্লমুখে গাড়ীতে উঠ্‌লেন। গাড়ী সঙ্কেতমত মুন্সী মন্নুলালের বাড়ীতে পৌঁছিল। তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর।

ত্রয়স্ত্রিংশ কাণ্ড।

গুরু সামন্তগিরি গোস্বামী।

পাঠক মহাশয়! আজ আপনাকে একটী অভিনব পবিত্রক্ষেত্রে দর্শন দিতে হয়েছে। সেখানে আপনি সুখী হবেন, নয়নমন চরিতার্থ হবে, হৃদয় পবিত্র হবে; সুরসেব্য তীর্থস্থান বোলেই জ্ঞান কোর্‌বেন। রাজধানীর করাল কলুষরাশি সে স্থানকে কলুষিত করে না,—পাপের ভীষণ মূর্ত্তি সেখানে মূলেই স্থান পায় না,—পাপকথার কণাবিন্দুও সেখানে এসেও কর্ণগোচর হয় না। বিমল ধর্ম্মক্ষেত্র,—মনোহর পুণ্যক্ষেত্র,—সুধাময় শান্তিক্ষেত্র,—পরম পবিত্র স্থান। আসুন, সেই স্থানটী একবার দর্শন কোরে আসি।

বাদ্‌শাহি খাস্‌বাগের দক্ষিণদিকে নূতন রকমের একখানি শাদা ধপ্‌ধপে বাড়ী;—দিব্বি একখানি দোতালা চকবন্দী বাড়ী। আমরা যে সময়ের উপাখ্যান বর্ণন কোচ্ছি, সেই ওরঙ্গজেব বাদ্‌শাহের রাজত্বকালে সামন্তগিরি নামে একজন পরম ভাগবত সদাশয় গোস্বামী সেই বাড়ীতে বাস কোত্তেন। আগে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন, সম্রাট্‌ সাহজাঁহা কারাবাসী হবার তিন বৎসর পূর্ব্বে এই আগরা নগরে এসে বাস কোরেছেন। গোস্বামীর আকার দীর্ঘ,—বেশ হৃষ্টপুষ্ট;—তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় শরীর;—নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ি;—মুখখানি পূরন্ত,—খুব গম্ভীর;—গোঁফ কামানো;—মাথার দীর্ঘ দীর্ঘ চুলগুলি পেছনদিকে খোঁপা কোরে বাঁধা;—গলায় তিনহালি মোটা মোটা তুলসীর মালা। অতি সুপুরুষ। বয়স অনুমান ৪০।৪২ বৎসর। দিবারাত্রি কেবল হরিকথা মুখে,—সর্ব্বাঙ্গে

হরিনামের ছাবা কাটা, হরিনাম-অমৃতসাগরেই দিবানিশি নিমগ্ন। তাঁর অনেক টাকার জমীদারী ছিল, অনেকগুলি মন্ত্রশিষ্য ছিল, কিন্তু তিনি বিষয়ভোগে অনুরাগী ছিলেন না। তুচ্ছ বিষয়বাসনায় তাঁর অকপট বিতৃষ্ণা ছিল। পৈতৃক আয়ে নিয়তই দানধ্যান, অতিথিসেবা, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-ভোজন আর হরিমহোৎসব তাঁর নিত্যব্রত। স্বয়ং শুদ্ধসত্ত্ব, একাহারী, নিরামিষাশী। তিনি আজীবন বিবাহ করেন নাই, কৌমার ব্রহ্মচারী।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে গোঁসাইজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, অসংখ্য শ্রোতা ভক্তিভাবে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে ভাগবত শুনেন;—বৈকালে ব্যাখ্যা হয়, স্ত্রীলোকেরা শ্রবণ করেন। তখন আর পুরুষের সমাগম থাকে না। স্ত্রীপুরুষ সকলেই গোঁসাইজীর গুণের পক্ষপাতী। সুকোমল স্বর, সুমধুর বাক্য, মনোহর লালিত্য, মনোহারিণী করুণা, সকল বিষয়েই তাঁর অদ্বিতীয় প্রতিপত্তি। তৎকালে আগরা নগরে সামন্তগিরির ন্যায় সুবক্তা, সদাচার, ধর্ম্মনিষ্ঠ, সদ্গুরু আর একজনও ছিলেন না। বাড়ীতে একটী ধাত্রী, একটী পাচিকা আর একজনমাত্র পরিচারিকা ছিল। ধাত্রীর নাম করুণা। এই করুণা একজন ব্রজবাসীর কন্যা।—বৃন্দাবনে সামন্তের যখন জন্ম হয়, সেই সময় থেকে করুণা তাঁকে হাতে কোরে মানুষ কোরেছে। সুতরাং তাঁর প্রতি তার পুত্রবৎ স্নেহ।—সেই বাৎসল্যের মায়াতেই আগরা পর্য্যন্ত সঙ্গে এসেছে। করুণার বয়স এখন প্রায় ৬০।৬৫ বৎসর।

একদিন বৈকালে গুরুজী আপন বাড়ীতে নিয়মমত ধর্ম্মকাহিনী ব্যাখ্যা কোচ্ছেন, চারিপাশে অনেকগুলি স্ত্রীলোক মণ্ডলাকারে করপুটে ভক্তিভাবে বোসে একমনে তাঁর সেই সুমধুর সৎকথাগুলি শুনছেন।

সে দিন শ্রীভাগবত নয়, মহাভারতও নয়,—রামায়ণ।—রজকের মুখে অপবাদ শুনে রামচন্দ্র যেখানে পতিপ্রাণা জানকীকে বনবাস দেন, লক্ষ্মণ যে সময় গর্ভবতী সতীকে বাল্মীকির তপোবনে পরিত্যাগ কোরে আসেন, সেই স্থানের,—সেই সময়টীর বর্ণনা হোচ্ছিল। এ স্থলটী অশ্রুবাহিনী করুণায় পরিপূর্ণ।—স্ত্রীলোকের হৃদয় স্বভাবতই দয়ার্দ্র ;—বীরপত্নী ক্ষত্রিয়-রমণীর হৃদয় বঙ্গবিহঙ্গিনীদের মত এত সুকোমল না হোলেও সীতার বন-বাসে অশ্রুসম্বরণ সহজ নয়। সুতরাং গোসাইজী দেখ্‌লেন, সকলের চক্ষেই জল। ক্রমেই তাঁর উৎসাহ বৃদ্ধি হোতে লাগ্‌লো। তিনি আরো সুগভীর করুণস্বরে রাগরাগিণী ভেঁজে অশ্রুমুখী বামাদলের অনর্গল অশ্রুধারা আকর্ষণ কোত্তে লাগলেন। এক একবার আড়ে আড়ে চারিদিকে নেত্র-সঞ্চালন কোচ্ছেন, এক একবার অনন্যদৃষ্টিতে অচঞ্চলভাবেই মহীদুহি-তার মহাবিলাপে মহীতল সিক্ত কোচ্ছেন। দেখ্‌লেন, একটী কামিনী অনবরতই বসনাঞ্চলে নেত্রজল মার্জ্জন কোরে খঞ্জনচক্ষুঁদুটী রক্তবর্ণ কোরেছেন, থেকে থেকে সেই সজল চক্ষে কথকের মুখপানে কটাক্ষপাত কোচ্ছেন। দেখে তিনি বুঝ্‌লেন, এই রমণীটীই অধিক ভক্তিমতী, অধিক করুণাবতী। সে দিনের কথকতায় যে তিনি সকলের চিত্ত আকর্ষণ কোত্তে পেরেছেন, এইটী নিশ্চয় বুঝে উত্তরোত্তর সমধিক গুণপনা দেখাতে লাগ্‌লেন। রাত্রি চারিদণ্ড পর্য্যন্ত কথা হলো। সাঙ্গ হবার পর সকলেই একে একে অশ্রুবর্ষণ কোত্তে কোত্তে স্বস্বস্থানে বিদায় হোলেন, কেবল একটী রমণী স্তম্ভিতভাবে,—স্তম্ভিত অথচ অন্যমনস্ক-ভাবে বেদীর কাছে বোসে থাক্‌লেন। যিনি নিয়ত অশ্রুবর্ষণে রক্তনয়না হয়েছিলেন, যিনি মধ্যে মধ্যে গোঁসাইজীর বদনমণ্ডলে চটুল চঞ্চল চক্ষু নিক্ষেপ কোচ্ছিলেন, গুরুজী যাঁকে সকলের অপেক্ষা অধিক ভক্তিমতী,

অধিক করুণাবতী মনে কোরেছিলেন, ইনিই সেই অধিক ভক্তিমতী,—অধিক করুণাবতী রমণী।

গোঁসাইজী উঠে গেলেন, সকলে বেরিয়ে গেল, রমণীটী একাকিনী বোসে রইলেন। একটু পরে অম্বালিকা সেইখানে এলো। গুরুজীর পরিচারিকার নাম অম্বালিকা। একটী সুন্দরী যুবতী কামিনীকে ব্যাস-পীঁড়ির কাছে একাকিনী তদবস্থায় বোসে থাক্‌তে দেখে অম্বালিকা সসম্ভ্রমে বোল্লে, "মায়ি! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমি দরজা বন্ধ করি।"

যুবতী একবার মাথা তুলে চেয়ে অতি ক্ষীণস্বরে থেমে থেমে বোল্লেন, "আ—আঃ!—তুমি—তুমি আমাকে একটু জল দিতে পারো?—ভারী তেষ্টা!—একটুখানি খাবার জল!—আমার গা কেমন ঘুর্‌তে নেগেছে!—মাথা ব্যথা কোচ্ছে!—একটু জল!"

"এখুনি আমি আন্‌ছি!" এই উত্তর দিয়ে অম্বালিকা বাড়ীর ভিতর গেল;—একটু পরেই একপাত্র জল নিয়ে ফিরে এলো। গুরুজীও তার সঙ্গে সেইখানে এলেন। এসেই কামিনীটীকে দেখে সস্নেহবচনে সুমধুর স্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বৎসে!—তোমার কি কোনো পীড়া——"

হঠাৎ ত্রস্তভাবে বাধা দিয়ে যুবতী তাঁর পানে চেয়ে পূর্ব্ববৎ ক্ষীণস্বরে,—ক্ষীণ অথচ সুকোমল স্বরে বোল্লেন, "না গোঁসাইজি! আমার নাম বৎসে নয়, আপনি চিন্‌তে পারেন নি;—আমার নাম শশী।"

গোঁসাইজী, একটু মুখটিপে হেসে প্রসন্নবদনে বোল্লেন, "আচ্ছা তাই-ই হোক্!—শশিমুখি! তুমি জল খাও!—তোমার কি কোনো পীড়া হয়েছে?"

এক চুমুক জল খেয়ে কামিনী একটী নিশ্বাস ফেলে প্রফুল্লমুখে মৃদু-স্বরে উত্তর কোল্লেন, "না গোঁসাইজি! পীড়া হয় নি;—অনেক লোকের

ভিড় হয়েছিল, আর আপনি যে রকম করুণা কোরে বনবাসের পালাটী বোল্লেন, তাই শুনে কেমন কান্না পেলে, বুক মুখ শুকিয়ে এলো, গা মাথা ঝিম্ ঝিম্ কোত্তে লাগ্‌লো ; শরীর অবসন্ন হয়ে পোড়্‌লো, দাঁড়াতে পাল্লেম না। কি চমৎকার কথাই আপনি কন্! সারাখুণ্ডী আমি কেঁদিচি!—সকলকেই কাঁদ্‌তে হয়েচে! ভারী চমৎকার কথা! রোজ রোজ আমি শুন্‌তে আস্‌বো!" একে একে কম্পিতকণ্ঠে এই সকল কথা বোলে সুন্দরী সতৃষ্ণনয়নে গুরুজীর প্রতি বিশাল কটাক্ষ বর্ষণ কোরে মুখ টিপে টিপে একটু হাস্‌লেন।

গুরুজীও ঈষৎ হাস্য কোরে সুন্দরীর নিকটে গিয়ে বোস্‌লেন। মনে কোনো পাপ ছিল না, হৃদয় অকলঙ্ক পবিত্র ;—সুতরাং যুবতী কামিনীর গা ঘেঁসে বোস্‌তে কিছুমাত্র সঙ্কোচ হলো না।—গা ঘেঁসেই বোস্‌লেন। বোল্লেন, "ভিড়টা আজ কিছু বেশী হয়েছিল বটে!—তাতেই তোমার অসুখ হয়েছে বটে!—অনবরত তুমি কেঁদেছ, তা আমি দেখেছি। বড় মায়ার শরীর তোমার!—এখনো কি গা ঘূর্‌ছে?—এখনো কি অসুখ আছে?"

"না গোঁসাইজি! এখন আর কোনো অসুখ নেই!—জলটুকু খেয়ে সব অসুখ সেরে গেছে। যা কিছু ছিল, আপনার মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি শুনে এখুনি সব ভাল হয়ে গেল!—এখন আমি বাড়ী যাই।"

"বাড়ী?—অ্যাঁ?—এই রাত্রে তুমি বাড়ী যাবে?—কতদূরে তোমার বাড়ী?"

"বেশী দূর নয়;—আমি যেতে পার্‌বো।—বাইমহলের ডানদিকে খানিকটা গেলেই আমাদের বাড়ী। একখানি পাল্‌কী আনিয়ে দিলেই আমি যেতে পারি।"

গোঁসাইজী যেন কিছু অসুখী হোলেন ;—যেন একটী চিন্তা তাঁর মনে উদয় হলো ;—গম্ভীরবদনে বোল্লেন, "সেই দিকে তোমার বাড়ী ? আমারো আজ ঐদিকে একটু দরকার আছে ;—এখুনি আমি সেখানে যাবো ;—যদি তোমার কিছু বাধা না থাকে, বলো, আমিই তোমার সঙ্গে যাই। আমার গাড়ীতেই দুজনে যাওয়া যাবে। তা হোলে আর কোনো ভয় থাক্‌বে না। তুমি এমন পরমসুন্দরী,—এমন যুবতী,—রাত্রে একাকিনী পাঠাতে আমার ভয় হয় !"

যুবতী প্রণাম কোল্লেন। তেমনি নয়নভঙ্গী কোরে মৃদুমধুরস্বরে বোল্লেন, " আপনি দয়াময় !—স্ত্রীলোকের উপর আপনার বড় দয়া !—বড় অনুগ্রহ !—আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য !"

গুরুজী সন্তুষ্ট হোলেন। উভয়েই এক গাড়ীতে আরোহণ কোরে রাস্তায় বেরুলেন। যেতে যেতে কামিনী তাঁর প্রতি পুনঃপুনঃ কটাক্ষপাত কোরে ছলছল নয়নে বোল্লেন, "আপনার কথাগুলি এখনো আমার বুকের ভিতর তোল্‌পাড় কোচ্চে !—আহা ! রাম যখন সীতাকে বনে দিতে বোল্লেন, তখন লক্ষ্মণের চক্ষে জল পোড়্‌লো,—রামচন্দ্র নিজেও কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। সেই জায়গাটী আপনি যেন ঠিক তেমনি রকমে দেখিয়ে দিয়েছেন !—আহা !—আপনার প্রতি ঠাকুরদের বর আছে ! আর সেই,—সেই বাল্মিক মনির তপোবনে লক্ষ্মণ যখন সীতাকে একলা ফেলে চোলে এলেন, সীতা চারিদিক্ শূন্য দেখে কাঁদতে কাঁদ্‌তে যখন অজ্ঞান হয়ে পোড়্‌লেন,—সেই জায়গাটীতে আপনিও কেঁদেছেন ! এখনো আমার জ্ঞান হোচ্চে, এখনো যেন আপনি কাঁদ্‌চেন !—এই কথা বোলে চতুরা মধুরভাষিণী আর একবার কটাক্ষপাত কোরে কোমল করপল্লবে গুরুজীর নেত্রমার্জ্জন কোরে দিলেন ! অধরে করস্পর্শ হলো,

গায়ে গায়ে সংলগ্ন !—গুরুজী শিউরে উঠ্‌লেন !—সহসা সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত !—পবিত্র দেহ,—পবিত্র মন,—কখনো স্ত্রীলোকের গাত্রস্পর্শ করেন নি,—স্পর্শবিকার কারে বলে, কিছুই জানেন না, হঠাৎ একটী পরমসুন্দরী যুবতীর অঙ্গস্পর্শে তাঁর হৃদয়ে যেন কি এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হলো ! সে ভাবটী তিনি বুঝ্‌তেও পাল্লেন না,—মুখ ফুটে বোল্‌তেও পাল্লেন না ! কিন্তু যুবতীর কথা শুনে তাঁর অন্তঃকরণ গোলে গেল !

সামন্তগিরি মানুষ।—মানুষের হৃদয়ে স্বভাবতঃ যে ক্ষীণতা থাকে, তা থেকে তিনি নির্ম্মুক্ত নন ;—সুতরাং একটী মধুমতী যুবতীর মধুরস্বরে আপনার কথকতার প্রশংসা শুনে তাঁর মনে মনে আহ্লাদ জন্মাবে, এটী আশ্চর্য্য নয়।—হৃদয়তন্ত্রে সপ্তস্বরা বেজে উঠ্‌লো,—লয়ে লয়ে মিলে গেল,—ব্রহ্মচারীর অটল গাম্ভীর্য্যকে মুহূর্ত্তের মধ্যে মাতিয়ে তুল্লে !—তিনি মনে কোল্লেন, "এই কামিনীটী বড় বুদ্ধিমতী ;- বড় সুশীলা !—কথকতার আগাগোড়া সকল কথাগুলি এক মনে শুনে শুনে মনে কোরে রেখেছে !—ধর্ম্মপথে এর বড় ভক্তি !—পরকালে এর ভাল হবে !" এইরূপ ভাব্‌ছেন, যুবতী তাঁর মুখপানে চেয়ে আছেন। মুখের ভাব দেখেই তিনি অন্তরের ভাব বুঝ্‌তে পাল্লেন। আবার সেই জগৎমোহন অধরে জগৎমোহন হাসি,—আবার সেই সুবিশাল নয়নে সুবিশাল কটাক্ষ !—মুচ্‌কে মুচ্‌কে হেসে আধ আধস্বরে বোল্লেন, "রোজ রোজ আমি শুন্‌তে যাবো ! বড় চমৎকার ভাব !—আপনার কথা শুন্‌তে আমি বড় ভালবাসি !" গুরুজী সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্ব্বাদ কোল্লেন।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাড়ীখানি বাড়ীর কাছে এলো। গাড়োয়ানকে থাম্‌তে বোলে যুবতী গোঁসাইজীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন,—"গুরুজি ! এই আমাদের বাড়ী !"

গুরুজী বিস্ময়াপন্ন।—একটু ইতস্ততঃ কোরে বিস্মিতভাবেই জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এই তোমাদের বাড়ী?—অ্যাঁ?—এ বাড়ী যে আমি চিনি! তুমি তবে রাজকন্যা?—অ্যাঁ?—এই জন্যেই তোমার ধর্ম্মকথায় এত ভক্তি! তা ত হোতেই পারে! এ কথা আগে বলো নি কেন?"

যুবতী মৌনভাবে গাড়ী থেকে নাম্‌লেন। সে প্রশ্নের কিছু উত্তর দিলেন না। নম্রভাবে বোল্লেন, "আপনি অনুগ্রহ কোরে দাসীর বাড়ীতে পদার্পণ করুন!"

বাস্তবিক গোঁসাইজীর তখন স্থানান্তরে আবশ্যক ছিল, স্মুতরাং অগত্যা অস্বীকার কোল্লেন। না হোলে সে অনুরোধ তাঁকে কোত্তে হতো না, কথাটীও কইতে হতো না;—অন্ততঃ দুই এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোত্তেন। সে দিন সেটী হলো না। যুবতী চাইতে চাইতে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেন, গুরুজী চোলে গেলেন।

চতুস্ত্রিংশ কাণ্ড

আশা;—আশাচ্যুতি!—বিবাসন।

যমুনার জঠরজলে নিস্তার পেয়ে বিজয়লাল তদবধি প্রায় ছয় সাত মাস অতি সাবধানে,—অতি সতর্কভাবে অতিবাহিত কোল্লেন। রাত্রিকালে একাকী বাড়ীর বাহির হওয়া প্রায় বন্ধই হয়েছিল। পাঠক মহাশয়ের যাতে কৌতূহল জন্মাতে পারে, ঐ কয় মাসের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে এমন ঘটনা কিছুই হয় নাই। একদিন বৈকালে তিনি কিষণলালের অন্দরমহলে বোসে আছেন,—কর্ত্তা, গৃহিণী, বেলকুমারী, তিনজনেই

তাঁর কাছে বোসে দেশবিদেশের নানা রকমের গল্প কোচ্ছেন,—মধ্যে মধ্যে হাসিখুসীও চোল্‌ছে, ঘর সর্‌গরম। এই দিন তাঁরা চারি জনে একত্রে জুটে মনের উৎসাহে যত কথা কইলেন, যত আমোদ কোল্লেন, মিলন হয়ে অবধি এ পর্য্যন্ত তত কথা, তত আমোদ একদিনও হয় নি। কিষণলাল বোল্লেন, " বিজয়! তোমার স্বভাবচর্য্যা দেখে আমি বড় তুষ্ট হয়েছি,—তোমার বুদ্ধিও বেশ প্রখর;—বিষয়বুদ্ধিও বেশ আছে। আমি ইচ্ছা করি, তুমি একটী কারবার করো। এই বাড়ীতেই আমার একজন অংশী আছেন, উদ্যানের হিমগৃহেই তিনি থাকেন; তাঁর সঙ্গে আমি তোমার আলাপ করিয়ে দিব। তিনি অতি ভালমানুষ, বয়স খুব অল্প; কিন্তু খুব বুদ্ধিমান্‌, বেশ শান্তস্বভাব। অধিক লোকের সঙ্গে দেখা কোত্তে ভালবাসেন না বোলেই এতদিন তাঁর কাছে তোমায় নিয়ে যাই নি,—কাল সকালেই তাঁর সঙ্গে দেখা করাবো। তুমি তাঁর সঙ্গে আলাপ কোল্লে খুসী হবে। তিনি প্রায় বাড়ী থেকে বেরোন না;— নির্জ্জনবাসই ভালবাসেন, সেই জন্য সহরের কেউই তাঁরে জানে না। কেবল আমার এখানকার প্রধান মুরুব্বি এক একবার দেখা কোত্তে আসেন;—তাতেও তিনি বড় সন্তুষ্ট নন,—দু চারটী কাজের কথা কয়েই বিদায় করেন, অধিকক্ষণ বোস্‌তে দেন না; কিন্তু তুমি আমার পুত্র-তুল্য, তোমাকে পেলে তিনি অবশ্যই আদর কোর্‌বেন।"

গ্রহপ্রসন্ন ভেবে বিজয়লাল এতক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে কথাগুলি শুন্‌লেন। মনে সতেজ উৎসাহের সঞ্চার হলো। কুহকিনী আশা সময় পেয়ে তাঁরে যেন প্রেমানন্দে নাচিয়ে দিলে! কাণে কাণে যেন বোল্লে, "গা তোলো!—জাগো!—বুক বাঁধো!—সাহস করো!—ভাল হবে!— বেলকুমারীলাভ তোমার পক্ষে আর দুর্ল্লভ নয়!"

বিজয়ের হৃদয়তন্ত্রী বেজে উঠ্‌লো! সানন্দে পণ্ডিতের বাক্যে সম্মত হয়ে বেলকুমারীর পানে একবার চাইলেন। দেখ্‌লেন, বেলকুমারীও প্রসন্নমুখী!—আরো সাহস,—আরো আনন্দ!—উৎসাহের সীমা নাই! একটু ভেবে প্রফুল্লমুখে কিষণলালকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এখানে আপনার প্রধান মুরুব্বি কে মহাশয়?"

পণ্ডিত কিষণলাল প্রসন্নমুখে উত্তর কোল্লেন, "তিনি মস্তলোক!—এ সহরে তাঁর ভারী প্রতিপত্তি।—যেমন ধন, তেমনি মান। খুব পসার। বাদশাই দরবারের আমীর।—এত বড় লোক, একটুও অহঙ্কার নাই। অতি অমায়িক!—তাঁর হাতে আমার ৫৫ হাজার টাকা জমা আছে। যাতে আমার ভাল হয়, তা তিনি কোর্‌বেন বোলেছেন। বেশ লোক! খুব দয়ালু!"

"বড়লোক হোলেই ঐ সব গুণ থাকা চাই,—তা বুঝ্‌লেম, কিন্তু কে তিনি? তাঁর নাম কি?"

আরো অনেক রকম গুণ ব্যাখ্যা কোরে পণ্ডিত কিষণলাল গম্ভীর-বদনে উত্তর কোল্লেন, "রাজা উদয়গিরি।"

বিজয়লালের সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ চোম্‌কে উঠ্‌লো। তিনি আসন থেকে দাঁড়িয়ে উঠে ভূতলে পদাঘাত কোরে অধীরস্বরে বোল্লেন, "অ্যাঁ! উদয়গিরি!—এই নাম,—এই ঘৃণিত নাম আবার আমাকে শুন্‌তে হলো!—তা আবার আপনার মুখে?—তার সঙ্গে আবার আপনার কার্‌বারের সম্বন্ধ?—তাঁর হাতে আবার আপনার ৫৫ হাজার টাকা!—হায় হায়! আপনার মত ভদ্রলোকের ভাগ্যে এতটা বিড়ম্বনা!—আমার ভয় হোচ্ছে, সে টাকা আর ফিরে আস্‌বে না!—ওঃ! সে লোক ভারী ভক্তবিটেল!—সে যে কত লোকের——"

ত্রস্তভাবে বাধা দিয়ে কিষণলাল হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "এ কি বিজয়লাল! তুমি পাগল হোলে না কি?— নাম শুনেই লাফিয়ে উঠ্‌লে! তাঁকে তুমি জানো না, জান্‌লে কখনই এমন কথা বোল্‌তে না।— তিনি অতি ভদ্রলোক;—বড় অমায়িক!"

বিজয়লাল বোস্‌লেন।—কপালে আঙুল রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে নম্রমুখে বোল্লেন, "জানি নি বটে,—চক্ষেও কখনো দেখি নি;—কিন্তু লোকের মুখে শুনিছি, তিনি সহজ লোক নন, তুখড় বহুরূপী!"

"এমন কথাও বলো!—হাঃ হাঃ হা! তুমি ভারী ছেলেমানুষ!— লোকের মুখে শুনে কি কখনো একজন বড়লোকের নিন্দা কোত্তে আছে? আমি এই বয়সে অনেক লোক দেখেছি, তাঁর মত ভদ্রলোক একজনও প্রায় দেখি নি! যেমন ধার্ম্মিক, তেমনি সদাশয়!"

"তবুও আপনি তাঁর চাল্‌চলনের প্রতি বিশেষ নজর রাখ্‌বেন। আমি শুনেছি, দিল্লীতে যে একজন জাঁহাবাজ দৌলতরাম ছিল, সেই-ই না কি এখানে এসে উদয়গিরি হয়েছে!"

"সে আর কেউ হবে!—নাম কত লোকের কতপ্রকার থাকে, তার ঠিক নাই। এক নামের দুজন লোক থাকা কিছু অসম্ভব নয়। তুমি যার কথা শুনেছ, সে ইনি নন। ইনি সাধুলোক;—সাক্ষাৎ পরমহংস।"

বিজয়লাল মনে মনে বোল্লেন, "হংসই বটে! গ্রাসমাত্রই হজম!" অনেক ভাব্‌লেন, সন্দেহ মিট্‌লো না। থেকে থেকে দৌলতরামের ভয়ানক ভয়ানক মায়াচক্র মনে পোড়্‌তে লাগ্‌লো। কিষণলালের সেই ৫৫ হাজার হয় ত হাঁসের পেটেই হজম হোচ্ছে, এইটী ভেবে মনের দুঃখে মাথা হেঁট কোরে বোসে রইলেন। পণ্ডিতের অটল বিশ্বাস দেখে সে কথা নিয়ে আর বাদানুবাদ কোল্লেন না।

কিষণলাল বোল্লেন, "দেখ বিজয়! তুমি একটু ভারী হোতে শেখো। শোনা কথা নিয়ে হঠাৎ লোকের উপর রুষ্টতুষ্ট হয়ো না। তাঁর সঙ্গেও আমি তোমার আলাপ করিয়ে দিব। তখন জান্‌বে, কত বড় ভ্রমে তুমি সাঁতার দিচ্ছিলে!"

বিজয় কিছু উত্তর কোল্লেন না। বেলকুমারী একটু হেসে পিতার দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বোল্লেন, "যাঁর মন ভাল, তিনি জগৎসংসারকে বিশ্বাস করেন। যে যা বলে, তাতেই জল!" কুমারীর এই কথাকটী দুই ভাবে গেল। পিতার পক্ষে খাটাও, তাতেও খাটে,—বিজয়ের পক্ষে খাটাতে চাও, তাতেও খাট্‌বে। কিন্তু কিষণলাল সেটী কোনো দিকেই খাটালেন না,—হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "আমার বেলকুমারী জগৎ-সংসারকে বিশ্বাস করেন! মা আমার সাক্ষাৎ দয়াদেবী!"

চন্দ্রমুখী বেলকুমারী চন্দ্রমুখখানি নীচু কোরে টিপে টিপে একটু হাস্‌লেন। তিনজনের চক্ষুই সেই দিকে নিক্ষিপ্ত হলো,—তিনজনেই পুলকিত। কিষণলাল পুনরায় বিজয়লালকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "দেখ বিজয়! কাল থেকেই তুমি কার্‌বারে প্রবৃত্ত হও। রাজা উদয়-গিরি তোমার সহায় হবেন, মতিলালকে অংশী পাবে, আমিও ভিতরে ভিতরে থাক্‌বো, টাকা সরবরা কোর্‌বো;—বেশ চোল্‌বে। কাল সকা-লেই আমি তোমাকে সঙ্গে কোরে রাজা উদয়গিরির কাছে নিয়ে যাবো, সেখান থেকে ফিরে এসে মতিলালের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিব।"

বিজয়লাল উত্তর কোল্লেন না।—স্বামীকে সম্বোধন কোরে গৃহিণী হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "তুমিও সেই সঙ্গে আর একটী কাজ কোরো। বিজয়কে যে রকমে কারবারে প্রবেশ করাচ্চো, সেই রকমে সংসারেও প্রবেশ করাও!"

কিষণলাল হাস্‌লেন।—হাস্‌তে হাস্‌তে পত্নীকে সম্বোধন কোরে সকৌতুকে বোল্লেন, "তুমি এই যে বেশ ঘটকালী কোত্তে জানো!"

গৃহিণী তেমনি কৌতুকে, তেমনি স্বরে, তেমনি কোরে হেসে উত্তর কোল্লেন, "শুধু আমার ঘটকালীতেই কি কাজ হয়! একজন পাকাপোক্ত ঘটক চাই!—কাল আমি স্বপ্নে দেখিচি, তুমিই সেই ঘটক-চূড়ামণি!"

পণ্ডিতজী আবার হাস্‌লেন।—বোল্লেন, "ইচ্ছা আমার তাই বটে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে ভাল হয়। কাজকর্ম্ম চলুক, নামসম্ভ্রম হোক্, মাসেক ছ মাস যাক্,———"

বাধা দিয়ে গৃহিণী ব্যস্তভাবে বোল্লেন, "যাবে আবার কেন?—দেরী আবার কেন?—সময় হয়েচে, বয়েস হয়েচে, প্রজাপতির অনুগ্রহে বরটীও বেশ জুটেচে,—আব, আমি দেখিচি, দুটীতে বেশ ভাবও হয়েচে, আর দেরী কেন?"—স্বামীকে এই কটী কথা বোলে সহাস্য-মুখে বেলের পানে চেয়ে মধুরস্বরে সস্নেহবচনে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেমন মা!—বিজয়লালকে বিয়ে কোর্‌বে?"

লজ্জাশীলা লজ্জায় নতমুখী হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মাটীর দিকে মুখ কোরে দুই এক পা এগিয়ে লজ্জায় জড়সড় হয়ে মৃদুস্বরে বোল্লেন, "আমি এখান থেকে যাই!"

হাত ধোরে ফিরিয়ে জননী আবার তেমনি হেসে সস্নেহস্বরে বোল্লেন, "যাবে কেন মা?—বোসো। যাকে তুমি ভালবাসো, তাকে বিয়ে কোত্তে বোলেছি, এতে কি তোমার রাগ হলো?"

জননীর কথায় আরো লজ্জা পেয়ে সুশীলা নম্রমুখী তেমনি নম্রমুখেই মায়ের কাছে বোস্‌লেন। সে মাধুরী চিত্র করা যে সে চিত্রকরের সাধ্য নয়;—কাজেই আমরা তাতে অক্ষম। নধর অধরের আরক্তিম

আভা,—সলজ্জ চটুলনয়নের মুকুলিত শোভা,—সুকোমল হৃদয়ের ধীরি ধীরি কম্প,—এ সকল সৌন্দর্য্য কেবল সুরসিক ভাবুকেরাই অনুভব কোত্তে পারেন, আমাদের ভাগ্যে সে সুখ কখনই ঘটে না;—সুতরাং আজ এ ক্ষেত্রেও দুর্ঘট। সেই সলজ্জ সৌন্দর্য্য দর্শন কোরে হৃদয়ের আহ্লাদে বিজয়লালও নতমুখ।

একটু চিন্তা কোরে কর্ত্তার মুখপানে চেয়ে গৃহিণী আবার বোল্লেন, "সে সম্বন্ধটা ভেঙে গিয়ে ভালই হয়েছে। প্রজাপতির মনে ছিল, ভাল বর মিল্লো,—যার যেখানে ভবিতব্য!"

দু চক্ষু পাকল কোরে পণ্ডিতজী সক্রোধে বোল্লেন, "আবার তুমি সেই কথা তুল্ছো?—সে কথা মনে কোল্লেও ঘৃণা হয়! কে যেন সর্ব্বাঙ্গে কালকূট বিষ ঢেলে দেয়!—চোর! দাগ্মাসুল!"

"রাগ করো কেন?—ঠাণ্ডা হও।—কিছুতেই আমি তোমার গোঁ ফিরুতে পাল্লেম না! কেমন এক খেই ধোরে রেখেছ, কিছুতেই তা আর ঘোচ্বার নয়! মানুষ যদি একবার গারদে যায়, তা হোলেই কি পোচে গেল?—মুসলমানের রাজত্বে ঢের অবিচার হয়। সে তো আর সত্য সত্য চুরি করে নি;—জোর কোরে ধোরে হাজতে দিয়েছিল, তার পর ছেড়ে দিলে।—তা যা-ই হোক্, আমি তো বিয়ের কথা বোল্‌চি না, রাগ করো কেন?—বোল্‌ছিলেম, মুসলমানেরা তাকে চোর বোলে জোর কোরে ধোরে কয়েদ কোরেছিল!"

"তা হলোই বা!—জোর কোল্লেই বা!—তাতে আর কি সাফাই হলো!—ধোরে ত নিয়ে গিয়েছিল,—হাজতে ত দিয়েছিল,—কয়েদ ত কোরেছিল, তা হোলেই হলো!—তাকেই আমি কয়েদখালাসী বলি!—চোর! বদ্মাস্! নরাধম! হাজতের আসামী!"

বিজয়লাল চোম্‌কে উঠ্‌লেন। তাঁর আপাদমস্তক কেঁপে উঠ্‌লো। যে বিপুল আনন্দ হৃদয়মধ্যে স্থান পেয়েছিল, এক আঘাতেই সে আনন্দ অগাধ জলে তলিয়ে গেল! ধরমরাজের নিদর্শনপত্রখানি সেই দিন কিষণ-লালকে দেখাবেন মনে কোরেছিলেন,—সঙ্গে কোরে এনেওছিলেন, কিন্তু পাল্লেন না;—হাত কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। শুষ্ককণ্ঠে চুপটী কোরে হেঁটমুখে বোসে থাক্‌লেন।

ঘর নিস্তব্ধ। ঝাড়া আধ ঘণ্টা নিসাড় নিস্তব্ধ! কারো মুখে কথা নাই। মৌনাবসানে বিজয়লাল স্তম্ভিতবচনে পণ্ডিতজীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "কাল সকালে রাজা উদয়গিরির সঙ্গে আমার দেখা করা ঘোট্‌ছে না। একটী আবশ্যক আছে, কাল সকালেই একবার দিল্লীতে যেতে হবে।"

কিষণলাল সে কথায় বড় মনোযোগ দিলেন না। গৃহিণীর পানে চেয়ে উৎকণ্ঠিতভাবে বোল্লেন, "বিজয়কেই বেলকুমারী দান করা আমার ইচ্ছা;—কিন্তু————"

"কিন্তু আবার কি?"

"কিন্তু রাজা উদয়গিরি একদিন বেলকুমারীকে দেখেছিলেন, সেই অবধি আমি দেখ্‌ছি, বেলের কথা উঠ্‌লেই তিনি অনেক রকম কথা পাড়েন, কোথায় বিয়ে হবে, কবে হবে, বেশ মেয়ে, এই সব কথা তোলেন। ভাবে বোধ হয়, বেলের উপর তাঁর অনুরাগ আছে!"

বেলকুমারী শিউরে উঠ্‌লেন। শেষের চারটী কথা শুনেই পিতার মুখপানে আড়ে আড়ে একবার চাইলেন। সে চাউনিতে যেন ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা সুস্পষ্ট প্রদীপ্ত হলো।—চেয়েই অমনি বিমর্ষভাবে নম্রমুখী।—প্রফুল্ল পদ্মচক্ষে টস্ টস্ কোরে দু ফোঁটা জল পোড়্‌লো।

গৃহিণী একটী নিশ্বাস ফেলে সজলনয়নে পতির পাশে একটু সোরে বোসে বিষণ্ণবদনে বোল্লেন, "ওঃ!—বিধাতা কি সে মুখ আর রেখেছেন!—সে সব কথা তুমি আর মনে কোরো না!—আমার বুক যেন ফেটে যায়!—রাজা-রাজ্‌ড়ায় আমাদের আর কাজ নাই!—পরমেশ্বর যেমন রেখেছেন, তেমনি দেখে জামাই করাই ভাল!"

"তা বটে,—কিন্তু,—আচ্ছা,—তোমরা বোসো,—আমি আস্‌ছি।" অন্যমনস্কভাবে এই কটী ছাড়া ছাড়া কথা বোলে পণ্ডিত কিষণলাল যেন কি ভাব্‌তে ভাব্‌তে সেখান থেকে বেরুলেন।

চিন্তার উপর বিজয়ের নিদারুণ চিন্তা। মন অত্যন্ত অস্থির। একবার গৃহিণীর পানে, একবার বেলের পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত কোচ্ছেন, যেন চক্ষু ফেটে জল আস্‌ছে, কথা কইতে পাচ্ছেন না, কণ্ঠতালু বিশুষ্ক। উৎকণ্ঠিত মনে আসন থেকে উঠে গৃহিণীকে বোল্লেন, "আপনারা বসুন, আমার মাথা ধোরেছে, একটু বাতাসে যাই।"—বোলেই দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে উদ্যানে উপস্থিত। রাত্রি প্রায় এক প্রহর।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, উদ্যানের উত্তরদিকের প্রাচীরটা একটু নীচু, বিজয়লাল সেই দিকেই গিয়েছেন, গাছের ভিতর দিয়ে একটু একটু জ্যোৎস্না পোড়েছে, বাকী সব অন্ধকার।—বিজয়ের হৃদয়েও তেমনি মিড়্‌মিড়ে জ্যোৎস্নার মত অল্প অল্প আশা, বাকী সব অন্ধকার! প্রাচীরের ধারে গিয়েই দেখেন, বাইরে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে।—সে দিকে রাস্তা বটে, কিন্তু গাছের ঝোপে সম্পূর্ণ আলো পড়ে না। সেই লোকটা তাঁকে দেখ্‌তে পেয়েই কর্কশস্বরে বোল্লে, "কি রে ভাগড়!—আচ্ছা ভাগ্‌ড়া হয়েছিলি!—বড্‌ডো বেঁচে গেছিস্!—যে টাকা আমায় দিবি বোলেছিলি, আজ তা দিবি?"

ভয়ে, বিস্ময়ে, ঘৃণায়, অধীর হয়ে বিজয়লাল ভীষণস্বরে উত্তর কোল্লেন, "আজো তুই আমার পেছু লেগে রইছিস ?—বেশ হয়েছে!—আজ তোরে ধোরিয়ে দিবই দিব! পাজি! খুনি!—ডাকাত!"

"হি-হি-হি!—তুই পাগল না কি? পথের মাঝখানে অন্ধকারে কার সাধ্য আমাকে ধরে?"

"দাঁড়া তুই!—এখনি আমি তোকে চালান দিচ্ছি! আজ আর তোর নিস্তার নাই!"

"দিস্ দিস্!—তাই দিস্!—আচ্ছা, তুই আমায় চালান দিস্ রে চালান দিস্! এখন টাকা দে!"

"ফের টাকার কথা!—নরাধম! পাষণ্ড! ঠেঙাড়ে! দস্যু!—ফের টাকার কথা! দ্যাখ্ তুই! আজ তোর কি দশা করি! —প্রাণের উপর ডাকাতী?"

"দিবি নি?—দিবি নি?—আচ্ছা,—আচ্ছা,—থাক্ তুই!—তোর মরণ ঘুনিয়েছে!—সাম্‌লাতে পারিস্ তো সাম্‌লা!—আমার হাতেই তোর যম বোসে আছে!"

এই রকমে শাসিয়ে নরান্তক দস্যু ভোঁ কোরে সেখান থেকে সোরে গেল। বিজয়লাল আর দাঁড়ালেন না, ভয়ানক ব্যাকুল হয়ে আকাশ-পাতাল ভাব্‌তে ভাব্‌তে এক দৌড়ে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ কোল্লেন। যে ঘরে বোসে গল্প হোচ্ছিল, বরাবর সেই ঘরেই উপস্থিত। কিষণলাল তখন ফিরে এসেছেন। বিজয়লালকে দেখেই তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বিজয়! তুমি কার সঙ্গে কথা কোচ্ছিলে?"

ভয়ে থতমত খেয়ে বিজয়লাল জড়িয়ে জড়িয়ে উত্তর কোল্লেন, "কথা?——আমি——আমি——"

কিষণলাল হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "হাঁ,—লুকুচ্চো কেন ?—আমি তখন বৈঠকখানায় ছিলেম;—তুমি কাকে কি বোল্লে, সে তার উত্তর দিলে, আবার তুমি ডেকে ডেকে কি বোল্লে। কে সে ?"

বিজয় পূর্ব্ববৎ আম্‌তা আম্‌তা কোরে উত্তর দিলেন, "সে একজন রাস্তার লোক !"

কিষণলাল আর কিছু জিজ্ঞাসা কোল্লেন না ;—গৃহিণী সহাস্যমুখে বোল্লেন, "বিজয়কে পেয়ে আমরা যে, কি সুখীই হয়েচি,—কি সুখেই রয়েচি, তা আর বল্‌বার নয় !"

কিষণলাল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোল্লেন।—গদ্‌গদস্বরে বোল্লেন, "এ সুখ যদি সুখের দিনে মিল্‌তো, তা হোলে——

কথা সমাপ্ত হোতে না হোতে গৃহিণী ম্রিয়মাণ হয়ে বোল্লেন, "সে সব কথা আর মনে কোরো না ! পরমেশ্বর যখন যেমন রাখেন, তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা ভাল !"

কিষণলাল নিস্তব্ধ হোলেন। বেলকুমারী দেখ্‌লেন, তাঁর মাতাপিতা উভয়েই মুখ ফিরিয়ে নিঃশব্দে রোদন কোচ্ছেন। মুখখানি হেঁট কোরে তিনিও অশ্রুমার্জ্জন কোল্লেন। বিজয়লাল কিছু ভাব বুঝ্‌তে পাল্লেন না।

সে রাত্রে এই পর্য্যন্তই তাঁদের মজলিস্ ভাঙ্‌লো। আহারাদি কোরে যে যার শয়নগৃহে বিশ্রাম কোত্তে গেলেন।

বিজয়লালের নিদ্রা নাই। তিনি চিন্তাসাগরে ভাস্‌ছেন। আশা একবার কাণের কাছে এসে বোল্‌ছে, "ভাবনা কি !—শুভদিন আস্‌বে !"—তখনি তখনি নৈরাশ্য এসে বিকট আস্যে ভয় দেখাচ্ছে। বোল্‌ছে, "সংসারে তোমার সুখ নাই!—পালাও !—বেলকুমারী তোমার হবে না !—আশা ত্যাগ করো !—পালাও !—ঘোর বিপদ্ সম্মুখে !"

কার কথা সত্য ?—এ প্রশ্নের উত্তর কে দেয় ?—মানুষের মন স্বভাবতঃ বিপদের নামেই আগে কাঁপে। বিজয়লাল বিপদের ভয়েই কাঁপ্‌লেন।—একটীবারও চক্ষের পাতা বুজ্‌তে পাল্লেন না। সঙ্কটের তুফানে পোড়ে ছট্‌ ফট্‌ কোচ্ছেন, কোনমতেই অন্তঃকরণ সুস্থির কোত্তে পাচ্ছেন না। রাত্রি দুই প্রহর।

সপ্তমীর চন্দ্র সকাল সকাল কর্ত্তব্য পালন কোরে বিশ্রামাচলে আশ্রয় নিয়েছেন,—নক্ষত্রমালা অকস্মাৎ বিরহানলে প্রজ্বলিত হয়ে পূর্ণ-দীপ্তিতে আকাশময় যেন তাঁরে খুঁজে বেড়াচ্ছে,—ধরাতল তিমিরপুঞ্জে আচ্ছন্ন! বিজয়লাল যে গৃহে শয়ন করেন, তারি নীচেই উদ্যান।—উদ্যানের দিকে দুটী বড় বড় জানালা আছে, সে দুটী অনাবৃত খোলা।—বাতাসের নাম নাই,—পশুপক্ষীর শব্দ নাই,—ভীষণ নিশীথের নিস্তব্ধতা যেন পদে পদে বিভীষণ ভীষণতাকে আহ্বান কোচ্ছে! বিজয়লাল অস্থির মনে শয্যা ত্যাগ কোরে জানালার কাছে গিয়ে বোস্‌লেন। দেখ্‌লেন, বড় বড় গাছেরা স্তূপাকার অন্ধকার মাথায় কোরে ভয়ঙ্করবেশে সারিসারি দাঁড়িয়ে আছে, শাখাপল্লবে আবৃত সর্ব্বশরীর যেন প্রগাঢ় অন্ধকারে মাখা! সেই অন্ধকারকে আরো অন্ধকার দেখাবার জন্যই যেন জোনাকিরা এক একবার দীপ্‌ দীপ্‌ কোরে জ্বোল্‌ছে, তখনি আবার সেই নিবিড় অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। জীবজননী পৃথিবী যেন পতিবিয়োগিনী নিশা-সখীকে সস্নেহে আলিঙ্গন কোরে অন্ধকারসাগরে গা ঢেলে সেই সাগর-গর্ভে নিশাপতিকেই অন্বেষণ কোচ্ছেন! যে দিকে চাওয়া যায়, সেই দিকেই অন্ধকার!—নিবিড় অন্ধকার!

বিজয়লাল জানালায়।—হঠাৎ যেন সেই ঘরের নীচে বাগানের দিকে ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে জানালাদরজা নোড়ে উঠ্‌লো। নীচে চেয়ে দেখ্‌লেন,

কিছুই দেখা গেল না। এত রাত্রে নীচের ঘরে কে কি নাড়্বে?—অসম্ভব।—বাতাস নাই, কেনই বা আপনা আপনি কপাটের শব্দ হবে?—অসম্ভব।—ভাল কোরে নিরীক্ষণ কোল্লেন, কেবল অন্ধকার! মনে কোল্লেন, ভ্রম!—গভীর রাত্রে অশান্তকর্ণে কতপ্রকার শব্দ আসে, এ তাই-ই হবে।—খানিকক্ষণ সেই দিকে কাণ পেতে থাক্‌লেন, কাণে যেন মনুষ্যকণ্ঠের অস্পষ্ট শব্দ প্রবেশ কোল্লে;—কারা যেন ফুস্ ফুস্ কোরে কি পরামর্শ কোচ্ছে, ঠিক তেমনি শব্দ।—সন্দেহ হলো,—মনে ভয়ও হলো।—ফের সেই রকম ঝন্‌ঝন্ শব্দ। সজোরে ভয়ানক খন্‌খন্ ঝন্‌ঝন্ শব্দ! এইবার কারা যেন একটা দরজা ভেঙে দুপ্ দাপ শব্দে ঘরের ভিতর লাফিয়ে পোড়্লো!

আর ভ্রম থাক্‌লো না। বিজয়লাল আস্তে আস্তে একটী বাতী হাতে কোরে ঘর থেকে বেরুলেন। বেরিয়েই দেখেন, সম্মুখে পণ্ডিত কিষণলাল। তাঁর হাতেও একটা বাতী, বগলে একখানা তলোয়ার। বিজয়লালকে দেখে তিনি সাহস পেয়ে বোল্লেন, "বেশ হয়েছে!—এই তলোয়ারখানা নাও, চোর এসেছে, শীঘ্র চলো, এখন গোল কোরো না,—দরজা ভেঙে ঢুকেছে, আমি দেখিছি, শীঘ্র চলো!"

বিজয় সহর্ষে অনুগামী। সিঁড়িতে তিনজন চাকরের সঙ্গে দেখা হলো, তারাও শব্দ পেয়ে জেগেছে। তাড়াতাড়ি খবর দিতে আস্‌ছিল, তাদের হাতেও তিনটে বন্দুক। পাঁচজনে সেই ঘরের দরজায় উপস্থিত। বাইরে চাবী ছিল, খুলেই ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেন। বাতীর আলোতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দস্যুরা হুটোপাটী কোত্তে লাগ্‌লো। একজন বোল্লে, "পাঁচজন রে পাঁচজন! ভাঙ্ ঐ দরজা!—ভাঙ্ ঐ জান্‌লা!—পালা,—পালা!"

চোরেরা তিনজন এসেছিল। পালাবার মুখে বিজয়লাল তলোয়ার ঘূরুতে ঘূরুতে দৌড়ে গিয়ে একটাকে জাপ্‌টে ধোল্লেন, আর দুটো লোক বিকট চীৎকার কোরে সেই ভাঙা দরজা দিয়েই ছুটে পালালো। বিজয় দেখ্‌লেন, যাকে ধোরেছেন, সে আর কেউ নয়, তাঁর নিজেরই সাঙ্ঘাতিক বৈরী হামির খাঁ!—দেখেই তিনি সদর্পে বোল্লেন, "পাজী! বদ্‌মাস্‌! আবার তুই?—আজ আর তোর নিস্তার নাই!"

বিস্মিতভাবে কিষণলাল জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এ কি বিজয়! তুমি কি ওকে চেনো?"

বিজয়লাল উত্তর কোত্তে না কোত্তে হামির খাঁ গর্জ্জন কোরে বোল্লে,—"চেনে না?—বেশ চেনে!—আমিও ওকে চিনি, ও-ও আমাকে চেনে! তুমি যদি আমায় ছেড়ে দাও, সব কথা আমি বলি!"

বিজয়লাল উত্তর কোত্তে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে কিষণলাল উত্তেজিতভাবে হামির খাঁকে বোল্লেন, "আচ্ছা, বলো, যদি তোমার কথায় বিশ্বাস হয়, পরে বিবেচনা করা যাবে।"

হা।—তুমি একজন জালিয়াতকে বাড়ীতে জায়গা দিয়েছ। সে তোমার মেয়েদের—

বি।—ওর কথা শুন্‌বেন না, ও ভয়ানক ডাকাত!—ভারী বদ্‌মাস্‌! —খুনে ডাকাত!—আমি—

কি।—থামো তুমি! আগে ওর কথা শুনি। বলো ত, তার পর?

হা।—হাঁ, একজন জালিয়াত!—যে আমাকে ধোরেছে, এই-ই সেই জালিয়াত! আমরা দুজনে দিল্লীর জেলখানায় কয়েদ ছিলেম! একদিন আমি তোমাদের বাড়ীর কাছ দিয়ে যাচ্ছি, দেখি, এই লোকটা তোমার মেয়ের সঙ্গে হাতধরাধরি কোরে বেড়াচ্ছে,—আমি তখনি—

বি।—চুপ্ দাগাবাজ!—পবিত্র কুমারীর নামে—

কি।—চুপ্ বেহায়া! তোকে আমি চিন্‌তে পারি নি!—দাগ্‌মাশুল! অঁ্যা?—অঁ্যা?—অঁ্যা?—জেলখানা!—অঁ্যা?—ওঃ!—তার পর বলো ত!

হা।—আমি তখনি তোমাকে খবর দিতে আস্‌ছিলেম, এই চোরটা ছুটে এসে আমার পায়ে ধোল্লে, ঘুস্ কবুল কোল্লে,—আবার সে দিন আমার কাছে গিয়ে বোলে এলো, পণ্ডিতের অনেক টাকা আছে, অমুক দিন চুরি কোত্তে যাস্, সেই সময় মেয়েটাকেও চুরি কোরে আন্‌বো। আজ সন্ধ্যার পর আমি এসেছিলেম, এই লোক আমাকে বেশী রাত্রে বেশী লোক নিয়ে আস্‌তে বোলেছিল, তাই আমি এসেছি!"

বি।—মিথ্যাবাদি! ডাকাত!—আমি তোকে—

"চুপ্ চুপ্! আর বোল্‌তে হবে না, সব আমি বুঝেছি!—কয়েদ-খালাসি! বদ্‌মাস! চোর! জালিয়াত!—আমার সঙ্গে তোর এত দাগা-বাজী! ওঃ! আমি তোরে অন্দরমহলে নিয়ে গেলেম! তুই আমার পবিত্র কুলে কালী দিলি! হায় হায়! কি নরকেই আমায় পচালি! পাজী! বদ্‌মাস! কয়েদখালাসি!" সক্রোধে এই সব কথা বোলে পণ্ডিত কিষণলাল যেন দুঃসহ কালানলের ন্যায় প্রজ্বলিত হোতে লাগ্‌লেন।

বিজয়লাল ক্ষোভে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে স্তম্ভিত মৃদুস্বরে বোল্লেন, "আমি নির্দ্দোষ!—দোহাই পরমে-শ্বরের, আমি নির্দ্দোষ!—সব মিথ্যা কথা!—আমি দুষী নই! এই দেখুন, ভয়ানক ষড়্‌যন্ত্র! এই দেখুন, নিদর্শনপত্র!" এই কথা বোলে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ধরমরাজের লেখা নিদর্শনপত্রখানি কিষণলালের হাতে দিবার জন্য হাত বাড়ালেন।

ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন কোরে কিষণলাল সেই কাগজখানা কেড়ে নিয়ে নুটী পাকিয়ে দূর কোরে ফেলে দিলেন! বোল্লেন, "কিসের নিদর্শন!—ডাকাতের আবার নিদর্শন?—জালিয়াতের আবার নিদর্শন? কয়েদখালাসীর আবার নিদর্শন? দূর হ!—এখুনি দূর হ!—আমি সব বুঝেছি। তুই সন্ধ্যাকালে বাগানে কার সঙ্গে কথা কয়েছিলি, আমি শুনেছিলেম, জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম, তুই বল্লি, রাস্তার লোক! এরি সঙ্গেই তোর পরামর্শ হয়েছিল! ঠিক কথা!—এতক্ষণে আমি সব বুঝতে পাল্লেম! এই জন্যই তুই কাল সকালে এখান থেকে পালাবি বোলেছিলি! বদ্‌মাস্! সব আমি বুঝিছি! দূর হ! এখুনি দূর হ!—তোকে আশ্রয় দিয়ে বাড়ী অপবিত্র,—কুল অপবিত্র, পরিবার অপবিত্র, কন্যা অপবিত্র, সব অপবিত্র হয়েছে! এখুনি তুই দূর হ!"

বিজয়লাল কাতরবচনে পুনরায় সাশ্রুনয়নে বোল্লেন, "একটু স্থির হোন্, শুনুন, আমি——"

"কি শুন্‌বো?—ডাকাতের কথা আবার কি শুন্‌বো?—শ্মশানের ভূতেরা,—নরকের পিশাচেরা তোর কথা শুনুক! তুই এখুনি এখান থেকে দূর হ! এক লহমাও আর এখানে দাঁড়াস্ নে, এক নিমেষও না!—এখুনি আমার সম্মুখ থেকে দূর হ!"

বিজয়লাল হেঁটমুখে সজলনয়নে মৃদুগতিতে ঘর থেকে বেরুলেন। তৎকালে তাঁর মুখের ভাব যেরূপ হলো, পৃথিবীর কোনো কবি সেটী চিত্র কোত্তে পারেন না। মনে মনে বোল্লেন, "ধরণি! বিদীর্ণ হও! আমি প্রবেশ করি!"

হামির খাঁ কুটিলনয়নে তাঁর পানে চেয়ে বিকট হাসি হেসে টীট্‌কারী দিলে। শেষে কিষণলালকে সেলাম কোরে হাস্‌তে হাস্‌তে চোলে

গেল। উদ্যানে বেরিয়ে বিজয়লাল মনে কোল্লেন, যদি রাস্তায় বেরুই, এখুনি ঐ দুরাত্মা ডাকাতের হাতে প্রাণ যাবে। এই ভেবে প্রচ্ছন্নভাবে একটা গাছে উঠে সে রাত্রি অতিবাহিত কোল্লেন। কিষণলাল দারুণ মনোবেদনায় অস্থির হয়ে চাকরদের সঙ্গে বাড়ীর ভিতর গেলেন। ভোরে বিজয়লাল গুপ্তভাবে গাছ থেকে নেমে বিষণ্ণবদনে মন্নুলালের বাড়ীতে উপস্থিত।

অতিকষ্টে মনস্তাপ গোপন কোরে তিনি প্রাতঃকালে ইলাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেন। সংক্ষেপে দুটী চারটী কথা কোয়ে উদাসভাবে কি চিন্তা কোল্লেন।—ইলাবতী বোল্লেন, "এইমাত্র আমি তোমার নাম কোচ্ছিলেম, তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে। কাল আমি একটী চমৎকার গুপ্তকথা জান্‌তে পেরেছি। কিষণলাল পণ্ডিতের পরিচয় পেয়েছি। সে নামে, যে ভাবে তিনি এখানে আছেন, তা তিনি নন!" বিজয়লাল আরো অধীর হোলেন, সে কথায় কিছু উত্তর কোল্লেন না। এখুনি দিল্লী যাত্রা কোত্তে হবে বোলে সজলনয়নে ইলার নিকট বিদায় চাইলেন। ইলাবতী তাঁর হাতে একখানি পত্র দিলেন, পিতার সঙ্গে দেখা কোত্তে বোল্লেন, কিন্তু শেষ অনুরোধটী রক্ষা হলো না। পত্রখানি পাঠ কোরে বিজয়ের বিষণ্ণ অন্তরে নূতন বিষাদ উপস্থিত! কিন্তু সে ভাবটী ইলাকে বুঝ্‌তে দিলেন না। তিলমাত্র বিলম্ব না কোরেই হতাশহৃদয়ে আগরার কাছে বিদায় হোলেন। আশা-ভরসা সকলি গেল, জীবনের মায়াও ত্যাগ কোল্লেন, স্নেহমমতায় বিসর্জ্জন দিলেন, শূন্যহৃদয়ে ক্ষুণ্ণ অন্তরে এককালে দেশত্যাগী।

পঞ্চত্রিংশ কাণ্ড।

সব অন্ধকার!!!

এক পক্ষ অতীত। যে গদীতে বিজয়লালের আমানতী টাকার খাতা ছিল, মন্নুলাল একদিন প্রাতঃকালে সেই গদীতে স্থদ আন্‌তে গেলেন;—দেখ্‌লেন, ঘরে চাবী বন্ধ। পাশের লোকেদের জিজ্ঞাসা কো'ল্লেন, হৃদয়ভেদী উত্তর পেলেন! তিন দিন হলো, সেই মহাজন অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছে!—জিনিসপত্র কিছুই নাই, খালি ঘরটা খাঁ খাঁ কোচ্ছিল, বাড়ীওয়ালা এসে চাবী দিয়ে গেছে! মন্নুলাল অন্ধকার দেখ্‌লেন।—অকস্মাৎ তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পোড়্‌লো!—বোসে পোড়্‌লেন;—অনেকক্ষণ বোসে বোসে ভেবে অবশেষে হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। এই বৃদ্ধ বয়সে বিনাসম্বলে কি কোরেই বা সংসার চালান, কি কোরেই বা কন্যাটীর পালন করেন, অকূলপাথার ভাবনা! তাঁর চক্ষে সমস্তই অন্ধকার!

ইলাবতী শুন্‌লেন। বিষাদে ম্রিয়মাণ হয়ে নিঃশব্দে রোদন কোল্লেন। তথাচ পবিত্র হৃদয়ে অপূর্ব্ব সাহস!—পিতাকে প্রবোধ দিয়ে সুমধুরস্বরে বোল্লেন, "আপনি অত ভাবিত হবেন না, পরমেশ্বরের মনে যা আছে, তাই ঘোট্‌ছে!—এতে মানুষের হাত নাই!—ছেলেবেলা আমারে আপনি রাজভোগে রেখেছিলেন বটে, কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধে এখন আমি কষ্ট সইতে শিখিচি!—যেমন কোরে পারি, আপনার সেবাশুশ্রূষা কোর্‌বোই কোর্‌বো। খেটে খুটে পারি, ভিক্ষা কোরে পারি, যা কোরে পারি, আপনাকে শান্ত কর্‌বার চেষ্টা কোর্‌বোই কোর্‌বো।"—ইলাবতী

এই সব কথা বোল্লেন বটে, কিন্তু পিতার অজ্ঞাতে নীলোৎপল চক্ষে দু তিন ফোঁটা জল পোড়্লো। সে চক্ষেও জগৎসংসার অন্ধকার!

কাপড়ের উপর ফুলবুটো কেটে ইলাবতী যা কিছু উপার্জ্জন করেন, যোগেযাগে তাতেই এক রকম দিন চলে। তিনি ৫।৭ দিন অন্তর দুই একখানি রুমাল কি চাদর প্রস্তুত কোরে দেন, হিতলাল তাই নিয়ে বাজারে বিক্রয় কোরে আসে, এই রকমে গোছেগাছে দিন যায়। এক মাস গেল, মহাজনের উদ্দেশ হলো না;—সে যে কোথায় পালিয়েছে, তার কিছুই সন্ধান পাওয়া গেল না! সে আশায় হতাশ হয়ে মনের অসুখে নানা চিন্তায় মন্নুলাল ভয়ানক পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পোড়্লেন। অবস্থা যেরূপ, তাতে রীতিমত চিকিৎসা হওয়াও অসম্ভব;—কাজেই দিন দিন রোগের বৃদ্ধি! ইলাবতী তখন আর সূচস্তা হাতে কর্বার সময় পান না, আহারনিদ্রার প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেন না, সজলনয়নে দিবারাত্রি কেবল পিতার পদতলেই কাতরা কুমারী বোসে আছেন দেখা যায়!—কষ্টের সীমাপরিসীমা নাই! এক রাত্রে মন্নুলাল ব্যাধি-যন্ত্রণায় অতিশয় কাতর হোলেন, হিতলাল হকিমের কাছে গেছে, ইলা একাকিনী বিষণ্ণবদনে পিতার মুখের কাছে বোসে রোদন কোচ্ছেন, একটী প্রতিবাসিনী কন্যা এমন সময় সেইখানে এলো। তাকে দেখে অশ্রুমুখী সাশ্রুমুখে বোল্লেন, "দিদি! এ সময় তুমি এসে কি উপকারই কোরেছ! ব্যামো বড় শক্ত! তুমি একটু এইখানে বোসো, আমি এক-বার হকিমসাহেবের কাছে যাই।" এই কথা বোলে পিতৃবৎসলা একখানা মোটা চাদর ওড়্ঘোড় কোরে মুড়ী দিয়ে রাস্তায় বেরুলেন। পৃথিবী অন্ধকার, কিছুই দেখ্তে পাচ্ছেন না, আপনার মনেই ভাব্তে ভাব্তে চোলেছেন। পৃথিবীর ন্যায় তাঁর হৃদয়ও নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার!

খানিকদুর গেছেন, হঠাৎ দেখ্‌লেন, সম্মুখে যেন তুজন মানুষের ছায়া। যত তিনি পাশ কাটিয়ে যেতে চান, ততই তারা অগ্রবর্ত্তী হয়! দেখেই ভয়বিহ্বলা বিকটস্বরে চীৎকার কোরে উঠ্‌লেন। একজন বিকটাকার মানুষ তুই বাহু বিস্তার কোরে তাঁরে সবলে ধোত্তে এলো। ইলা আরো ভয় পেয়ে চীৎকার কোত্তে লাগ্‌লেন। স্ত্রীলোকের করুণ চীৎকারশব্দে পাশের বাড়ী থেকে একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে ইলাবতীকে উদ্ধার কোল্লেন। লোক তুটো ছুটে পালালো। যে ভদ্রলোক এই বিপদে ইলাকে আশ্রয় দিলেন, তিনি আমাদের ভক্তিভাজন গুরু সামন্তগিরি। তিনি ইলাবতীকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গিয়েই দরজা বন্ধ কোল্লেন। অন্দরে প্রবেশ কোরে ইলাবতী নিশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লেন। গুরুজীর প্রশ্নমতে একে একে আত্মপরিচয় দিয়ে আগাগোড়া সমস্ত কথা তাঁরে বোল্লেন। শরদের মেঘের ন্যায় মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ হয়ে এলো, রোদন কোত্তে লাগ্‌লেন। গুরুজীর দয়ার্দ্র হৃদয়ে পবিত্র কুমারীর পবিত্রতার ছায়া পোড়্‌লো। তিনি সদয়ভাবে সস্নেহবচনে বোল্লেন, "জগতে সতের পুরস্কার আছেই আছে। চলো, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, আমিই তোমার পিতাকে আরাম কোর্‌বো।"

ইলাবতীকে সঙ্গে কোরে সামন্তগিরি তৎক্ষণাৎ মন্নুলালের বাড়ীতে উপস্থিত হোলেন। তখন হকিম এসেছেন, মুন্সীজী একটু সুস্থ হয়েছেন। সামন্তগিরি শয্যার কাছে বোসে ঈশ্বরের নাম কোরে অনেক আশীর্ব্বাদ কোল্লেন, অবশেষে মন্নুলালকে বোল্লেন, "আপনার এই কন্যাটী পরমরত্ন, এর কথাবার্ত্তা শুনে আর পিতৃভক্তি দেখে আমি পরমসন্তুষ্ট হয়েছি। আপনাদের সংসারে কষ্ট হয়েছে, এ কষ্ট থাক্‌বে না, আমি মাসে মাসে ৫০ টী টাকা দিব, যখন যা আবশ্যক হবে, অসঙ্কোচে

আমাকে জানাবেন, কোনো অভাব থাক্‌বে না। এ রকম পবিত্র পরিবারের সাহায্য কোল্লে আমি বড় সুখী হই!" মন্নুলাল ও হৈলাবতী উভয়েই গুরুজীকে ভক্তিভাবে প্রণাম কোল্লেন। অনেকক্ষণ থেকে সস্নেহে অনেক আশ্বাস দিয়ে আশীর্ব্বাদ কোরে গুরুজী সে রাত্রে বিদায় হোলেন।

এই রাত্রে আর একস্থানে আর এক কৌতুকাবহ দৃশ্য। ইমামবাড়ীর দক্ষিণ-রাস্তায় একজন লোক রক্তপরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে হন্ হন্ কোরে চোলেছেন, সঙ্গে কেউ নাই, বদন বিষণ্ণ। এক বাড়ীর দরজার কাছে গিয়ে তিনি ডাক্‌লেন, "রাইবাবু বাড়ী আছেন?"

একজন স্ত্রীলোক একটী ছেলে কোলে কোরে এসে দরজা খুলে দিলে। পুনরায় সেই প্রশ্ন।—স্ত্রীলোক বিরক্ত হয়ে উত্তর কোল্লে, "আ মলো! কে তুই?—কোথাকার রাইবাবু?—মিন্সে মাতাল না কি?"—বোল্লেই তাড়াতাড়ি ঝনাৎ কোরে দরজা বন্ধ কোরে ফেল্লে! পথিক মনে কোল্লেন, "তবে এ বাড়ীটা নয়, আমি ঠাওরাতে পার্‌ছি না; কিন্তু তিনি বোলেছিলেন, এইখানেই বাড়ী।" এইরূপ ভেবে পায় পায় এগিয়ে আর একটা বাড়ীর দরজা ঠেল্লেন। সেখানেও একটী বৃদ্ধা স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিল, সে প্রথমে বোল্লে, "এসো।"—তার পরেই চেহারা দেখে বোল্লে, "না গো, এ বাড়ী নয়, ও দিকে দ্যাখো!"—সেখানেও হতাশ হয়ে তৃতীয় বাড়ীর দরজায় উপস্থিত। ডাকাডাকির পর বাড়ীর ভিতর থেকে একজন লোক ডেকে ডেকে জবাব দিলে, "আজ নয় গো আজ নয়,—কাল আস্‌তে বোলো!" পথিক কিছু বুঝ্‌তে পাল্লেন না। ৫।৭ টা বাড়ীতে তত্ত্ব কোল্লেন, সকলে কথাও কইলে না। এক বাড়ীতে শুন্‌লেন, তারা আপনা আপনি বলাবলি

কোচ্চে " ঐ রে! জিজিয়ার* সরকার বেরিয়েছে! সব বাড়ীতেই ঢু দিয়ে বেড়াচ্চে! উঃ! রেতের বেলাও সুখ নেই!—বাদশাই রাজ্যে হিন্দু হওয়া বড় জ্বালা!—এ রকম কোরে দোগ্গে মারার চেয়ে জোর কোরে মুসলমান করা ভাল!"

পথিক কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেন না। ভাব্‌লেন, বাদশার কোনরকম দৌরাত্ম্যেই প্রজারা এ রকম জ্বালাতন হয়ে থাক্‌বে। ভাব্‌তে ভাব্‌তে আর একটা বাড়ীর সম্মুখে গেলেন। দেউড়ীতে দরোয়ান ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা কোরে সন্দেহ মিট্‌লো। বরাবর উপরে গিয়ে উঠ্‌লেন। রাইবাবু একাকী বোসে ছিলেন, আগন্তুককে দেখে যথেষ্ট খাতির কোরে বসালেন। পাঠক মহাশয়কে আর অধিকক্ষণ অন্ধকারে থাকৃতে হোচ্ছে না; এই আগন্তুক আপনার নিত্যপরিচিত রাজা উদয়গিরি।—যাঁর বাড়ীতে তিনি এলেন, তিনি নূতন লোক;—নাম রাইমাধব দত্ত; নিবাস বঙ্গদেশ। খুব ধনী, খুব সৌখীন; বয়স অনুমান ৭০।৭২ বৎসর। সব চুলগুলি শ্বেতবর্ণ, চুলে ও গোঁফে কলপ লাগানো, দাঁতগুলি কৃতান্তের ভয়ে অগ্রেই মুখ থেকে খোসে পোড়ে অদৃশ্য হয়েছে! এখন যারা আছে, তারা ক্ষণস্থায়ী-যৌবন-দন্তের প্রতিনিধি;—সুসজ্জিত সুপরিষ্কৃত হস্তিদন্তে বাঁধানো! রাইবাবু বেলা এক প্রহরের সময় বহুবিলাসিনীর বাহুপাশ ভেদ কোরে লোহিতনয়নে শয্যা ত্যাগ করেন, দুই প্রহরের সময় একমণ খাঁটী দুগ্ধে স্নান করেন, তার পর বেশভূষা কোরে মদনমোহন সাজেন! হরিপ্রসাদ নামে তাঁর একজন খোট্টা বেহারা আছে, বাবুর স্নানপ্রসাদী

---

* ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে "জিজিয়া" নামে একপ্রকার কর ছিল, কেবল হিন্দুপ্রজার উপরে দৌরাত্ম্য করিবার নিমিত্তই তাহার সৃষ্টি। মুসলমানেরা তাহার দায় হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

দুগ্ধমণটী সে বাজেআপ্ত করে।—নিজে খায় না, জীবজন্তুকেও খাওয়ায় না, শেয়াল কুকুরকেও দেয় না, বিক্রয় করে! দীন দরিদ্র ভদ্রলোকেদের কাছে "গ্রেপ্ ঘাস খাওয়া খাঁটী দুধ" বোলে পেস্ করে! অনেক রকমে বাবুলোকের খানসামা-বেহারারা পুঁজী করে বটে, কিন্তু হরি-প্রসাদের এই একটী নূতন ধরণের উপরি রোজগার!

রাজা উদয়গিরি সহর্ষচিত্তে রাইমাধববাবুর গদীর পাশে বোসে গল্প আরম্ভ কোরেছেন, রাইবাবু সন্তোষকর উত্তর দিচ্ছেন। উদয়গিরি হাস্তে হাস্তে ভূমিকা কোল্লেন, "জহরবিবিকে কিন্তু আচ্ছা হাত কোরেছিলেন!—সেটা আমাদের পান্নামান্নার চেয়ে ঢের সরেস!" রাই-বাবু ভুঁড়ী নাচিয়েনাচিয়ে হেসে উঠ্লেন। প্রায় দেড় শো বিবিলোকের গল্প হলো, উদয়গিরি কি হাত চটক দেখিয়ে বাবুর বাহাদুরীর তারিফ কোত্তে লাগ্লেন। "লোকে বলে, আপনার বয়স হয়েছে, কিন্তু কৈ?—আমি ত বেশী মনে করি না। তা হোলে আর হাজার হাজার চাঁদপারা ছুক্রীর মুণ্ডু ঘুরে যায়!"

রাইবাবুর মুখে আর হাসি ধরে না। তিনি হাস্তে হাস্তে কেসে ফেল্লেন! কাসী আর থামে না!—মাথা চাপ্ড়ে মুখ ফিরিয়ে বালিশের ধারে সোরে গেলেন, বাঁধানো দাঁতের পাটীরা লজ্জা পেয়ে খোসে পোড়্লো! অতিকষ্টে লঘুহস্তে সেগুলিকে পদস্থ কোরে আবার একটু সোজা হয়ে বোস্লেন। কিন্তু কাসী থামছে না! উদয়গিরি গম্ভীর-ভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আপনার সর্দ্দী কোরেছে? একটু মিছরি খাবেন! ও জলকাসী, এখুনি সেরে যাবে!"

বাবুর কিন্তু জলকাসীর ধমকে দম নিক্লে যাচ্ছে,—হাঁফকাসীতেও সচরাচর ততখানি জখম করে না! তথাচ তিনি দম রেখে রেখে

ঘোঙরা গলায় উদয়গিরিকে সম্বোধন কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আচ্ছা, রাজা! আমীর বয়েস তুমি কত বোধ করো?"

"এই,—আন্দাজ চল্লিশ——

"না—না—না!—এই আর বছর সবে ৩৮ বৎসরের জন্মতিথি-পূজো হয়েছে!"

কেসে, হেঁচে, বিষম খেয়ে, রক্তমুখে এই কথাটী বোলে বাবু অনেকক্ষণ সাম্‌লালেন। উদয়গিরি ক্রমাগত খোসামোদ কোচ্ছেন;—চাটুবাদে ফুলে উঠে রাইমাধব এক চুমুকে এক চষক সিরাজী উজাড় কোল্লেন! বিনা অনুরোধে উদয়গিরিও প্রায় আধসের গর্ভে দিলেন! খোস্ গল্পের সঙ্গে সঙ্গে তিন চারি হাত ফিরে গেল!—আনন্দের তুফান চোল্‌তে লাগ্‌লো! অবসর বুঝে উদয়গিরি বোল্লেন, "আপনার সে দশ হাজার বোধ হয়, এখন আবশ্যক হোচ্ছে না?" বাবু রাইমাধব আমীরী মেজাজে উত্তর কোল্লেন, "অমন কত দশ হাজার কত জায়গায় পোড়ে আছে! হাঃ হাঃ হা!"

উদয়গিরি বোল্লেন, "আমিও সেই কথা বোল্‌তে এসেছি!—এরি মধ্যে আপনাকে দিব ভেবেছিলেম, কিন্তু থলিফারা আজো এসে পৌঁছে নি। আর, আমার যতগুলো খাতক আছে, সবগুলোর নামে মোকদ্দমা দেগে দিয়েছিলেম, জহরলাল ফেরার! বিরজা সন্ন্যাসিনী!—ধনসুখ ও চিন্তামণ দেউলে! কারু কাছে একটী পয়সাও আদায় হবার পাঠ নাই! শুনেছি, শীঘ্র তাদের নামে ভারী একটা ফৌজদারী মোকদ্দমা হবে। হোলেই ভাল, উচ্ছন্ন গেলেই ভাল! যারা আমাকে ঠকিয়েছে, তারা কখনই ফাঁকি দিতে পারবে না। সেই বেয়ালটা একদিন ওদের বাড়ীর রামজী বিবির ভেড়ার মাস খেয়ে ফেলেছিল, তারি

পরদিন দেখি, একটা গাছের আগায় সেটা বোসে আছে! সেখান থেকে পোড়্‌লে আর বাছাকে কথাটী কইতে হবে না!—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! হাঃ হাঃ হা! লোককে ঠকালেই ঠোকতে হয়! হাঁ, ভাল কথা!—সেই সাহেবটা,—ঐ যে, যার বিবির নাম লুসী;—সেই সাহেবটা আমার অনেক টাকা ধারে;—যখন চাইলেম, তখন বোল্লে কি, 'বিবি দিয়ে রেখেছি, আবার টাকা!'—হাঃ হাঃ হা!—আরে বিবি কি আমি অমনি পেয়েছি! ফি ক্ষেপ পঞ্চাশ!—ফি ক্ষেপ পঞ্চাশ! যা হোক্ রাইবাবু! আজ আপনি আমাকে আর দশ হাজার দিতে পারেন?—এবারে আর দেরী হবে না!"

রাইমাধব শুনেছিলেন, উদয়গিরির ভাগ্যস্রোতে ভাটা পোড়ে আস্‌ছে; সুতরাং সুরাপানে প্রমত্ত হোলেও সেই কথাটী তাঁর মনে পোড়্‌লো। উত্তর কোল্লেন, "আজ নয়, আর একহাত খেলো, আর একটা ভাল দেখে মেয়েমানুষ জোটাও, বিবেচনা করা যাবে!"

উদয়গিরির তাগ ফোস্‌কে গেল! যে আশায় তিনি এসেছিলেন, যে মতলব হাঁসিল্ কর্‌বার জন্য তিনি এতদূর খোসামোদ কোচ্ছিলেন, সে মতলবটী ভেসে গেল! লোকে হয় ত তাঁর ভিতরের কথা জেনেছে, রাই বাবু হয় ত শুনেছেন, এই ভেবে অন্তরে আরো ব্যথা লাগ্‌লো; ক্ষুণ্ণমনে বিদায় হোলেন। হৃদয় অন্ধকার! বাড়ীতে এসে দেখ্‌লেন, সেখানেও অন্ধকার! যে শিকারটী ধোরে আন্‌তে পাঠিয়েছিলেন, সে আসে নি!—গুরুজী তারে রক্ষা কোরেছেন! উদয়গিরির চক্ষে সমস্তই অন্ধকার!!!

ষট্‌ত্রিংশ কাণ্ড।

নিকুঞ্জগৃহ।—আশ্চর্য্য রূপান্তর!

মাঘমাস,—অপরাহ্ণ,—আকাশে মেঘ,—দক্ষিণপশ্চিম কোণ থেকে সজল শীতল বাতাস বহন হোচ্ছে,—কুঞ্জবাটিকার বৃক্ষলতারাও যেন শীতে কাঁপ্‌ছে,—আকাশে সূর্য্য নাই। পাটে বস্‌বার এখনো বিলম্ব আছে, কিন্তু সূর্য্যদেব অদৃশ্য। হিমগৃহের দোতালার উপর একটী সুসজ্জিত গৃহে প্রিয়দর্শন মতিলাল উপবিষ্ট আছেন, নিকটে রাজা উদয়গিরি। অনেক কথার পর মতিলাল চঞ্চলভাবে বোল্লেন, "কৈ, পণ্ডিতজী তো এখনো এলেন না!—সন্ধ্যা হয়, এখনো আস্‌ছেন না কেন?—তাঁর সঙ্গে কি তোমার সাক্ষাৎ হয়েছিল?—একদিনও তো তিনি তোমাকে একাকী আস্‌তে বলেন না, আজ তুমি একা এসেছ, এটী জেনেও তিনি বিলম্ব কোচ্ছেন কেন?"

উদয়গিরি সহাস্যমুখে উত্তর কোল্লেন, "যত বিলম্ব হয়, ততই তোমার পক্ষে ভাল! আজ সে কথার একটা শেষ না কোরে তিনি আস্‌ছেন না! যার কাছে তোমার দশ হাজার টাকা আছে, তারি কাছে তিনি গেছেন!"

মতিলাল গম্ভীরভাবে তাঁর মুখপানে চেয়ে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তাও তুমি শুনেছ?"

উদয়গিরি ঈষৎ হাস্য কোরে উত্তর দিলেন, "আমার কাছে তাঁর একটী কথাও গোপন নাই! যেখানকার যা,—যে দিনের যা,— সব কথা তিনি আমাকে বলেন।"

"একটী কথাও গোপন নাই!"—মতিলালের হৃদয়ে এই বাক্যের প্রতিধ্বনি হলো। তিনি চোম্‌কে উঠ্‌লেন। চমকিতভাবে উদয়গিরির উৎসাহিত নয়নে আপনার সংশয়িত নয়নযুগল নিক্ষেপ কোল্লেন। নয়নে নয়নে কথা হলো;—মতিলাল গম্ভীরভাবে মাথা হেঁট কোরে ধীরে ধীরে বোল্লেন, "তার এখনো অনেক দেরী!—একমাস—দশ—দিন!—আরো বেশী!—পাঁচ,—সাত,—বারো,—পোনেরো——" এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তে মনে যেন অন্য ভাবের উদয় হলো। সে কথা চাপা দিয়ে, সমুজ্জ্বল বিশাল চক্ষে রাজার মুখপানে চেয়ে সগৌরবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হাঁ, ভাল কথা!—তুমি না কি সুকুমারী বেলকুমারীকে বিয়ে কোত্তে চাও?"

সলজ্জ চকিতভাবে উদয়গিরি উত্তর কোল্লেন, "বিয়ে এমন নয়,—তবে কি না,—মেয়েটী বেশ সুন্দরী!"

মতিলাল নিশ্বাস ত্যাগ কোল্লেন। ঈর্ষাবেগে যেন তাঁর প্রশান্ত নেত্রযুগল সহসা অশ্রুপূর্ণ হলো, চোস্ত আঙ্‌রাখাবদ্ধ বক্ষঃস্থল বাতাসের অজ্ঞাতে গুর্ গুর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো।

বয়সের তরুণতায় মতিলালের দেহলাবণ্য যেন তরুণ ভাস্করের ন্যায় দীপ্তিমান্!—দেখ্‌লে ভালবাস্‌তে ইচ্ছা করে, কিন্তু মুখ তুলে সে দিকে চাওয়া যায় না,—নিকটে ঘেঁসা যায় না,—যেন এক অলৌকিক ভয়ে হৃদয় কম্পিত হয়!—মধুরতার সঙ্গে ভয়!—এই এক অকথনীয় গুহ্য-ভাব!—বেলকুমারীর বিয়ের নামে তাঁর হৃদয়ে ঈর্ষাভাব কেন?—এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে?—রূপবান্ মতিলাল কি রূপবতী বেলকুমারীর প্রণয়ের অনুরাগী?—কে বোল্‌তে পারে?—যুবকযুবতীর অন্তরের ভাব শতপুরু চক্রব্যূহে সুরক্ষিত!—সে হৃদয়ব্যূহ ভেদ করা কাহার সাধ্য?

ফলে বেলকুমারীর প্রসঙ্গে মতিলাল এতদূর আত্মবিস্মৃত,—এতদূর অন্যমনস্ক হোলেন যে, ঘোর ফের কোরে সেই কথার আলোচনা কোত্তে কোত্তে দুজনেই যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য! সূর্য্যদেব অস্ত গিয়েছেন, বাসন্তী মেঘমালা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে মূষলধারে বারিবর্ষণ কোচ্ছে, পবন-দেব ভীষণ প্রতাপে ইতস্ততঃ ধাবিত হোচ্ছেন, কুঞ্জগৃহের গবাক্ষে গবাক্ষে ঝড়বৃষ্টির প্রতিঘাত হোচ্ছে, ভ্রূক্ষেপ নাই!—রাত্রি এক প্রহর অতীত হয়ে গেছে, কিছুই জানেন না! প্রবল আঘাতে যখন উপবেশগৃহের একটা জানালা খুলে গেল, হুহুঃশব্দে ঘরের ভিতর যখন হাওয়া আস্‌তে লাগ্‌লো, তখন চট্‌কা ভাঙ্‌লো। মতিলাল তাড়াতাড়ি উঠে জানালা বন্ধ কোত্তে গেলেন, ঝাপ্‌টার জলে তাঁর অর্দ্ধেক শরীর ভিজে গেল!—দেখ্‌লেন, প্রকৃতি যেন সর্ব্বাঙ্গে কাজল মেখে মুক্তকেশী কালীর ন্যায় ভয়ঙ্কর বেশে নৃত্য কোচ্ছেন!—সভয়চিত্তে কপাট বন্ধ কোরে পর্দা টেনে দিয়ে কৌচের উপর এসে বোস্‌লেন। আধ ঘণ্টা গত হলো, উদয়গিরি বিদায় চাইলেন। মতিলাল ব্যস্তভাবে বোল্লেন, "সে কি রাজা! এই দুর্যোগরাত্রে কে তোমাকে বিদায় দিতে পারে! এমন সময় কেউ একটা কুকুরকেও দরজার বার্ হোতে দেয় না,—তুমি রাজা-মানুষ, তোমাকে রাস্তায় বেরুতে দিলে পণ্ডিতজী আমারে কি বোল্‌বেন! তুমি নিজেই বা কি ভাব্‌বে!—তা হবে না;—থাকো,—যেমন সাধ্য, তেমনি রকমে আমি তোমার আতিথ্য কোর্‌বো;—স্বতন্ত্র ঘর আছে; সচ্ছন্দে না হয়,—কায়ক্লেশেও বিশ্রাম কোর্‌বে;—যাওয়া হবে না।"

কথা কাটাকাটির পর উদয়গিরি অবশেষে সম্মত হোলেন। কুঞ্জবিহারীর আদেশে পরিচারিকারা সমস্ত আয়োজন কোরে দিলে। আহারান্তে রাজা উদয়গিরি নির্দ্দিষ্ট গৃহে বিরাম কোত্তে গেলেন, মতিলাল বিশ্রামের

অছিলায় দরজা ভেজিয়া শয়নগৃহের একটী গবাক্ষে এসে বোস্‌লেন ;—কিঙ্করীরা যে যার নির্দ্দিষ্ট মহলে শয়ন কোত্তে গেল। মতিলালের চিত্ত অধীর। মনে মনে ভাব্‌ছেন, "বেলকুমারীর উপর সত্যই এঁর মন আছে!—বেলের সুখে আমি কাঁটা দিতে পার্‌বো না!—যদিও পারি, দিব না!—এঁর রূপ দেখে আমি ভুলে গেছি, এ কথা কেউ জানে না!—এঁকে আমি কতখানি ভালবেসেছি, ইনি নিজেও তা জানেন না! এ আগুন আমার মনেই লুকোনো থাক্‌!—বেলকুমারী সুখী হোক্‌!—যে অনল একবার আমার হৃদয়ে জ্বোলে উঠেছিল, তা যখন নির্ব্বাণ কোরেছি, তখন আর কিছুতেই ভয় করি না! জগতে আমার সুখ নাই!—এই রকমে যে কদিন যায়, তাই-ই আমার পক্ষে ভাল!"

কতখানা ভাব্‌লেন, মনস্থির হলো না। শয়ন কোত্তে মন গেল না, শয়ন কোল্লেন না। রাত্রি আড়াই প্রহর। আকাশে ঝড়বৃষ্টি কম হয়ে এসেছে, মতিলালের মানসাকাশে ক্রমে নি! ধরণী অন্ধকার,—মতিলালের মানসও অন্ধকার! হঠাৎ সিঁড়িতে মানুষের পদশব্দ শুন্‌তে পেলেন।—কাণ পেতে শুন্‌লেন, থাম্‌লো,—শুন্‌তে পেলেন না। মনে কোল্লেন, বাতাস!—লজ্জা পেয়ে আপনা আপনি একটু হাস্‌লেন। আবার সেই রকম শব্দ!—যেন দুই তিনজন লোকে গুম্‌গুম্‌ কোরে উঠে আস্‌ছে।—ভয় হলো,—উঠ্‌লেন,—দরজা খুলে দেখ্‌লেন, অন্ধকার!—একটা আলো নিয়ে বেরুলেন। পাশের ঘরে উয়দগিরি শুয়ে ছিলেন, ডাক্‌লেন না,—দরজা ঠেলে দেখ্‌লেন, ভিতরদিকে বন্ধ।—সিঁড়িতে নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লেন, কিছুই নয়। ফিরে এলেন। খানিকক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌লেন, আলোটী ঘরের ভিতর রাখ্‌তে গেছেন, হঠাৎ পশ্চাদ্দিক্‌ থেকে এক জোড়া লৌহহস্ত তাঁরে কালভুজঙ্গের ন্যায় জড়িয়ে

ধোল্লে!—ধোরেই হিড় হিড় কোরে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে চোল্লো! মতিলাল ভয়ে,—বিপদে আকুল হয়ে বিকট চীৎকার কোরে উঠ্লেন। আক্রমণকারী তখন তাঁর মুখের ভিতর কর্কশ কঠোর আঙুল পূরে দিয়ে দ্বিতীয়বার বাক্যস্ফূরণ আটক কোল্লে!—একজন সঙ্গীকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্লে, "ছোরাখানা বার্ কর্!—ছোরাখানা!—শীঘ্র!—নিকেস কোরে ফেলি!" দ্বিতীয় লোক তেমনি স্বরে বোল্লে, "না—না—, রক্ত খাওয়া আর না!—আজ রাত্রে অনেকগুলো ঠাণ্ডা কোরেছি, আর না! বেঁধে ফ্যাল্!—মুখটো বাঁধ্!—হাত পা পিছ্মোড়া কোরে বাঁধ্! খুব শক্ত কোরে গেরো দে! শুইয়ে ফ্যাল্!"

প্রথম দস্যু দাঁত কিড়্মিড়্ কোরে বিকটস্বরে বোল্লে, "চোলে যা!—রক্তে এত ভয় হয়ে থাকে, চোলে যা! ছোরা! ছোরা!—মুলোকুচি করি!—রক্তে আমার বড় আমোদ!" সঙ্গীকে এই সব কথা বোল্ছে, আর সজোরে মতিলালের গলা চেপে অন্তরটিপুনী দিচ্ছে! তিনি থর্থর্ কোরে কাঁপ্ছেন। ডাকাতেরা তাঁকে টেনে হিঁচ্ড়ে সিঁড়ির নীচে নিয়ে ফেল্লে! এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এই ব্যাপার সমাধা হলো। আর একটু থাক্লেই কর্ম্ম নিকেস্ কোরে ফেল্তো, ভাগ্যক্রমে ঠিক সময়ে রক্ষাকর্ত্তা জুট্লেন। রাজা উদয়গিরি উপস্থিত। তাঁর এক হাতে বাতী, এক হাতে পিস্তল। সর্দ্দার দস্যু তাঁকে না দেখেই চীৎকার কোরে বোল্লে, "আর একটা রে আর একটা!—ধর ওকে!—মার ওটাকে! ফ্যাল্ ওটাকে!"

উদয়গিরি পিস্তল উঁচিয়ে বজ্রস্বরে বোল্লেন, "আয়! এগিয়ে আয়! এখুনি মাথার খুলি উড়িয়ে দিব!"

স্বর শুনে ডাকাতেরা তখন চোম্কে উঠে উদয়গিরির মুখের দিকে চাইলে। থাবা মেরে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে মতিলালকে আছড়ে

ফেলে ভোঁ কোরে ছুটে পালালো। উদয়গিরি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ কোরে দিলেন। ডাক্‌লেন, "মতিলাল! মতিলাল!"

উত্তর নাই!—মতিলাল অজ্ঞান!—অন্ধকারে আন্দাজে আন্দাজে তাঁকে কোলে কোরে তুলে রাজা উদয়গিরি শশব্যস্তে বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন। কৌচের উপর শুইয়ে মুখে চোকে জলের ছিটে দিতে দিতে অনেকক্ষণ পরে একটু সাড় হলো। ঠোঁট দুখানি একটু কাঁপ্‌লো; কিন্তু চাইতে পাল্লেন না। তখনো অঘোর অচৈতন্য!

উদয়গিরি মনে কোল্লেন, "সর্ব্বাঙ্গে জামাজোড়া আঁটা, বাতাস পাচ্ছে না, তাতেই বোধ হয় আরো অসুখ হোচ্ছে।" এইটী স্থির কোরে ধীরে ধীরে গলাবন্ধটী খুলে দিলেন, আস্তে আস্তে এক এক কোরে পাঁচ সাতটী বড় বড় বোতাম খুলে ফেল্লেন। আশ্চর্য্য রূপান্তর!—অপূর্ব্ব মনোরম দৃশ্য!—"মতিলাল স্ত্রীলোক!—অ্যাঁ!—এ বিদ্যুৎ এতদিন এই মেঘে ঢাকা ছিল!—অ্যাঁ!—এই জন্যই এ মাধুরী আমার চক্ষে তত মনোহর বোধ হতো! ওঃ! তবে ত রাইমাধবের অনুমান একবিন্দুও মিথ্যা নয়! ওঃ! কি আশ্চর্য্য!—মতিলাল স্ত্রীলোক!—লুকানো রতন! আঃ! চোর! তোরা চিরজীবী হ! তোদের কল্যাণেই আজ আমার এই মহারত্ন লাভ হলো!" এইরূপ ভাব্‌ছেন, তাঁর কণ্ঠকলুষিত হৃদয় আশানন্দে কাঁপ্‌ছে, মতিলালের চৈতন্য হলো।—বক্ষে করস্পর্শ,—বায়ুস্পর্শ হবামাত্রই কেঁপে উঠে পাশমোড়া দিয়ে শশব্যস্তে গাত্রবস্ত্র সম্বরণ কোরে সচকিতস্বরে বোল্লেন, "কোথায় আমি!"

শুশ্রূষাকারী সহর্ষে উত্তর কোল্লেন, "আপনার ঘরেই তুমি আছ। ডাকাত নাই! আমি—উদয়গিরি—তোমার কাছে রয়েছি!—আর কেউ না!—কোনো ভয় নাই!"

চকিতা-কুরঙ্গিণীর ন্যায় ত্রস্তভাবে বিছানা থেকে উঠে লজ্জিতা ছদ্ম-বেশিনী ঐকখানি পৃথক্ বেত্রাসনে এসে বোস্‌লেন। ঘন ঘন নিশ্বাস পোড়্‌তে লাগ্‌লো। একদৃষ্টে উদয়গিরির পানে চেয়ে সুমধুর বচনে বোল্লেন, "মহারাজ! তোমার অনুগ্রহে আমি প্রাণ পেলেম! এ কৃতজ্ঞতা চিরদিন আমার মনে থাক্‌বে। চুপ্ করো! তোমার স্বভাব আমি জানি না, সেই জন্মে একটু সাবধান হোতে বোল্‌ছি। এ কথা যেন এখন প্রকাশ হয় না। আমি কুমারী;—সঙ্কটে পোড়ে অনেক দিন এই বেশে রয়েছি।—সময়ে সব তত্ত্বই তুমি জান্‌তে পার্‌বে।"

উদয়গিরির প্রকৃতি পাঠকমহাশয়দের অবিদিত নাই;—তিনি মানসিক চাঞ্চল্য দমন কোত্তে না পেরে উন্মত্তের ন্যায় চঞ্চলনয়নার চঞ্চল কটাক্ষে মোহিত হয়ে পোড়্‌লেন। প্রমত্তভাবে তাঁর দুখানি হাত ধোরে বিনয়বচনে বোল্লেন, "সুন্দরি! তুমি আমার হবে!—তোমাকে নিয়েই সংসারে আমি সুখী হব!—একটীবার চাঁদমুখ তুলে ঐ চাঁদমুখে বলো, তুমি আমার হবে!"

মতিলালকে আর মতিলাল বল্‌বার আবশ্যক নাই, পাঠক মহাশয় এখন তাঁরে মতিবালা নামেই জান্‌বেন। উদয়গিরির হাতের উপর তাঁর হাত দুখানি রয়েছে, মতিবালা তা, সোরিয়ে নিলেন না;—একটু হেসে সলজ্জভাবে বোল্লেন, "ও সব কথা এখনকার নয়! আগে আমার ব্রত শেষ হোক্, সজ্‌সাজা পুরুষবেশ আগে পরিত্যাগ করি, তার পর তুমি আমার কাণে কাণে প্রণয়ের মধুর গীত গান কোরো!"

প্রশ্রয় পেয়ে উদয়গিরির সাহস বেড়ে উঠ্‌লো। বামহস্তে বাম-লোচনার বক্ষ বেষ্টন কোরে অস্থিরভাবে মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেলেন, ওষ্ঠে ওষ্ঠ সংস্পর্শ হয় হয় হলো, মতিবালা শিউরে উঠ্‌লেন। শশব্যস্তে

হাত ছাড়িয়ে তীরের মত দাঁড়িয়ে উঠে বিরাট কটাক্ষে স্বৈরাচারীর মুখের পানে চাইলেন, সেই কুটিল কটাক্ষই যেন অস্ফুট বাক্যে সেই অনধিকারচর্চ্চার যথোচিত তিরস্কার কোল্লে।

অপ্রতিভ হয়ে উদয়গিরি ধীরে ধীরে কুণ্ঠিতভাবে বোল্লেন, " মতি! মতি! আমি তোমাকে এত ভালবাসি, তাতে কোরে এই স্নেহের চিহ্ন দেখানোতে কি তুমি বিরক্ত হোলে?—তোমাকে ভালবেসে সোহাগ করাতে কি আমার কিছু দোষ হয়েছে?"

মতিবালা আবার একটু হেসে উত্তর কোল্লেন, " না রাজা!—না!—তোমার মন আমি বুঝেছি। রূপে তুমি আমার মন হরণ কোরেছ, গুণে তুমি আমার জীবনদান দিয়েছ, বিধাতা যদি দিন দেন, তা হোলে বেলকুমারীর বরকে অবশ্যই আমি এক দিন আমার বোলে আদর কোত্তে পার্‌বো! কিন্তু দ্যাখো, এখন তুমি এ ঘর থেকে যাও, আপনার ঘরে শয়ন কোরো গে।—আর দ্যাখো, কাল্‌কে,—কাল্‌কে,—এ কথা যেন কেউ জান্‌তে পারে না!" শেষ কথাকটী তখনকার ভাবে,—প্রণয়-লজ্জায় অতি মৃদুস্বরে উচ্চারিত হলো।

অভিপ্রায় বুঝে মনের উল্লাসে উদয়গিরি দরজা ভেজিয়ে ধীরে ধীরে সে ঘর থেকে বেরুলেন। মতিবালা প্রতিরজনীর অভ্যাসমত নারীবেশে শয্যা আশ্রয় কোল্লেন।

উদয়গিরির আর নিদ্রা নাই!—তিনি দুর্দ্দম স্বভাবে জেগে জেগে যেন স্বপ্ন দেখ্‌ছেন, " আঃ! আমি কি ভাগ্যবান্! এমন পরমসুন্দরী রমণীরত্ন লাভ হলো,—সেই সঙ্গে দশ হাজার টাকাও হস্তগত হবার উপায় হলো!—মতি এতদিন মেঘে ঢাকা চাঁদের মত অপ্রকাশ ছিল, আজ আমার হৃদয়াকাশে পূর্ণচন্দ্র প্রকাশ হলো!—মতি! আয়! আমার

হৃদয়রাজ্যের ঈশ্বরী হবি, আয়!—স্ত্রীলোকের মন আমি যেমন জানি, জগতে তেমন আর কেউই জানে না। মতি আমাকে আজ যতখানি লোভ দেখিয়েছে, তাতে কোরে আমি এখন যা মনে করি, তাই-ই কোত্তে পারি! তাতে সে বরং তুষ্টই হবে;—রুষ্ট কখনই হবে না! তার উপর এখন আমার বেলকুল প্রভুত্ব আছে!—যাই!—এখুনি আমি তার কাছে গিয়ে মনের সাধে প্রেমসরোবরে অবগাহন করি!" এইরূপ চিন্তা কোত্তে কোত্তে মনোবেগ ক্রমশঃ দুর্দ্দম হোতে লাগ্‌লো, আর ধৈর্য্যধারণ কোত্তে পাল্লেন না, নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরুলেন,—পা টিপে টিপে মানসমোহিনীর দ্বারে উপনীত। দরজা বন্ধ ছিল না, ধীরে ধীরে ঠেল্লেন, খুলে গেল, তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেন। কি সর্ব্বনাশ কোত্তে এসেছেন, কি সর্ব্বনাশ কোত্তে যাচ্ছেন, তখনো পর্য্যন্ত তা তিনি জানেন না,—ক্ষণিক উল্লাসের অবসানে পরিণামে কিরূপ ফল দাঁড়াবে, তখনো পর্য্যন্ত সেটী তিনি ভাব্‌লেন না;—একজন ইন্দ্রিয়-পরায়ণ স্বৈরাচারী পুরুষের কলুষিত হৃদয়ের সঙ্গে পবিত্র সতীত্বাধার সুকুমার কুমারীহৃদয়ের কত প্রভেদ, তখনো পর্য্যন্ত সেটী তিনি একবারও চিন্তা কোল্লেন না! অশঙ্কিত তস্করের ন্যায় নির্ভয় হৃদয়ে তিনি সেই শান্তিনিকেতনে প্রবেশ কোল্লেন।

ঘরের আলোটী তখন নির্ব্বাণপ্রায়। সেই স্তিমিত নিষ্প্রভ আলোতে উদয়গিরি দেখ্‌লেন, সুকোমল শয্যার উপর যেন একটী প্রভাতী পদ্মফুল ফুটে রয়েছে! পাঠক মহাশয় যদি কখনো মনোযোগ দিয়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীর ঘুমন্ত লাবণ্য না দেখে থাকেন, তবে এই রাত্রে এই নিভৃত নিকুঞ্জে উদয়গিরির চক্ষু দিয়ে দেখুন, সে লাবণ্য কেমন মধুর, কেমন উজ্জ্বল! অর্দ্ধ শরীর আবৃত, অর্দ্ধ শরীর বিবস্ত্র;—দেহপ্রভা

দ্বিগুণ সমুজ্জল;—মেঘের মত কালো কালো চুলগুলি অযত্নে বুকে, মুখে, ললাটে ছড়িয়ে পোড়েছে;—মুখমণ্ডলের কেবল অর্দ্ধেকটুকু দেখা যাচ্ছে, যেন পূর্ণিমার মেঘ পূর্ণচন্দ্রকে অর্দ্ধগ্রাস কোরে রেখেছে! ঘুমের ঘোরে ঠোঁট দুখানি যেন বাতাসে অশোকফুলের মত অল্প অল্প কাঁপ্‌ছে! নয়নের নিবিড় পল্লবগুলি অনেক দূর পর্য্যন্ত ঝুলে সেই চঞ্চল মৃগাক্ষকে যেন কনকাসনে ঢেকে ফেলেছে! বোধ হোচ্ছে যেন, চক্ষের পাতারাই চঞ্চলতার ভয়ে চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে দুর্জ্জয় চক্ষু দুটীকে ঘুম পাড়িয়েছে! ঘুমন্ত সুন্দরীর সমস্ত অবয়বই ঘুমন্ত,—সমস্ত অবয়বই অযত্নে শিথিল-ভাবে বিন্যস্ত! এ শোভা চক্ষে না দেখ্‌লে মনের মত বর্ণন করা যায় না। রাজা উদয়গিরি সেই শোভা দেখে দেখে প্রেমানন্দে জ্ঞানশূন্য! এক দৃষ্টে তিনি রূপবতীর রূপামৃত নয়ন ভোরে পান কোত্তে কোত্তে ধীরে ধীরে পালঙ্কের সমীপে উপস্থিত হোলেন।

হঠাৎ স্বপ্ন দেখেই হোক্, কিম্বা গাল্‌চের উপর থস্ থস্ শব্দ শুনেই হোক্, সহসা মতিবালার নিদ্রাভঙ্গ হলো। হঠাৎ তিনি যেন ভয় পেয়ে উদাসভাবে নেত্রবিকাস কোল্লেন। সভয়ে অস্ফুট চীৎকার!

দু পা পেছিয়ে এসে উদয়গিরি কম্পিতস্বরে বোল্লেন, "ভয় নাই, আমি!—আমি উদয়গিরি!"

স্বর শুনে মতিবালা একদিকে ভয়শূন্য হোলেন, কিন্তু অন্য দিকে ভাবান্তর। এইমাত্র যে মুখখানি ঊষাকালের পদ্মের মত সুমধুর দেখাচ্ছিল, সেই মুখ এখন তরুণ অরুণের ন্যায় রক্তবর্ণ! বালিশের উপর কাত হয়ে বোসে গর্জ্জন কোত্তে কোত্তে কুটিলকটাক্ষে উদয়গিরির মুখের পানে চাইলেন। চাইতে চাইতে নিশ্বাসে অনল বর্ষণ কোরে বিছানার নীচে থেকে একখানা সুদীর্ঘ সুতীক্ষ্ণ ছোরা টেনে বার্ কোল্লেন!

একটু পূর্ব্বে যে চক্ষের মাধুরীতে উদয়গিরি আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন, এইমাত্র যে চক্ষু দুটী বিরামদায়িনী নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে শান্তভাবে মুদিত ছিল, তেজস্বিনী এখন সেই সুস্নিগ্ধ চক্ষে হুতাশন বর্ষণ কোর্ত্তে কোর্ত্তে বিরাটস্বরে বোল্লেন, "পাপিষ্ঠ! এত বড় বুক তোমার! অ্যাঁ! স্ত্রীলোকের বিশ্রামগৃহে গোপনে প্রবেশ!—এখুনি এখান থেকে চোলে যাও! একটুখানি দাঁড়ালেই এই ছোরা তোমার বুকের রক্ত এখুনি পান কোর্‌বে!"

ভয়ে থতমত খেয়ে চোরের মত কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে রাজা উদয়গিরি করপুটে কম্পিতকণ্ঠে বোল্লেন, "মতি! মতি! আমায় ক্ষমা করো! আমি তোমার রূপে মোহিত হয়ে, তোমার প্রেমালাপে অন্ধ হয়ে এমন কাজ কোরেছি, আমার জ্ঞান ছিল না;—তোমার পায়ে ধরি, আমায় ক্ষমা করো!"

মতিবালা আরো রেগে উঠে ছোরাখানা সম্মুখে ধোরে চক্ষু ঘুরিয়ে বোল্লেন, "দ্যাখো, এখনো বোল্‌চি, চোলে যাও! ক্ষমা নাই! যদি বেশী কথা কও, এখুনি আমি দাসীদের ডাক্‌বো, তারা এলে তোমারো মান থাক্‌বে না, আমিও লজ্জায় মোরে যাবো! তুমি আমার প্রাণরক্ষা কোরেছ, তোমাকে যদি কিছু না বলি, আপনার গলায় আপনি ছুরী বসাবো! আমি তোমার অভিসন্ধি বুঝেছি! দুরাচার! তস্কর! পিশাচ! যা কিছু আমার বল্‌বার আছে, কাল সকালে সে সব কথা তুমি জান্‌তে পার্‌বে!"

উদয়গিরি আর দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ কোর্ত্তে পাল্লেন না। ছলছল-চক্ষে নিশ্বাস ফেলে মাথা হেঁট কোরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। পাপিষ্ঠ লম্পট চক্ষের অন্তর হবামাত্রই তেজস্বিনী কামিনী যেন বাঘিনীর

মত শয্যা থেকে লাফিয়ে পোড়ে ঘরের দরজায় দোহারা হুড়্‌কো টেনে দিলেন। চিন্তা, ক্রোধ, ঘৃণা আর অনিদ্রায় রজনী প্রভাত।

প্রাতঃকালে পুরুষবেশে মতিবালা বিরামকক্ষে বোসেছেন, একজন কিঙ্করী এসে আবশ্যকমত কাজকর্ম্ম কোচ্ছে, এমন সময় উদয়গিরি এলেন। বদন প্রভাশূন্য, চক্ষু সলজ্জ, গমন মন্থর। মতিবালা তাঁরে দেখে অভিবাদন কোরে মিষ্টবাক্যে বোসতে বোল্লেন। উদয়গিরির হৃদয় আশ্বাসিত হলো। কিন্তু সে আশ্বাস জলবিম্বের ন্যায় অচিরস্থায়ী। কিঙ্করী বিদায় হবামাত্রই মতিবালা তাঁরে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "আমার মুখের ভাব দেখে তুমি মনে কোচ্চো বুঝি আমি তোমার রাত্রের দুর্ব্যবহার ভুলে গেছি, তা আমি ভুলি নি। পরিচারিকা এখানে ছিল বোলেই তখন আমি সদয়ভাব জানিয়েছি, লোকের কাছে তোমায় অপ্রস্তুত করা আমার ইচ্ছা নয়। তুমি বিদায় হও! যে কথা তোমায় আমি বোলেছিলেম, তুমি তার মর্য্যাদা রাখ্‌তে পাল্লে না, তা তুমি জানোও না;—সে গৌরবের যোগ্য ব্যক্তিও তুমি নও। তোমার প্রতি প্রণয়সঞ্চার হোতে পারে না;—পিশাচের হৃদয়ে পবিত্র প্রণয় স্থান পায় না। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বও রাখ্‌তে নাই; সে সব স্বপ্ন তুমি ভুলে যাও, আমারও সে স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে, তুমি বিদায় হও!—কাল রাত্রে আমারে তুমি বাঁচিয়েছিলে, সে কৃতজ্ঞতা আমি ভুল্‌বো না, চিরদিন তা আমার স্মরণ থাক্‌বে,—তোমার সঙ্গে সঙ্গেও সে কৃতজ্ঞভাব চিরদিন থাক্‌বে, তা আমি ভুল্‌বো না। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্বন্ধ নাই!"

অপরাধ স্বীকার কোরে উদয়গিরি বিস্তর কাকুতিমিনতি কোল্লেন, কিছুতেই কিছু ফল হলো না। মতিবালা গম্ভীরভাবে তাচ্ছিল্যস্বরে

বোল্লেন, "দ্যাখো রাজা ! আমার যে কথা, সেই কাজ ! সহস্র তর্কেও আমার মন ফের্বার নয় ! আমি জানি, যেথানে ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, সেখানে প্রণয়ের স্থান হয় না। এটী আমার ভুল হোতে পারে, কিন্তু এই-ই আমার বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের উপরেই আমি কাজ করি ;—কোর্বোও তাই !--আরো,—আরো তুমি জেনো, আমি কোনো কল্পিত উপন্যাসের নায়িকা নই, বাঁঙালীর ঘরের কচিখুকীও নই, আমারে তুমি ভুলুতে পার্বে না,—কখনই পার্বে না !—কাল রাত্রে আমি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেম, তুমি তার উপযুক্ত কাজ কোরেও শেষকালে আপনার দুষ্টস্বভাবের পরিচয় দিয়েছ !—তাতেও আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তোমার স্বভাব তোমাতেই থাক্, আমার সঙ্গে তার কোনো সংস্রব থাক্‌বে না।—নমস্কার !—বিদায় হও !"

স্পষ্ট স্পষ্ট এই সকল কথা বোলে মতিবালা তাচ্ছিল্যভাবে তাঁর পানে একবার চেয়েই অন্যদিকে মুখ ফিরালেন। উদয়গিরি খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে ভেবে অবশেষে এক বিশাল নিশ্বাস ছেড়ে রাজস-স্বরে বোল্লেন, "এত-দিন আমি তোমার মঙ্গল কামনা কোরে আস্‌ছিলেম, এখন অবধি সে কামনা আমার অন্যদিকে ফির্লো ! তোমার অহঙ্কার আমি বুঝ্লেম, সাবধান ! অমঙ্গলে যদি তুমি একটুও ভয় না রাখো, তবে থাকো, আমি চোল্লেম !"

মতিবালা উঠে দাঁড়ালেন। বোল্লেন, "হাঁ ;—যাও !—একেবারেই যাও !—দেখো, আর যেন কোনরকম ছলে এখানে প্রবেশ কর্‌বার চেষ্টা কোরো না !" গম্ভীরস্বরে এই কথা বোলেই দ্রুতপদে সে ঘর থেকে চোলে গেলেন, উদয়গিরিও একটু দাঁড়িয়ে থেকে উদ্দেশে শাসিয়ে শাসিয়ে কুঞ্জ থেকে বেরুলেন। একমাসের মধ্যে আরো দু বার তিনি

ঘৃণিত উপায়ে,—দুঃসাহসিক উপায়ে এই গৌরবিণীর গৌরবরত্ন চুরি কোত্তে চেষ্টা পেয়েছিলেন, তাতে কেবল তাঁর ভাগ্যে উর্ণনাভের দুর্দ্দশাই লাভ হয়েছিল!

সপ্তত্রিংশ কাণ্ড।

প্রলোভন।—মনঃশিলা!

একটী রমণী মনোহর বেশভূষা কোরে আপন কক্ষের এক বাতায়নে বোসেছেন। হাতে একখানি বাদামে আকারের দর্পণ। রমণী সেই দর্পণে আপনার চারুপ্রতিমা দর্শন কোচ্ছেন আর মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছেন। পরিধান খুব সূক্ষ্ম নীলরঙের পেসোয়াজ, নীলরঙের কাঁচুলী, নীলরঙের ওড়্‌না। মস্তকের কেশগুচ্ছ পৃষ্ঠদেশে তিনটী বেণীবদ্ধ, সুরাগে সুরঞ্জিত, সুগন্ধে আমোদিত। বাছাবাছা অলঙ্কারে অষ্টাঙ্গ অলঙ্কৃত। বসনের সূক্ষ্মতা ভেদ কোরে গৌরাঙ্গীর গায়ের রঙ্ শরদের চাঁদের মত ফুটে বেরুচ্ছে, অস্থির পবন সেই লোভে মুক্ত বাতায়নপথে প্রবেশ কোরে বসনাঞ্চল চুম্বন কোচ্ছে, প্রত্যেক চুম্বনে বিবিধ গন্ধদ্রব্যের সৌরভ উড়িয়ে ঘর আমোদিত কোরে দিচ্ছে। রমণী বোসে বোসে রাঙা ঠোঁটে মধুর মধুর হাস্‌ছেন। হাসির ছটায় সুডৌল ঠোঁট দুখানি আরো টুক্‌টুকে দেখাচ্ছে। ঠোঁটেশ্বরী কখনো দর্পণে, কখনো বসনভূষণে নেত্রপাত কোচ্ছেন, থেকে থেকে ভাঁটার মতন ঘূরুচ্ছেন, নেত্রদুটীও আজ পরম মোহনীয় শোভা ধারণ কোরেছে। ফলকথা, এ রমণী একদিনও এত উজ্জ্বল বেশভূষা পরেন নাই, একদিনও এঁকে এত সুন্দরী দেখায় নাই!

পাঠক মহাশয় বোধ হয় এই সুন্দরীকে চেনো চেনো কোচ্ছেন ;—একটু ভাল কোরে দেখ্‌লেই চিন্‌তে পার্‌বেন, এ রমণী শশিবালা।

শশিবালা দর্পণে মুখ দেখে দেখে মুখভারী কোচ্ছেন, ঠোঁট উল্‌টুচ্ছেন, পাকা তেলাকুচোর মতন রাঙা জিবখানি বার্ কোরে কোরে দেখ্‌ছেন আর হাস্‌ছেন ; ঘাড় বাঁকাচ্ছেন, বুকের পানে চাচ্ছেন, চোক্ ঘূরুচ্ছেন, ওড়্‌নাখানি কখনো নামাচ্ছেন, কখনো তুল্‌ছেন, একবার বুকের মাঝখানে টেনে দিচ্ছেন, আবার "দূর হ!" বোলে গুটিয়ে সুটিয়ে সোরিয়ে ফেল্‌ছেন! আপনা আপনি এই সকল ভাব, এই সকল লীলা, এই সকল বিলাস!—হাস্‌তে হাস্‌তে আপনা আপনি বোল্‌ছেন, "সত্য সত্যই আমি পরমসুন্দরী! যোগীয়া বলে, সব কাপড়ের চেয়ে নীল কাপড়ে আমারে বেশ খোলে;—খোঁপা বাঁধার চেয়ে বেণী ঝুলুলে আমায় বেশ দেখায়;—ঠিক কথা!—আমি আপনিই তা বুঝ্‌তে পাচ্চি! বাঃ! আমার মুখখানিও খুব চমৎকার!—চোক্ দুটীরই বা কি বাহার! এ দেখ্‌লে মুনিঋষিরও মন টলে! সাধ কোরে কি সামন্তগিরি আমারে পরমসুন্দরী বোলে তারিফ কোরেছে! সাধ কোরে কি সে আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে! আমারে দেখ্‌লে কার না লোভ হয়! দৌলতরাম মনে কোরেছিল, তারি কাছে বুঝি আমার প্রথম হাতে খড়ি! হাঃ হাঃ হা! আহাম্মকের বাদ্‌শা আর কি! সে যে কত লোকের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেয়েছে, কেবল এই শশিবালাই তা জানে! আর কেউ না!—মুসলমান আমীরগুলো এখনো জানে, শশিবালা কেবল একজনের, আর কারু না! আর সেই বোকা সেনাপতিটা মনে কোরে আছে, আমি কেবল তারিই একচেটে! চিন্তামণ লুকিয়ে লুকিয়ে দু পাঁচ দিন এসেছিল, সেই বা কি জানে! কত রাজা উজীর, কত গোঁসাই-

গোবিন্দ আমার পদতলে গড়াগড়ি খেয়েছে, মনে কোত্তে গেলে এখনো আমার হাসি পায়! সকলেই জানে, আমি তাদেরিই! কিন্তু আমি জানি, আমি কারু নই! যখন যার কাছে, তখন তারিই! যা হোক্, এখন ঐ সামন্তগিরিটাকে হাত কোত্তে পাল্লেই কাজ হয়!—বয়েস কিছু বেশী,—তা হলোই বা!—রূপ আছে, বাঁধন আছে, টাকাও যথেষ্ট! তা হোলেই হলো! কিন্তু লোকটা বড় নিষ্ঠে! এত বয়েসপর্য্যন্ত মেয়েমানুষ ছোঁয় নি! তাকে পাড়া একটু ঠেকাঠেকি! যদি পারি, তা হোলে কিন্তু আমার বহুৎ জিত! তাকে যদি আমি বশ কোত্তে পারি, তা হোলে সকলে জান্‌বে, জগতে শশিবালার অসাধ্য কাজ কিছুই নেই; শশিবালার মতন ফিচেল মেয়েও জগতে আর কেউ নেই!—কিন্তু আমি কোর্‌বোও তা! যে সকল বাণ আমার কাছে আছে, তার একটী ছেড়েই সেদিন তারে বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত এনেছিলেম, মনে কোল্লে সেই রাত্রেই যাদুকে বীজমন্ত্র শিখিয়ে দিতে পাত্তেম, কিন্তু একদিনে সেটা ভাল দেখায় না। দু তিন দিন টোপ ফেল্‌তে ফেল্‌তেই গেঁথে যাবে!—আমি যে ব্যামো হয়েছে বোলে———”

হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে গেল, একজন কিঙ্করীর সঙ্গে গুরু সামন্তগিরি প্রবেশ কোল্লেন। শশিবালার আর সে ভাব নাই। বিমর্ষভাবে আর্শীখানা ফেলে রেখে জানালা থেকে উঠে ধীরে ধীরে বোল্লেন, “আসুন গুরুজী! আপনার দেখ্‌চি বড় অনুগ্রহ!” এই কথা বোলেই বিষণ্ণবদনে মাথা হেঁট কোরে আস্তে আস্তে পালঙের উপর গিয়ে বোস্‌লেন;—যেন কতই অসুখ, এমনি ভাবে বালিশ ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে বোস্‌লেন। গুরুদেবকে একখানি আসন দিয়ে দাসী সেখান থেকে চোলে গেল।

"কৃষ্ণ হে তোমার ইচ্ছা !" বোলে একটী সুদীর্ঘ হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বিমনস্কভাবে সামন্তগিরি বোস্‌লেন। উৎকণ্ঠিতস্বরে শশিবালাকে সম্বোধন কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "শশি ! আবার কি তোমার অসুখ কোরেছে ? দরজার বাইরে থেকে আমি শুনেছি, তুমি বোল্‌ছিলে ব্যামো হয়েছে। আবার কি সেই রকম অসুখ কোরেছে ?"

শশিবালা মৃদুস্বরে বোল্লেন, "হঁ্যা গুরুজী ! কাল রাত অবধি কেমন জড়িজ্বর হয়ে রয়েছি, আজ সমস্ত দিন অসুখে গেছে ! এখন আপনাকে দেখে আর আপনার মুখে কৃষ্ণনাম শুনে অনেক ভাল হলো !"

"আমিও তাই ভেবেছিলেম। একমাস তুমি নিয়ত কথা শুন্‌তে যাচ্ছিলে, একদিনও ফাঁক দাও নি, আজ তোমাকে দেখ্‌তে না পেয়ে মনটা কেমন হলো, সকাল সকাল কথাভঙ্গ কোরে তাড়াতাড়ি তোমাকে দেখ্‌তে এলেম।"

"এমনি অনুগ্রহই বটে ! আমি রোজ রোজ যাই, তা আপনি দেখেন, আজ যেতে পারি নি, তাও আপনি জেনেছেন, এত কষ্ট কোরে দেখ্‌তে এসেছেন, আমার ভাগ্যের সীমা নাই ! আপনার দর্শনেই আমার সব ব্যামো ভাল হয়ে গেল ! এই দেখুন, আমার কপালে আর উত্তাপ নেই, চক্ষেও আর ঝাপ্‌সা নেই, সব ভাল হয়েছে !" এই কথা বোলে শশিবালা পালঙের উপর পা ঝুলিয়ে সোজা হয়ে বোস্‌লেন।

"কৃষ্ণ হে তোমার ইচ্ছা !" বোলে গোঁসাইজী আসন থেকে উঠে সুন্দরীর সুন্দর ললাটে করস্পর্শ কোল্লেন, নয়নে নেত্রপাত কোল্লেন, শশিবালাও সময় বুঝে একটী বাণ সন্ধান কোরে মধুরস্বরে বোল্লেন, "এইখেনে আপনি বসুন, আপনি দেবতা, একটু পার ধূলো দিন, আমি চরিতার্থ হই !"

গোঁসাইজী অনুরোধ রক্ষা কোত্তে কৃপণ হোলেন না, কাছে গিয়েই বোস্‌লেন;—মুখোমুখি কোরেই কথা কইতে লাগ্‌লেন। খুব ঘেঁসাঘেঁসি হোলেও শশিবালা সোরে বসেন না, মুখ সরিয়েও নেন না, কেবল থেকে থেকে চক্ষুছুটী নীচু করেন। সামন্তগিরি স্থিরদৃষ্টিতে চন্দ্রমুখীর মুখপানে চেয়ে গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "দেখ, রাজকন্যে! তোমার ভক্তি দেখে আমি বড় তুষ্ট হয়েছি। গোপীনাথ তোমার মঙ্গল কোর্‌বেন, তোমার ভগবদ্ভক্তি অচলা হোক্। আমি বেশ জানি, যেখানে লক্ষ্মীর শ্রী আছে, সেইখানেই ধর্ম্মের গৌরব অধিক।"

আকর্ণ নেত্র বিস্তার কোরে শশিবালা সবিস্ময়ে বোল্লেন, "না ঠাকুর! আপনি এই কথাটী উল্‌টো বোল্লেন! সকল জায়গার সকল বড়লোক ধর্ম্মের বড় আদর করে না। আমি দেখ্‌ছি, এই সহরে বড়লোকমাত্রেই প্রায় বে-আড়া নাস্তিক! তাঁরা ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই মানেন না! তবে যে আপনি দেখেন, অনেক বড় মান্‌ষের ছেলে, বড় মান্‌ষের মেয়ে আপনার ধর্ম্মকথা শুন্‌তে যান, সেটা একরকম ভড়ং মাত্র! সকলের মতলব এক-রকম নয়। আপনি জ্ঞানের কথা, ধর্ম্মের কথা,—ঠাকুরদেবতার কথা, সব রকম কথা কন, তা শুন্‌তে সকলে যায় না। কেউ কেউ আপনাকে দেখ্‌তে যায়, কেউ কেউ লোকের ভিড় দেখ্‌তে যায়, কেউ বা রাগ-রাগিণী শুনতে যায়, কেউ কেউ বা নাচতামাসা দেখ্‌বার মতন হুজুগ লাগাতে যায়, কেউ বা আর কিছু দেখ্‌তে যায়! হলো, দুই একজন বা ধর্ম্মকথা শুন্‌তেও ভালবাসে। এই পর্য্যন্ত।"

গুরুজী বিস্মিতভাবে বোল্লেন, "এত বুদ্ধি তোমার?—মেয়েমানুষ হয়ে এতখানি তুমি বুঝ্‌তে পারো? এই বয়সে লোকের মনের উপর তোমার এতদূর অধিকার? দেখ্‌ছি, তুমি একটী নারীকুলে মহারত্ন!"

মনে মনে হেসে মহারত্ন নম্রস্বরে বোল্লেন, "হ্যাঁ গুরুজী! ও সব আমি বুঝ্তে পারি। আপনার নামডাক শুনেই অনেক লোক অনেক মতলবে যায়। তবে যারা সুখের উপর দুঃখের ভারে বড় অবসন্ন হয়ে পড়ে, তারাই কেবল একমনে ধর্ম্মকথা শোনে, তাদের উপকারও হয়। আমারো তাই হয়েছে!"

"তোমারও?—অ্যাঁ?"—চকিতভাবে এই প্রশ্ন কোরেই সামন্তগিরি যেন আপনার আহ্লাদে আপনি দুল্তে লাগ্লেন।—শশিবালার চক্ষু কেবল সেই দিকে! তিনি অবসর বুঝে চোখ চোখ শর সন্ধান কোচ্ছেন, মনের সাধে খোসামোদ কোচ্ছেন, গুরুদেবের পূর্ণানন্দ-স্ফূর্ত্তি! শশিবালা উত্তর কোল্লেন, "হ্যাঁ ঠাকুর! আমারো!"

সামন্তগিরির শরীরে সব গুণ, কেবল একটীমাত্র দোষ। তিনি আত্মপ্রশংসায় আত্মবিস্মৃত হয়ে যান! এইটী ছাড়া তাঁতে আর অসার ভাব কিছুই নাই। ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস, সংসারে অমায়িক ভাব, ইন্দ্রিয় দমনে বিলক্ষণ ক্ষমবান্, সর্ব্বজীবে সমান জ্ঞান, রিপু বশীভূত কোত্তে অসাধারণ ক্ষমতা। ধৈর্য্যশীল, গাম্ভীর্য্যশালী, সত্যবাদী, পরোপকারী, দাতা, মানসিক উদারতায় আশুতোষ। শশিবালা এতবড় তেজস্বী পুরুষকে পরাজয় কোত্তে সাহসী হয়েছেন! তিনি কাঁদো কাঁদো মুখে গুরুজীর কাছে সোরে বোসে তাঁর মুখপানে চেয়ে ছলছল চক্ষে বোল্লেন, "দেখুন গুরুজী! সংসারে আমার সুখ নাই! পিতা যাঁর হাতে আমায় সমর্পণ কোরেছেন, তিনি বড় নিষ্ঠুর! বৎসরে একটী দিনও তাঁকে আমি দেখ্তে পাই না! যখন আসেন, ভাল কোরে কথাও কন্ না, আমার সর্ব্বস্ব তিনি নষ্ট কোরেছেন! সংসারের সুখপর্য্যন্ত নষ্ট কোরেছেন!" এই কথা বোলে রুমালে চক্ষু ঢেকে কাঁদ্তে লাগ্লেন।

গুরুজী কাতর হয়ে তাঁর চক্ষু মার্জ্জন কোরে বোল্লেন, "আহা! এত কষ্ট তোমার? ধনসুখবাবু কি এমন অবিবেচক?—আচ্ছা, যাতে তিনি ভাল হন, সে উপায় আমি কোর্‌বো। প্রতিজ্ঞা কোরে বিবাহ কোরেছ, পতির প্রতি তাচ্ছল্য কোরো না!"

শশিবালা সজলনয়নে বোল্লেন, "কি বলেন আপনি?—প্রতিজ্ঞা কি কেবল আমারি?—আমিই কেবল পালন কোর্‌বো? তিনি নন?—গুরুজী! বলুন দেখি, যে হাতে প্রহার করে, সে হাতকে কি কেউ কখনো চুম্বন কোত্তে পারে?"

গুরুজী আরো কাতরবচনে বোল্লেন, "তোমার এ কথা অকাট্য; কিন্তু স্বামী, জীবনের সার, তাকে অবহেলা কোল্লে পাপ হয়।"

"পাপ!—কেবল আমার বেলাই পাপ?—এই বুঝি আপনার উপদেশ? আপনি এত শাস্ত্র জানেন, আপনার মুখে এই কথা? যিনি আমাকে তাচ্ছল্লি করেন, তাঁরি আশায় আমি আজো ধর্ম্মপথ চেয়ে আছি। গুরুজী! বলুন দেখি, কোন্ মেয়ের এতখানি বর্‌দাস্ত?"

সামন্তগিরি আর উত্তর কোত্তে পাল্লেন না। শশিবালা কাঁদ্‌তে কাঁদতে বোল্লেন "আচ্ছা গুরুজী! আমি যদি আর একজনকে ভাল-বাসি, তা হোলে কি অপরাধী হবো?"

গুরুজী শিউরে উঠ্‌লেন। বোল্লেন, "আর একজনকে?—অ্যাঁ?—এ তুমি কি কথা বোল্‌ছো শশিবালা?—তুমি এমন বুদ্ধিমতী, তোমার মুখে এমন কথা?"

শশিবালা এক বিশাল কটাক্ষ সন্ধান কোরে আরো গা ঘেঁসে গিয়ে সতেজস্বরে বোল্লেন, "হ্যাঁ, আর একজনকে!—সে আর একজন এই তুমি!—এই তুমিই আমার প্রাণেশ্বর!"

সামন্তগিরি লাফিয়ে উঠ্‌লেন। আসন থেকে পাঁচ সাত হাত দূরে গিয়ে থর্‌থর্‌ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। হাঁফাতে হাঁফাতে বোল্লেন, "শশিবালা ! কারে তুমি কি কথা বোল্‌ছো, জান্‌তে পাচ্ছো না !"

শশিবালা হাসি চেপে রেখে ম্লানমুখে দৌড়ে গিয়ে তার দুখানি হাত ধোরে কোমলস্বরে বোল্লেন, "তা আমি বেশ জান্‌তে পাচ্ছি ! তুমিই আমার প্রাণেশ্বর ! তোমার হাতে আমি জীবন সমর্পণ কোল্লেম, দাসী হোলেম, এখন ইচ্ছা হয় ত্যাগ করো, ইচ্ছা হয় ফেলে যাও, ইচ্ছা হয় মেরে ফেলো ;—যা ইচ্ছা, তাই করো ; আমি তোমারিই !"

সামন্তগিরি মনে কোল্লেন, তখনি লোভদর্শিকার হাত ছাড়িয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যান, কিন্তু পাল্লেন না ! শশিবালা তাঁর হাত ধোরে আদর কোরে বিছানার উপর নিয়ে বসালেন। হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "দ্যাখো গুরুজী ! তোমার উপর আমার বড় আকিঞ্চন ! যদি নৈরাশ করো, তা হোলে আমি বাঁচ্‌বো না ! মনে কোরে দ্যাখো, প্রথম দিন যখন তুমি আমায় বৎসে বোলে ডাক্‌লে, তখন আমি বারণ কোরেছিলেম। কিন্তু কেন ?—তুমি হয় তো ভেবেছিলে, বৎসে কারে বলে, তা আমি জানি না ;—কিন্তু তা নয়,—এই আগুন আমার বুকের ভিতর চাপা ছিল ! আজ আমি নীলবসনে সেজে গুজে বোসে আছি, শুধু সেই আগুন নির্ব্বাণ কর্‌বার জন্যে ! মনে করো, ব্রজেশ্বরী কমলিনী যেমন কালো মেঘের মতন প্রগাঢ় অন্ধকারকে কৃষ্ণ বোলে ধোত্তে গিয়েছিলেন, আমিও তেমনি আজ উদ্দেশে তোমাকে আমার বোলে আলিঙ্গন কোত্তে ছুটেছিলেম ;—

শ্যাম নটবর তুমি হে গোঁসাই !
আমি হে তোমার রাসেশ্বরী রাই !!"

মুখের কাছে হাত নেড়ে এই কথা বোলেই রাসেশ্বরী প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় নয়ন, ওষ্ঠ, বাহু, এককালে তিন বাণ সন্ধান কোল্লেন!

গোঁসাই একেবারে থ!—কি বলেন, কি করেন, কি উত্তর দেন, কিছুই ঠিক কোত্তে পাল্লেন না; থতমত খেয়ে বোল্লেন, "শশিবালা! তবে তুমি বোসো, আমি বিদায় হোলেম!" শশিবালা একটু চিন্তা কোরে গবাক্ষের পানে চেয়ে আর একবার ধনুকে টঙ্কার দিলেন। সহাস্যমুখে বোল্লেন, "হ্যাঁ, সন্ধ্যা হলো, আজ আর নয়! দেখো, ভুলো না, কাল যেন দেখা পাই!"

গুরুজী গেঁইগুঁই কোরে কি দু একটী কথা বোল্লেন, স্পষ্ট শুনতে না পেয়ে উপযাচিকা আবার তাঁর হাত ধোরে মুখ মুচ্‌কে হেসে বোলে দিলেন, "ভুলো না! কাল যেন আসা হয়!"

প্রতিজ্ঞার চেয়ে পালানো তখন প্রার্থনীয়। শশব্যস্তে দরজা পর্য্যন্ত এসে দিশাহারা গোস্বামী মৃদুস্বরে দুবার উচ্চারণ কোল্লেন, "পর্‌শু—পর্‌শু!"—এই কথা বৈ আর না। ত্রস্তপদে এককালে সিঁড়ির নীচে উপনীত! আহা! এই ঋষিতুল্য সাধুপুরুষ সন্ধ্যার পূর্ব্বে কি পবিত্র উৎসাহে, কি শুভ উদ্দেশে প্রশান্তচিত্তে এখানে প্রবেশ কোরেছিলেন, এখন এই কুলটার কুহকে পোড়ে কি এক শোচনীয় কলুষ-কল্পনায় ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে শূন্য মনে প্রস্থান কোল্লেন!

সামন্তগিরি! তোমার অবস্থা দেখে আমাদেরও কষ্ট হোচ্ছে! এখনো সাবধান হও! মায়াবিনী ডাকিনী মোহমন্ত্র দিয়ে তোমার কি সর্ব্বনাশের ফাঁদ পেতেছে, এখনো পর্য্যন্ত তা তুমি জান্‌তে পাচ্ছো না! কালভুজঙ্গিনী তোমায় দংশন কোত্তে ফণা তুলেছে! এই বেলা অন্তর হও!—সাপসংসর্গ পরিত্যাগ করো! এ পথে আর এসো না! প্রগাঢ়

অটলতা অবলম্বন কোরে শান্তির কোলে যেমন সুখে ছিলে, তেমনি অটলভাবে মনের সুখে সচ্ছন্দে শুয়ে থাকো !

গুরুজী বাড়ী এলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, হুঁস্ ছিল না, এখন তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে উপাসনা কোত্তে বোস্‌লেন। পাল্লেন না ! মন্ত্র মনে আছে, উচ্চারণ হলো না ! প্রায়শ্চিত্ত কোল্লেন, তবুও না ! ঘরের দরজা বন্ধ কোল্লেন। উদাসভাবে এ ধার ও ধার বেড়াতে বেড়াতে পরিতপ্তস্বরে বোল্লেন, "শশিবালা ! আমি তোর কি কোরেছিলেম ! কেন তুই আমায় এমন কোরে নষ্ট কোল্লি ! শান্তির কোল থেকে কেন তুই আমায় কেড়ে নিলি !"—আপনা আপনি এই কথা বোলে তখনি আবার ভাবান্তর প্রাপ্ত হোলেন। ভাব্‌লেন, "স্ত্রীলোকের অপরাধ কি ! আমি কেন এমন হোলেম ! কখনো যা হয় নাই, আজ আমার মনে সেই চাঞ্চল্য কেন এলো !—দূর হোক্, ও কথা আর মনে কোর্‌বো না, সে পথেও আর যাব না। কিছুতেই আর সে দিকে টোল্‌বো না!"

এক মন দু দিকে টানাটানি ! সমস্ত রাত্রি এই রকমে যুদ্ধ হলো, একটী বারও নিদ্রা হলো না। যে সকল দুর্জ্জয় রিপু এতদিন আষ্টে পৃষ্ঠে দমনে ছিল, তারা এখন ছিদ্র পেয়ে চারদিক্ থেকে ফোঁস্ ফাঁস্ দিয়ে মাথা তুল্‌তে লাগ্‌লো। প্রতিকূল যুদ্ধে গোঁসাই হারেন কি রিপু হারে, এই বারে দেখা চাই।

রাত্রি প্রভাত হলো, যুদ্ধের শেষ হলো না ;—দিন গেল, সমান বিপ্লব ! আবার রাত্রি এলো, তখনো বিরাম নাই ! পুনরায় প্রভাত, গোঁসাইজী আরো অস্থির !—নামমাত্র নিয়মিত কর্ত্তব্য সমাধা কোরে অপরাহ্ণে অস্থিরচিত্তে যমুনাতীরে গেলেন। মনের আবেগে হৃদয় তোল্‌পাড় হোচ্ছে। রিপুদল বিপুল পরাক্রম প্রকাশ কোরে মকরকেতুর মোহন কেতন

বিকম্পিত কোচ্ছে। যমুনার জল থেকে থেকে ধীর সমীরে নেচে নেচে ক্রীড়া কোচ্ছে;—তীরে তীরে কুঞ্জে কুঞ্জে সুন্দর সুন্দর পাখীরা সুস্বরে গান গাচ্ছে ; গোঁসাই ক্রমশই বিমনা। তাড়াতাড়ি পায়চারি কোত্তে কোত্তে বোল্‌ছেন, "আর সেখানে যাব না !—এখানেও আর থাক্‌বো না ! এমন সময় এমন জায়গায় থাক্‌লে মন চঞ্চল হয়। এখান থেকে চোলে যাই ! সেখানে আর যাব না !—না, তাই বা কি কোরে হয়;—বোলেছি, স্বীকার কোরে এসেছি, প্রতিজ্ঞা কোরেছি, না যাওয়া ভাল হয় না ;—না গেলে পাপ হবে ! একবার যাই !—পর্‌শু যাব বোলে এসেছি, সে পর্‌শু আজ !—না গেলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় !—একটীবার যাই ! —এর পর আর যাব না ! শশিবালা ! কেন তুমি অত রূপবতী হয়েছিলে ! কেন আমায় তেমন কথা বোলেছিলে ! কেন তেমন কোরে অঙ্গীকার কোরিয়ে নিয়েছিলে ! এখন দেখ্‌ছি, না গেলে আর গতি নাই !—যেতে হলো ! আজ একবার যাই ! এইবার গিয়ে ভাল কোরে তারে বুঝিয়ে আস্‌বো, সে সঙ্কল্প ত্যাগ কোত্তে বোল্‌বো, হাতে পায়ে ধোত্তে হয়, তাও ধোর্‌বো ;—যদি কিছুতেই না শোনে, চিরদিনের মত বিদায় হয়ে আস্‌বো ; প্রাণান্তেও আর সে মুখো হব না !" গুরুজী এই রকম ভাব্‌তে ভাব্‌তে অস্থির মনে কালিন্দীর ধারে ধারে বরাবর চোল্লেন। সম্মুখে গোধূলি ;—সম্মুখে শশিবালার বিলাসভবন। গোঁসাইজী ব্যস্তসমস্ত হয়ে এককালে উপরে গিয়ে উঠ্‌লেন, দরজার কাছে গিয়ে দেখ্‌লেন, কপাট ভেজানো ; ঠুক ঠুক্ কোরে নাড়্‌লেন, কেউ সাড়া দিলে না। মনে কোল্লেন, "এখনো আমি ফিরে যেতে পারি !"—পেছিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ির দুই তিনটে ধাপ নেমেছেন, এমন সময় যোগীয়া এসে অভ্যর্থনা কোরে বোল্লে, "ঠাকুর ! এদিকে !—এই ঘরে !"

ঠাকুর আর পালাতে পাল্লেন না ; ফিরে এসে ব্যাধের জালে জড়িয়ে পোড়লেন! যে ঘরে ফাঁদ পাতা ছিল, মৃগরাজ সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন! শশিবালা সে দিন আরো উজ্জ্বল বেশভূষায় বিভূষিত হয়ে কৌচের উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে বোসে আছেন। গুরুদেবকে দেখে তিনি উঠ্‌লেন না, আসন দিতেও বোল্লেন না, যে আসনে আপনি বোসে ছিলেন, হাত নেড়ে ইঙ্গিতে সেই আসনেই বোস্‌তে অনুরোধ কোল্লেন। সদাশয় সামন্ত সে অনুরোধ পালন কোত্তে সঙ্কুচিত হোলেন না, বোস্‌লেন ;— কিন্তু যে সব কথা বোল্‌বেন মনে কোরে এসেছিলেন, শশিবালার মুখ দেখে সব ভুলে গেলেন, একটীও বোল্‌তে পাল্লেন না। কেবল মৃদুস্বরে বোল্লেন, "দেখ কেমন প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোরেছি !"

শশিবালা হেসে বোল্লেন, "ধর্ম্মিষ্ঠি লোকের কথাই এমনি ঠিক ! তুমি রাতদিন ধর্ম্মকর্ম্ম করো, তোমার মতন সাধু পুরুষ এ দেশে নেই ! এই জন্যেই তোমাকে আমি এত ভালবেসিছি ! এই জন্যেই তোমাকে দেখ্‌লে আমি ভাল থাকি ! একজন অবলা মেয়েমানুষকে ঘোর যন্ত্রণা থেকে নিস্তার কোল্লে পুণ্যি হয়, ধর্ম্ম হয়, তা কি তুমি জানো না ? খুব জানো! সেই জন্যেই এসেছ!" এই কথা বোলে আড় চক্ষে চেয়ে সামন্তকে আপনার কাছে সোরিয়ে নিয়ে ডান্‌দিকে বসালেন। প্রশংসা শুনে সামন্তের আত্মাপুরুষ ফেঁপে উঠেছে, সুতরাং তখন রাসবিহারিণী যা করে, যা বলে, তাই-ই ভাল লাগে ! তিনি আর দুই ঠোঁট এক করেন না ! শশিবালা হাবভাব দেখিয়ে, কখনো হেসে, কখনো ভারী হয়ে, কখনো সুর কোরে, কখনো চক্ষের জল ফেলে কত কথাই বোল্লেন, সে সব রহস্য কথা শুন্‌তে পাঠকমহাশয়ের প্রবৃত্তি না হোতে পারে; কিন্তু দেশবিখ্যাত মহাযশস্বী গুরুদেব অম্লানমুখে সায় দিয়ে দিয়ে সেগুলি শুন্‌লেন!

অবশেষে সুধামুখীর থুতিটী ধোরে সস্নেহে আদর কোরে বোল্লেন, "ঠিক কথা! এত দিনে আমি বুঝ্‌লেম, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ফলের চেয়ে হাতের উপর সুনিশ্চিত ঐহিক সুখ সহস্রগুণে ভাল!" এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে গুরুজী হাস্‌তে হাস্‌তে বিম্বাধরার অধরে একটু চাপ্ দিলেন। শশিবালা মুখ ফিবিয়ে একটু হেসে কৃত্রিম লজ্জায় ন্যাকা ন্যাকা কোরে বোল্লেন, "যাঁও! অঁমন কোঁরো না! আঁমি উঁটে যাঁই!"

তিন দণ্ড অতীত। গুরুজী সেই ঘরে চিরসঞ্চিত পুণ্য রেখে পাপের ভার মাথায় কোরে তাড়াতাড়ি বেরুলেন। শরীর যেন অসম্ভব ভারবোধ হোতে লাগ্‌লো। হা সামন্তগিরি! তুমি হোলে কি! তোমার এত দিনের অটলতা তিন দিনে জলশায়ী হলো! একটা স্ত্রীলোকের কুহকে পোড়ে তোমার শৌর্য্য-গাম্ভীর্য্য সমস্তই গেল! লোকে বলে, চতুরা নায়িকারা বিবিধ বশীকরণ সংগ্রহ কোরে নায়কদলকে ভেড়া করে! এ কথা সত্য হোতে পারে, কিন্তু আমরা দেখি, চতুরাদের অঙ্গে যে সকল বশীকরণ বিদ্যমান আছে, তাতেই নায়কদল গাধা হয়! অন্য বশীকরণে আবশ্যক করে না! নারীবিরাগী আশ্রমি! তুমি মনে মনে আপনাকে জিতেন্দ্রিয় বোলে শ্লাঘা করো, কিন্তু লোভের মুখ থেকে দূরে বোসে সকলেই জিতেন্দ্রিয় হোতে পারে, চক্রে পোড়ে যদি সাম্‌লে উঠ্‌তে পারো, তবেই জানি জিতেন্দ্রিয়! এই সামন্তগিরি এতবড় তেজস্বী পুরুষ হয়েও প্রলোভনের হুতাশনে চিরপবিত্রতা আহুতি দিলেন! শশিবালার খর্পরে না পোড়্‌লে বোধ হয়, সচ্ছন্দে নিষ্কলঙ্কে আয়ুঃক্ষয় কোত্তে পাত্তেন; কিন্তু এখন পাল্লেন না!

রাত্রি একপ্রহরের সময় সামন্তগিরি বাড়ী এলেন। এখন আর তিনি সে সামন্তগিরি নন। কিন্তু কেউ কিছু অনুভব কোত্তে পাল্লে না।

কর্ত্তা নিজে মনে মনে যা অনুভব কোল্লেন, সহস্রফণা বাসুকির দংশনেও তত যন্ত্রণা অনুভূত হয় না! এখন অবধি তাঁরে দোহারা আবরণে বিশ্বখেলা খেল্‌তে হলো! মুখে যখন বক্তৃতা করেন, তৎকালে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ধর্ম্মানুরাগ প্রদর্শিত হয়, অন্তরের ভাব নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন নিরয়-গহ্বরে নিহিত থাকে! জন্মাবধি কখনই তাঁরে একদিনের জন্যও এতদূর কপটতা অভ্যাস কোত্তে হয় নাই। যিনি এতদিন ধর্ম্মের আদর্শ, সৎস্বভাবের আদর্শ,—আর পবিত্রতার আদর্শ ছিলেন, এখন তিনি ঘোরতর কপটাচারী ছদ্মবেশী ভণ্ডতপস্বী!

অষ্টত্রিংশ কাণ্ড।

ভবিতব্য।

সময় কারো হাতধরা নয়। আপনার মনে এক রকমেই চোলেছে। আজ থাকো, কাল আমি তোমার পূজা দিব, মিনতি কোরে এ কথা বোল্লেও সময় থাকে না;—চিরদিন এক রকমেই চোলে যায়। আমাদের এই গ্রন্থের নায়ক মনস্তাপে কোথায় বিবাগী হয়ে গেছেন, সময় তাঁকে দেখ্‌বার জন্য বোসে থাক্‌ছে না, একটী সংবাদ শোন্‌বার জন্যও থোম্‌কে দাঁড়াচ্ছে না; সমভাবে গোঁ ভরে চোলে যাচ্ছে। এক বৎসর গেল, কোনো সংবাদ এলো না। এক এক কোরে সাত বৎসর কেটে গেল, কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না। আট বৎসর যায়, তথাচ সংবাদ নাই। একদিন অপরাহ্ণে, পণ্ডিত কিষণলাল উদ্যানবাটীর একটী নির্জ্জন গৃহে উপবিষ্ট আছেন, পত্নী আর দুহিতা নিকটে বোসে গল্প কোচ্ছেন,

রাজা উদয় গিরির অমায়িকতার কথা তুলে পণ্ডিতজী প্রফুল্লমুখে প্রশংসা কোচ্ছেন, বেলকুমারী কিছু বিমর্ষ। বেলের জননী পতিকে প্রসন্ন দেখে কথার প্রসঙ্গে কাতরভাবে বোল্লেন, "আহা! বিজয়লাল সেই গেলেন, সেই অবধি আর খবরটীও পাওয়া গেল না! তুমি যখন যে কাজ করো, হঠাৎ কোরে ফ্যালো! আগে একটুখানি বিবেচনা কোরে কাজ করো না! সে দিন————".

দু চক্ষু রক্তবর্ণ কোরে পণ্ডিতজী সক্রোধে বোল্লেন, "আজো পর্য্যন্ত ঐ ঘৃণিত নাম তুমি মনে কোরে রেখেছ? বোধ হোচ্ছে, তবে তোমারি আল্‌গিতে সেই বজ্জাত জালীয়াত ততদূর নাই পেয়ে উঠেছিল! ফের যদি তুমি তার নাম মুখে আনো, তা হোলে আমি রাগ সাম্‌লাতে পার্‌বো না।"

বেলকুমারীর কোমল হৃদয়ে ব্যথা লাগ্‌লো। তিনি জান্‌তেন, পিতার যতই ক্রোধ হোক না কেন, তিনি একবার পিতা বোলে ডেকে দু একটী মিষ্ট কথা বোল্লেই জল হয়ে যান। সুতরাং অবসর বুঝে জননীর কাছে একটু সোরে এসে সরলা কুমারী সুমধুরস্বরে বোল্লেন, "পিতা! কার উপর আপনি রাগ কোচ্ছেন? মা আমার হাবাগোবা মানুষ,—কোনরকম মারপ্যাঁচ বোঝেন না, সকলকেই ভালবাসেন, সকলের জন্যেই ঝুরে মরেন;—ওঁর মনের কথা যা, তাই উনি বোল্‌ছেন, এতে আপনার রাগ করা ভাল হয় না। আর, আমিও জানি, বিজয়লাল জালীয়াত নন। যে রাত্রে আপনি তাঁরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন, তারি পর দিন সকালে আমি সেই ঘরের কোণে একখানা কাগজ কুড়িয়ে পাই; সেখানা আমি যত্ন কোরে তুলে রেখেছি। তাতে লেখা আছে, তিনজন লোকে ষড়যন্ত্র কোরে বিজয়লালকে জালীয়াতি মকদ্দমায়

জড়িয়ে ফেলেছিল। তিনি নিজে জাল করেন নি। যারা তাঁকে মিছিমিছি কয়েদ করিয়েছিল, তাদেরি একজন ঐ সব কথা লিখে সেই কাগজখানাতে নিজের নাম সই কোরে দিয়েছে। যদি দেখ্‌তে চান, বলুন, সেখানা আমি আন্‌চি।"

কিষণলাল বোল্লেন, "না—না—না, অমন সই,—অমন দলীল ঢের হয়। তুমি ছেলেমানুষ, ও সব ধড়ীবাজী ফন্দী কি বুঝ্‌বে!—যাক্, সে সব কথায় আমাদের প্রয়োজন করে না, জালীয়াতের জাল দলীলও আমি দেখ্‌তে চাই না।"

এই সব কথা হোচ্ছে, এমন সময় মতিবালা সেইখানে এলেন। মতিবালা এখন আর হিমগৃহে স্বতন্ত্র থাকেন না, কৃত্রিম পুরুষবেশেও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য লুকিয়ে রাখেন না;—সুচারু কুমারীবেশেই কুমারী এখন কিষণলালের পরিবারমধ্যে বাস করেন। তিনি এসেই মৃদু হাস্য কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কার জাল দলীল পিতা?"

বেলকুমারীকে যে উত্তর দিয়েছিলেন, পণ্ডিতজী তেমনি উত্তর দিয়েই মতিবালাকে বোস্‌তে বোল্লেন। মতিবালা কিছু ক্ষুণ্ণ হোলেন, আর কিছু জিজ্ঞাসা কোল্লেন না। কথায় কথায় পুনরায় রাজা উদয়গিরির কথা উঠ্‌লো, দু চার কথার পর মতিবালা একটী নিশ্বাস ছেড়ে বোল্লেন, "আমারো ঐ রকম জ্ঞান ছিল, কিন্তু এখন———"

পণ্ডিতজী ত্রস্তভাবে বাধা দিয়ে একটু হেসে বোল্লেন, "তোমরা সকলেই ছেলেমানুষ;—লোকের কদর জান্‌তে এখনো তোমাদের অনেক বিলম্ব।"

গৃহিণী ঈষৎ হেসে সে কথার উত্তর দিলেন। হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "তোমাকে বুঝাবে যে, মাতৃগর্ভে আছে সে!"—পণ্ডিতজী

গম্ভীরস্বরে নিষেধ কোরে বোল্লেন, "চুপ্ করো তুমি!—মেয়েমানুষ, কিছুই বোঝো না সোঝো না, তোমার ও সকল কথায় দরকার কি ?" এই কথা বোলেই বিরক্তভাবে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন মনে কোচ্ছেন, এমন সময় বীরসিং এসে সংবাদ দিলে, "একজন ভদ্রলোক সাক্ষাৎ কোত্তে এসেছেন, সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন, সঙ্গে একজন চাপ্রাসী আছে।"

কিষণলাল কি চিন্তা কোত্তে কোত্তে প্রতীহারীর সঙ্গে চোল্লেন। যেতে যেতে বোল্লেন, "তাঁকে তুমি সঙ্গে কোরে নিয়ে এসো, আমি বৈঠকখানায় আছি।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই বীরসিং সেই আগন্তুক ভদ্রলোককে বৈঠকখানায় পৌছে দিলে।—পণ্ডিতজী সেই অপরিচিত লোকের মুখে যে কথা শুন্‌লেন, তাতে তাঁর হৃৎকম্প হলো। সহসা কিছু উত্তর দিতে পাল্লেন না, মুখখানি শুকিঁয়ে গেল। আগন্তুক ক্রমশঃ জোরে জোরে কথা কইতে লাগ্‌লো। সদাশয় পণ্ডিত অনেকক্ষণ ভেবে চিন্তে উত্তর কোল্লেন, "বোধ করি, আপনার ভুল হয়ে থাক্‌বে, আমারি টাকা রাজা উদয়-গিরির কাছে গচ্ছিত আছে, আমি এ সহরে কোনো লোকের খাতক নই,—রাজাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেই সব আপনি জান্‌তে পার্‌বেন।"

তাচ্ছিল্যভাবে একটু হেসে আগন্তুক ব্যঙ্গস্বরে বোল্লে, "এই রকম কাজ কোরেই বুঝি তুমি চুল পাকিয়েছ! যাদের খাতক আছে, তারাই সাক্ষী রাখে, এই-ই আমরা জানি;—যারা কারু কাছে খাতক নয়, তাদের আবার সাক্ষী থাকে, এ কথা আজ তুমি নূতন শুনালে! যা হোক্, আচ্ছা, চলো,—সেই রাজার কাছেই চলো, তোমার বুদ্ধির দৌড়খানা একবার দেখা যাক্!"

নিরীহ পণ্ডিত আর বাক্যব্যয় কোল্লেন না; বিষণ্ণচিত্তে অনেকটা আশ্বাস, রাজা উদয়গিরি মহৎ লোক, তিনি কখনই মিথ্যা কথা কবেন না, তাঁকে সালিসী মান্‌লেই সব সন্দেহ মিটে যাবে।

রাজা উদয়গিরি বাসন্তী-উদ্যানে বায়ু সেবন কোচ্ছিলেন, সেইখানে গিয়েই তাঁরা তিনজনে সাক্ষাৎ কোল্লেন। কিষণলালকে কিছু না বোলেই রাজা সর্ব্বপ্রথমে সেই আগন্তুককে সম্বোধন কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি হে রামদয়াল! কি খবর?"—রামদয়াল সাহঙ্কারে এক এক কোরে মিটিয়ে মিটিয়ে মনের মত উত্তর দিলে; প্রত্যেক কথার পর থেমে থেমে কিষণলালের দিকে কট্‌মট্‌ কোরে চাইলে। রাজা ঘাড় নেড়ে নেড়ে হাস্‌তে হাস্‌তে সব কথা শুন্‌লেন, চক্ষের কোণ দিয়ে মাঝে মাঝে পণ্ডিতজীকে নিরীক্ষণ কোল্লেন। কথা সমাপ্ত হোলে গম্ভীরবদনে গম্ভীরবচনে পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমারি নাম পণ্ডিত কিষণলাল?"

পণ্ডিত কিষণলাল একেবারে অবাক্!—মাথা হেঁট কোরে কত কি ভেবে অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লেন, "হাঁ মহারাজ! আপনি কি আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছেন না?"

রাজা অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে তেমনি স্বরে তেমনি ভঙ্গীতে বোল্লেন, "দেখে থাক্‌বো, ঠিক স্মরণ হোচ্ছে না; তুমি থাকো কোথায়?"

কিষণলাল বুঝ্‌লেন, নিতান্তই গ্রহবৈগুণ্য! তা না হোলে এমন ঘটনা হবেই বা কেন? "ইনি আমাকে চিন্‌তে পাল্লেন না!—অ্যাঁ?—অদৃষ্টেই সব করে!—বিধাতা বাম হোলে এমনিই হয়ে থাকে!" অনেক ভেবে চিন্তে নিশ্বাস ফেলে উত্তর কোল্লেন, "মহারাজ! আজ আপনি আমার সঙ্গে এমন রহস্য কোচ্ছেন কেন?—আমি এক বিপদে

পোড়েছি। এই ভদ্রলোকটী বোল্ছেন, হরবল্লভনারায়ণের গদীতে আমি ৫৫ হাজার টাকা কর্জ্জ নিয়েছি, তাঁরা হঠাৎ দেউলে হয়েছেন, তাঁদের গদী উঠে গেছে, সালীসীরা এখন পাওনা আদায়ের জন্য দেনদারগণকে পেড়াপীড়ি কোচ্ছেন, আমাকেও মিছামিছি সেই দায়ে ফেলেছেন! শুনতে পাচ্ছি, আমার নামে নালীসও হয়েছে! এ কি অবিচার মহারাজ?"

উদয়গিরি যেন কোনো বিস্মৃত কথা স্মরণ কোরে বিস্মিতভাবে বোল্লেন, "ও হো হো! সেই তুমি!—একদিন তুমি আমার কাছে এসেছিলে বটে! অনেক দুঃখ জানিয়ে, দায় জানিয়ে কত টাকা আমার কাছে কর্জ্জ চাও, তা এখন মনে পোড়্ছে বটে, আমার হাতে তখন বেশী টাকা ছিল না, কিন্তু তোমার কষ্ট শুনে আর তখনকার ভদ্রতা দেখে দয়া হয়েছিল, বিশ্বাস কোরে জামীন হয়ে হরবল্লভনারায়ণের গদী থেকেই টাকা দিইয়েছিলেন বটে;—কত টাকা, ঠিক মনে হোচ্ছে না, বোধ হোচ্ছে ৫৫ হাজারই হবে। যা হোক্, তারা এখন দেউলে হয়েছে, পাওনা থাক্তে পাওনাদারেরা ছাড়্বে কেন?—দাও গে!"

কিরণলাল যেন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখ্তে লাগ্লেন, তাঁর চক্ষে যেন জগৎসংসার ঘূর্তে লাগ্লো,—কাঁপ্তে কাঁপ্তে মাথায় হাত দিয়ে বোসে পোড়্লেন। সজলনয়নে স্তম্ভিতকণ্ঠে বোল্লেন, "সে কি মহারাজ! এখনো আপনি রহস্য কোচ্ছেন? আমার অন্তঃকরণের ভিতর যে কি হোচ্ছে, তা আপনি জান্তে পাচ্ছেন না। আপনার কাছে আমি ৫৫ হাজার টাকা আমানত রেখেছি, আপনি সেই টাকা হরবল্লভের গদীতে রাখ্তে বোলেছিলেন, আমি তাতে রাজী হই নি, আপনাকেই মুরুব্বি মেনে আপনার কাছেই রাখি, আপনি সেই টাকা

কারবারে খাটাচ্ছেন বোলেছেন, মাসে মাসে আমাকে সুদও দিয়ে আস্‌ছেন, হঠাৎ এ আবার কি উৎপাত মহারাজ ?"

রাজা নিজমূর্ত্তি ধারণ কোল্লেন। ধমক দিয়ে থামিয়ে কর্কশস্বরে বোল্লেন, "বুড় বয়েসে দমবাজী ! কবে তুমি আমার কাছে টাকা জমা রাখ্‌লে ?—কেনই বা রাখ্‌বে ? আমিই বা কেন তা রাখ্‌বো ? এত ফেরেব তোমার পেটে ?—তখন দায়ে পোড়ে খোসামোদ কোরে কেঁদে কেটে এসে ধোল্লে,—তখন ত জান্‌তেম না যে, তোমার পেটে এত ফিকির; কাজেই ধর্ম্মভেবে উপকার কোরেছিলেম; তারি বুঝি এই প্রতিফল !—কলির ধর্ম্মই এই ! হুঁঃ !"

কিষণলাল হতাশ হয়ে মিনতি কোরে বোল্লেন, "দোহাই মহারাজ ! আমায় নষ্ট কোর্‌বেন না, আমি বড় দুঃখী,—বড় হতভাগ্য !—বোধ হয় আপনার স্মরণ হোচ্ছে না, আমি————"

রামদয়াল একটু ব্যঙ্গহাসি হেসে বাতাস দিলে, "তাই-ই হবে ! মহারাজেরই স্মরণ নাই ! তা নৈলে যে লোক বড় দুঃখী,—বড় হত-ভাগ্য,—সে কি তুচ্ছ ৫৫ হাজার টাকা আমানত রাখ্‌তে পারে না ? এও কি কখনো সম্ভব ? এও কি একটা কথা ?—হাঃ হাঃ হা !"

রাজাও মুখ মুচকে একটু হাস্‌লেন। কিষণলাল আরো ব্যথা পেয়ে রামদয়ালকে অনুনয়বিনয় কোরে বোল্লেন, "আপনি একটু চুপ্ করুন মহাশয় !—মহারাজ অবশ্যই মনে কোত্তে পার্‌বেন, আমি ওঁরি হাতে ৫৫ হাজার———"

উদয়গিরি রেগে উঠ্‌লেন। ভীষণস্বরে বোল্লেন, "ফের্ ঐ কথা ! আমি জামীন হয়েছিলেম বোলে আমার উপরেই চাপ্ !—আমার উপরেই দম !—ওঃ ! তোমার দোষ নাই ! কালেরি স্বধর্ম্ম ! এ কালে

কোনো লোকের উপকার কোত্তে নাই!—আচ্ছা, বেশ কথা, আমার কাছে যে, তুমি জমা রেখেছ বোল্‌ছো, তার রসীদ আছে?"

"আজ্ঞা, রসীদ আপনি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আপনাকে ধার্ম্মিক বড়লোক জেনে তা নিতে আমি অস্বীকার করি।"

রাজা একটু হেসে মুখভঙ্গী কোরে বোল্লেন, "ওঃ! লোকটা এমনি দেলদরিয়াই বটে! একজন অচেনা লোকের হাতে পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন হাজার টাকা দিয়ে গেল, রসীদ নিলে না!"

রামদয়াল টীট্‌কারী দিয়ে বোল্লে, "রসীদ নাই, খত আছে। হর-বল্লভের নামে যে খত লিখে দিয়েছিল, তাই দেখিয়েই আদালতে নালীস হয়েছে।"

"তবে যা ইচ্ছা, তাই করো।" এই আভাস দিয়ে উদয়গিরি আর সেখানে দাঁড়ালেন না, ত্বরিতপদে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেন। *কিষণলালের দুটী চক্ষে দর দর ধারে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো।* রামদয়াল বিদ্রূপ কোরে বোল্লে, "ও রকম মায়াকান্নায় টাকা ডোবে না!" চাপ্‌রাসীকে ইঙ্গিত কোল্লে, চাপ্‌রাসী দস্তুরমত মসিল দিয়ে সেই বিপদ্‌গ্রস্ত ভদ্রলোককে যথাস্থানে নিয়ে চোল্লো।

মকদ্দমার দিন কিষণলাল হার্‌লেন। যতদিন টাকা দিতে না পারেন, ততদিন কারাগারে কয়েদ থাক্‌বেন, এইরূপ আদেশ হলো। এই ঘটনায় তাঁর পরিবারমধ্যে যেরূপ শোকবিষাদের সম্ভাবনা, আগা-গোড়া স্মরণ কোল্লে অনুভবে সেটী বুঝা যেতে পারে।

পণ্ডিত কিষণলাল মিথ্যা মকদ্দমায় মিথ্যা টাকার দায়ে কারাবাসী! কেবল তাও নয়, নিজের ৫৫ হাজার জলশায়ী! এই বিপদ্ কালে এক-রাত্রে বিজয়লালকে স্মরণ হলো! শেষদিনের কথাগুলি মনে পোড়্‌লো।

বিজয় বোলেছিলেন, ও টাকা আর ফিরে আসা ভার! বাস্তবিক তাই ফোল্‌লো! বিজয়ের প্রতি যে ঘৃণা হয়েছিল, এই রাত্রে সেই ঘৃণাও কিছু কম হলো। বাড়ীর মেয়েদেরও মনে পোড়্‌লো। বিজয়লালের দেশত্যাগের পর অবধি উদয়গিরির কথা পোড়্‌লেই বেলকুমারী উঠে যান, তাঁর জননীও ভাল বলেন না, মতিবালাও স্পষ্ট অশ্রদ্ধা করেন। এই সব তোলাপাড়া কোবে কিষণলাল বড় অস্থির হোলেন। ভাব্‌লেন, "মেয়েমানুষের যে বুদ্ধি আছে, তাও আমার নাই! ওঃ! উদয়গিরি এতবড় দাগাবাজ, এতবড় বিশ্বাসঘাতক, এতবড় মহাপাতকী, এর কিছুই আমি জান্‌তেম না! লোকে বোল্লেও বিশ্বাস কোত্তেম না! হায় হায়! আমার সব গেল! বিদেশে পালিয়ে এসে কতকটা মান ছিল, তাও গেল! এখন প্রাণ গেলেই বাঁচি! তাও এই বারে যাবে! এ টাকাও পরিশোধ হবে না, আমিও খালাস হব না, কারাগারেই জীবনের শেষ হবে! আহা! বেলকুমারী কোথায় দাঁড়াবে! কে তার মুখপানে চাবে! পত্নীই বা কোথায় যাবে! কে তাদের পালন কোর্‌বে! মতিবালাটীর বা কি দশা হবে! জগদীশ! তুমিই নিস্তারকর্ত্তা!—অদৃষ্ট! তোমারেই নমস্কার! ভবিতব্য! তুমিই মূলাধার!"

পাঠকমহাশয়! নির্দ্দোষ, ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ কিষণলাল এখন ভবিতব্যবশে কারাগারে থাক্‌লেন, তাঁর পরিবারের করুণ বিলাপে সেই শান্তিনিকেতন আকুলিত হোচ্ছে, ঈশ্বর অবশ্যই অনুকূল হয়ে অকূলে কূল দিবেন; সেখানে এখন আপনার প্রবেশ করা বোধ হয় তত আবশ্যক হোচ্ছে না; আসুন, আর একবার সামন্তগিরির পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করা যাক্। এই কি সেই পবিত্র গুরুদেবের পবিত্র আলয়?—তবে এত থম্‌থমে কেন?—এত ভারী ভারী কেন?—এমন অন্ধকার

অন্ধকার দেখাচ্ছে কেন ?—গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করুন, উত্তর পাবেন না, তাঁর অন্তঃকরণকে জিজ্ঞাসা করুন, মনের মত উত্তর পাবেন। তিনি এখন বিশ্বসংসারে নবীন অবতাররূপে বিরাজ কোচ্ছেন। তিনি জন্মাবধি কৃষ্ণপরায়ণ, কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণাশ্রিত ছিলেন, পরিপক্ক বয়সে একটী দিন মাত্র একটী রাসেশ্বরীর মায়ায় পোড়ে নিজেই এখন কৃষ্ণ অবতারের বাল্যলীলা অভ্যাস কোরেছেন! গোবর্দ্ধন ধারণ, কালীয় দমন, দাবানল ভক্ষণ প্রভৃতি শক্ত শক্ত লীলাগুলি ছাড়া আর আর সকল প্রকার লীলাই তাঁর খেলা হয়েছে, বাকী কেবল যমুনাপার। এক এক লীলায় বরং তিনি শ্রীকৃষ্ণের উপর দিয়েও গিয়েছেন! শ্রীকৃষ্ণের ষোল শ আট, এ কৃষ্ণের কত শ আট, তার সংখ্যা হয় না! আট বৎসরের মধ্যে তিনি একে একে অনেক শ আটের "প্রাণের রতন" হয়েছেন! সকলেই বোলে থাকেন, প্রথম প্রথম যাঁর যাতে অধিক বিতৃষ্ণা থাকে, শেষে তিনি তাতেই মোজে একেবারে হাবুডুবু খান! সামন্তগিরি এখন সেই কথারি পরিচয় দিচ্ছেন। একটী আশ্চর্য্য ক্ষমতা, এখনো পর্য্যন্ত সেটী গোপন! সে জানে, সেই-ই জানে, অপরে জানে না। এটীকে যদি আপনি গোপন বোল্‌তে না চান, না বোল্‌তে পারেন; কিন্তু আমি বলি, এটী একপ্রকার চমৎকার গুপ্তভাব!

পাঠক মহাশয়! এ বাড়ীতে প্রবেশ কোরে প্রথমে আপনি কি দেখ্‌লেন ?—কে আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ?—ইলাবতী।—ইলাবতী এখানে কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর একটু পরেই পাবেন। আগে দেখুন, আপনাদের আদরিণী ইলাবতীর এখন কি হাল হয়েছে! সে শ্রী নাই, সে লাবণ্য নাই, সে হাসি নাই, সে জ্যোতি নাই, সে বর্ণ নাই, কিছুই নাই! কেবল লজ্জা আর মধুরতা উভয়ে দুপাশ থেকে বেষ্টন কোরে সেই ক্ষীণ দেহে যৎকিঞ্চিৎ মাধুরী রেখেছে, এই পর্য্যন্ত। প্রায় এক বৎসর হলো,

মুন্সী মন্নুলাল একটী বিশেষ কার্য্যে মথুরা যাত্রা কোরেছেন, ইলাকে সামন্তগিরির কাছেই রেখে গেছেন, ইলাবতী এক বৎসর এই আশ্রয়-দাতা গুরুজীর বাড়ীতেই রয়েছেন, বৃদ্ধ হিতলাল একাকী তাঁদের সাবেক বাড়ীতেই অবস্থিতি কোচ্চে। গুরু সামন্তগিরি পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ কোরে ইলাবতীকে অতি যত্নে,—অতি আদরেই রেখেছেন; ইলার এখানে খাওয়া পরার কোনো কষ্ট নাই। গুরুজী যথেষ্ট ভালবাসেন, করুণাও মেয়ের মতন স্নেহ করে. ইলাও স্বভাবগুণে তাঁদের শ্রদ্ধাভক্তি কোত্তে,—পরিচর্য্যা কোত্তে সাধ্যমতে ক্রুটী করেন না।

এইখানে কিন্তু আর একটী কথাও বোলে রাখি। ইলাবতীর শরীর ক্ষীণ হয়েছে বটে, তথাচ তেজস্বিতা ক্ষীণ হয় নাই;—বর্ণ মলিন হয়েছে বটে. কিন্তু সে নির্ম্মল চরিত্র কিছু মাত্র মলিন হয় নাই;- শরীরের লাবণ্য নিষ্প্রভ হয়েছে বটে, কিন্তু প্রদীপ্ত পবিত্রতা একটুও প্রভাশূন্য হয় নাই;—মুখখানি মলিন দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু অন্তরে এক বিন্দুও মলা ধরে নাই। যখন তিনি পাঁচ জনের নিকটে থাকেন, তখন সলজ্জভাবে, সলজ্জ অথচ প্রফুল্লবদনে পরিমিত আলাপে মধুবর্ষণ করেন; যখন একাকিনী থাকেন. তখন গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হন, মুখখানি বাসী ফুলের মত শুষ্ক হয়, থেকে থেকে বিষাদনিশ্বাস ফেলেন চক্ষের জলে বুকমুখ ভেসে যায়! কি ভাবেন. কি করেন, কেন কাঁদেন, কেউ কিছু অনুভব কোত্তে পারে না, সে ভাবটী কেউ কখনো দেখ্‌তেও পায় না। আদরিণী একাকিনী আপনার মনে এই সকল কাণ্ড করেন!

পাঠকমহাশয় সংশয় কোত্তে পারেন, গুরুজীর আবাসে ইলার যদি কোনো কষ্টই নাই, সেখানে যদি তিনি অতি যত্নেই আছেন, তাঁর পবিত্রতায় যদি কিছুমাত্র কলঙ্কই স্পর্শে নাই, তবে এত বিষাদিনী

কেন?—এত চিন্তাই বা কেন?—শরীরের লাবণ্যই বা ক্ষয় হোচ্ছে কেন?—এ কান্নাই বা কেন? পিতার বিচ্ছেদেই কি পিতৃবৎসলা এত ব্যাকুলিনী?—পিতা নিকটে নাই বোলেই কি এত শোকাকুলা?—না,—সে জন্যে না।—কতকটা ভাবনা অবশ্যই হোতে পারে, কিন্তু সুবুদ্ধিমতী কুমারী তাতে এত অধীর হন নাই। পিতার যখন কোনো বিপদ ঘটে নাই জান্‌ছেন, আগ্‌রা থেকে মথুরা ১৮ ক্রোশ বই দূর নয়, হপ্তায় হপ্তায় যখন সংবাদও পাচ্ছেন, তখন এরূপ বিষাদের সম্ভাবনা কোথায়?—তবে কেন?—বিজয়লালকে বড় ভালবাস্‌তেন, আট বৎসর তাঁর উদ্দেশ নাই, সেই দুঃখেই কি স্নেহবতী এত বিষাদিনী? এত দুঃখিনী?—না,—তাও না। বিজয়ের জন্য উৎকণ্ঠা কম আছে তা নয়, তবুও একদিন না একদিন দেখাসাক্ষাৎ হবার আশা আছে, সেই প্রবোধে সুবোধিনী অনেক শান্ত আছেন। তবে এ সাগরতুল্য গভীর চিন্তা কিসের? সেটী অতি শক্তকথা।—মুন্সী মন্নুলাল যখন সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় মৃতপ্রায়, তখন একদিন নির্জ্জনে ইলাকে বোলেছিলেন, "মা! আমার এ জন্মের ঋণ শোধ হলো! স্নেহের বন্ধন রাখ্‌তে চাও রেখো, ভুল্‌তে পারো, ভুলে যেও! আমি তোমার পিতা নই!—যখন তুমি খুব ছোট, সেই সময় একটী স্ত্রীলোক শ্রীবৃন্দাবনে আমার পায়ের কাছে তোমাকে ফেলেই ছুটে পালায়। আমি অনেক ডাকাডাকি কোল্লেম, কিছুতেই দাঁড়ালো না। দূর থেকে হাত উঁচু কোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্লে, 'এই অভাগিনীর পেটে ঐ অভাগিনীর জন্ম,—তোমাকে দিলেম,—তোমার হলো, মানুষ কোরো,—যদি বাঁচে, সুপাত্রে দান কোরো,—ক্ষত্রিয়কন্যা,—ক্ষত্রিয়পুত্রকে দিও!'—এই কটী কথা বোলেই তোমার গর্ভধারিণী অদৃশ্য হয়ে গেল! অনেক অনুসন্ধান কোরেছিলেম, কিছুই সন্ধান পাই নি।

কে তোমার মা, কে তোমার বাপ, কিছুই আমি জানি না। তদবধি তুমি আমার কাছে রয়েছ, আমি বাৎসল্যভাবে লালনপালন কোরেছি; এখন আমি জন্মের মত চোল্লেম; যদি তুমি কারু কাছে কথনো মাতাপিতার সন্ধান পাও, সুখী হোতে পারবে।" সেই নির্ঘাত কথা শুনে অবধি ইলাবতী বিষম মর্ম্মবেদনায় কাতর আছেন, সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণ, সর্ব্বদাই বিষণ্ণ। মুন্নীজী আরাম হবার পর কতদিন তাঁকে মাতাপিতার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন, মুন্সী কিছুই জানেন না, সুতরাং কিছুই ফল হয় নাই। পাঠকমহাশয় যে, ইলাবতীর শরীরে এতদূর পরিবর্ত্তন দেখ্ছেন, তার প্রকৃত কারণই এই। ইলা এখন যেরূপ অন্ধকারে মনের দুঃখে অবসন্ন আছেন, অগত্যা তাঁকে সেই অবস্থায় রেখেই সামন্তগিরির তত্ত্ব নিতে হলো।

সামন্তগিরি কোথায়?—বাড়ীতে নাই। যমুনাতীরে মাধবীকুঞ্জে বিহার কোত্তে গেছেন, সন্ধ্যার পর ফিরবেন। সন্ধ্যা এলো,—সামন্ত এলেন না;—সন্ধ্যাকে দেখ্বার জন্য আকাশে নক্ষত্র ফুট্লো, সামন্ত এলেন না;—চাঁদ উঠ্লো, সামন্ত এলেন না;—সন্ধ্যাদূতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তমস্বিনী যামিনী এলেন, সামন্ত এলেন না;—রজনী প্রায় এক প্রহর অতীত হয়ে এলো, তখনো সামন্ত ফির্লেন না। আরো দুই এক দণ্ড গেল,—চন্দনচর্চ্চিত মদনমোহন গুরুদেব যেন ত্রিভঙ্গঠামে হেল্তে দুল্তে কালিন্দীকূলে পরিক্রমণ কোচ্ছেন। বদন কিছু বিষণ্ণ।—চন্দ্রাবলীর কুঞ্জলীলার পর কমলিনীর দুর্জ্জয় মানে বংশীধারী যেমন দুর্জ্জয় দায়ে দায়গ্রস্ত হয়েছিলেন, আমাদের তিলকধারী ঠিক তেমনিভাবে দণ্ডীবেশে বাড়ীর দিকে আস্ছেন। পথে আস্তে আস্তে যেন "মঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্" বোলে কার কাছে মানভিক্ষা চাচ্ছেন!

ভাব্‌ছেন, "এ পদ্মটী কোন্ সরোবরে ফুটেছে! এ চাঁদ কোন্ আকাশে উদয় হয়! এ রত্নটী কোন্ সাগরে জন্মেছে! এ মাণিক কার ঘর আলো করে! আহা! এমন রূপ এ সংসারে আর নাই! আমি অলি, সহস্র সহস্র প্রস্ফুটিত ফুলে মধুপান কোরেছি, কিন্তু এমন অনাঘ্রাত পদ্মফুল কোনো সরোবরেই দেখি নি! শশিবালা রাজার মেয়ে বটে, সুন্দরীও বটে, কিন্তু এর কাছে লাগে না! এর একগাছি চুলের রূপও শশীতে নাই! হায় হায় হায়! আমি কি হতভাগ্য! এমন দুর্লভ রত্ন আমার লাভ হলো না,—কস্মিন্ কালে হবেও যে, তারও আশা থাক্‌লো না! ঘাঁটা দিয়েই সে পথে কাঁটা দিয়েছি! সব আশাভরসা নষ্ট কোরেছি! এত কোরে কাকুতি-মিনতি কোল্লেম, কিছুতেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো না;—একটী কথাও কইলে না! কে একজন পেছন থেকে বেলকুমারী বোলে ডাক্‌লে, আর অমনি আমার হৃদয় আঁধার কোরে প্রাণপাখীটী উড়ে গেল! আহা! তার নাম বেলকুমারী! কি চমৎকার নামটী! আ মরি মরি! যেমন রূপ, তেমনি নাম! এ নাম আমি কোথায় শুনেছি,—শুন্‌লেই বা কি হবে! আমার অদৃষ্টে সে নিধি নাই! যা হোক্, তবুও আর একবার চেষ্টা কোরে দেখ্‌বো, হঠাৎ নিরাশ হওয়াটা ভাল নয়। চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই, পুরুষের ভাগ্য কে বোল্‌তে পারে!"

গোঁসাইজী এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে প্রমত্তভাবে বাড়ী এলেন। যখন পৌঁছিলেন, তখন রাত্রি দেড় প্রহর অতীত। আস্‌বামাত্রই দেখ্‌লেন, বাড়ীর সাম্‌নে একজন স্ত্রীলোক। সে কোনো কথা না বোলেই গুরুজীর হাতে একখানা পত্র দিয়ে চোলে গেল। গুরুজী কিছু বিরক্ত হোলেন। পত্রখানা হাতে কোরে উপরে গিয়ে উঠ্‌লেন। একবার

ইচ্ছা হলো, পত্রখানা ফেলে রাখেন, আবার ভাবলেন, দেখাই যাক্। খুল্লেন। তাতে এইরূপ লেখা ছিল :—

"প্রিয়তমেষু!

তুমি আমার প্রণয়ে ক্লান্ত হইয়াছ; হইতে পারো, কিন্তু আমি হই নাই। অতএব অদ্য রাত্রি দুই প্রহরের সময় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব, মনোরথ যেন বিফল না হয়।

তোমারি

শ্রীমতী শশিবালা।"

পত্রখানি পাঠ কোরে গোঁসাইজী একটু উন্মনা হোলেন। ভাবলেন, "ক্ষতিই বা কি! অগাধ জলে শতদল ফুটেছে, যদি সাঁতার দিয়ে ধোত্তে না পারি, তার চেয়ে মালিনীর হাতে ঘরে বোসে একটী স্থলপদ্ম পাই, মন্দ কি?—বেলকুমারীকে পেলেম না,—শশিবালা নিজে হোতে আস্তে চাচ্ছে,—আস্‌বেও,—আসুক;—একটী উদ্যমে হতাশ হয়ে একাকী ছটফট্ করার চেয়ে এ রাত্রে শশীই ভাল!" এইরূপ ভেবে গোঁসাইজী ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ কোল্লেন। দেয়ালের গায়ে গা-চাবী দেওয়া ছোট একটী আলমারি ছিল, সেইটী খুলে নিঃশব্দে কি দুটী জিনিস বার্ কোরে নিলেন। ঢেলে ঢেলে চুমুক দিয়ে দিয়ে দুই তিন বার কি পান কোল্লেন। এর আগেই নিকুঞ্জবনে যৎকিঞ্চিৎ মধুপান হয়েছিল, সেই ঝোঁকেই নদীতীরে ত্রিভঙ্গভাবে হেল্‌তে দুল্‌তে আস্‌ছিলেন, ঘরে এসে আবার হলো। রাত্রি দুইপ্রহর। বাড়ীর সকলেই নিশুতি। গোঁসাই আস্তে আস্তে দরজা খুলে পা টিপে টিপে নীচে নাম্‌লেন। সদর দরজার সম্মুখেই একটী অবগুণ্ঠনবতী রমণী। শশিবালা ঠিক সময়েই সঙ্কেতস্থানে পৌঁছেছেন। গুরুজী প্রেমভাবে অভ্যর্থনা কোরে তাঁর হাত

খোরে উপর ঘরে নিয়ে গেলেন। আবার দরজা বন্ধ হলো। আবার দুজনে এক সঙ্গে বোসে সুধা পান কোল্লেন। যে রাত্রিটুকু অবশিষ্ট ছিল, অভিসারিকার অভীষ্টপূর্ণ হোতে না হোতেই দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেটুকু অবসান। ভোরে উঠে সামন্তগিরি শশিবালাকে বিদায় কোত্তে যাচ্ছেন, হাতধরাধরি কোরে নাম্‌ছেন, সিঁড়িতে করুণা।—করুণা উপরে উঠ্‌ছিল, চোখো চোখী পাশাপাশি যুগলমূর্ত্তি দর্শন কোল্লে! দেখেই একেবারে আড়ষ্ট!—যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই খানেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লো। এক পা এগুতেও পাল্লে না, পেছুতেও পাল্লে না। গোঁসাইজী লজ্জা পেয়ে প্রণয়িনীর হাত ছেড়ে দিলেন; মৌনভাবে মাথা হেঁট কোরে ত্রস্তপদে উপরদিকে ফির্‌লেন, শশিবালা ঘোম্‌টা দিয়ে পাশ কাটিয়ে সুড়্ সুড়্ কোরে নেমে গেলেন।

ঘরে এসেই সামন্তগিরি দারুণ উৎকণ্ঠায় দরজায় খিল দিলেন। স্নানাহার কিছুই কোল্লেন না। সমস্ত দিন উপবাসে গেল। করুণা দিনের মধ্যে পাঁচ সাত বার ডাকাডাকি কোল্লে, তিনি আহার না কোল্লে বাড়ীর কারুই খাওয়া দাওয়া হয় না, বার বার এ কথাও বোল্লে, অসুখ কোরেছে বোলে গুরুজী তাকে বারবার ফিরিয়ে দিলেন, দরজাও খুল্লেন না, দেখাও কোল্লেন না।

করুণা বিষম অকষ্টবন্ধে ঠেক্‌লো। হাতে গোড়ে মানুষ কোরেছে, ভারী মায়া,—ভারী স্নেহ, প্রাণ ছট্‌ফট্ কোত্তে লাগ্‌লো। সমস্তদিন খাওয়া হলো না, দেখাও পেলে না,—কি অসুখ কোরেছে, জান্‌তেও পাল্লে না, মনে মনে বড়ই অস্থির হলো। চক্ষে যা দেখেছে, কারু কাছে কিন্তু সেটী ভাঙ্‌লে না! বোসে বোসে আপনা আপনি অনেক ভাব্‌লে, নিজেও কিছু খেলে না, বৈকালে একবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

ফিরে এসে ইলাবতীকে ডেকে কাছে বোসিয়ে সস্নেহবচনে বোল্লে, "ইলা! মা! তোমাকে আমি বড় ভালবাসি, তুমি যাতে সুখী হও, সেটী আমার বড় ইচ্ছা, কিন্তু তোমার আর এ বাড়ীতে থাকা হোচ্ছে না;—কেন,—তা আমি তোমাকে বোল্‌বো না। তুমি এখান থেকে সোরে যাও।"

ইলাবতী কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। হঠাৎ আশ্রয় হারাবার কথা শুনে সাশ্রুনয়নে বোল্লেন, "কেন মা! আমি কোথায় যাবো! আমারে এখান থেকে বিদায় কোত্তে চাও কেন? আমি কি কোরেছি?—আমার কেউ নেই! আমি কোথায় যাবো?—তোমাদের আশ্রয়ে রয়েছি, অকস্মাৎ এমন কোরে তাড়িয়ে দিচ্ছো কেন?"

করুণা করুণস্বরে বোল্লে, "কেঁদো না;—তোমার ভয় নাই। তোমাকে আমি ভাল জায়গাতেই রাখ্‌বো;—সেখানে তোমার কোনো কষ্টই হবে না;—এখানে যেমন আছ, তার চেয়েও বরং সুখে থাক্‌বে। সব আমি ঠিক্‌ঠাক কোরে এসেছি,—যেখানে পাঠাবো, সেখানে আমি একখানি পত্রও লিখে দিয়েছি।"

ইলাবতী সজলনয়নে বোল্লেন, "না মা! তা আমি যাবো না;—তোমাকে ছেড়ে কোথাও আমি থাক্‌তে পার্‌বো না;—এমন হিল্লে আমার আর কোথাও হবে না; মিনতি কোরে বোল্‌ছি, আমায় তুমি এমন কোরে পাথারে ভাসিও না!" কাতরা কুমারী পুনঃ পুনঃ এই সব কথা বোলে পুনঃ পুনঃ অশ্রুবর্ষণ আর নেত্রমার্জ্জন কোত্তে লাগ্‌লেন। করুণা এতক্ষণ মিষ্টকথা বোলে আস্‌ছিল, পুনঃ পুনঃ অসম্মতি দেখে শেষে একটু কৃত্রিম রোষাভাস দেখিয়ে তীব্রস্বরে বোল্লে, "তোমার ভালোর জন্যেই ও কথা আমি বোল্‌ছিলেম, শুন্‌লে না, আচ্ছা, এর ফল

তুমি হাতে হাতেই ভোগ কোর্‌বে; তখন আমার কাছে কাঁদা কাটা কোল্লে আমি কিন্তু কিছুই কোত্তে পার্‌বো না!"

সোজা কথায় যে কাজ হয় নাই, বাঁকা কথায় সেটা সহজেই সিদ্ধ হলো। ইলাবতী ভয়ে রাজী হোলেন। করুণার দুর্ভাবনা ঘুচ্‌লো! করুণবচনে বোল্লে, "হ্যাঁ মা! এই, এরি নাম কথা! লক্ষ্মী মেয়ে! ভয় কি তোমার! সেখানে বেশ থাক্‌বে, আমি রোজ রোজ খবর নেবো, অবকাশ পেলেই দেখে আস্‌বো, ভাবনা কি?"

যখন তাঁদের এই সকল কথা হয়, সেই সময় অম্বালিকা আড়ালে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে শুনছিল;—শুন্‌ছিল আর কীল উঁচিয়ে উঁচিয়ে মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছিল। সামান্য দাসদাসীর স্বভাবই এই যে, সে ছাড়া আর একজনকে মনিবের পিয়ারা দেখ্‌লে তারে যেন তাড়াতে পাল্লে বাঁচে। সামন্তগিরি ইলাবতীকে বড় স্নেহ করেন, করুণারও বড় আদর, তাই দেখে দেখে অম্বালিকার মনে ঈর্ষা জন্মেছিল, সেই জন্যই ইলাবতীর প্রস্থানের উপক্রমে তার মনে মনে এত আহ্লাদ,—সেই জন্যই আজ তার মুখে এত হাসি।

বেলা গেল। করুণা আবার একবার উপরে গিয়ে সামন্তগিরিকে ডাক্‌লে। সেইবারে গোঁসাইজী কপাট খুল্লেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে। করুণা ব্যস্তভাবে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কেমন আছ?—কি অসুখ কোরেছে?—সমস্তদিন খাও নি, কিছু খাবে না কি?"

গোঁসাইজী ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লেন, "এখন না। অসুখ যে কি, তা আমি বুঝতে পাচ্ছি না। সমস্ত শরীর অবসন্ন, যেন বিশ মণ ভারী!—তুমি এক কাজ করো, আমার নাম কোরে এক সিসি আফিঙের

আরক আমাকে আনিয়ে দাও। শুনেছি, এ রকম অসুখে তার দু চার ফোঁটা খেলেই সব ভাল হয়ে যায়। আমাদের এই পাড়ায় সেই যে একজন বুড় হকিম আছেন, তাঁরি কাছে ভাল ভাল আরক আছে, তুমি বুড়মানুষ, যেতে পারবে না, ইলাবতীকে পাঠাও। ইলা তাঁকে চেনে, মুন্সীজীর ব্যামোর সময় তিনিই চিকিৎসা কোরেছিলেন; আমার নাম কোরে বল্‌বামাত্রই ইলাবতী যাবে, ঔষধও পাবে; বুঝ্‌লে কি না?—শীঘ্র বলো গে।"

করুণা তৎক্ষণাৎ ইলাবতীকে বোল্লে, ইলাবতীও সন্ধ্যার পর হকিমের কাছ থেকে একসিসি আরক এনে করুণার হাতে দিলেন, করুণা সেই সিসিটী গোঁসাইজীকে দিতে গেল। সিসিটী হাতে কোরে নিয়ে গোঁসাইজী করুণাকে বোল্লেন, "দেখ মা!—উঃ!—" এই টুকু বোলেই পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে নেত্রমার্জ্জন কোরে একটী বিশাল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোল্লেন। করুণা মনে কোল্লে, অসুখটা বেশী হয়েছে, তাতেই অমন হোচ্ছে! গোঁসাইজী আবার নেত্রমার্জ্জন কোরে স্তম্ভিতকণ্ঠে বোল্লেন, "দেখ, এর দু চার ফোঁটা খেলেই আমি ভাল হব;—ক্ষুধাও হবে;—তুমি এই বেলা কিছু লঘু আহারের আয়োজন করো গে!" করুণা সন্তুষ্ট হয়ে গুন্ গুন্ কোরে গান গাইতে গাইতে নেমে গেল, গোঁসাইজী দরজা বন্ধ কোল্লেন।

রজনী অবসান।—রজনী কোন্ লগ্নে, কোন্ ক্ষণে কার পক্ষে কাল হয়ে আসে, কেনই বা লোকে এক একটী বিশেষ রাত্রিকালকে করাল কালরাত্রি বোলে ভয় করে, স্বয়ং বিধাতা ভিন্ন সেটার নিরূপণ করা কার সাধ্য?—প্রভাতে সামন্তগিরির ভবনে এক দারুণ শোচনীয় ঘটনা উপস্থিত। করুণা যে ঘরে শুয়ে ছিল, প্রভাতে ইলাবতী সেই ঘরে

প্রবেশ কোরে দেখ্‌লেন, করুণা চৌপায়ার উপর মোরে কাঠ হয়ে আছে!! দেখেই চীৎকার কোরে কেঁদে উঠ্‌লেন। অম্বালিকা ও পাচিকা, উভয়েই সেই কান্না শুনে তাড়াতাড়ি সেই খানে এলো। সকলেই "খুন! খুন!" বোলে চেঁচাতে লাগ্‌লো। রোদনস্বর গুরুদেবের কর্ণে গেল। তিনি শশব্যস্তে নেমে এসে এই শোকাবহ ঘটনা দেখ্‌লেন। একটীবার মাত্র মৃতদেহের পানে চেয়েই চক্ষে রুমাল দিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। অকস্মাৎ রাত্রের মধ্যে কেমন কোরে মৃত্যু হলো, স্থির হলো না। কোতয়ালীতে সংবাদ গেল, সহর-কোটাল স্বয়ং ৪।৫ জন চাপ্‌রাসী সঙ্গে কোরে তদারকে এলেন। বাড়ীর লোকেদের এজেহারে প্রকাশ হলো, করুণার কোনো পীড়া ছিল না, হঠাৎ মারা পোড়েছে। কোতয়ালের মনে দস্তুরমত সংশয় উঠ্‌লো, অবশ্যই কেউ এরে খুন কোরেছে! হকিম এসে পরীক্ষা কোল্লেন, বিষপানে মৃত্যু!—চৌপায়ার নীচে একটা সিসিও পাওয়া গেল। আরো সন্দেহ বাড়্‌লো। ইলাবতীর জোবানবন্দীতে প্রকাশ হলো, কাল সন্ধ্যার পর করুণা তাঁকে গুরুদেবের নাম কোরে এক সিসি আফিঙের আরক আন্‌তে বলে, সেই সিসি ঐ। হকিমসাহেবও ইলাবতীকে দেখে চিন্‌লেন, আরকের কথাও স্বীকার কোল্লেন। অম্বালিকা জোবানবন্দী দিলে, "কাল বৈকালে করুণা এই ইলাবতীকে এ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, তারি পরেই এই কাণ্ড হয়েছে!" অম্বার কথার উপর জোর দিয়েই সহর-কোটাল ইলাবতীকে হত্যাকারিণী বোলে গ্রেপ্তার কোল্লেন! অভাগিনী কুমারী ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর কান্না দেখে গুরুজী বড় কাতর হোলেন। গম্ভীরবদনে কোতয়াল্‌কে বোল্লেন, "ইলার স্বভাবচরিত্র আমি যতদূর জানি, তাতে বেশ বোল্‌তে পারি,

ইলা কখনই এমন কাজ করে নি। করুণা নিজেই হয় ত কোন কারণে আত্মহত্যা কোরে থাক্‌বে!"

গুরুজীর কথায় জোর দাঁড়ালো না। কোতয়াল বোল্লেন, "যখন অকুস্থলের আহেলে গাওয়াহির জোবানবন্দীতে সরাসর মিলন হয়ে আস্‌ছে, তখন একাএক আপনার বাক্যের উপর নির্ভর কোরে আসামীকে ওয়াপোস্‌ দেওয়া যায় না। একে ছেড়ে দিলে আমার এতদিনের খোস্‌নামী কাজের উপর বদনাম চোড়্‌বে!"

এর পর কি ফল হলো, পাঠক মহাশয় লক্ষণেই বুঝ্‌তে পাচ্ছেন। মোগলব্যাঘ্র ঔরঙ্গজেবের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের সম্মুখে একজন স্বেচ্ছাচারী শ্মশ্রুধারী কোতয়ালের হাকিমত্বই প্রবল হলো!—খুনদায়ে ঠেকে অসহায়িনী ইলা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বন্দিনী হয়ে চোল্লেন. গুরুজীর চক্ষে দরদর ধারে জল পোড়্‌লো। এক দিন এক রাত্রি অতিকষ্টে হাজতে থেকে সরোজিনী ইলা পরদিন ফৌজদারীতে চালান হোলেন! সেখানেও অম্বালিকা, হকিম আর সামন্তের জোবানবন্দী লওয়া হলো; ফৌজদার সাহেব এই সন্দিগ্ধ সঙ্গীন মোকদ্দমা পাঁচদিন পরে দায়রা সোপরদ্দ কোল্লেন। জগতের সকল সুখে উদাসিনী নিরপরাধিনী ইলাবতী এখন দিল্লীশ্বরের দোহাই দিয়েও একজন গম্ভীর মৌলবীর বিচারে মহাপাপীর মত কারাবাসিনী!!! এক মাস পরে দায়রার বিচার আরম্ভ হবে, সেখানকার ফলাফল কেবল দায়রারিই হাত; বাদ্‌শারও নয়, বিচারেরও নয়!! ভবিতব্য! তোমারে শত শত নমস্কার! তোমার অন্তরে যা যা আছে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড একত্র হোলেও তার খণ্ডন কোত্তে পারে না! তোমারি লীলাতেই অনাথিনী ইলাবতী আজ বিনাদোষে বিনা পাপে কারাবাসিনী!!!

এক পক্ষ অতীত। বৈশাখ মাস, পূর্ণিমা, সন্ধ্যাকাল,—সন্ধ্যা-সমীরণে জগৎ সুশীতল, ধরাতল কৌমুদীময়। পণ্ডিত কিষণলাল একটী চাঁপাফুল হাতে কোরে কিছু অন্যমনস্কভাবে আপন উদ্যানে ধীরে ধীরে পাদবিহার কোচ্ছেন, এমন সময় তাঁর কাছে একজন লোক এলেন। কিষণলাল তাঁকে চিন্‌তে পাল্লেন না। আগন্তুক সসম্ভ্রমে অভিবাদন কোরে বিনম্রস্বরে বোল্লেন, "মহাশয় আমাকে অচেনা মনে কোরে বিস্মিত হবেন না, আমি আপনার সাধুতার অনেক প্রমাণ পেয়েছি, আপনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, সত্যবাদী, ধর্ম্মপরায়ণ; যারা আপনার মত ভদ্রলোকের অনিষ্ট চেষ্টা করে, ভগবান্ তাদের হাতে হাতে প্রতিফল দেন! উদয়গিরির কি দশা হয়েছে শুনেছেন?"

সহসা কিষণলালের মনে কিছু আতঙ্ক এলো। আতঙ্কের সঙ্গে বিরক্তি। মনে কোল্লেন, আবার এ একটা কি ফ্যাঁসাত উপস্থিত! বিরক্তভাবে উত্তর কোল্লেন, "না মহাশয়! আপনি ক্ষমা করুন, ও নাম আমি আর শুন্‌তে চাই না, ও সব কথায় আমার আর প্রয়োজনও নাই। যদি আর কিছু বল্‌বার থাকে, বলুন, আমার অন্তঃকরণ বড় অস্থির আছে।"

আগন্তুক ঈষৎ হাস্য কোরে অমায়িকস্বরে বোল্লেন, "বুঝেছি, তপ্ত পায়স খেয়ে জিব পুড়লে ভয়ে ভয়ে ফু দিয়ে দই খেতে হয়! কিন্তু আমি ধর্ম্মতঃ আপনাকে বোল্‌ছি, আমি কোনো লোকের চর নই; চাক্ষুষ নাই, তথাপি অনেক দিন থেকেই মনে মনে আমি আপনার হিতৈষী। উদয়গিরি মিছিমিছি আপনাকে কষ্ট দিয়ে দাগাবাজী কোরে টাকাগুলি ফাঁকি দিলে, সেই জন্যই তার দুর্দ্দশার কথা আপনাকে জানাতে এসেছি।" এই পর্য্যন্ত বোলে তিনি আগাগোড়া আত্মপরিচয় দিয়ে

প্রশান্তভাবে বোল্লেন, "উদয়গিরির ভোজবাজী ধরা পোড়েছে! একে একে সমস্ত জুয়াচুরী আর বদ্‌মাসী প্রকাশ হওয়াতে বাদশাই দরবার থেকে তার রাজা-খেতাব বাজেয়াপ্ত হয়েছে,—নাম কেটে দিয়েছে;—সেই বিলিতী বুজ্‌রুক উল্‌ সাহেব আর উদয়ের নিজের দরোয়ান লাল সিং একত্র হয়ে তার এতদিনের পাপসঞ্চিত হীরে জহরাত. সমস্তই চুরি কোরে পালিয়েছে!—যখন পতন আসন্ন হয়, তখন কুণো ব্যাঙেও লাথী মেরে যায়! এলাচিবিবি-নামে এই সহরে এক রমজানী ছিল, উদয়গিরি এক মিথ্যা ফেরব কোরে তার যথাসর্ব্বস্ব লুঠ কোরেছিল, এতদিনের পর এলাচির মেয়ে পদী একটা মামলা জিতে সেই সকল মালামাল বার্ কোরে নিয়েছে! সকলে বলে, রাঘব-বোয়ালে যা গ্রাস করে, তা আর পাওয়া যায় না, কিন্তু তাড়াহুড়ো খেয়ে এই রাঘব-বোয়াল সেগুলি উগ্‌রে দিয়েছে! যা কিছু বাকী ছিল, পদীর উকীলেরা শেষকালে পেট চিরে বার্ কোরে নিয়েছে! এলাচির তিনটে গাইগরু উদয়গিরি আপনার বাড়ীতে চালিয়ে এনেছিল, আজ তিন দিন হলো, সেই গরুগুলি বাছুর সঙ্গে কোরে হম্বা হম্বা কোত্তে কোত্তে সদরদরজা দিয়ে বেরিয়েছে! সেই সঙ্গে উদয়ের সুখতারাও অস্ত হয়েছে! উদয়গিরি এখন বাসন্তী-উদ্যানের রম্যপ্রাসাদ পরিত্যাগ কোরে লল্‌তে বেণেনীর বাড়ীতে সামান্য একটা ঘর নিয়ে ভাড়া কোরে আছে! এখনো তার পাপের শেষ হয় নাই! আরো যে, কত দুর্গতি তার কপালে আছে, কে বোল্‌তে পারে!"

কিষণলাল এ সব কথা শুন্‌লেন বটে, কিন্তু ভাল কোরে মন দিয়ে শুন্‌লেন না। বোল্লেন, "আপনি আমায় চেনেন না, অথচ মঙ্গল-কামনা করেন, ঈশ্বর আপনার ভাল কোর্‌বেন, কিন্তু ও সকল কথায়

আমার প্রয়োজন করে না, আমি সামান্য লোক, বড়লোকের ভালমন্দে আমার সম্পর্কই বা কি ?”

উদাস উত্তর শুনে আগন্তুক কিছু বিস্মিত হোলেন। কিষণলাল চিন্‌তে পাল্লেন না, সুতরাং তিনি “সময়ে সাক্ষাৎ হবে” বোলে নমস্কার কোরে চোলে গেলেন। কিষণলাল চিন্‌তে পাল্লেন না বটে, কিন্তু পাঠক মহাশয় একবার দেখ্‌লেই সুন্দররূপ চিন্‌তে পার্‌বেন। ইনি আপনাদের কৃপাভাজন সুব্রাহ্মণ তালজঙ্ঘ,—ওরফে ধরমরাজ হাওলদার। বিজয়লালের সদুপদেশে এঁর চরিত্রশোধন হয়েছে, এখন ইনি সৎপথে থেকে সৎ ব্যবসায়ে অনেক টাকার বিষয় কোরেছেন, দানধ্যান ও ক্রিয়াকলাপে বেশ সুখ্যাতিও আছে। সম্প্রতি ইনি নীলাচলের একটী বিগ্রহের সমন্বয়ে প্রায় বিশ হাজার টাকা নগদ প্রসাদ পেয়েছেন, আর তপস্বিনী জটাবতী তার সমস্ত সম্পত্তি এঁকেই দান কোরে এঁরি নামে দানপত্র লিখে দিয়েছে। জটাবতী যতদিন বাঁচবে, খাবে পোর্‌বে, তার পর সমস্তই ধরমরাজের হবে। ইনি এখন এগুলে।—কোনো দায়দড়া পোড়্‌লে ইনি এখন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লক্ষ টাকা জমা কোত্তে পারেন। যখন জালীয়াত ছিলেন, তখন কিছুই সংস্থান ছিল না,—মনে এত স্ফূর্ত্তিও ছিল না,—সাহসও ছিল না। ধর্ম্মাধর্ম্মের কাণ্ডই এমনি প্রত্যক্ষ !

ধরমরাজ বিদায় হবার পর কিষণলাল বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোত্তে যাচ্ছেন, এমন সময় একজন ঘোড়সওয়ার সম্মুখে এসে সেলাম কোল্লে। কিষণলাল তারে দেখেই চিন্‌তে পাল্লেন। সে ব্যক্তি ঘোড়া থেকে নেমেই জোড়হাতে পণ্ডিতজীকে একখানি পত্র দিলে। কিষণলাল তারে সঙ্গে কোরে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেলেন।

পাঠকমহাশয়ের বোধ হয় বিস্ময় জন্মাচ্ছে, কিষণলাল কিরূপে বাড়ী এলেন! এক পক্ষ পূর্ব্বে আপনি দেখেছেন, কিষণলাল কারাগারে;—এরি মধ্যে কি গতিকেই বা ঋণ পরিশোধ হলো, কিরূপেই বা তিনি খালাস পেলেন?—এ সংশয় অবশ্যই হোতে পারে; কিন্তু মনে কোর্‌বেন, ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন।—সাত দিন পরে একজন ছদ্মবেশী অজ্ঞাত বন্ধু ৫৭ হাজার টাকা জমা দিয়ে তাঁরে খালাস কোরেছেন। কে সেই অজ্ঞাত বন্ধু, সময়ে জান্‌বেন।

কিষণলাল বৈঠকখানায় গিয়ে কম্পিতহস্তে পত্রখানি খুল্লেন। দুই চারি পংক্তি পাঠ কোরেই শরীর রোমাঞ্চিত হলো। পাঠকমহাশয়ের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য সেই পত্রখানি এইখানে যথাসাধ্য অনুবাদ কোরে দেওয়া গেল —

"রাজধানী সরযূর।

শুভমস্তু।

৭ই বৈশাখ,—শক ১৫০৩।

মহাপ্রতাপান্বিত

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ মহীপ্রতাপ সিংহ

বাহাদুর প্রবল প্রতাপেষু—

মহারাজ!

জগৎপিতার করুণায় আজি আমি মহারাজকে পুনরায় মহারাজ বলিয়া সম্বোধন করিতে পাইলাম। এ আনন্দ এক মুখে প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। আজি আমার অতুল আনন্দের দিন! দ্বাদশ বৎসর হইল, দুর্বৃত্ত গড়োয়ালবাসীরা মহারাজকে মর্ম্মান্তিক বেদনা দিয়া রাজ্যচ্যুত করিয়াছিল, দ্বাদশ বৎসরে আমি তাহা একদিনের জন্যও ভুলিতে পারি নাই। যে দিন আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দেশত্যাগী

হইয়াছেন, সেই দিন অবধি আমাদের জগতের সমস্ত সুখ ফুরাইয়াছিল। যে দিন মহারাজের নামে অশ্রুপাত না করিয়াছি, এমন একটী দিনও ভুলভ্রান্তে যাপিত হয় নাই। যে সকল অবাধ্য প্রজা মহারাজের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া দুরাত্মা গড়োয়ালীদলে যোগ দিয়াছিল, তাহারা সমুচিত প্রতিফল পাইয়াছে। বিদ্রোহী গড়োয়ালীরা ডাকাইতের ন্যায় দৌরাত্ম্য করিয়া প্রায় সকল পরিবারকেই ছারখার করিয়াছে! মহারাজের প্রস্থানের এক বৎসর পরেই বিদ্রোহী প্রজারা বিশ্বাসঘাতকতা-পাপের প্রখর অনলে দগ্ধ হইয়া মহারাজের জন্য হায় হায় করিতেছে!

আমরা দলে দলে ছত্রভঙ্গ হইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক মহারাজের অন্বেষণে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, দুর্ভাগ্যক্রমে কুত্রাপি মহারাজের কোনো অনুসন্ধান অথবা নিদর্শন প্রাপ্ত হই নাই। অবশেষে বিধাতার মনে ছিল, বিধাতা দিন দিলেন, দিল্লীতে একজন দেবতুল্য বীরপুরুষের সমাগম লাভ হইল। মহারাজের বিশ্বাসী কিঙ্কর গজানন আগরা নগরে উদয়গিরি নামে এক বাদশা-বাজার বাড়ীতে চাকর হইয়াছিল, সেই ধর্ম্মপরায়ণ সাহসী পুরুষ কোনো সূত্রে একটী কুলকন্যার সতীত্ব রক্ষা করিয়া তাঁহার আশ্রয়দাতাকে শত্রুহস্তে উদ্ধার করে। তাহার পর সেই কন্যার নিকট পত্র লিখিয়া আত্মপরিচয় দেয়। সেই পরিচয়েই মহারাজের পরিচয় প্রকাশ পায়। সেই কন্যার নাম ইলাবতী। তাঁহার আশ্রয়দাতার নাম বিজয়লাল সিংহ। মহারাজ। ঐ বিজয়লাল সিংহ যে দিন ইলাবতীর হস্তে গজাননের ঐ পত্র দেখেন, সেই দিনেই তিনি গজাননকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীযাত্রা করেন। আমরা যে, দিল্লীতে পৌঁছিয়াছিলাম, গজানন তাহা জানিত; অতএব আমাদিগের সহিত বিজয়লালের মিলন করাইয়া দেয়। তাহার পর আমাদের দলের যিনি যেখানে ছিলেন, সকলকে একত্র করিয়া স্বদেশ যাত্রা করি। বিজয়লালের স্বভাব, সততা, সাহস, সৎপ্রতিজ্ঞা ও উদারতা দর্শন করিয়া আমরা যার পর নাই প্রীত হইলাম। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, বিপক্ষের হস্ত হইতে সরমুর রাজ্য উদ্ধার করিয়া দিবেন। কেন তিনি সহসা অযাচিত হইয়া তাদৃশ প্রতিজ্ঞা করেন, তখন আমরা তাহা জানিতাম না, বুঝিতেও পারি নাই, এখন কতক কতক বুঝিতে পারিতেছি।

মহাবীর বিজয়লাল সিংহ যাহা বলিয়াছিলেন, সিংহের ন্যায় পরাক্রমে তাহাই তিনি সুসিদ্ধ করিয়াছেন। প্রথমে তিনি নেপালে উপস্থিত হইয়া বিনয়গুণে নেপালাধিপতিকে সন্তুষ্ট করেন। মহারাজ নেপালেশ্বর তাঁহাকে সমরসংকল্পে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। নেপালী ফৌজ ও অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া আমরা সরমুর রাজধানী বেষ্টন করি। গড়োয়ালী বিদ্রোহীরা সম্মুখযুদ্ধে কয়েকবার আমাদিগকে বিমুখ করিয়াছিল, বিজয়লাল একাকী তারকারিতুল্য বিক্রম ও বীরত্ব প্রকাশ করিয়া

তাহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন। গ্রহবশে দুই তিন যুদ্ধে তাঁহার জীবনসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি তিনি জীবনে মায়াশূন্য হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছেন। একবার সাজ্ঘাতিক আহত হইয়া তিনি ছয় সাত মাস শয্যাগত ছিলেন, অনেক যত্নে আমরা তাঁহাকে আরাম করি। পুনরায় গত শরৎকালে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে গড়োয়ালের নৃশংস রাজা রণশায়ী হন। তাঁহার সেনাদল ছিন্নভিন্ন হইয়া আমাদিগের বশীভূত হইয়াছে। মহারাজের রাজ্য মহারাজ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রামচন্দ্র যেরূপ চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসের পর দেবকুলের সহায়ে রক্ষকুল নিধন করিয়া অযোধ্যার সিংহাসন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির যেরূপ দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর বাসুদেবের সহায়ে অর্জ্জুনের বাহুবলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে হস্তিনাপুরে পুনরায় রাজা হইয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের অবসানে ধর্ম্মের সহায়ে বিজয়লালের ভুজবলে সরমুররাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। এক্ষণে মহারাজকে রাজতক্তে শোভমান দেখিলেই আমাদিগের চিরবিষাদানল নির্ব্বাপিত হয়।

মহারাজ এতদিন আগরা নগরে কাশ্মীরী পণ্ডিত কিষণলাল নামে ছদ্মবেশে রহিয়াছেন, আমরা ইহার কিছুই জানিতাম না, বিজয়লাল ও গজাননের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে বোধ হয়, আরও বহুদিন তাহা জানিতেও পারিতাম না। যাহা হউক, এক্ষণে ঈশ্বরেচ্ছায় মহারাজের নষ্ট রাজ্যের পুনরুদ্ধার হইল, আমাদেরও মনস্কামনা পূর্ণ হইল। মহারাজ এক্ষণে রাজমহিষী ও রাজকুমারীর সহিত রাজধানীতে শুভাগমন করিলেই আমরা সুখী হই।

বিজয়লালের বিজয়লাভের পর মহারাজ নেপালাধিপতি তাঁহাকে পরম সন্তুষ্টচিত্তে প্রধান সেনাপতিপদে বরণ করিয়া "যুবরাজ-সরমুর" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। আমরা সকলেই এই সম্মানে যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। যুবরাজ-সরমুরের যেমন দেবতুল্য লাবণ্য, তেমনি দেবতুল্য পরাক্রম; বলিতে কি, ইহাঁর ন্যায় অস্ত্রশিক্ষা আমরা জন্মাবধি দর্শন করি নাই। কেবল সরমুরের যুবরাজ উপাধি অর্পণ করিয়াও আমাদিগের সম্পূর্ণ আশা পূর্ণ হইতেছে না। আরও কিছু অধিক গৌরব দর্শন করিতে আমরা অভিলাষী। সেটী মহারাজের মহতী ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। বস্তুতঃ এই পরম রূপবান্, উদারাশয়, নিঃস্বার্থ যুবরাজ সর্ব্বাংশেই মহারাজের সমাদরের পাত্র।

একটী অনধিকার চর্চ্চার নিমিত্ত অগ্রে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, গজাননের মুখে শুনিলাম, মহারাজ অকারণে এই মহদ্বংশোদ্ভব মহানুভব বীরপুরুষের অবমাননা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং সে সকল কথা আমাদিগকে কিছুই বলেন নাই, কিন্তু গজাননের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা নিতান্ত অনুতাপিত হইয়াছি।

এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, সরমুবের যুবরাজ যদি কোন প্রকারে মহারাজের অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া থাকেন, সমস্ত রাজ্যের মঙ্গলের অনুরোধে সেটী বিস্মৃত হইবেন। তিনি আগামী ১৫ই বৈশাখে এখান হইতে মহারাজের মহিমা-সমীপে শুভযাত্রা করিবেন। নিবেদনমিতি।

মহারাজের চিরানুগত

বিনয়াবনত দাস

শ্রীদেওয়ান রঘুরাম।"

পত্র পাঠ কোরে কিষণলাল নিশ্চেষ্ট।--আনন্দে বিহ্বল স্তম্ভিত ;— শরীরে কম্প, লোমাঞ্চ, স্তম্ভন,—নেত্রে অশ্রুধারা। আনন্দের সীমা নাই। মনে মনে বোল্লেন, "বিজয়লাল!—ওঃ! বিজয়লাল বীরপুরুষ। বিজয়লাল আমার রাজ্যদাতা!—ওঃ! এই জন্যই ক দিন আমার ডান চক্ষু নাচ্‌ছিল! এই জন্যই বিজয়ের নাম মনে পোড়ে আমার অনুতাপ হোচ্ছিল! জগদীশ! তোমারে নমস্কার!—জগতে একমাত্র তুমিই মানুষের বিপত্তি-সাগরের কাণ্ডারী!—ওঃ! সত্যই তবে বিজয়লাল নির্দ্দোষ। আমি তারে অপমান কোরে কি কুকর্ম্মই কোরেছি! এবারে দেখা হোলে দৌড়ে গিয়েই আমি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কোর্‌বো।" উন্মত্তভাবে আপনা আপনি এই রকম বোক্‌তে বোক্‌তে দ্রুতপদে অন্দর মহলে প্রবেশ কোল্লেন। মহিষী, বেণুকুমারী, মতি, তিন জনেই তাঁর তখনকার ভাব দেখে আবার কি কারখানা ঘোটেছে মনে কোরে ব্যস্ত-ভাবে নিকটে ছুটে এলেন। কিষণলাল কোনো কথা না বোলেই গদ্‌গদ স্বরে তাঁদের কাছে দেওয়ান রঘুরামের পত্রখানি পাঠ কোল্লেন। সে সময় নির্ব্বাসিত রাজপরিবারের অন্তঃপুরটী যে, কি এক আনন্দপুরী হয়ে দাঁড়ালো, সে কথা আর কথায় বোলে শেষ করা যায় না। সকলের চক্ষেই আনন্দাশ্রু, সকলের মুখেই পরমেশ্বরের স্বস্তিবাচন। কেবল

মতিবালা একটু পাশ কাটিয়ে সোরে গিয়ে দু ফোঁটা অশ্রুপাত কোল্লেন, জ্বলন্ত আঁগুনের মত একটী নিশ্বাস ছেড়ে আপনা আপনি বোল্লেন,—"প্রাণান্তেও বোল্‌বো না!"

আট দশ দিন অতীত হয়ে গেল, কিষণলাল সপরিবারে প্রত্যহই দিন গণনা কোচ্ছেন, হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে হিতলাল এসে সংবাদ দিলে, "বিজয়লাল গত রাত্রে পৌঁছেছেন, লজ্জায় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পাচ্ছেন না, কিন্তু তিনি যে রকম উতলা হয়ে অস্থির হয়েছেন, একবার সাক্ষাৎ না হোলেও তিনি সুস্থির হোতে পাচ্ছেন না।"

কিষণলাল আর কাল বিলম্ব কোল্লেন না। যে বেশে ছিলেন, হিতলালের সঙ্গে সেই বেশেই মুন্সী মন্নুলালের বাড়ীতে গিয়ে উপনীত হোলেন। দেখ্‌লেন, বিজয়লাল নিতান্ত উন্মনা হয়ে মাটীতে বোসে মাথা হেঁট কোরে রয়েছেন, দরদর ধারে চক্ষে জল পোড়্‌ছে, মন্নুলাল অনেক রকম প্রবোধ দিচ্ছেন, কিছুতেই কথা কোচ্ছেন না। মন্নুলালের চক্ষেও অনর্গল জল পোড়্‌ছে। কিষণলাল কিছু বুঝ্‌তে পাল্লেন না। বিজয়লালকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "যুবরাজ! আমি এসেছি, আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কোত্তে এসেছি, আমি তোমাকে বেলকুমারী দান করবার প্রতিজ্ঞা কোরে কৃতজ্ঞতা স্বীকার কোত্তে এসেছি, তুমি আমার উপর অভিমান ত্যাগ করো,—সদয় হও;—আমি তখন বিশেষ না জেনেই তোমাকে কটু বাক্য বোলেছিলেম, সে সব কথা তুমি আর এখন কিছু মনে কোরো না। আমি এখন সব জান্‌তে পেরেছি, তুমি নিঃস্বার্থ সাধুপুরুষ,—তোমার আশয় অতি মহৎ,—তোমার চরিত্র স্বচ্ছ দর্পণের মত পবিত্র; তোমা হোতেই পুনরায় আমি সংসারী হোলেম। প্রসন্ন হও, মন খুলে আমারে ক্ষমা করো!"

বিজয়লাল মাথা তুলে চেয়ে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান কোরে সজলনয়নে পণ্ডিত কিষণলালকে প্রণাম কোল্লেন। পণ্ডিতজীও প্রফুল্লবদনে তাঁরে সস্নেহে গাঢ় আলিঙ্গন দিলেন। মুন্সী মন্নুলালও পণ্ডিতজীকে পরম সমাদরে অভিবাদন কোল্লেন। বিজয়লাল সাশ্রুনয়নে কিষণলালকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "মহারাজ! আপনিই আমারে ক্ষমা করুন। যে সব কথা আপনি আমাবে বোল্‌ছেন, আমি সর্ব্বাংশেই তার অযোগ্য, আমি অতি সামান্য লোক,—আপনারি আশ্রিত; আমারে অত কথা বলা আপনার মত মহাপুরুষের শোভা পায় না। বিশেষ, আমার এখন মগজের ঠিক নাই, সে সকল কথার সময়ও এখন নয়; আমি এখন দশ দিক্ অন্ধকার দেখ্‌ছি; কি বোল্‌ছি, কি কোচ্ছি, পাগলের মত কিছুই আমার স্থির নাই। ইলাবতী কারাগারে!—আহা! আমার প্রাণদায়িনী সতীলক্ষ্মী ইলাবতী কারাগারে!—মহারাজ! কোন্ পাপগ্রহের পাপ-দৃষ্টিতে কোন্ পাপিষ্ঠের ষট্‌চক্রে পোড়ে পবিত্র, নিষ্পাপ, অসহায়িনী কুমারী খুনদায়ে কারাবাসিনী! যতক্ষণ আমি তারে মুক্ত কোত্তে না পারি, ততক্ষণ আমার অন্তঃকরণে বিন্দুমাত্র শান্তি থাক্‌বে না। কি উপায়ে যে, মুক্ত কোর্‌বো, তা আমি কিছুই ভেবে পাই না। ইলার এই আকস্মিক বিপদ্ শুনে মুন্সীজী মথুরা থেকে ছুটে এসেছেন, ইনিও কিছু স্থির কোত্তে পাচ্ছেন না। আহা! মূর্ত্তিমতী দয়া! তোমারো শক্র ছিল?—হায় হায়! পাপিষ্ঠেরা সব কোত্তে পারে! মহারাজ! আজ তার বিচারের শেষ দিন! দায়রা আদালতে আজ আমার জীবন-দায়িনীর জীবনদণ্ডের আদেশ হবে! হায় হায়! এ কথা শুনেও আমারে এই পাপজগতে কাপুরুষের মত বেঁচে থাক্‌তে হলো! হায় হায়! ভবিতব্য! তুমিই বলবান্!" এই সকল কথা বোলে বিজয়লাল যেন

বালকের মত অস্থিরভাবে রোদন কোত্তে লাগ্‌লেন। তাঁর বিলাপ শুনে. মন্নূলাল আরো অধীর হয়ে পোড়্‌লেন।

কিষণলাল কিছু অন্যমনস্ক হোলেন। দেওয়ান রঘুরামের পত্রে ইলাবতীর যে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পেয়েছেন, সেইটী স্মরণ কোরে আর একটী নিগূঢ় কথা মনে পো'ড়্‌লো। বিজয়লালকে প্রবোধ দিয়ে, আশ্বাস দিয়ে, করুণস্বরে বোল্লেন, "বিজয়! চিন্তা নাই! তোমার কথা শুনে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা আমার স্মরণ হোচ্ছে। ইলাবতী!—ইলাবতী! হাঁ. ইলাবতীই বটে,—ঐ নামে একটী কন্যাকে আমাদের বাড়ীতে পাঠাবে বোলে একটী স্ত্রীলোক আমাকে একখানি পত্র লিখেছিল। সেই স্ত্রীলোকের নাম করুণা।—আমি যখন বৃন্দাবনে ছিলেম, তখন করুণার সঙ্গে আমার জানাশুনা হয়, এখানেও মধ্যে মধ্যে সে আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে যেতো, তার মনে কোনো রকম পাপ ছিল না, অতি ভালমানুষ! কিন্তু পত্রখানা কিছু গোলমেলে!"

বিজয়লাল শশব্যস্ত হয়ে বোল্লেন, "হাঁ, মহারাজ! ঠিক ঠিক! সেই করুণাই খুন হয়েছে! করুণার খুনদায়েই ইলাবতী ধরা পোড়েছে! আপনি কি এ সকল কথা কিছুই শুনেন নাই?"

কিষণলাল নিশ্বাস ফেলে বোল্লেন, "আহা! করুণা খুন হয়েছে! এর আমি কিছুই জানি না। একটা বিপদে পোড়ে দিনকতক আমি বাড়ীছাড়া হয়েছিলেম! সে সব কথা তুমি এর পরেই জান্‌বে। করুণা যে দিন পত্র পাঠায়, সে দিনও আমারে দেখ্‌তে পায় নি, দরোয়ানের হাতেই দিয়ে এসেছিল। আমি বাড়ী আস্‌বার পর সেই পত্র পাই। কেউ তা খোলেও নাই, যেমন আঁটা, তেমনিই ছিল। তাতেই আমি ঐ কথা দেখেছি। কিন্তু ইলাবতীও আমাদের বাড়ীতে আসে নি, সেই

অবধি আর কিছু খবরও পাই নি। যা হোক্‌, সে পত্রখানাতে যদি কিছু উপকার হয়, দেখাই গে চলো।" সেই কথাই স্থির হলো, তিনজনেই কিষণলালের বাড়ীতে উপস্থিত।

এদিকে দায়রা আদালত লোকারণ্য। ইলাবতী মলিন বসনে অবগুণ্ঠিতা হয়ে এক ধারে দাঁড়িয়ে কাঁপ্‌ছেন, দুটী চক্ষে অনবরত জলধারা পোড়্‌ছে, দেখ্‌লেই চক্ষে জল আসে। বেলা দুই প্রহর,—বৈশাখের রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ কোচ্ছে, এমন সময় বিজয়লাল, কিষণলাল, ও মন্নুলাল ঘর্ম্মাক্তকলেবরে হন্ত দুন্ত হয়ে ভিড় ঠেলে নক্ষত্রবেগে আদালতে উপনীত। এসেই বিজয়লাল তাড়াতাড়ি আসামীর উকীলকে নিকটে ডেকে তাঁর হাতে একখানা পত্র দিলেন। উকীল সাহেব একবার মুহূর্ত্তমাত্র চক্ষু বুলিয়ে প্রহৃষ্টমুখে পেস্কারের হাতে সেই পত্রখানি দিয়েই হাকিমকে বোল্লেন, "খোদাবন্দ! আসামীর পক্ষে আর একটী অতিরিক্ত প্রমাণ আছে। একখানি পত্র পাওয়া গিয়েছে।" হুজুরের হুকুমমতে পেস্কার সেই পত্রখানি পাঠ কোল্লেন ——

"দীনাশ্রয়

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কিষণলাল মহাশয়

দীনাশ্রয়েষু—

বিনয়পূর্ব্বক নিবেদনমিদং—

আপনি বিশেষ জানেন, সামন্তগিরির প্রতি আমার যতখানি স্নেহ। কিন্তু আপনার সাক্ষাতে আমার লুকাছাপা কিছুই নাই; দুর্ভাগ্যবশে সামন্তগিরি এখন আর সেরূপ পবিত্র গুরুদেব নহেন। গত রাত্রের ভোরে আমি স্বচক্ষে তাঁহাকে এক নায়িকার সহিত সিঁড়িতে সরপোট দেখিয়াছি। দেখিয়া বড় ভয় পাইয়াছি! অতএব তাঁহার নিকট হইতে সকল প্রকার প্রলোভন অন্তর করা আমার সংকল্প ও অবশ্যপালনীয় ব্রত।

ইলাবতীনামে একটী ভদ্রকুলের কুমারী কন্যা আমাদের বাটীতে আছে, তাহার চরিত্র অতি উত্তম ও নিষ্কলঙ্ক, তাহাকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি। কল্য প্রাতঃকালেই ইলাকে আমি মহাশয়ের আশ্রয়ে পাঠাইব, তাহাকে আর এখানে রাখিতে আমার ইচ্ছা নাই। আপনি সেই আশ্রয়হীনা পবিত্র কুমারীটীকে কন্যার মত যত্নে আশ্রয় দিবেন, এই আমার প্রার্থনা। নিবেদন ইতি ৩০এ চৈত্র, শাক ১৫০২।

আশ্রিতা

শ্রীমতী করুণা।"

পত্র শুনে সামন্তের মুখ শুকিয়ে গেল; আদালত শুদ্ধ সকলেই চমৎকৃত। মকদ্দমার বেগ ফিরে দাঁড়ালো। আর একবার অভিযোগ-পক্ষের সাক্ষীদের তলব হলো, পত্রের কথা কেউ কিছু বোল্‌তে পাল্লে না, কেবল অম্বালিকা বোল্লে, "করুণা ইলাকে বোলেছিলেন বটে যে, যেখানে তোমাকে পাঠাবো, সেখানে একখানা পত্রও লিখে দিয়েছি।"

ইলাবতীর উপর আর সংশয় থাক্‌লো না। হাকিমসাহেব গম্ভীর-স্বরে ইলাকে খালাস আর সামন্তগিরিকে হাজতে দিবার হুকুম দিলেন। বিজয়লাল্ আদালতকে সেলাম কোরে ইলাবতীকে নিয়ে আত্মীয়বর্গের সঙ্গে পরমানন্দে আদালত থেকে বেরুলেন। ওদিকে হাকিমের হুকুম শুনে সামন্তগিরি আনায়বদ্ধ কুরঙ্গের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চারদিকে চাইতে লাগ্‌লেন, টস টস্ কোরে দুই চক্ষে জলধারা পোড়্‌তে লাগ্‌লো। দর্শকদের মধ্যে যাঁরা যাঁরা তাঁর পরমভক্ত শিষ্য ছিলেন, তাঁদের মনে দয়া হলো, তাঁরা আদালতে প্রার্থনা কোল্লেন, এতবড় মান্য ব্যক্তিকে এক কথায় হাজতে দেওয়া বড় অপমান, অতএব বড় বড় লোকে জামীন হোচ্ছেন, কোতয়ালীর পাহারায় আপাততঃ তিনি আপনার বাড়ীতেই থাকুন, এর মধ্যে যদি করুণার হঠাৎ হত্যার সন্তোষকর প্রমাণ না পাওয়া যায়, হুজুরের আজ্ঞাই বলবৎ হবে।

জামীনী প্রার্থনা মঞ্জুর হলো, কিন্তু সে বাড়ীতে আর কেউ বাস কোত্তে পারবে না, কোনো ঘরে কোনো জিনিসপত্রও থাক্‌তে পাবে না। দিবারাত্রি কোতয়ালীর লোকেরা পাহারা দিবে, হুজুর থেকে পাচক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হবে, তা ছাড়া আর কেউ সে বাড়ীতে যেতে আস্‌তে পাব্‌বে না।

তাই-ই মঞ্জুর।—গোঁসাইজী আপনার বাড়ীতেই আপনি কয়েদ থাক্‌লেন। অনুতাপেই দিবাযামিনী গত হয়। সদা সর্ব্বদাই ভাবেন, "যে পাপ আমি কোরেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত নাই! উঃ! নিদারুণ যন্ত্রণা! কুলস্ত্রীর কুলনাশ!—কত শত সতীসাধ্বীর সতীত্ব নাশ! উঃ! এই রকমেই আমার মরণ ভাল!—মাতৃহত্যা!—মাতৃহত্যা বই আর কি! করুণা আমারে পুত্রের মত মানুষ কোরেছিল, পুত্রের মত স্নেহ কোত্তো, তারে আমি খুন কোরেছি!—উঃ! রাক্ষস আমি,—পিশাচ আমি!—নিজের পাপ ঢাক্‌বার জন্য তারে কি না বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্লেম!—হায় হায়! এ পাপ কি কখনো ঢাকে!—মাতৃহত্যা!—আবার একটী কুলকন্যাকে ফাঁসানো! এ পাপের মোচন নাই! তা থেকে আমাকে উদ্ধার করা মানুষের সাধ্য নয়! জগদীশ্বর পারেন, কিন্তু তিনি এ মহা-পাতকীর উপর কখনই সদয় হবেন না!" বাস্তবিক সামন্তগিরিই করুণাকে খুন কোরেছেন! আপনি খাবেন বোলে যে আফিঙের আরক আনিয়েছিলেন, তার এক ফোঁটাও নিজে খান নি, অর্দ্ধরাত্রে ছলক্রমে চিনিরপানার সঙ্গে করুণাকেই সব টুকু খাইয়াছিলেন !!!

বাজারে ভারী তুল্‌কালাম! যাঁরা গোঁসাইজীর প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত ছিলেন, তাঁরা ভণ্ডতপস্বী বোলে উপহাস কোত্তে লাগ্‌লেন, যাত্রা-ওয়ালারা নূতন নূতন পালা বেঁধে স্থানে স্থানে অভিনয় আরম্ভ কোল্লে,

ভিকারী-ভিকারিণীরা মন্দিরা বাজিয়ে রঙ্গীলা সুরে গুরুগিরির বুজ্‌রুকী গাইতে লাগ্‌লো; খেল্‌নাওয়ালারা ও পটওয়ালারা গোঁসাই-গোঁসাইনীর পুতুল গোড়ে, ছবি লিখে বাজারে বিক্রী কোত্তে বোস্‌লো! ছোট বড় সকলের কাছেই ঐ তামাসা, সকলের মুখেই ঐ গল্প!

গোঁসাইজীর জীবন ভারবোধ হলো। তিনি একদিন পাচক ব্রাহ্মণকে ঘুস কোব্‌লে শশিবালাকে খবর দিয়ে ভগ্নী পরিচয়ে আপনার ঘরে আনান। প্রহরীদেরও দস্তুরমত পূজা দেন। শশিবালা প্রথমে ভেবেছিল, "যাই কি না যাই!"—শেষে ভেবেছিল, "সামন্তের অনেক টাকা আছে, হয় তো সেই জন্যেই আমাকে ডেকেছে। এই বেলা এই সুযোগে টাকাগুলো হাত কোরে ফেলি!" এই ভেবেই এসেছিল! সামন্ত তাকে লোভ দেখিয়ে হরিতাল আনিয়ে রাত্রিযোগে আত্মহত্যা করেন! মরবার আগে একজন উকীলের নামে দুখানি পত্র লিখে যান। একখানিতে আত্মদোষ স্বীকার এবং শশিবালার আগাগোড়া আচরণ; অপরখানিতে ইলাবতীর নামে দানপত্র। ইলাবতী তাঁরি দোষে অনর্থক কষ্ট পেয়েছেন, অতএব তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ও নগদ ৫০ হাজার টাকা ইলাকে দান কোরে গেছেন।

পরদিন সামন্তের মৃত্যু এবং ঐ দুখানি চিঠি প্রকাশ হলো, শশিবালার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরুলো। করুণা ও সামন্তের বিনাশের মূলই শশিবালা, সহরময় এইরূপ রাষ্ট্র হওয়ায় শশিবালা গুপ্তদ্বার দিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে একজন জুয়ারির বাড়ীতে গিয়ে লুকুলো। জুয়ারি তখন বাড়ী ছিল না, সন্ধ্যার সময় এসে শশিবালাকে দেখেই জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কে তুমি?"—শশিবালা আপনার পরিচয় দিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা কোল্লে। জুয়ারি ভয় পেয়ে সবিস্ময়ে বোল্লে, "অ্যাঁ?—তোমারি নাম

শশিবালা? তুমি এই বয়েসে এত কাণ্ডকারখানা শিখেছ? অ্যাঁ?—আমি তোমাকে লুকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বো না, ধর্ম্মভেবে ধোবিয়েও দিব না, পালাও, এখুনি এখান থেকে দূর হও।—খুনে খানুকীকে জায়গা দিয়ে কে আপনার মরণফাঁস গলায় বাঁধ্‌বে!"

শশিবালা কাঁদ্‌তে কাঁদতে বেরুলো। রাত্রি অন্ধকার! পাপীয়সী সেই অন্ধকারে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে চোলেছে! পদে পদে ভয়, পদে পদে সন্দেহ। অন্ধকার তখন সদয় হয়ে শশিবালার কতকটা উপকার কোল্লে। সর্ব্বাঙ্গে কাপড় ঢাকা, তার উপর গাঢ় অন্ধকার, কেউ তার স্পষ্ট চেহারা দেখ্‌তে পাচ্ছে না। স্বৈরিণী চোলেছে,—লোকালয়ের রাস্তা ছেড়ে অগম্য অপথেই চোলেছে! তথাচ মর্ম্মান্তিক ত্রাস। শুষ্ক বুক গুর্‌ গুর্‌ কোরে কাঁপ্‌ছে,—দুর্‌ দুর্‌ কোরে লাফাচ্ছে! নিকটে শেয়াল-কুকুরের পায়ের শব্দ হোলে, কিম্বা কোনো শব্দ না হোলেও ভয় হোচ্ছে যেন, ঐ কে ধোত্তে আস্‌ছে! পেছন দিকে ফিরে চাইতে সাহস হোচ্ছে না, ভয়ে তালপাতার মত কাঁপ্‌ছে, শরীব যেন বাতাস। কোথায় যাচ্ছে, জ্ঞান নাই! এমন সময় পেছনে কে একজন অনুচ্চস্বরে ডাক্‌লে, "শশিবালা!"—শশিবালার প্রাণ উড়ে গেল।—সে দিকে চাইতে সাহস হলো না, দাঁড়ালোও না। আবার সেই রকম ডাক্‌।—থোম্‌কে দাড়ালো। দেখ্‌লে, জটাবতী।—দেখেই পায়ে জড়িয়ে ধোরে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে;—বোল্লে, "জটা! আমাকে রক্ষা করো!" জটাবতী বোল্লে, "পৃথিবীতে তোমার রক্ষাকর্ত্তা কেউ নেই, তোমার পাপের অবসান হয়েছে!" শশিবালা কেঁদে অধীর হয়ে বোল্লে, "আমি তবে যাই কোথা?"—জটাবতী উত্তর কোল্লে, "এইখানেই থাকো! ঐ যমুনী, এই ইঁদাবা, তুমি এখন এই দুইয়েরি মাঝখানে এসেছ, যেখানে ইচ্ছা,

সেইখানেই থাকো!" এই কথা বোলেই জটাবতী একটা ভাঙা বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেল। শশিবালার চক্ষে জগৎ অন্ধকার! বরাবর যমুনা-তীরে গেল। যমুনার জলে দৃষ্টিপাত কোল্লে, আকাশপানে চাইলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চার্দিক দেখ্লে, চক্ষে দরদরিয়ে জল এলো;—"আহা! এমন সুন্দর যমুনা, এমন সুন্দর আকাশ, এত সাধের পৃথিবী, এ জন্মে এ সব আমি আর দেখ্বো না!—ওঃ! পাপের কি ভয়ঙ্কর অগ্নি!—উঃ!—যাই যে!—আঃ!"—এই রকম বিলাপ কোত্তে কোত্তে যমুনায় ঝাঁপ দিতে গেল, পাল্লে না!—সাহস হলো না!—আবার কাঁদ্লে,—আবার গেল,—তিন চার্ বার গেল, পাল্লে না!—শেষকালে ইঁদারার কাছে ছুটে এসে ঝুপ্ কোরে ঝাঁপিয়ে পোড়্লো! দেখ্তে দেখ্তে অদৃশ্য!! এক লহমার মধ্যেই ইহলোকে এতদিনের মহাপাতকের এই রকমে প্রায়শ্চিত্ত হলো! ভবিতব্যের খেলাই এই রকম!!!

ঊনচত্বারিংশ কাণ্ড।

জটাবতীর ঝাঁপী।

আশ্চর্য্য গুপ্তকথা!!!

আট বৎসর পরে বিজয়লাল রণজয়ী হয়ে ফিরে এসেছেন, রাজা মহাপ্রতাপ, রাজমহিষী, বেলকুমারী, ইলাবতী, মন্নুলাল ও হিতলাল সময়ে সময়ে তাঁর কাছে বোসে আট বৎসরের গল্প শুন্লেন, তাঁদেরও যাঁর যাঁর ভাগ্যে যা যা ঘোটেছে, এক এক দিন এক এক কোরে আট বৎসরের গল্প কোল্লেন; কেবল মতিবালা দেখা কোল্লেন না, আর

ইলাবতী ম্লানমুখে একটী কথা চেপে গেলেন। কিষণলালের ৫৫ হাজার টাকা উড়ে গেছে, উল্‌টে আরও তিনি ৫৫ হাজারের দায়ে কয়েদ হয়েছিলেন, কে একজন দয়া কোরে গোপনভাবে মায়সুদ মায়খরচা ৫৭ হাজার টাকা দিয়ে তাঁরে খালাস কোরেছেন, এ কথাও বিজয়লাল শুন্‌লেন। ফল কথা, আগাগোড়া যতগুলি কথা হলো, তাতে কেবল দণ্ডে দণ্ডে শোক, অশ্রু ও বিষাদের অভিনয়ই সার; শুদ্ধ তিনি এসেছেন,—রাজ্য উদ্ধার কোরে রণজয়ী হয়ে তিনি ফিরে এসেছেন, এইটী মাত্র আনন্দ! মতিবালা আড়ালে দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে সব কথা গুলি শুন্‌লেন, আরো অন্তরে গিয়ে চক্ষের জলের সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আপনা আপনি বোল্লেন, "প্রাণান্তেও বোল্‌বো না!"

বিজয়লাল কিন্তু এখন আর কিষণলালের বাড়ীতে থাকেন না, মন্নুলালের বাড়ীতেই থাকেন। গজানন আর ৪।৫ জন রাজানুচর সরমুর থেকে তাঁর সঙ্গে এসেছে, তারাও ঐ বাড়ীতে তাঁরি কাছে থাকে। এই ভাবে এক বৎসর অতীত হলো। একটী বিষয়ে বিজয়লাল বড় অসুখী। ইলাবতী সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণ, দিন দিন ক্ষীণ হয়ে পোড়্‌ছেন, মুখে অধিক কথা নাই,—কোনো কথায় আমোদ নাই,—হাসি ত একেবারে নাই বোল্লেই হয়।—বিজয়লাল বহুদিনের পর ফিরে এসেছেন, মুন্সীজী ঘরে এসেছেন, জীবনসঙ্কট মহাবিপদ থেকে নিষ্কলঙ্কে নিস্কৃতি পেয়েছেন, সামন্তদত্ত প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হয়েছেন, তথাচ চিরপ্রমোদিনী কুমারী এত বিষাদিনী কেন?—বিজয়লাল কিছুই ভেবেচিন্তে স্থির কোত্তে পারেন না। জিজ্ঞাসা করেন, উত্তর পান না,—চক্ষে জল এলে লজ্জাশীলা ইলা তাঁর সম্মুখ থেকে সোরে গিয়ে বিরলে বোসে বোসে অশ্রুপাত করেন।

আরও এক বৎসর যায় যায় হলো, এতদিনেও ইলাবতীর মনোদুঃখের কারণ কেউ কিছু জান্‌তে পাল্লেন না। একদিন সন্ধ্যাকালে নির্জ্জনে বিজয়ের কাছে বোসে মুখখানি নেড়ে নেড়ে সরলা কুমারী বিরসবদনে বোল্লেন, "যুবরাজ।—এখন অবধি তোমাকে আমি যুবরাজ বোলেই ডাক্‌বো!—যুবরাজ! গজানন বোল্লে, জটাবতী আমার সব কথা জানে,—কে আমার বাপ, কে আমার মা, জটাবতী সব জানে! তাকে হাজার টাকা দিলে সব আমি জান্‌তে পার্‌বো!"

বিজয়লাল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "জটাবতী!—জটাবতী কে?—তোমার বাপ মার কথা সে জানে, এর ভাব কি?—মুন্সীজী তোমার পিতা, তাঁর পত্নী তোমার মাতা, এর আবার জানাজানি কি? গজানন এ কথাই বা হঠাৎ তোমাকে কেন বোল্লে?—জটাবতীকেই বা সে কেমন কোরে জান্‌লে?"

এতদিনের পর ইলাবতী সমস্ত গুপ্তকথা ব্যক্ত কোল্লেন। শুনে বিজয়লালের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত! তৎক্ষণাৎ তিনি গজাননকে ডেকে সব তত্ত্ব জান্‌লেন। গজানন বোল্লে "একদিন সন্ধ্যার পর হাজার টাকা নিয়ে ইলাবতী একাকিনী জটাবতীর বাড়ীতে গেলে জটাবতী অনেক গুপ্তকথা ভাঙ্‌বে বোলেছে।" ইলাবতী বোল্লেন, "জটাবতী ডাকিনী, অনেক দুষ্ট লোক তার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, একা আমি কখনই যাব না!" বিজয়লাল তাঁরে প্রবোধ দিয়ে যথাকর্ত্তব্য পরামর্শ স্থির কোল্লেন। পরদিন সন্ধ্যার পরেই জটাবতীর বাড়ীতে যাওয়া স্থির হলো, প্রাতঃকালে গজানন এই সংবাদটী জটাবতীকে দিয়ে এলো।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইলাবতীকে সঙ্গে নিয়ে বিজয়লাল নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলেন। একজন আলাপী কোতয়াল আর গজাননেরা চারি জন

অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে জটাবতীর বাড়ীর বাইরে প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌লো, বিজয়লাল একটী বাঁশী আর দুটী পিস্তল লুকিয়ে নিয়ে ইলাবতীর সঙ্গে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেন। হাজার টাকার একটী তোড়া সঙ্গে থাক্‌লো, বলা বাহুল্য। বিজয়লালকে দেখেই জটাবতীর হৃৎকম্প হলো, কিন্তু চতুরা স্থবিরার সে ভয়টী আকার ইঙ্গিতে কিছুই জানা গেল না। সে তাঁদের দস্তুরমত আদর কোরে বসালে। ঠিক সেই সময় বোধ হলো যেন, কে একজন হুড়্‌মুড়্‌ কোরে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের দিকে ছুটে গেল। বিজয়লাল স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলেন না; সুতরাং কিছু জিজ্ঞাসাও কোল্লেন না; আসন গ্রহণ কোরে আসল কথা উত্থাপন কোল্লেন। জটাবতী কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ কোত্তে লাগ্‌লো, শেষে টাকার তোড়াটী হাতে পেয়ে সহাস্যমুখে পাশের ঘর থেকে গেরস্বরী গোছের রং করা একটা রাম ঝাঁপী কাঁখে কোরে নিয়ে এলো।

ঘরের মাঝখানে ঝাঁপীটা নামিয়ে বুড়ী তাড়াতাড়ি ডালাটা খুলে ফেল্লে। প্রথমে তার ভিতর থেকে ৫।৭ গণ্ডা গলাফুলো আর্সুলা ফর্‌ফর্‌ কোরে উড়ে গেল! তার পর ১০।১২ টা শুঁড়ওয়ালা রকমারি কাগজী পোকা, ৫।৭ টা আঁকা বাঁকা কাঁক্‌ড়া বিছে, বড় বড় ডিমশুদ্ধ ৪।৫ টা পাটনাই মাকড়্‌সা শারবন্দী হয়ে ডালা বেয়ে বেয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।—দুই একটা নেংটী ইঁদুরও সুযোগ পেয়ে থুর্‌ থুর্‌ কোরে নাচ্‌তে নাচ্‌তে লাফিয়ে পোড়্‌লো। জটাবতীর পায়ের কাছে পাট্‌কিলে রঙের একটা নির্লজ্জ রাম বেরাল গা ঘোষে ঘোষে ন্যাজ নেড়ে নেড়ে আদর বাড়াচ্ছিল, ইঁদুরেরা পেস্‌ হবামাত্র সে এক লাফে তাদের মাঝখানে গিয়ে পোড়্‌লো! ধোত্তে গেলে জটাবতীর ঝাঁপীটীকে একটী ছোট খাটো চিড়িয়াখানা বোলে পেস্‌ কোত্তে হয়!

জটাবতী সেই চিড়িয়াখানার ঝুল ঝেড়ে, মাকড়সার জাল ছিঁড়ে একে একে সব রকম আস্‌বাব বাছুনি কোত্তে লাগ্‌লো। আস্‌বাবের মধ্যে খানকতক ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া, দুটো সুপুরি, এক হালি রাঙা সুতো, একটা সর্ষের পুঁটুলী, ৪। ৫ টা হরীতকী, দুখানা ছেঁড়া তাস. দু একটা ওষুধের সিকড়, ৫।৭ টা বড়ী,—দুটো কুকো সিসি, দু একটা পয়সা, এক-মুটো কড়ী, এক বাণ্ডিল মেটে সিঁদুর, নানা রকম ঝালমসলা আর কতক-গুলো যেন মান্ধাতার আমলের পোকায় কাটা কাগজপত্র! আমাদের দেশে প্রাচীনা গিন্নীদের যেমন এক একটা ন্যাতাক্যাতার হাঁড়ী থাকে, জটা-বতীর ঝাঁপীটা প্রায় সেই ধরণের, বেশীর ভাগে এর অঙ্গসৌষ্ঠবটা কিছু জম্‌কালো। জটাবতী একটী দীর্ঘ কাহিনী পাঠ কোরে সেই কাগজের তাড়া থেকে কতকগুলি পত্র বিজয়লালের হাতে দিলে। জটাবতীর গল্পটী বড় গোলমেলে, সুতরাং পাঠকমহাশয়ের সুবিধার জন্য আমাদের নিজের ভাষাতেই সেইটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাচ্ছে।

জটাবতী যখন বৃন্দাবনে, সেই সময় তার একখানা দোকান ছিল। ঠিক আমাদের দেশের মুদীর দোকানের মতন নয়, প্রকৃত একটা সরাইখানা। বিদেশী তীর্থযাত্রী এলে জটাবতী তাদের আশ্রয় দিতো, সময়ে সময়ে দুই একজন বড়মানুষও সেইখানে বাসা কোরে থাকতেন। তীর্থের পাণ্ডাদের যেমন গুণ্ডা গুণ্ডা দালাল থাকে, জটাবতীরও তেমনি জনকতক দালাল ছিল, তারাই সব মাথালো মাথালো যাত্রী জুটিয়ে আনতো। চটক দেখিয়ে অধিক লাভ করবার জন্য জটাবতী বুদ্ধি খাটিয়ে ১০। ১২টি বালিকা কিনে মানুষ কোরেছিল; তিন চারি বৎসরে তারা যুবতী হয়ে উঠে। তারাই নানা রকম বেশভূষা কোরে যাত্রীদলের পরিচর্য্যা কোত্তো। তাদের সকলেরি চরিত্র মন্দ ছিল এমন নয়, তবে যারা ফাঁদে পোড়ে লোভ সামলাতে পাত্তো না, তারাই সখের যাত্রীর সঙ্গে দোলযাত্রা কি রাসযাত্রায় মেতে যেতো। এক বৎসর ভাদুই মেলার সময় একটী পরম রূপবতী যুবতী হঠাৎ অনাথার মত জটাবতীর সরাইয়ে আশ্রয় নিতে আসেন। তিনি এক দেশের রাজার মেয়ে। তাঁর পিতা সপরিবারে তীর্থে এসে-ছিলেন, কন্যাটীও সঙ্গে ছিল। লোকের ভিড়ের চাপানে রাজরাণী পালকীশুদ্ধ চরমার

হয়ে যান। রাজা পাগলের মত হয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন, রাত্রিকালে গুণ্ডারা তাঁকে খুন কোরে যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করে! কন্যাটী অসহায়িনী হয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কোথাও আশ্রয় না পেয়ে জটাবতীর আখ্‌ড়াতেই আশ্রয় পান। কন্যার নাম কমলা।—কমলা জটাবতীকে মাতৃসম্বোধন কোত্তেন। এক বৎসর তিনি জটাবতীর আশ্রমেই ছিলেন। দৈবাৎ বাঙ্গালাদেশ থেকে একজন জমীদার এসে সেই সরাইয়ে বাস করেন। তাঁর নাম রাইমাধব দত্ত।—কমলা একদিন জটাবতীর অনুরোধে সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় রাইমাধবকে জলখাবার দিতে গিয়েছিলেন, রাইমাধবের প্রকৃতি ভাল ছিল না, তিনি কমলার সৌন্দর্য্যে আসক্ত হয়ে তাঁর প্রতি বল প্রকাশ কোত্তে চান! ভয়ে, লজ্জায়, ঘৃণায় কমলা সেইদিনেই জটাবতীর আশ্রয় ত্যাগ কোরে চোলে যান। সেই অবধি ৩।৪ বৎসর জটাবতী আর তাঁর কোনো সংবাদই পায় নি। কিন্তু রাইমাধব ভেবেছিলেন, জটাবতীই তারে লুকিয়ে ফেলেছে, এই ভেবে বৃন্দাবনেই একখানা বাড়ী কিনে বাস করেন;—অভিপ্রায়, বেঁচে থাক্‌লে কখনো না কখনো মনোরথ পূর্ণ হবেই হবে।—হবারও উপক্রম হয়েছিল। ৪ বৎসর পরে জটাবতী সংবাদ পায়, কমলা বৃন্দাবনেই আছেন, তাঁর বিবাহ হয়েছে, একটী কন্যাও জন্মেছে। রাইমাধবও একদিন দেখেছেন, কমলা একটী মেয়ে কোলে কোরে এক বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। দেখেই জটাবতীকে ৫০০ টাকা পুরস্কার স্বীকার কোরে কমলাকে এনে দিতে বলেন। জটাবতী প্রথমে রাজী হয় নি, শেষে আবো অধিক লোভে পোড়ে জাল পেতে বোস্‌লো। রাইমাধবের ঠিকানা মত সন্ধান কোরে কমলার সঙ্গে দেখা কোল্লে। কমলাও স্বভাবসুলভ সরল বিশ্বাসে তারে পূর্ব্বের মত মা বোলে আদর অবেক্ষা কোল্লেন, কিন্তু কার সঙ্গে কোথায় বিবাহ হয়েছে, বোল্‌তে নিষেধ ছিল,—সুতরাং সেটী ভাঙ্‌লেন না। মাসাবধি যাতায়াত কোরে জটাবতী তাঁর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা পাকালে; কন্যার মত স্নেহমমতা দেখালে। ও দিকে রাইমাধবের সঙ্গেও গড়াপেটা হলো। একদিন বৈকালে জটাবতী কমলার বাড়ীতে যাবে বোলে স্বীকার কোরে এসে ছলক্রমে একটা দাসীকে দিয়ে বোলে পাঠায় যে, হঠাৎ তার ওলাউঠা হয়েছে, বাঁচে না, একজন অপর লোকের বাড়ীতে পোড়ে আছে, যদি জন্মের শোধ দেখা কর্‌বার ইচ্ছা থাকে, একবার এসে দেখা কোরে যান। সুশীলা কমলা তাই শুনে আর থাক্‌তে পাল্লেন না, মেয়েটী কোলে কোরেই দাসীর সঙ্গে চোলে এলেন। যে বাড়ীতে এলেন, সে বাড়ী রাইমাধবের।—জটাবতীর ব্যামোস্যামো কাণ্ডই মিথ্যা, কমলা ঘরের ভিতর আস্‌বামাত্রেই সে দৌড়ে গিয়ে কোল থেকে মেয়েটী নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় শিক্‌লি টেনে দিলে! কমলা অবাক। পাশের দরজা দিয়ে একজন লোক সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন, তিনিই রাইবাবু।—কমলা আড়ষ্ট! যে ঘরে ঢুকেছেন, সে ঘরের

কোনো দিকে কিছুমাত্র ফাঁক নাই, একটী জানালাও নাই, সেখানে চেঁচিয়ে মোরে গেলেও কেউ শুন্‌তে পায় না।—রাইমাধবের সঙ্গে কমলা সেই ঘরে থাক্‌লেন। প্রায় দণ্ডখানেকের মধ্যেই রাইমাধব আর একটা দরজা দিয়ে জটাবতীর কাছে ছুটে এসে যাচ্ছেতাই বোলে গালাগালি দিয়ে মেয়েটী কেড়ে নিয়েই চোলে গেলেন। তার পর কি হলো, জটাবতী সে টুকু জানে না। এক মাস পরে জটাবতী চুপি চুপি কমলার বাড়ীতে গিয়ে দেখে, কমলা নাই,—কোনো ঘরেই নাই; পাতি পাতি কোরে সব ঘর খুঁজ্‌লে, কোথাও দেখ্‌তে পেলে না। শেষকালে দেখ্‌লে, এক কোণে একটা অন্ধকার ঘরে মলিনবসনা অশ্রুমুখী একটী কামিনী একটা আগুনের কুণ্ড জ্বেলে কতকগুলো কাগজ আহুতি দিচ্ছেন। সেই কামিনীই কমলা।—পাশে মাটীর উপর মেয়েটী শুয়ে ন্যাকা ন্যাতা হয়ে ঘুমুচ্ছে। জটাবতী নিকটে গিয়ে পেছন দিক্ থেকে আস্তে আস্তে বোল্লে, "কেন মা। তোমার এমন দশা কেন? তুমি এ সব কি কোচ্ছো?" পেছন ফিরে দেখেই চকিতা বিষাদিনী আঁৎকে উঠ্‌লেন। ঘুমন্ত মেয়েটীকে তাড়াতাড়ি কোলে কোরে তুলেই কাগজগুলো আছড়ে ফেলে সভয় ঘৃণার স্বরে বোল্লেন, "ডাকিনী। আবার তুই!" বোলেই পাশের দরজা দিয়ে দৌড়।—এক দৌড়ে একেবারে রাস্তায়। জটাবতীও শশব্যস্তে সেই কাগজগুলো (কতক আধ পোড়া, কতক আস্ত আস্ত পত্র) কুড়িয়ে নিয়ে দ্রুতপদে বিত্রাসিতা অভাগিনীর অনুগামিনী হলো। কমলা যান যান, ফিরে চান;—দেখেন পশ্চাতে জটাবতী।—আরো উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়!—এই রকমে অনেক দূর ছুটে ছুটে একটী ভদ্রলোকের পায়ের কাছে কন্যাটী ফেলে কমলা বরাবর পাগলিনীর ন্যায় কালিন্দীকূলে উপস্থিত। তখনো জটাবতী পেছনে।—কিন্তু একটু তফাতে।—কমলা সজলনয়নে উপর দিকে হাত তুলে জটাবতীর পানে একবার চেয়েই লাফ দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পোড়্‌লেন! জটাবতী ধোরবে মনে কোরেছিল, কিন্তু বুড়ো-মানুষ, দৌড়ে জুট্‌তে পাল্লে না; কমলা তলিয়ে গেলেন॥

বিস্ময়ে বিস্ময়ে বিজয়লাল এই কাহিনী শুনে বিস্ময়ে বিস্ময়েই একখানি চিঠির শিরোনাম পাঠ কোল্লেন,—আর একখানি খুলে আগা গোড়া দেখ্‌লেন,—ক্রমে ক্রমে সকলগুলিই দেখা হলো, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষেও জলধারা গড়ালো! জটাবতী এই অবসরে বোল্লে, "এই ইলাবতীই সেই কমলাবতীর কন্যা! আমি বেশ জানি, এইটীকেই তিনি বৃন্দাবনে মন্নু-লালের পায়ের কাছে ফেলে গিয়েছিলেন!" শুনেই ইলাবতী ডাক ছেড়ে

কেঁদে উঠ্লেন! বিজয়লাল সজলনয়নে তাঁরে প্রবোধ দিয়ে হর্ষবিষাদে অধীর হয়ে বোল্লেন, "ইলা! ভগ্নি!—তুমি আমার প্রাণাধিকা ভগ্নী! আমার স্বর্গীয় পিতা রূপেন্দ্রলাল সিংহই তোমার জন্মদাতা! তিনিই তোমার জননীকে এই সকল পত্র লিখেছিলেন! পিতা আমার সংসারাশ্রম ত্যাগ কোরে তীর্থবাসী হয়েছিলেন, তার পর গোপনে তোমার জননীকে বিবাহ করেন, এই জন্য কাহাকেও সে কথা বলেন নাই, তোমার জননীকেও সেটী প্রকাশ কোত্তে বারণ কোরেছিলেন!" এই কথা বোলে বিজয় বারম্বার অশ্রুবর্ষণ কোল্লেন।

ইলাবতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মৌনবতী হোলেন। হঠাৎ তাঁর যেন এক ভাবান্তর উপস্থিত। ভাব্লেন, "কি সর্ব্বনাশ! মেয়েমানুষের স্বভাবকে বিশ্বাস নাই! উঃ! বিজয় আমার আপনার ভাই! এরি উপর আমার ততখানি অনুরাগ হয়েছিল! উঃ! কি ভয়ানক পাপের আগুন আমার বুকের ভিতর জ্বোল্ছিল!" এইরূপ তোলাপাড়া কোরে মনে মনে স্ত্রীজাতিকে শত শত ধিক্কার দিয়ে মাথা হেঁট কোরে আবার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোল্লেন।

জটাবতী গম্ভীরভাব ধারণ কোল্লে। যেন কত কি চিন্তা কোরে অমায়িকস্বরে বোল্লে, "ওঃ! তুমি কি সেই বিজয়?—ওঃ! কত কাণ্ড, কত কারখানাই আজ আমার মনের ভিতর তোলপাড় কোচ্চে! এ হতভাগীর পেটে অনেক কথা গজ্ গজ্ কোচ্চে! তোমাকে আমি আর একটী মনের কথা বোল্ছি!—মনোরমা———"

বোল্তে বোল্তেই বিরক্তভাবে বাধা দিয়ে বিজয়লাল বোল্লেন, "না--না, সে নাম আমি আর শুনতে চাই না!—সে নাই!—সে মায়াবিনী!—সে স্বৈরিণী———"

জটাবতী আলাই বালাই বীজমন্ত্র পাঠ কোরে জিব কেটে বোল্লে, "না বাছা! অমন কথা মনে কোরো না। মনোরমার শরীরে এক ফোঁটাও পাপ নেই। আমি পোড়াকপালীই য-· অনর্থের গোড়া!" এই পর্য্যন্ত বোলে পাটনার কুচক্র প্রকাশ কোরে আবার বোল্লে, "সেই অপমানেই আদরিণী দেশত্যাগিনী হয়েছে। লোকে জানতো, মগধে মনোর মামার বাড়ী;—তা নয়, তার মামারা মগধে ব্যবসাবাণিজ্য কোত্তো, তাদেব আসল বাড়ী কাশ্মীরে। মনোরমার যে দু জন দাসী ছিল, তাদেরি একজনকে সঙ্গে কোরে নিষ্কলঙ্ক কুমারী রাত্রিযোগে মগধে যায়, সেখান থেকে আত্মীয় লোকেদের সঙ্গে কাশ্মীরে যাত্রা করে। তুমি নিশ্চয় জেনো, মনোরমার শরীরে আজো পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র পাপের ছিটেও লাগে নি! যে দাসীটা তার সঙ্গে গিয়েছিল, সে ফিরে এলে তার মুখে আমি অনেক খবর পেয়েছি। যে রাইমাধবের কথা এইমাত্র বোল্লেন, তিনি এই সহরেই এখন আছেন, তাঁর কাছেও একটু একটু সন্ধান পেয়েছি। মনোর জননীর দশ হাজার টাকা আমার কাছে ছিল, আমি তার কাছে সেইটী পাঠাবার জন্যে রাইবাবুর হাতেই দিয়ে রেখেছি। মনোরমা বেঁচে আছে,—নিষ্কলঙ্কে বেঁচে আছে,—সে এখন এই——"

জটাবতী সবে এই পর্য্যন্ত বোল্‌ছে, সেই সময় ঘরের বাইরে গম্ভীর কাসীর শব্দ শুনা গেল;—কে যেন মুখে হাত চাপা দিয়ে গুমরে গুমরে কাস্‌ছে!—বিজয়লালের সন্দেহ হলো। "কে বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের গুপ্তকথা শুন্‌ছে!" অস্পষ্টস্বরে এই কথা বোলে তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের বাইরে দেখ্‌তে গেলেন। সবে মাত্র চৌকাট পার হয়ে এদিক ও দিক দেখ্‌ছেন, এমন সময় হঠাৎ কে একজন ছুটে এসে চৌচাপটে তাঁকে জাপ্‌টে ধোল্লে!—ধোরেই হিড় হিড় কোরে টেনে একটা জুলির

ভিতর নিয়ে চোল্লো! চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্লে, "জালীয়াত! আজ আর তোর রক্ষে নেই! তুই রাজাই হ, আর মহারাজাই হ, আজ তোর কোন্ বাবা রক্ষে করে করুক্!"

বিজয়লাল থতমত খেয়ে গেলেন। তাঁর বগলে দুটো পিস্তল ছিল, সোরে পোড়ে গেল। আক্রমণকারী সেই দুটো তুলে নিচ্ছে, একটু আলগা পেয়ে বিজয়লাল সেই অবসরে বংশীধ্বনি কোল্লেন। সেই সময় কে একজন "হাঁ—হাঁ" কোরে ছুটে আস্‌ছে দেখে আক্রমণকারী অন্ধকারে ঠাওরাতে না পেরে হঠাৎ একটা পিস্তলের আওয়াজ কোল্লে। জটাবতী গলির মুখ পর্য্যন্ত এসেছিল, কপালে গুলি লেগেই ঘুরে পোড়্‌লো! জটাবতীই "হাঁ—হাঁ" কোরে থামাতে আস্‌ছিল, নির্ঘাত আঘাতে পোড়্‌লো আর মোলো! ও দিকে কোতয়াল, গজানন আর তাদের সঙ্গীরা তাড়াতাড়ি পাঁচিল টোপ্‌কে বাড়ীর ভিতর এসে পোড়্‌লো, এসেই বিজয়লালকে মুক্ত কোরে খুনে ডাকাতকে পিছ্‌মোড়া কোরে বেঁধে ফেল্লে! পাঠকমহাশয় বুঝ্‌তেই পাচ্ছেন, ঐ দুরাত্মা ডাকাত আর কেউ নয়, সেই বিশ্ববিজয়ী নররাক্ষস কাণকাটা হামিব খাঁ!—জটাবতীর সঙ্গে অনেক দুষ্কর্ম্মে তার যোগাযোগ ছিল, অন্ধকার রাত্রে জটাবতীর সঙ্গে সেজে গুজে লোকের ঝি বৌ বার্ কোত্তে যেতো, আজ রাত্রে ইলাবতীর কাছ থেকে হাজার টাকা নেওয়াও তারি পরামর্শ। যদিও এ রাত্রে জটাবতীর কোন মন্দ অভিসন্ধি ছিল না, কিন্তু দুরাত্মা হামির খাঁর মনে মনে বিলক্ষণ দুরভিসন্ধি ছিল! ভবিতব্যবশে তারিই এই জীবন্ত প্রতিফল!

কোতয়ালেরা হামির খাঁকে এঁটে সেঁটে বেঁধে সজোরে গুঁতো মাত্তে মাত্তে কোতয়ালীতে নিয়ে চোল্লো,—মুর্দ্দফরাস ডেকে লাসটাও চালান

দিলে ;—বিজয়লাল ইলাবতীকে নিয়ে গজাননের সঙ্গে বাড়ী গেলেন। রাত্রি তখন অধিক হয় নাই, বড় জোর এক প্রহর। বিজয়ের ইষ্টসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেও একটী সন্দেহে চিত্ত অস্থির। তিনি ইলাবতীকে বাড়ীতে রেখে গজাননকে সঙ্গে কোরে সেই রাত্রে আবার বেরুলেন। কোথায় গেলেন, তিনিই জানেন।

রাইমাধব বাবু আদুড় গায়ে মোজা পায়ে দিয়ে আপনার বাড়ীতে গদীর উপর বোসে আছেন, তাঁর দ্বিবদ-রদনির্ম্মিত দাঁতগুলি এক একবার হাসির ছটায় ঝক্‌মক্ কোচ্ছে, পাশে একজন আলাপী লোক হংসমধ্যে বকের মত মলিনবসনে মিড়্ মিড়্ কোচ্ছেন,—তিনি উদয়গিরি। রাইবাবু গম্ভীর বদনে বোল্লেন, "সে কথা বড় মিথ্যা নয়! সরমুরের যুবরাজ না এলে সেই মেয়েটী নিশ্চয়ই মারা পোড়্‌তো! উঃ! সামন্তগিরির পেটে পেটে এত ভিট্‌কিলিমিও ছিল! এখনকার কালে মানুষ চেনা বড় সহজ নয়!" দীর্ঘ ওজনের একটী "হুঁ" দিয়ে উদয়গিরি বোল্লেন, "সেই কিষণলালই রাজা মহাপ্রতাপ!"—রাইবাবু একটু চিন্তা কোত্তে কোত্তে বোল্লেন, "কি যে কাণ্ড, এখনো পর্য্যন্ত কিছুই বুঝা যাচ্ছে না!—মতিলালের টাকা কটা হজম করা ভার হলো দেখ্‌ছি!" তাঁদের এই রকম কথা হোচ্ছে, এমন সময় দরোয়ান এসে সংবাদ দিলে, "যুবরাজ সরমুর।"

উদয়গিরি শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠে কম্পিতকণ্ঠে বোল্লেন, "যুবরাজসরমুর?—অ্যাঁ?—এখানে?—রাইবাবু! আমি একটু তফাত হই! তাঁর সঙ্গে এখানে দেখা কোত্তে আমার একটু বাধা আছে!" এই কথা বোলেই ধাঁ কোরে সেখান থেকে সোরে গেলেন। ঘরের পশ্চিম দিকে একটা নীলরঙের পর্দ্দা ঝুলোনো ছিল, তারি আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটু পরেই যুবরাজ প্রবেশ কোল্লেন।

রাইমাধব সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা কোত্তে গেলেন, বিজয়লাল গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "না—না, আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন; আপনি বসুন, একটী বিশেষ কথার জন্য আমি আপনার কাছে এসেছি, যদি স্বীকার না করেন, যে উপায়ে হয়, শীঘ্রই সেটী আমায় জান্‌তেই হবে।"

রাইমাধব একটু সন্দিগ্ধ হোলেন। জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কার কথা?—যদি জানা থাকে, কেনই বা অস্বীকার কোর্‌বো?" বিজয়লাল জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "রাজা রূপেন্দ্রলাল সিংহকে আপনি চিন্‌তেন?"

রাইমাধব চোম্‌কে উঠে গেঁই গুঁই কোরে বোল্লেন, "রাজা রূপেন্দ্রলাল!—রাজা?— কৈ, না! স্মরণ হোচ্চে না।"

বি।—"আচ্ছা, কমলা নামে একটী স্ত্রীলোকের কথা আপনার মনে হয়?"

রা।—"কৈ, না,—তাও ত ঠিক স্মরণ কোত্তে পাচ্ছি না!"

বি।—"আচ্ছা, জটাবতী?—বৃন্দাবনে এই নামের কোনো বৃদ্ধা-স্ত্রীকে আপনি কখনো দেখেছিলেন?"

রাইমাধব শিউরে উঠ্‌লেন, একটু ভয়ও পেলেন। থতমত খেয়ে আম্‌তা আম্‌তা কোরে বোল্লেন, "হাঁ,—সে—সে অনেকদিনের কথা!—তার কথায় আপনার কি দরকার যুবরাজ?"

বিজয়লাল ব্যগ্রভাবে বোল্লেন, "না—না,—আমাকে যুবরাজ বোলে জান্‌তে হবে না, আমি বিজয়লাল,—রাজা রূপেন্দ্রলাল সিংহের পুত্র,—আর সেই কমলাবতীই——,আচ্ছা,—আপনি আগে সত্য বলুন, কমলাবতীর সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ ছিল?" এই পর্য্যন্ত বোলে বিজয়লাল গম্ভীরভাবে জটাবতীর কাহিনীর সার সার সমস্ত কথাগুলি এই খানে ভাঙ্গ্‌লেন। শুনেই রাইমাধবের ঠোঁট মুখ শুকিয়ে গেল।

ম্লানমুখে ধীরে ধীরে বোল্লেন, "যুবরাজ! আপনি বসুন, এখন আমার সব কথা মনে পোড়্ছে, সব আমি বোল্ছি, আপনি বসুন!"

বিজয়লাল অনিচ্ছায় বৌস্লেন ; রাইমাধব স্পষ্ট স্বীকার কোল্লেন, "জটাবতীর কথা সব ঠিক! আমি পাপবুদ্ধিতেই একদিন কমলাকে বাসায় আনিয়েছিলেম, কিন্তু কমলা সাধ্বীসতী, অটুট পতিব্রতা! তাঁর সতীত্বের আগুনেই আমার পাপের পরীক্ষা হয়েছে! কমলার চক্ষের জলেই আমার চৈতন্যলাভ হয়েছিল! যখন শুন্লেম, কমলা রূপেন্দ্রলালের স্ত্রী, তখন প্রাণটা ঝাঁৎ কোরে উঠ্লো। রূপেন্দ্রলালকে আমি চক্ষে দেখি নি, কিন্তু তিনি একদিন মহাবিপদে আমার প্রাণরক্ষা কোরেছিলেন। চিরদিন আমি পাপী! একদিন এক পাণ্ডার বাড়ীতে আমার প্রাণ যায় যায় হয়েছিল, রূপেন্দ্রলালের কৃপায় সে যাত্রা আমি বেঁচে যাই। জটাবতী জেনে শুনে তাঁরি পত্নীকে ভুলিয়ে এনেছে! এই ভেবে তাকে যাচ্ছেতাই বোলে কমলাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিতে যাই। তাঁর মেয়েটী আমারি কোলেই ছিল। বাড়ীর দেউড়ী পার হবামাত্রই দেখি একজন ভদ্রলোক হন্ হন্ কোরে রাস্তা দিয়ে চোলে যাচ্ছেন। আমাদের দেখ্তে পেয়ে তিনি একটু থোম্‌কে দাঁড়িয়ে বজ্রস্বরে বোল্লেন, "কমলা! এই কাণ্ড তোমার?"—কমলা থর্ থর্ কোরে কাঁপ্তে কাঁপ্তে মাটীতে পোড়্ছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি ধোল্লেম। কমলা কাঁদ্তে কাঁদ্তে সেই ভদ্রলোককে বোল্লেন, "আমি পাপী নই! আমায় ক্ষমা করুন!" তিনি ভ্রূকুটী কোরে বোল্লেন, "হুঁ! বাড়ী থেকে পালিয়ে রাইমাধবের কাছে রাত্রিকালে আসা, তবুও পাপ নেই! কারে তুই এ রকমে ভুলুতে চাস্!"—এই কথা বোলেই তিনি আর দাঁড়ালেন না,—বাগবাজারে ত্রস্তপদে পশ্চিমমুখে চোলে গেলেন! "ওগো! উনিই

আমার স্বামী।—আমার সর্ব্বনাশ হলো!" করুণস্বরে এই কথা বোল্‌তে বোলতে কমলা আমার হাত ছাড়িয়ে যেন উন্মত্তার মত তাঁর পেছনে পেছনে দৌড়িলেন! কিন্তু অন্ধকারে তাঁর স্বামী অদৃশ্য হয়ে গেলেন, দেখ্‌তে পেলেন না, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ফিরে এলেন! আমি তাঁরে অনেক সান্ত্বনা কোরে বাড়ী রেখে এলেম। বাস্তবিক কমলার চরিত্রে কিছুমাত্র পাপ নাই। আমি ধর্ম্মত বোল্‌ছি, ভাবগতিক দেখে তাঁর উপর আমার জননীর মত ভক্তি হয়েছিল। সেই রাত্রের পর প্রায় আট দশ দিন আমি কমলার আর কোনো খবর পাই নি; তার পর এক দিন একখান চিঠি পাই, তাতে তিনি লিখেছিলেন, "বিনা পাপে আমার অনন্ত অবস্থা হলো! স্বামী আমারে ত্যাগ কোরে গেছেন! মেয়েটীর জন্য অকূল-পাথারে পোড়েছি! খেতে দিই, এমন সংস্থান নাই! ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে ক্ষুধার সময় খেতে দিতে না পাল্লে, তাদের কান্না দেখে মুখ পানে চেয়ে জননীর মনে যে কি কষ্ট হয়, যাদের ছেলেপুলে হয় নি, তারা তা জানে না! আমার আপনার জন্যে কিছুই আবশ্যক নাই, না খেয়ে মরাই আমার এখন মঙ্গল।" সেই পত্র পেয়ে কমলাকে আমি কিছু খরচপত্র পাঠিয়ে দিই, সেই অবধি আর কোনো অনুসন্ধান পাই নি!"

কমলার পবিত্রতার পরিচয় পেয়ে বিজয়লালের দুই চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হলো। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে রাইমাধবকে বোল্লেন, "কমলাবতী স্বর্গে গিয়েছেন! শেষ ঘটনাগুলি জটাবতীর মুখে আমি সব শুনেছি! সেই কমলাবতীই আমার বিমাতা! আমার পিতা রূপেন্দ্রলাল সিংহই তাঁরে গোপনে বিবাহ কোরেছিলেন। তাঁর সেই কন্যাটী এখন আমার কাছেই আছে। আপনি জান্‌তে পার্‌বেন, যে মেয়েটীকে আমি খুনী মামলা থেকে বাঁচিয়েছি, সেই ইলাবতীই আমার ভগ্নী! সেইটীকে

বৃন্দাবনে মন্নুলালের পায়ে সমর্পণ কোরে কমলাবতী যমুনার জলে আত্মবিসর্জ্জন কোরেছেন!

রাইমাধব চমৎকৃত। তাঁর চক্ষে যেন কত প্রকার নূতন ছবি প্রতিভাত হোতে লাগলো। খানিকক্ষণ মুখে কিছু বোল্‌তে পাল্লেন না, কেবল বিজয়ের মুখের দিকেই চেয়ে রইলেন। বিজয়লাল খানিকক্ষণ কি চিন্তা কোরে একটু পরে বিমর্ষভাবে বোল্লেন, "আর একটী কথা।—কোন স্ত্রীলোকের নাম কোরে জটাবতী কি আপনার হাতে দশ হাজার টাকা জমা রেখেছিল?"

রাইবাবু আবার যেন উদ্বিগ্ন হোলেন। ভেবে চিন্তে বোল্লেন, "সে বড় আশ্চর্য্য কথা! জটাবতী বোল্লে, স্ত্রীলোক,—আমি শুন্‌লেম, পুরুষ! আগরায় আস্‌বার পর তার সঙ্গে আমাদের কার্‌বার চোল্‌ছিল শুনে জটাবতী আমাকে বলে,—সে ঢের কথা।—'মতিলালের সঙ্গে দেখা কোত্তে আমার বাধা আছে, তুমিই তাকে সুযোগ মতে টাকাগুলি পাঠিয়ে দিও।' এই পর্য্যন্ত জানি।"

বিজয়লাল ভাল বুঝ্‌তে পাল্লেন না। জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আচ্ছা, মতিলালকে আপনি দেখেছেন?"

"বাপ্‌রে! সেখানে যে আদব কায়দা! সেখানে কি অপর লোকের যাবার হুকুম আছে!—আবার কি না, শুনতে শুনতে শুনি, জটাবতীর কথাই সত্য!—মতিলাল স্ত্রীলোক!"

বিজয়লালের মন চঞ্চল হলো। তিনি আর সেখানে অপেক্ষা কোল্লেন না;—অভিবাদন কোরে বিদায় হোলেন। দেউড়ীতে গজানন বোসে ছিল, তাকে সঙ্গে কোরে বরাবর কিষণলালের বাড়ীতেই উপস্থিত। তিনি বিদায় হবার পরেই উদয়গিরি পর্দ্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে

বিমর্ষবদনে রাইবাবুকে বোল্লেন, "আমিও চোল্লেম! যুবরাজের গল্প শুনে আমার মন বড় অস্থির হলো! ঐ গল্পের সঙ্গে আমার যে কতদূর নিকট সম্বন্ধ, তা আপনি কিছুই জান্‌ছেন না। এখন অনুগ্রহ কোরে আমায় একটী টাকা দিন্, ঘর ভাড়া আট আনা বাকী আছে, তা না দিলে বল্‌তে আমাকে থাক্‌তে দেবে না, আজ ক দিন আমি পথে পথেই বেড়াচ্ছি, খোরাকী পর্য্যন্ত নাই!"

রাইমাধব যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বোল্লেন, "একটু আগে বোল্লেই হতো, এখন ঢের রাত হয়েছে, টাকা বার্ করা দুর্ঘট, কাল্ একবার আস্‌বেন।" উদয়গিরি বিস্তর কাট্ কাট্ কোল্লেন, কিছুই ফল হলো না, শেষে হতাশ হয়ে ফিরে এলেন।

বিজয়লাল ওখানে কিষণলালের কাছে সে দিনের সমস্ত গুপ্তকথা ব্যক্ত কোল্লেন। কিষণলাল একটীতেও বিস্ময়প্রকাশ কোল্লেন না, কেবল ইলাবতীর পরিচয়ে সন্তোষপ্রকাশ কোরে বোল্লেন,—"সেই কমলাই আমার ভ্রাতুষ্কন্যা, আমারি জ্যেষ্ঠভ্রাতা আদিত্যপ্রতাপ শ্রীবৃন্দাবনে সস্ত্রীক প্রাণ হারান! তাঁরি কন্যা কমলা।—আমরা ভেবেছিলেম, কমলা নাই, তার পর তোমার পিতা মৃত্যুকালে আমাকে সকল কথা লিখে যান। কমলার কন্যাটীকে নিয়ে গিয়ে প্রতিপালন কোত্তে লিখেছিলেন, কিন্তু কমলা ব্যভিচারিণী হয়েছে ভেবে সে অনুরোধ রক্ষা কোত্তে আমার মন হয় নাই, তারি পরেই আমাদের বিপদ্ ঘোট্‌লো। যা হোক্, এখন সব সন্দেহ দূর হলো, একটি সুপাত্র দেখে ইলার বিয়ে দেওয়া যাক্, আর তোমাকে আমি বেলকুমারী দান করি। আর একটি কথা!—এক সঙ্গে আর একটি কুমারীও তোমাকে অর্পণ কোর্‌বো।" এই প্রসঙ্গে মনোরমার পরিচয় প্রকাশ হলো। কিষণলাল ধর্ম্মসাক্ষী

কোরে মনোরমার চরিত্রের অমলতা প্রতিপন্ন কোল্লেন। মনোরমা এখানে কিছুদিন মতিলাল নামে ছদ্মবেশে হিমগৃহে বাস কোচ্ছিলেন, পাঠকমহাশয় সে রহস্য জ্ঞাত আছেন, তার পর যে রকমে মতিলাল হঠাৎ মতিবালা হয়ে পড়েন, সেটিও পাঠকমহাশয়ের স্মরণ আছে। সেই মতিবালাই আপনার প্রথম পরিচিত অনাথসিংহের সুশীলা কুমারী, —এই আখ্যায়িকার প্রথম নায়িকা মনোরমা।—মনোরমার জননী সরমূরের দেওয়ান রঘুরামের কন্যা। রঘুরাম কাশ্মীরনিবাসী সাধুলোক। এই সকল পরিচয় পেয়ে বিজয়লাল চমৎকৃত হোলেন। বেলকুমারী একটি পাশে দাঁড়িয়ে ঐ সব কথা শুনছিলেন, ছুটে গিয়ে মনোরমাকে সমাচার দিলেন। মনোরমা দুবার তিনবার অশ্রুপাত কোরে হতাশস্বরে বোল্লেন, "প্রাণান্তেও বোল্‌বো না!" শেষে সেই রাত্রেই বিজয়লালের সঙ্গে মনোরমার সাক্ষাৎ হয়। বিশ বৎসর বিচ্ছেদের পর প্রথম দর্শনে যেমন হয়ে থাকে, সেই রকমে প্রথমে স্তম্ভ, পরে অশ্রুবর্ষণ, পরে ধীরে ধীরে কথা,—অবশেষে বিশ্রম্ভালাপে পূর্ব্বপ্রণয় উদ্দীপন! কিষণলালের নিকেতন আনন্দনিকেতনে পরিণত। রজনী প্রভাতে সকলেই মন্নুলালের বাড়ীতে যাবেন স্থির হয়ে থাক্‌লো।

ও দিকে উদয়গিরি ভগ্নান্তঃকরণে বাসায় ফিরে আসছেন, আকাশে নিবিড় মেঘ, থেকে থেকে বিদ্যুৎ হান্‌ছে, ঘোর অন্ধকার! উদয়গিরি ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাড়ীর কাছে এসে উচ্চস্বরে ডাক্‌লেন, "ললিতে!—ললিতে!"—ললিতা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা কোল্লে,—"কে ল্যা?"—উত্তর পেয়ে দাঁতমুখ খিচিয়ে বোল্লে, "দা—দা!—তোলে দা!—আৎ আনা ভালা বাকী, আবাল্ এয়েতেন ন্যাক্‌লা কোত্তে।" উদয়গিরি অনেক মিনতি কোল্লেন, ললিতা দোর খুল্লে না, আর

কথাও কইলে না! কি হয়, অন্ধকার রাত্রে কোথায় যান, দেবতা আকাল-কুল কোরে এসেছে, উপায় কি?—ভাব্‌তে ভাব্‌তে মন্নুলালের বাড়ীর দিকেই চোল্লেন। দৈবাৎ একখানা গাড়ীর ধক্কা লেগে মুখ থুব্‌ড়ে পোড়ে গেলেন! গাড়ীর একখানা চাকা তাঁর উরুতের উপর দিয়ে চোলে গেল! গাড়ীতে দুজন লোক ছিলেন, তাঁরা গাড়ী থামিয়ে নেমে এসে লণ্ঠন ধোরে দেখ্‌লেন। দেখেই গাড়ীতে উঠে সজোরে গাড়ী হাঁকিয়ে দিলেন! তাঁরা কে?—চিন্তামণ আর উল্ সাহেব!

উদয়গিরি দারুণ বেদনায় মাটীতে পোড়ে ছট্‌ফট্ কোচ্ছেন, মুষল-ধারে বৃষ্টি এলো! ঝাড়া একঘণ্টা বৃষ্টি!—বৃষ্টি ধোরে গেলে একজন ভদ্রলোক সেই খান দিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখ্‌লেন, একটা লোক রাস্তায় পোড়ে ধড়্‌ফড়্ কোচ্ছে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, উদয়গিরি চিঁচিঁ কোরে উত্তর দিলেন, "যুবরাজ সবমুরের বাড়ী কতদূর?"—নাম শুনেই সেই ভদ্রলোক একখানা ডুলি ডেকে তাঁকে মন্নুলালের বাড়ীতে পৌঁছে দিলেন, অনেক সন্ধান কোরে একজন হকিমও এনে দিয়ে গেলেন। মন্নুলাল উদয়গিরিকে কখনো দেখেন নি, সে অবস্থায় যথাসাধ্য যত্ন কোরে রাখ্‌লেন;—হকিমসাহেব ব্যবস্থা কোরে দিয়ে বিদায় হোলেন, মুন্সীজী নিজে অনেক ক্ষণ কাছে থেকে অনেক রকম শুশ্রূষা কোরে একটু বিশ্রাম কোত্তে গেলেন, একজন দাসী সেইখানে বোসে থাক্‌লো।

ঝড়বৃষ্টির সময় একটী স্ত্রীলোক ঐ বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি কপাটের ফাঁক দিয়ে দেখে সেই দাসীটাকে বাইরে ডাক্‌লেন। বোল্লেন, "তুই আর কেন সমস্ত রাত জেগে মোর্‌বি, আমিই এর কাছে থাক্‌ছি, তুই একটু শুগে যা!" দাসী বেঁচে গেল!

সেই স্ত্রীলোকটী উদয়গিরির কাছে গিয়ে বোস্‌লেন। উদয়গিরি কখনো আচ্ছন্ন, কখনো একটু সজাগ,—কখনো মৌন,—কখনো বক্তা!—অনেকক্ষন চুপ কোরে থেকে চোক্ বুজিয়ে বুজিয়ে মৃদুস্বরে বোল্লেন, "উঃ! বড় পিপাসা!—একটু জল!"

কেউ সাড়া দিলে না।—পাঁচ সাত বার চাইলেন, কেউ কথা কইলে না।—আবার দারুণ যাতনায় ছট্‌ফট কোরে বোল্লেন, "প্রাণ যায়! বড় জ্বালা। ভারী যাতনা!—একটু জল!"—এইবারে সেই রমণী তাঁর মুখের কাছে গিয়ে ব্যঙ্গস্বরে বোল্লেন, "নৃপেন্দ্র! অনাথা কুলবালার কুল মজিয়ে অকূলে ফেলার চেয়েও কি এটা বেশী যাতনা? নিরপরাধে নিরীহ লোককে খুন করার চেয়েও কি এটা তোমার পক্ষে বেশী জ্বালা! চেয়ে দেখ দেখি, কে তোমার কাছে বোসে?—কে তোমাকে এই সব মর্ম্মান্তিক গুপ্তকথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছে?"

এ রমণী নীলকুমারী।—উদয়গিরি চেয়ে দেখ্‌লেন, নীলকুমারী।—আবার চক্ষু বুজ্‌লেন, বোল্লেন, "নীলকুমারি! আমার প্রাণ যায়! তুমি আমায় ক্ষমা করো! একটু জল!"

নীলকুমারী বোল্লেন,—"ক্ষমা!—মানুষে কি তোমার পাপের ক্ষমা কোত্তে পারে? তোমার পাপেই বাবা আমার বিষ খেয়ে মোরেছেন। তোমার লোকেরাই রাজা রঘুপ্রসাদকে খুন কোরেছে!"

"খুন!—খুন!—ওঃ!—না!—নীলকুমারি! না!—একটু জল।"

"বোল্‌তেই হবে! বলো, তোমা হোতেই তাঁরা মারা গিয়েছেন!

"ওঃ!—হাঁ,—মারা গিয়েছেন! ভারী তৃষ্ণা!"

"না!—এখনো হলো না! বলো, তুমিই খুন কোরেছ!"

"ওঃ! আমি!—না!—হাঁ!—না!—তামিব খাঁ!"

তখন নীলকুমারী এক ফোঁটা জল দিলেন। একে একে সব পাপ স্বীকার করিয়ে তবে ছাড়্লেন! বাস্তবিক উদয়গিরির হুকুমেই হামির খাঁ দলবল জুটিয়ে রাত্রিযোগে রাজা রঘুপ্রসাদকে খুন করে! রঘু-প্রসাদের অপরাধ এই যে, তিনি উদয়গিরিকে পঞ্চাশ হাজার টাকা কর্জ্জ দিয়েছিলেন, বড় লোকের টাকা সহজে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন বোলেই গুণ্ডা ভেজিয়ে ঘরে আগুন দিয়ে খুন করা হয়!

রাত্রি প্রভাত হলো, প্রভাতে বিজয়লালের সঙ্গে কিষণলাল সপরি-বারে মন্নুলালের বাড়ীতে উপস্থিত হোলেন। ইলাবতী, মন্নুলাল, হিতলাল, সকলেই একসঙ্গে জুট্লেন। উদয়গিরিকে দেখেই বিজয়লাল চমকিত! অধৈর্য্যভাবে বিছানার কাছে বোসে সাশ্রুনয়নে বোল্লেন, "দাদা! এ কি! তোমার এ অবস্থা কেন?—বিশ বৎসর পরে তোমারে কি এই দশায় দেখ্তে হলো!" বার বার এই সব কথা বোলে নেত্রনীরে উদয়গিরির সর্ব্ব শরীর অভিষিক্ত কোল্লেন! এই সময় চতু-র্দ্দিক থেকে "এই কি তোমার ভাই!—এ কেন?—এ যে নৃপেন্দ্র!—এ যে দৌলতরাম?—এ যে উদয়গিরি!"———নীলকুমারী, ইলাবতী, মনোরমা, কিষণলাল, সকলেই যেন এক নিশ্বাসে এই সকল নাম উচ্চারণ কোত্তে কোত্তে সবিস্ময়ে চীৎকার কোরে উঠ্লেন। বিজয়লাল অবাক হয়ে চকিত নয়নে তাঁদের মুখপানে চেয়ে রইলেন!

"হাঁ ভাই, আমিই সেই পাপিষ্ঠ!" অতি মৃদুস্বরে পদ্মলাল এই কটী কথা বোলেই মর্ম্মান্তিক যাতনায় নিঃসাড়ে অশ্রুপাত কোল্লেন। বাস্ত-বিক উদয়গিরিই সেই পদ্মলাল। তিনি আবার অশ্রুপাত কোরে বোল্লেন, "ভাই!—বিজয়! আমার দোষে তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ,—এখন আমি মরি!—আমি মহাপাতকী! আমাকে তুমি ক্ষমা করো!"

বিজয়লাল তাঁর বুকের উপর মুখ এনে সাশ্রুনয়নে বোল্লেন, "দাদা! ও সব কথা বোল্‌বেন না,—আমার বুক ফেটে যায়!—আপনার দোষ কি!—গ্রহের ফের,—কর্ম্মের ভোগ,—অদৃষ্টের ফল! আপনি কি কোর্‌বেন! এখন আপনি আরাম হোলেই আমি চরিতার্থ হই।" তাঁদের এই সব কথা হোচ্ছে, এমন সময় সেখানে আর একজন লোক এলেন! যিনি গত রাত্রে উদয়গিরিকে আহত অবস্থায় এই বাড়ীতে রেখে চিকিৎসক ডেকে দিয়ে যান, তিনিই ইনি। পাঠকমহাশয় যাঁকে দিল্লীর কারাগারে একদিন বিজয়লালের সঙ্গে গল্প কোত্তে দেখেছিলেন, ইনিই সেই বিক্রমপুরী ব্রাহ্মণ গিরিজাশেখর ভট্টাচার্য্য। খালাস হবার পর গিরিজাশেখর সরাসর বারাণসী যাত্রা করেন। সেখানে গিয়ে শুন্‌লেন, রাজা ভূপেন্দ্রলাল বেঁচে আছেন, কিন্তু দেশে নাই; মনের দুঃখে তীর্থবাসী হয়েছেন! গিরিজাশেখর অনেক দিন অনেক জায়গায় তত্ত্ব কোরে মথুরায় তাঁর সন্ধান পান। বিজয় তখন আগরা থেকে প্রস্থান কোরেছিলেন। রাজা ভূপেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্যকে আগরায় একখানি দোকান কোরে দেন। কিষণলাল যখন উদয়গিরির ফেরে কারাগারে যান, এই গিরিজাশেখরই তখন রাজা ভূপেন্দ্রলালকে সংবাদ দিয়ে ৫৭ হাজার টাকা এনে পণ্ডিতজীকে খালাস করেন। মথুরাধামে ভূপেন্দ্রলালের কাছে আর দুটী তীর্থবাসী গুপ্তভাবে আছেন, ভট্টাচার্য্য বোল্লেন, তিনি তাঁদের চিনেন না।

বিজয়লাল গিরিজাশেখরকে দেখে আর সমস্ত পরিচয় পেয়ে পরমানন্দে পুলকিত। গতরাত্রে উদয়গিরির সঙ্গে নীলকুমারীর যে যে কথা হয়েছিল, এই সময় সর্ব্বসমক্ষে নীলকুমারী সেগুলি ভেঙে দিলেন। পদ্মলাল ছট্‌ফট্‌ কোত্তে লাগ্‌লেন। এখন প্রশ্ন হোচ্ছে, নীলকুমারী কে?

নীলকুমারী রাজা ভূপেন্দ্রলালের উইলের প্রধান অছী ইন্দ্রচাঁদ রায়ের কন্যা। দিল্লীতে পাঠকমহাশয় এঁর ভাগ্যের অনেকদূর পরিচয় পেয়েছেন। রাজা ভূপেন্দ্রলালের উইলখানি পন্নালাল হাত কোরে-ছিলেন, কিন্তু নীলকুমারীর কাছেই ছিল; নীলকুমারী সেইখানি বিজয়-লালের হাতে দিলেন। পন্নালাল পাটনা থেকে খুল্লতাতের যে বাক্সটী চুরী কোরে এনেছিলেন, সেটীও তিনি নৃপেন্দ্রবেশে নীলকুমারীকে দেন, কাশী থেকে পালাবার সময় নৌকাডুবীতে সেটী নষ্ট হয়েছে। পন্নালাল সেই বাক্সের জিনিসপত্র কিছুই বার করেন নি, কেবল নগদ টাকাগুলি খরচ কোরেছিলেন, তিনি নিজেই এ কথা স্বীকার কোল্লেন। তার পর ৫।৭ দিন সাম্‌লে তিনি পাটনার কুচক্র অবধি শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত কাণ্ডই সংক্ষেপে ব্যক্ত কোল্লেন। তখনো পর্য্যন্ত মনোরমার উপর বিজয়লালের যে একটু সংশয় ছিল, পন্নালালের অনুতাপে সেটুকু তৎক্ষণাৎ প্রভাতের মেঘের মত অন্তর হয়ে গেল।

বিধাতার ঘটনায় ক্ষণকালের মধ্যে যতদূর অঘট ঘটন হলো দাঁড়ালো, তাতে সকলেই চমৎকৃত, বিস্মিত এবং মহানন্দে বিমোহিত! রাজা মহাপ্রতাপ গিরিজাশেখরের হাতে নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে রাজা ভূপেন্দ্র-লালকে আগরায় আনালেন, তাঁর কাছে যে দুটী যাত্রী ছিলেন, তাঁরাও এলেন। তাঁরা কে? অনাথবন্ধু সিংহ আর তাঁর ধর্ম্মপরায়ণা বিধবা ভগিনী। বিশবৎসরের পর তিনটী নির্ব্বাসিত পরিবার এক সঙ্গে মিলিত হোলেন। সকলেই পূর্ণানন্দে পরিপূর্ণ!—বিধাতার অপূর্ব্ব সংঘটন!—সকলের মুখেই আশ্চর্য্য গুপ্তকথা!!!

উপসংহার।

রাজা মহাপ্রতাপ শুভদিনে শুভক্ষণে কুমার বিজয়লালকে বেলকুমারী দান কোরে সস্নেহে সরমুর রাজ্য যৌতুক দিলেন।—অনাথসিংহও পূর্ব্ব বাগ্দান অনুসারে বিজয়লালকে মনোরমা সম্প্রদান কোল্লেন।—ভরতপুরের একটী রাজকুমারের সঙ্গে সুশীলা ইলাবতীর শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হলো।

পদ্মলাল অনবরত চক্ষের জলে ভূপেন্দ্রলাল, বিজয়লাল, মহাপ্রতাপ, মন্নূলাল, মনোরমা, ইলাবতী ও নীলকুমারীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কোল্লেন। তাঁর প্রথম বিবাহিতা পত্নী বিরাজকুমারী শোকে তাপে দেহপাত কোরেছেন, তিনিও এক সময় নীলকুমারীর পাণিগ্রহণে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, অতএব নীলকুমারীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব হলো; কিন্তু নীলকুমারী বোল্লেন, "এ জন্মে আর আমি সংসারী হব না। তীর্থবাসেই চিরপাপের প্রায়শ্চিত্ত কোরবো।—পদ্মলাল সুখে থাকুন, তাঁর কাছে আমি আর সুখের আশা রাখি না!" এই কথা বোলেই তেজস্বিনী সেই দিনেই উদাসিনী হয়ে গেলেন। বিবাহ হলো না।

রাজা ভূপেন্দ্রলাল ও অনাথবন্ধু সিংহ আর সংসারবাসী হোলেন না, সকলের কাছে বিদায় নিয়ে তাঁরা চতুর্থাশ্রমে প্রস্থান কোল্লেন।

জটাবতীকে খুন করা অপরাধে হামির খাঁর প্রাণদণ্ডের হুকুম হলো। পাঁচসাতটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডালকুত্তো তাকে টানাটানি কোরে ছিঁড়ে খেয়ে ফেল্লে।

চিন্তামণ ও মধুবুলাল লক্ষৌ নগরে একখানা জাল হুণ্ডী ভাঙাতে গিয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসী হোল্লেন। জহরমল ও হৈমন্তরাম বাতুলালয় আশ্রয় কোল্লেন।

উল্ সাহেব পরের ধনে বড়মানুষ হয়ে তাঁর পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী লুসীবিবিকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজারোহণ কোল্লেন।

ললিতা বেগেনী বিখ্যাত চিন্তামণ পোদ্দারের স্ত্রী; চিন্তামণ দায়মালে যাবার পর সে সদুরে হয়ে দিল্লীর রমজানী-মহলের দলপুষ্টি কোল্লে।

রাইমাধব দত্ত বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ কোল্লেন। তাঁর বাড়ীখানি ও নগদ সম্পত্তি সমস্তই ইলাবতীকে দান কোরে গেলেন। মনোরমার জননীর দশ হাজার টাকা মনোরমা পেলেন।

সামন্তগিরি ও রাইমাধবের সমস্ত বিষয় এবং বিজয়লালের মন্নুলাল, গিরিজাশেখর ও ধবমবাজকে দান কোরে বিজয়লাল নানচ যাত্রা কোল্লেন। রাজা মহাপ্রতাপ মহিষীর সঙ্গে স্বদেশে গেলেন। পৈতৃক ভদ্রাসনে, কখনো সরমুবে অবস্থান কোরে যুগল ভার্য্যা যাপন কোত্তে লাগ্‌লেন। পদ্মলাল অষ্টাঙ্গবাতে অচল পঙ্গু হয়ে কাশী পাপচক্রের আর আর সহায়বল অনুচর-অনুচরীরা কে কোথায় গি তার আর অনুসন্ধান হলো না।

পাঠকমহাশয়। এই সুদীর্ঘ আখ্যায়িকায় ধর্ম্মাধর্ম্মের গতি যেরূপ আপনাকে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ কোত্তে কত সাবধান হোতে হয়, কিন্তু এটী কার খেলা?—শান্তিশতকের প্রথম শ্লোকে আছে, দেব করিব?—না।—তাঁহারা ত পোড়া বিধাতার অধীন। তবে কি করিব?—না।—তিনিও ত কেবল প্রতিনিয়ত কর্ম্মফলই প্রদান ক কর্ম্মায়ত্ত। তবে দেবতাতেই বা প্রযোজন কি, বিধাতাতেই বা স্বয়ং বিধাতাও যাহার প্রভু নহেন, সেই বিশ্বব্যাপী কর্ম্মকেই নমস্কা কিছু দিন পুণ্যবানের কষ্ট, পাপাত্মার ঐশ্বর্য্য।—এই নিদারুণ কর্ম্মবশে আখ্যায়িকাটীর দ্রুত উপসংহারে সৌন্দর্য্যহানির মূলীভূত হো পাঠকমহাশয়ের সন্তোষবিধান কোত্তে পাল্লেম না, বড় আক্ষেপ হায়!—অপ্রতিবিধেয় কর্ম্মবন্ধন স্মরণ কোরেই সে আক্ষেপটী এ চেপে রাখতে বাধ্য হোলেম।

অবশেষে সহৃদয় পাঠকমহাশয়গণকে ধন্যবাদ দিয়ে এই আখ্যায়ি সহৃদয় সাহিত্যবন্ধু শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের শ্রীকরকম উপহার প্রদান কোরে ১২৮৩ সালের সঙ্গে এবারের মত বিদা আগামী নবীন বৎসরে পুনরায় দেখাসাক্ষাৎ কোরে সহৃদয় অনুগ্রহলা এই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা ও আকিঞ্চন।—অতঃপর একটী নবীন নবন্যাসের আসরে সবিনয় আমন্ত্রণকারী——

চিরানুগ

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখো

PRINTED BY S. P. CHATTERJEE AT THE NEW BENGAL PRESS, CA